শ্রীমৎ রূপসনাতন শিক্ষামৃত

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমৎ সনাতন-শিক্ষামৃত

বক্তুং পারমহংস্য-পদ্ধতিমিহ ব্যক্তিং গতানাং হি যঃ।
সিদ্ধানাং ভবনে বভূব সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা ॥
সাঙ্গং ভক্তিরসং রহস্যমধুনা ভক্তেষু সঞ্চারয়-
ন্নেকঃ সোঽবততার বিশ্বগুরবে পূর্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥

ললিতমাধব নাটক

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রণীত।

শ্রীমতী নিকুঞ্জবিদ্যা দেবী দ্বারা
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত
সন ১৩৩৪ সাল।

মূল্য ৪৲ টাকা

উৎসর্গ-পত্র

ভক্তিময়ী রাণী শ্রীমতী রাধারাণী দাসী

মাতৃমহোদয়ার

শ্রীকরকমলে—

শ্রীরূপের শিক্ষামৃত ভক্তিসুধাসার।
সঁপিয়াছি তব করে জননি আমার॥
সনাতন শিক্ষামৃত—প্রেমভক্তিসিন্ধু।
সঁপিলাম তব করে তার একবিন্দু॥
ব্রজের বালিকা তুমি, ওমা রাধারাণি।
কৃষ্ণপ্রেমে গড়া তব ও মূরতিখানি॥
দিবানিশি তব মুখে শ্রীনাম জপন।
দিবানিশি কর তুমি গোবিন্দ স্মরণ॥
শ্রবণাদি নববিধ ভক্তি আচরিয়া।
রেখেছ গোকুলচন্দ্রে হৃদয়ে বাঁধিয়া॥
এক-দেহে রাধাকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কলির জীবের যিনি সতত শরণ্য।
তাঁহার পার্ষদ শ্রীল রূপ-সনাতন।
তাদের সৌভাগ্য কেবা করিবে বর্ণন॥
মহামহীয়সী শক্তি হৃদে সঞ্চারিয়া।
ব্রজের অশেষ রস-তত্ত্ব বুঝাইয়া॥

প্রেমভক্তি রস-তত্ত্ব করিলা প্রকাশ।
প্রেমময় গৌরশশী ভকতি-বিলাস ॥
প্রচার করিতে সেই শিক্ষা জগমাঝে।
তোমার হৃদয়ে শুভ বাসনা বিরাজে ।:
এই দুই গ্রন্থে সেই বাসনা-লতার।
ফলিল যুগল ফল, কৃপায় তোমার ॥
অর্থের সাফল্য,—ভক্তি গ্রন্থের প্রচারে ;
নরনারী সকলেই আশীর্ব্বাদ করে ॥
পাঠ-মাত্রে ধন্য হয় নরনারীগণ।
তাঁহারাও ধন্য,—যাঁরা করেন শ্রবণ ॥
শ্রীগৌর-গোবিন্দ কৃপা করুন তোমারে ;
সুখে থাক সদা পতিপুত্র সহকারে ॥

বাসন্তী পঞ্চমী
১৩৩৪ সাল।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীরসিকমোহন শর্ম্মা

শ্রীমৎ সনাতন-শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়—প্রবর্ত্তনা

জীব-তত্ত্ব

যস্য প্রসাদাদজ্ঞো হি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান সংপ্রসীদ তু।
১৮শ বিলাস হরিভক্তিবিলাসে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু উন্নত মানব সমাজের জন্য যে সকল উপদেশ জগতে প্রচার করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীমৎ সনাতন ও শ্রীপাদরূপের প্রতি কৃপা করিয়া যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তৎ সকল সর্ব্বশাস্ত্রের মহাসার এবং মনুষ্যমাত্রেরই অশেষ কল্যাণজনক। যাঁহারা চিন্মাত্র ব্রহ্মের মননপরায়ণ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশে তাঁহাদেরও প্রচুর জ্ঞাতব্য আছে। যাঁহারা বাস্তবিকই ভগবানের জন্য ব্যাকুল হন, ধর্ম্মের জন্য প্রকৃত পক্ষেই যাঁহাদের হৃদয়ে তৃষ্ণা জন্মে, তাঁহারা এই উপদেশামৃতেই যথার্থ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। চিন্মাত্রব্রহ্ম ভিন্ন বেদান্তে অপর ব্রহ্মেরও সন্ধান নিহিত আছে। চিন্মাত্র ব্রহ্মের কথা বলিয়াও পরম করুণাময়ী শ্রুতি রস-ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সেই রস-ব্রহ্ম ঘনীভূত অবস্থায় শ্রীগোবিন্দ নামে অভিহিত হন। তিনি অনন্ত শক্তির অধীশ্বর, তিনি তাঁহার স্বরূপভূতা হ্লাদিনীর মহাসার আনন্দ-চিন্ময়রস-শক্তি প্রতিভাবিতা মূর্ত্তিমতী আনন্দময়ী শক্তিগণের সহিত যে লীলা-রস প্রকট করেন, ভক্তিরস ব্যতিরেকে তাঁহার সন্ধান অন্যকোনও উপায়ে পাওয়া যায় না। শ্রীপাদরূপের উপ-

দেশে সবিশেষরূপে মহাপ্রভু এই ভক্তিরস-বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং ভাব-বিভাব-অনুভাব ও সঞ্চারিভাব প্রভৃতি দ্বারা নিষ্পন্ন রস-আস্বাদন সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি তিনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অখিলরসামৃত শ্রীকৃষ্ণই যে উপাস্য-তত্ত্বের চরম বস্তু, তিনি যে কেবল ঐশ্বর্য্যাদি বহুল গুণযুক্ত নহেন, মাধুর্য্যই যে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ, এবং বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি দ্বারাই যে তাহা লাভ করা যায়—সেই অখিল রসামৃত মূর্ত্তির আস্বাদন করা যায়, গোপীভাবের ভজনই যে তাঁহার উপাসনার চরম তত্ত্ব,—এই সকল কথা অতি বিস্তৃত ও ধারাবাহিকরূপে শাস্ত্র যুক্তি প্রমাণ-বলে বিবৃত করা হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃতের মধ্য লীলার ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদের শেষ পর্য্যন্ত শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি উপদেশের সারমর্ম্ম অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিমহোদয় এই ভক্তি-রসামৃতের জাহাজী ব্যাপারী, মহামূলধনী। তাঁহার নিকট হইতে দুই এক কপর্দ্দক ঋণ করিয়া এই লেখক সেই উপদেশামৃত সিন্ধুর বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়া সম-প্রাণ সমানবিত্ত সমানচিত্ত কাঙ্গালদের জন্য "ফেরিওয়ালার" ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাতে লেখকের আপন সমাজে ও আপন জনগণের মধ্যে কিছু কিছু উপকার হইতে পারে এমন আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সিদ্ধান্ত-বিরোধ, রসাভাস ও রস-বিরুদ্ধভাবের আশঙ্কা পদে পদে হইতে পারে এবং হইবে; তথাপি একটা সাহসের কথাও আছে, শ্রীপাদরূপের উক্তিই সেই সাহসের হেতু। তিনি শ্রীবিদগ্ধ মাধব নাটকের প্রারম্ভে আত্মকর্ম্ম সমর্থনার্থ লিখিয়াছেন:—

মমাস্মিন সন্দর্ভে যদপি কবিতা নাতি ললিতা।
মুদং ধাস্যন্ত্যস্যাং তদপি হরি-গন্ধাদ্ বুধগণাঃ॥
অপঃ শালগ্রামাপ্লবন-গরিমোদ্গার-সরসাঃ।
সুধীঃ কোবা কৌপীরপি নমিতমূর্দ্ধা ন পিবতি॥

শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—আমার এই গ্রন্থে কাব্যের কোন লালিত্য নাই, তথাপি আমার ভরসা আছে, ইহা হরিগুণগন্ধযুক্ত হওয়ায় পণ্ডিতগণ ইহাতে অবশ্যই প্রীতিলাভ করিবেন। কেন না, কূপোদকে শালগ্রাম শিলা স্নাপিত হইলে সেই গৌরবে কূপোদকও শ্রীচরণামৃত হন এবং সুধীগণ অবনত মস্তকে ভক্তিসহ তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হন।" এই শ্রেণীর গ্রন্থের ইহাই এক মহা সৌভাগ্য। শ্রীভগবানের চরণ চিন্তা করিয়া এই গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহাই একমাত্র ভরসা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মহাতীর্থ প্রয়াগে শ্রীপাদরূপ গোস্বামী তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রভুর আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। শ্রীরূপের পক্ষে মহাপ্রভুর সঙ্গ-বিরহ অত্যন্ত ক্লেশজনক হইল। কিন্তু জগতের হিতের জন্য যিনি জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের গণনা করিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্যের হানি করা, তাঁহার বিধান সঙ্গত নহে। শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ বিরচন, লুপ্ততীর্থের উদ্ধার, শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ স্থাপন এবং সমাজে সদাচার প্রবর্ত্তনের জন্য শ্রীপাদরূপকে মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। তিনি কাশীধামে আগমন করিলেন। চন্দ্রশেখর শিবশঙ্করের অধিষ্ঠিত কাশীক্ষেত্র—বিবেক-বৈরাগ্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের সুবিখ্যাত সিদ্ধপীঠ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র এখানে আসিয়া তাঁহার একান্ত ভক্ত শ্রীচন্দ্রশেখরের আগ্রহে তদীয় আবাসে অবস্থিত হইলেন। এখানেও শ্রীকৃষ্ণ-কথা ও শ্রীকৃষ্ণ নামের বন্যা প্রবাহ, সাগর-তরঙ্গরঙ্গে জ্ঞানভূমি কাশীকে ভক্তিরসে পরিষিক্ত করিয়া তুলিল! সকলের মুখেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, সকলের মুখেই তাঁহার রূপগুণের কথা প্রচারিত হইল।

এই সময়ে রাহুমুক্ত সুধাংশুর ন্যায় শ্রীপাদ সনাতন সংসার-মায়ামোহ-বিমুক্ত হইয়া নানা কৌশলে যবন-রাজের কারাবন্ধন ছিন্ন করিয়া নানা বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া হৃদয়ের অনুরাগে কাশীধামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর

শ্রীচরণান্তিকে উপনীত হইলেন। জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্যের সিদ্ধপীঠে অনুরাগীভূক্ত সনাতন বৈরাগ্যের বেশ—কৌপীন-বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, চিত্তের ভাবের সহিত বহির্বেশের মিলন হইল। জ্ঞান-গুরু যোগীশ্বর শ্রীশ্রীশঙ্করের সিদ্ধক্ষেত্রেই প্রেমগুরু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য ও ভক্তিরস-তত্ত্বের উপদেশ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য-ভক্তিরসাশ্রয়ং।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ॥

পরম দয়াল মহাপ্রভু সনাতনকে পাইয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন ইহাতে ক্লেশ বোধ করিলেন—নিজের দীনতা প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—সে কি কথা, তোমার ন্যায় ভক্ত-দর্শন মহাসৌভাগ্যের ফল। তোমাকে দর্শন করিলে নয়ন সফল হয়, তোমায় স্পর্শন করিলে দেহ পবিত্র হয়। তুমি ইহাতে ক্লেশ বোধ করিও না। তোমাকে দেখিয়া আমি আনন্দে বিহ্বল হইতেছি। যাহা হউক, তুমি যে কারা-বন্ধন হইতে, বিশেষতঃ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছ ইহা পরম আনন্দের কথা :—

তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল, এই শাস্ত্র নিরূপণ॥
এত কহি কহে প্রভু শুন সনাতন।
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিত পাবন।
মহারৌরব হইতে তোমায় করিল উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥

পরম বিনয়ী সনাতন বলিলেন, আমি কৃষ্ণ জানি না। আমি তোমাকেই আমার উদ্ধারের কর্ত্তা বলিয়া জানি। প্রভু আমি অতি নীচ, অধম ও অতি অজ্ঞ, কিছুই জানি না; কৃপা করিয়া যদি উদ্ধার করিয়াছ, এখন আমার কর্ত্তব্য কি, উপদেশ কর :—

কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি কেন আমারে জারে তাপত্রয়।
ইহা না জানিলে কেমনে হিত হয়॥
সাধ্য সাধনতত্ত্ব বুঝিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি।

আমি কে ইহা অতি গুরুতর প্রশ্ন। মানব সমাজের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্নের সূত্রপাত হইয়াছে। দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি লইয়া একটি মানুষ। এই সকলের একটা সমষ্টিপিণ্ডই কি আমি? যদি তাহাই হয় তবে মৃত অবস্থায় দেহ থাকে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও থাকে কিন্তু সে বস্তুটা আমি বলিয়া অভিহিত হয় না, সে অবস্থায় তাহার তো কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না,—তবে আমি কে? আমি কি দেহ-ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতোদ্ভব কার্য্য-বিশেষ? তাই বা কিরূপে বলা যায়। দেহেন্দ্রিয়াদির বস্তুগত অনুসন্ধানে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে,—দৈহিক পদার্থগুলি অচেতন—অচেতন বস্তু হইতে চেতনার উদ্ভব অযৌক্তিক। যাহা যাহাতে নাই, তাহা হইতে তাহা উদ্ভূতই বা কি প্রকারে হইবে? জড় হইতে চেতনার উদ্ভব তো একবারেই সম্ভবপর নহে। আমার মনন, আমার চিন্তন, আমার অনুভাবন প্রভৃতি চেতনা-পরিচায়ক। এ গুলি অচেতন হইতে পারে না। তিলে তৈল পদার্থ থাকে বলিয়াই তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, কিন্তু বালুকা-নিষ্পেষণে কখনও তৈল-লাভ হয় না। দেহ ইন্দ্রিয় ও মন ইহারা অচেতন। ইহাদিগ হইতে চেতনার উদ্ভব সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমি যখন চিন্তা করি, ভালমন্দ বুঝি, আমার যখন রাগদ্বেষাদি আছে তখন আমি যে চেতন ইহাতে তো কোন সন্দেহ নাই। অথচ এই চেতনা দেহের ধর্ম্ম নয়—কোন চেতন বস্তুর যোগেই দেহ সচেতন হয়। রসায়নবিজ্ঞানবিৎ

পণ্ডিতগণ তাঁহাদের কারখানায় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন কার্ব্বন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি পদার্থ লইয়া জীব-উৎপাদন করিতে বহুল চেষ্টা করিয়াও চেতনার লেশাভাস এ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সূক্ষ্ম জৈব পদার্থ বস্তুটি কি,—জড় পদার্থের মধ্যে তাহার ভূয়োভূয়ো অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু জড় পদার্থ হইতে চেতন বস্তু নির্ম্মিত হয় নাই। জড়শক্তিতে ও চিৎশক্তিতে অনন্ত স্পষ্ট পার্থক্য চিরদিনই সমান রহিয়াছে। আমি কে, এই প্রশ্নের রহস্য উদ্ভেদ করার প্রয়াস মানবসমাজে বহুযুগ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্তও ইহার সর্ব্বসম্মত মীমাংসা হয় নাই।

আমি কে, ইহা না জানিলে জীবনের উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ হয় না। আমি যদি একটা ক্ষণিক অস্তিত্ব মাত্র হই, দুই দিনের তরে এ জগতে আসিয়া প্রজাপতির ন্যায় উড়িয়া বেড়াইলাম, দেখিতে দেখিতে জীবন শেষ হইল, আর ইহার সহিত পাপপুণ্য, ভালমন্দ, আশাভরসা, বিদ্বেষ ভালবাসা চির দিনের মত সকলই ফুরাইল, যদি ইহাই জীবন-রহস্য হইত, তবে জীবনের অনেক দুশ্চিন্তা লঘুতর হইয়া পড়িত। মানুষের মধ্যে এক শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তি কখনও সেরূপ ভাবিতে পারেন না। তাঁহাদের মতে জীব সে প্রকার অস্থায়ী বস্তু নয়, ইহা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সহিত নিত্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ইহা ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তি। এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসেই তাঁহারা জাগতিক কার্য্য নিয়মিত করেন, ইহার উপরেই তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার নির্ভর করে। এই বিশ্বাসে তাঁহারা তাঁহাদের চরিত্র গঠন করেন—ইহাই তাহাদের জীবনের নিখিল ব্যবহারের নিয়ামক।

ঋষিগণ ও সাধুসজ্জনগণের চিত্ত সর্ব্বপ্রথমে আত্ম পদার্থের অস্তিত্বাবধারণে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা দেখিলেন এই দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন-বুদ্ধি ইহাদের কিছুই "আমি" নহে। ইহারা সকলই নশ্বর—ইহাদের অভাব

হইলেও আমিত্ব জ্ঞানের বিলোপ সাধন হয় না বা দেহের কোন ইন্দ্রিয় বা কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অভাব হইলেও আমিত্ব-জ্ঞানের পূর্ণতার এক বিন্দুও বিনষ্ট হয় না। আমার চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলেও আমি থাকিব, হস্ত পদ বাগিন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইলেও আমিত্বজ্ঞানের কেশাগ্র পরিমিত অংশও বিলুপ্ত হয় না। সুতরাং আমিত্ববোধ দেহেন্দ্রেয়াতিরিক্ত অপর কিছু হইতে উত্থিত হয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানাদির সংস্কার সেই পদার্থে বিন্যস্ত থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা আমাদের যে সকল জ্ঞান উপলব্ধ হয়, সেই সকল পদার্থ, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও আমরা তাহাদিগকে অনুভব করিতে পারি—ইন্দ্রিয়াদি নষ্ট হইয়া গেলেও তাহাদের গুণগ্রাম আমাদের সেই কোন-কিছু পদার্থে অঙ্কিত থাকে—ইহাই আত্মা। হিন্দু দার্শনিকগণ এই আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, আমাদের নিখিল জ্ঞান এই আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। জন্মের পর জন্ম হয়, দেহের পর দেহ বিনষ্ট হয়, আবার আমরা নূতন দেহ প্রাপ্ত হই—মৃত্যুতে জনসাধারণের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। কিন্তু জাতিস্মর যোগিগণের পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত-জ্ঞান বিলুপ্ত হয় না। উহা প্রোজ্জ্বলরূপে আত্মায় বর্ত্তমান থাকে। তাঁহারা স্মৃতির সহায়ে সেই সকল বিষয় আবার চিত্ত-পটে পুনরানয়ন করিতে পারেন। সময়ে সময়ে পুরাতন অনুভূত পদার্থ স্মৃতির প্রভাবে সদ্য প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভূত হয়—ইন্দ্রিয়গুলির সমক্ষে সেই সকল পদার্থ উজ্জ্বলরূপে উপস্থিত হয়। সুগন্ধি পুষ্পের বিষয়ে ধ্যান প্রগাঢ় হইলে উহার সকল গুণই প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হয়। উহার রূপরস গন্ধাদি খাঁটি প্রত্যক্ষের ন্যায় উপস্থাপিত হয়। ক্যাষ্টার তৈলের স্বাদ একবার অনুভূত হইলে কাহারও কাহারও উহার স্মৃতি মনে মনে আসিলেই হৃক্কারজনক গন্ধ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নাসিকায় উপস্থিত হয়, বিস্বাদে রসনা বিকৃত হয়, বিবমিষা উপস্থিত হয়। পদার্থের অভাবে কেবল স্মৃতিদ্বারাই এই সকল কার্য্য সাধিত হয়। এই অনুভূতি চেতনারই কার্য্য।

জড় পদার্থে অনুভূতি বা চেতনার কার্য্য সম্ভবপর হয় না। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে জড়াতিরিক্ত শক্তি বিশেষ অবশ্যই আছে, মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ উহাকেই "আত্মা" নামে অভিহিত করেন।

জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি আমাদের চিত্তের এই তিনটা অবস্থা অতি সুস্পষ্ট। জাগ্রত অবস্থায় জাগতিক প্রত্যেক ঘটনা আমাদের জ্ঞান-গোচর হয়। ইন্দ্রিয়-লভ্য জ্ঞানগুলিকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয়ের উপায়ে জানিতে পারি না। চক্ষু না থাকিলে আমাদের দর্শন-জ্ঞান জন্মিত না ইহা সত্য। কিন্তু চিত্ত-বৃত্তির ক্রিয়ার অভাবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলেও তো দর্শন জ্ঞান হয় না। চিত্তে যখন কোন ভাবনা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্মুখ দিয়া বৃহৎ ব্যাপার চলিয়া গেলেও তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। ইন্দ্রিয় সমূহে বাহ্য জগতের সম্বন্ধ হইলেও চিত্ত-বৃত্তি নিয়োজনের অভাবে উহা জ্ঞানে পরিণত হয় না। তজ্জন্য স্বীকার করিতে হয়, ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত চিত্ত নামে স্বতন্ত্র পদার্থ আছে। তাহা হইতে সংবিদ্‌ বৃত্তির (Consciousness) ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। আমাদের সুখদুঃখানুভূতি আছে, ঔদাসীন্য আছে, ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান আছে। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে, সঙ্কল্প-বিকল্প আছে। আমরা ইচ্ছানুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করি, আমরা হেয় উপাদেয়ের ত্যাজ্য-গ্রাহ্যত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করি। সুবিধা-অসুবিধা ভাল-মন্দ প্রীতিকর-অপ্রীতিকর এই সকল বুঝিতে পারি এবং তদনুসারে কার্য্য করি। অতি সূক্ষ্ম কীটেও এই সকল ব্যাপার দৃষ্ট হয়। যেস্থলে জীব চৈতন্য আছে সেই খানেই এই সকল ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। বৃক্ষাদির মধ্যে যে জীব চৈতন্য আছে, মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে। এই চিৎ-পদার্থ ও উহাদের অশেষ বৃত্তি জগতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি (Intellect), হৃদ্‌বৃত্তি (Emotions, feelings) এবং ইচ্ছাবৃত্তি (Volition, desires) প্রভৃতি যেমন আত্মতত্ত্বের

পরিচায়ক, উদ্ভিদাদিতেও তেমনই এই সকল ব্যাপার কিয়ৎ পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

চিদ্‌বৃত্তি ও হৃদ্‌বৃত্তির প্রকাশ না থাকিলে সমগ্র জগৎ কেবল জড়ীয় শক্তিরই লীলাস্থলীতে পরিণত হইত,—চিৎশক্তির, হৃৎশক্তির ও ইচ্ছা-শক্তির কোনও নিদর্শন পরিলক্ষিত হইত না।

জড়ত্ব ও জ্ঞানত্ব এই দুইটা ভাব জগতে অতি সুস্পষ্ট। আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞান (Sensations), প্রত্যক্ষানুভূতি (Perceptions) হৃদ্‌বৃত্তি (Sentiments or Emotions) চিদ্বৃত্তি (Intellection or Thoughts) এই সকল ব্যাপার জড়ীয় শক্তির (Material force) কার্য্য নহে।

এই সকল ব্যাপারের পর্য্যালোচনা করিলে অহম্বৃত্তি ও ইদম্বৃত্তির পার্থক্য স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতে পারে। আমি ও আমার অতিরিক্ত আর কিছু আছে। (Self and Not-self অহম্ ও ইদম্) এই দুই প্রকার জ্ঞান আমাদের স্বাভাবিক। এই ভাবে আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা আত্মার জ্ঞান উপলব্ধ হয়। এই অহম্‌বৃত্তি প্রসারিত হইয়া আমাদের অনুভূতির ন্যায় অপর ব্যক্তিরও যে সুখ-দুঃখ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান জন্মে। কণ্টকবিদ্ধ হইতে আমার ক্লেশ হয়, ইহা হইতে আমি বুঝিতে পারি যে এই ব্যাপারে অন্যেরও ক্লেশ হয়, এমন কি উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত যে আত্ম-শক্তির লীলাস্থল তাহাও ঋষিগণ প্রকাশ করিয়াছেন, আধুনিক উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিদ্‌গণ আমাদের আত্মার ন্যায় উদ্ভিদাত্মার (Plant-souls) অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

সৃষ্টির আরও নিম্নস্তরে জৈবশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যে আণবিক বস্তু অচেতন বলিয়া আমরা জানি, এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ উহাদের মধ্যেও প্রীতি ও বিদ্বেষের অস্তিত্বানুভব করেন, উহাদেরও হেয়-উপাদেয় জ্ঞান আছে, উহারা কোনটার সহিত আগ্রহের সহিত আত্মীয়তা করে, একত্র হয়, মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করে, আবার আর এক জাতীয় পদার্থের সহিত একবারেই উহাদের মিলমিশ হয় না। একজন অপর জনকে দেখিয়া

দূরে যায়, দূরে থাকিতে ভালবাসে এবং সেই জড়ীয় পদার্থের সহিত উহাদের একত্র ঘর কন্না চলে না। (১)

আমরা এই চেতনার বহুস্তর দেখিতে পাই। একপ্রকার চৈতন্য সর্ব্বব্যাপক। প্রত্যেক পদার্থেই এই চৈতন্যের অস্তিত্ব আছে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিলে তাহাই বুঝায়। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চিতিরূপেণ সংস্থিতা" এই বাক্যও বেদান্ত বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। ইহা বিশ্বাত্মার অস্তিত্ব-বোধক। সমগ্র বিশ্বেই পরমাত্মার তটস্থা জীবশক্তি (Universal life) বিরাজমানা। অচেতন বিশ্বের অন্তরালে লুক্কায়িত ভাবে (in potential form) জীবশক্তি ক্রমশঃ উদ্ভিদে ও অপরাপর জীবাণু সমূহে আত্ম প্রকাশ করিতে করিতে অবশেষে উহা উচ্চতম মানব জ্ঞানের আকারে প্রকাশ পায়। অতঃপরে ভগবদ্ভক্ত মানবে উহার পূর্ণতম বিকাশ অনুভূত হয়। শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে এই জৈবক্রম-বিকাশের প্রমাণ দৃষ্ট হয়। উহার শ্রীধরী টীকার উপসংহারে দেখা যায় যে তিনি মহাভারত হইতেই উদ্ভিদাত্মার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্ব্ব স্বার্থত্যাগী ভগবৎ পরায়ণভক্ত জীবেই উহার চরম বিকাশ।

কিন্তু সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বদাই জীব-শক্তি বর্ত্তমানা। আমাদের দর্শন ও পুরাণাদির ইহাই অভিমত। পাশ্চাত্য দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ এখন এই মহাসত্য ক্রমশঃই বুঝিতে

(১) But the inorganic kingdom is for that reason not absolutely void of an analogous, although we may grants, a lower kind of subjectivity. Chemicals apparently exercise choice, for we find, they engerly seek one another or abandon one liaison for the sake of a prefered partner ; and we have no other means of clearly describing their behaviour than by allegories selected from anologous occurrences in the human world, that is, by characterising them as "affinities." p. 12. Whence and whither.

পারিতেছেন, অচেতন প্রকৃতির অন্তরালে ও জীব-চৈতন্য লুক্কায়িত ভাবে বর্ত্তমান।(২)

শ্রীপাদ সনাতন অতি দীনতার সহ ও আর্ত্তভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলেন।

সনাতন স্বভাবতঃই অতি বিনয়ী। তাঁহার বিনয়পূর্ণ বাক্য শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—সনাতন, তুমি সিদ্ধপুরুষ, পরম ভক্তিমান্। তোমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা; তোমার আবার তাপত্রয়ের আশঙ্কা কি? এবং তোমার অজ্ঞাতই বা কি? তোমাতে কৃষ্ণশক্তি বিরাজিতা, তত্ত্ব সমস্তই তোমার সুবিদিত কিন্তু সাধুদের একটা স্বভাব এই যে, তাঁহারা জানিয়াও দৃঢ়তার জন্য পরিপ্রশ্ন করেন। যাহা হউক তুমি ভক্তি-প্রবর্ত্তনার ও ভক্তি-প্রচারের অতি উপযুক্ত পাত্র। আমি তোমার নিকট ক্রমে ক্রমে তত্ত্বকথা সকল প্রকাশ করিয়া বলিব। তুমি জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে জানিতে চাহ ইহা অতি উত্তম কথা। জীবতত্ত্ব না জানিলে কোন তত্ত্বেই প্রবেশ করা যায় না। জীব আপন জ্ঞানে এই বিশ্বতত্ত্ব জানিতে পারে এবং ভগবৎতত্ত্ব জানিতেও প্রয়াস পায়। জীবের দ্বারাই জ্ঞানের উৎকর্ষ, ভজনের উৎকর্ষ, উপাসনার পারিপাট্য, ভগবানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্পন্ন হয়, এই সকল ব্যাপারই উচ্চ প্রকৃতিবিশিষ্ট নরনারীগণ দ্বারা সাধিত হয়।

সুদূর গগনমণ্ডলে কোথায় কোন নক্ষত্র কি ভাবে বিরাজমান, কোন্ নক্ষত্রের সহিত কোন নক্ষত্রের কি সম্বন্ধ, উহাদের আকার প্রকার, দূরত্ব গতি প্রভৃতি জানিবার জন্য মানুষের অনুসন্ধিৎসা ব্যাপৃত হয়। অগাধ গভীর অতল সমুদ্রের অভ্যন্তরে কি কি বস্তু আছে, কি কি জীব আছে,

(২) But we are driven to the conclusion that the potentiality of feelings lies in latent in inorganic nature, and its rise is simply due to a peculiar interaction of its molecules such as actually takes place in the living substance of all animal creatures, from the amæboids upwards to the highest organisms of the Zoological Kingdom. p. 14 Whence and whither.

তাহাদের স্বভাবই বা কিরূপ, তাহাদের আকার প্রকার ভাবভঙ্গী প্রভৃতি পরিজ্ঞানের জন্য মানুষ অনুসন্ধিৎসু হয়। ভূধরে ভূস্তরে, সুদূর অতীতে কোন্ পদার্থ কিরূপ ভাবে অবস্থান করিত, কিরূপেই বা কোন্ কোন্ পদার্থের সংযোগে এই সকল পদার্থ বিরচিত হইল তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মানুষের বুদ্ধি ব্যাকুল হয়, কোন্ অরণ্যে কোন্ কোন্ প্রকার উদ্ভিদ্ জন্মে, তাহাদের শাখা-প্রশাখা ফুল-ফল কি প্রকার এবং তৎসকল দ্বারা মানুষের কি কি কার্য্য সাধিত হইতে পারে, মানুষ তৎসকল জানিবার জন্যও বলবতী বাসনা প্রকাশ করে।

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসিগণ কিরূপ ছিল, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গই বা কত জাতীয় ছিল, তরুলতা ফুলফলই বা কি প্রকার ছিল এবং জীবগণ কি প্রকারেই বা সেই সকল পদার্থ ব্যবহার করিত, মানুষের অগম্য চিরনীহারাবৃত পৃথিবীর উত্তর মেরুর অবস্থা কি? তাহা জানিবার জন্যও মানুষ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করে। এই প্রকার অসংখ্য ব্যাপারে মানুষের বুভুৎসা, অনুসন্ধিৎসা, জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন পরিপ্রশ্নের নিত্য নিয়োজন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মানুষ নিজের তত্ত্ব নিজে জিজ্ঞাসু হয় না এবং কোথা হইতে মানুষের উৎপত্তি হইল, জীবের প্রকৃতি কি, জীব কোথা হইতে আসিল, মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে, জীবের কর্ত্তব্যই বা কি, জীবের দুঃখেরই বা হেতু কি এ সকল প্রয়োজনীয় প্রশ্ন অতি অল্প লোকেই উত্থাপন করিয়া থাকে। আমি তোমার প্রশ্নে নিরতিশয় সুখী হইলাম এবং যথাসম্ভব ইহার উত্তর দানেও প্রবৃত্ত হইলাম। তুমি শ্রবণ কর :—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীব-তত্ত্ব

আমি এখন বিশদরূপে তোমার নিকট এই সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছি। পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে প্রণব ব্যাখ্যানে জামাতৃমুনি বলেন :—

জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনং প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্ব্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্ ॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্য অক্লেদ্য অশোষ্যাক্ষর এব চ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ ॥
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন ॥
আত্মা ন দেবো ন নরো ন তির্য্যক্ স্থাবরো ন চ।
ন দেহো নেন্দ্রিয়ং নৈব মনঃ প্রাণো ন চাপি ধীঃ ॥
ন জড়ো ন বিকারী চ জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ।
স্বস্মৈ স্বয়ং প্রকাশঃ স্যাদেকরূপঃ স্বরূপভাক্ ॥
অহমর্থঃ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নোঽণুর্নিত্যনির্ম্মলঃ।
তথা জ্ঞাতৃত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্ব নিজ ধর্ম্মকঃ ॥
পরমাত্মৈকশেষত্বস্বভাবঃ সর্ব্বদা স্বতঃ ॥

এই শ্লোকগুলিতে জীবতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। জীব দেহ নয়, ইন্দ্রিয় নয়, মনপ্রাণ প্রভৃতিও নয়,—জীব জ্ঞানের আশ্রয়। কিন্তু তাই বলিয়া

এই জ্ঞান বৈশেষিক প্রভৃতির সিদ্ধান্তিত আত্মার আগন্তুক ধর্ম্ম নহে। গন্ধের সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তাপও প্রকাশিকা শক্তির সহিত অগ্নির যে সম্বন্ধ, জ্ঞানের সহিত জীবাত্মার সেইরূপ সম্বন্ধ। জ্ঞান ইহার সেইরূপ গুণ। দেহেন্দ্রিয় প্রাণ-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি অচেতন পদার্থ। নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনকার ইহাদিগকে অচেতন বলিয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ ইহাদিগকে অপরা প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু জীব,—চেতন। সুতরাং স্থূল সূক্ষ্ম, নিখিল অচেতন পদার্থ হইতে জীবের লক্ষণ অতি ভিন্ন। কাষ্ঠস্থিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন, দেহীও সেইরূপ দেহ হইতে ভিন্ন, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি হইতেও ভিন্ন। জীব সমস্ত পদার্থের দ্রষ্টা ও প্রকাশক, নিজেই নিজের দ্রষ্টা ও প্রকাশক। জীবাত্মা জড়পদার্থ নহে, জড় পদার্থ হইতে উৎপন্ন ও নহে। চার্ব্বাকাদি নাস্তিকগণের বিশ্বাস দেহ হইতেই চেতনার উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা অসম্ভব। জড়ে কখনও চেতনার কোনও ধর্ম্ম নাই। জড়ীয় শক্তিতে ও চেতনা শক্তিতে বহু পার্থক্য আছে। জড় পদার্থের যোগে যদি চেতনার উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তবে বালুকা হইতেও তৈলের উৎপত্তি সম্ভাবিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা অসিদ্ধ। দৈহিক অণুপরমাণুর সংযোগে দেহের উৎপত্তি হয়, সেই দেহ মৃতাবস্থায় বিনষ্ট হয় কিন্তু জীবের বিনাশ নাই। মৃত্যুর পরে জীব কর্ম্মফলে দেহান্তর প্রাপ্ত হয় অথবা ভক্তির প্রভাবে ভগবৎ-পার্ষদ দেহ ধারণ করিয়া ভগবদ্ধামে নিত্যানন্দে বাস করেন। পার্থিব দেহ পৃথিবীতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। জীব চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করেন, এইরূপ শ্রুতিও দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, সূর্য্যলোকই শুদ্ধ জীবাত্মার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। সূর্য্যকিরণ অবলম্বন করিয়া খাদ্য শস্যাদিতে জীব সকল অধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্মফলে ভিন্ন ভিন্ন দেহে এই জগতে [illegible] থাকে কৌষীতকী উপনিষদ্ বলেনঃ—যে কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে, সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তর গামী হয় ; সে চন্দ্রলোকে গমন করে।

কর্ম্ম করিবার জন্য আবার চন্দ্রলোক হইতে উহারা পুনর্ব্বার এই লোকে আগমন করে। (৩)

যাহারা বলেন সূর্য্যলোক শুদ্ধ জীবের আধারক্ষেত্র, তাহাদের উক্তিও বেদসম্মত। আমাদের ব্রহ্মগায়ত্রী তাহাদের এই উক্তির পোষক। জীব জ্ঞানস্বরূপ, সূর্য্যদেব হইতে আমরা জ্ঞান প্রাপ্ত হই। চিৎকণ জীব সূর্য্যমণ্ডল হইতে সমাগত হয়। মেঘের বারিকণায় সূক্ষ্ম জীব সহ সূর্য্যের কিরণ কণা অধিষ্ঠিত হইয়া খাদ্যশস্যে প্রবেশ করে। খাদ্য-শস্য বীর্য্যরূপে পরিণত হইয়া জগতে জীবসৃষ্টি করে। এ সম্বন্ধে অতঃপরে সবিস্তাররূপে বলিব।

শুদ্ধ জীব নির্বিকার, দেহ বিকারময়। শাস্ত্র বলেন :—

বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ।
কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা।

(৩) যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎপ্রায়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি।
(কৌষীতকী ১।২)

Mr. Richard 'A' Bush নামক একজন ইংরাজ গ্রন্থকার একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, "whence have I come ?" অর্থাৎ "আমি কোথা হইতে আসিয়াছি ?" জীবাত্মার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে সংক্ষেপতঃ অনেক আলোচনা আছে। ইহার একস্থানে লিখিত হইয়াছে,—Some think that the race of man was originally produced on some other planet or the moon.

Hindus and Buddhists, comprising nearly half the population of the world, believe, roughly speaking, that man is but a living vessel that contains, or is an expression of a particle of, the divine universal Spirit, that the re-incarnation or re-expression is repeated until (he or it) is absorbed into, the universal Spirit whence it originally emanat... in fact, that the whole universe is a transitory, ever-changing manifestation of Spirit. P.P. 14.

চন্দ্রের কলায় যেমন হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিন্তু চন্দ্রের হয়না, সেইরূপ দেহের হ্রাসবৃদ্ধি হয় কিন্তু দেহীর হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, দেহী নির্বিকার। দেহীর জন্ম মরণ বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি দোষ নাই। জিবাত্মা, অণু নিত্য ব্যাপ্তিশীল চিদানন্দাত্মক, অহমর্থ যুক্ত, অব্যয়, ক্ষেত্রী, ভিন্নরূপ, সনাতন, অদাহ্য, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অক্ষর ইত্যাদি গুণযুক্ত। ইনি পরমাত্মার শেষভূত। এই জীব শ্রীহরিরই দাস, অন্যকাহারও নহে।

জীব—দেব নহে, নর নহে, তির্য্যক বা স্থাবরও নহে, দেহ-ইন্দ্রিয়-মন প্রাণ ইহার কিছুই নহে। এই জীব জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা, কর্ম্মানুসারে ইহার গতাগতি হইয়া থাকে। ইনি পরমাত্মারই তটস্থা শক্তি, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রিরূপে অবস্থিত। অবশেষে ইহাও বক্তব্য যে, এই জীব পরমাত্মৈক শেষত্ব স্বভাব। পরমাত্মা হইতে জীব অন্য, পরমাত্মারই স্বভাববিশিষ্ট। সূর্য্যের সহিত তাঁহার কিরণকণার যে সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত জীবের সেইরূপ সম্বন্ধ। শক্তিমান্ পরমাত্মার জীব তটস্থাশক্তি। বিশেষ কথা ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, জীব—শ্রীহরির দাস। স্কন্দ-পুরাণে প্রভাস খণ্ডে জীব-নিরূপণে লিখিত আছে :—

"ন তস্যরূপং বর্ণো বা প্রমাণং দৃশ্যতে ক্বচিৎ।
ন শক্যঃ কথিতুং বাপি সূক্ষ্মশ্চানন্তবিগ্রহঃ ॥
বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
তস্মাৎ সূক্ষ্মতরো দেবঃ সা চানন্ত্যায় কল্প্যতে ॥
আদিত্যবর্ণং সূক্ষ্মাত্তমবিবন্দুমিব পুষ্করে।
নক্ষত্রমিব পশ্যন্তি যোগিনো জ্ঞানচক্ষুষা ॥"

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের বেদবেদান্তে, দর্শনশাস্ত্র সমূহে ও পুরাণ সমূহে প্রচুর পরিমাণে আলোচনা রহিয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় এবং এবং শ্রীপাদরূপ-শিক্ষায় ইতঃপূর্ব্বে এই বিষয়ে অনেক প্রকার আলোচনা করা হইয়াছে। সেই সকল আলোচনার সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সার এই

যে, জীব পরমাত্মারই তটস্থাশক্তি। জীব নিত্য জন্মাদিরহিত অণুপরিমিত, জ্ঞানাশ্রয়, সুতরাং চেতন, জ্ঞাতা কর্ত্তাও ভোক্তা। জীব এক নহে,—বহু। এই অনন্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সর্ব্বত্রই জীব ও তাহার লীলাখেলা দেখিতে পাইবে। ঐ যে শ্যামল সুন্দর নয়নানন্দ জনক দূর্ব্বা দেখিতে পাইতেছ, উহার একটীমাত্র পত্রে হয়ত শত শত জীব বর্ত্তমান। তুমি রিক্তনয়নে উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্ব দেখিতে পাইবে না বটে, কিন্তু অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পাইবে একটী ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদের একটী ক্ষুদ্র পত্রেও শত শত জীবাণু খেলিয়া বেড়াইতেছে। উহাদের জন্ম আছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, বিকাশ বিবর্দ্ধন আছে, বংশবৃদ্ধি আছে এবং মৃত্যুও আছে।

জীবের প্রসার,—সেতো অনন্ত অসীম,
দৃশ্যাদৃশ্য স্থূল সূক্ষ্ম প্রতি দ্রব্য মাঝে
বিরাজে অনন্ত জীব,—খেলিয়া বেড়ায়।
হ্রাসবৃদ্ধি জন্ম মৃত্যু ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি
উহাদেরও আছে সব আমাদেরি মত
ন্যূনাধিক পরিমাণে জীব-অনুপাতে।
মুহূর্ত্তে জনমি কেহ, মুহূর্ত্তেই মরে
রেখে যায় বংশ তবু ধরার মাঝারে;
একটী জীবাণু হ'তে মুহূর্ত্তেক মাঝে
সহস্র জীবাণু সৃষ্টি,—অদ্ভুত ব্যাপার!
রিক্তনেত্রে নহে দৃশ্য কিন্তু সত্য অতি
অণুবীক্ষণের যোগে হেরে মহামতি;
যোগিজন আরও দেখে যোগের নয়নে,
বিচিত্র ব্যাপার বিশ্বে দেখে অনুক্ষণে।

একটী ক্ষুদ্র অঙ্কুরের একটী ক্ষুদ্র পাতায় জীবের প্রসার প্রভাব ও প্রতিপত্তি যদি এইরূপ হয়, তবে সমগ্র জগতের উদ্ভিদ্ রাজ্যে যে অনন্ত কোটী ভিন্ন ভিন্ন জীব বর্ত্তমান তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়। সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ জীবের অনন্তত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সর্ব্বত্রই উহার যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়। জলে স্থলে, ভূধরে ভূস্তরে সর্ব্বত্রই জীবলীলা! বড় বড় সমুদ্রে তিমি তিমিঙ্গল প্রভৃতি বৃহত্তমাকারের জীব হইতে আরম্ভ করিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজীবের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমুদ্র-নদ-নদী-খাল-বিল-হ্রদ-তড়াগ-সরোবর পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, একবিন্দু জলের মধ্যেও লক্ষ লক্ষ জীবাণু ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কাহারও দেহে অপর দেহের সংঘর্ষ হইতেছে না। জীব এতই সূক্ষ্ম এবং এত অনন্ত। আণুবীক্ষণিক জীবাণু ও উদ্ভিদাণু অধুনা বৈজ্ঞানিকদিগের আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিতেছে। জলও যে অনন্ত জীবের আবাস, ইহাতে তাহাও প্রতিপন্ন হইল।

ঐ যে চা খড়ি দেখিতে পাইতেছ কিম্বা পর্ব্বতস্থ পাষাণবৎ দ্রব্য দেখিতে পাইতেছ, তুমি কি বুঝিতে পার উহারা কি? বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন যে, উহারা অতি প্রাচীন জীব-বিশেষেরই কলেবরের পরিণতি। উহারা কোনও সময়ে সমুদ্রের অন্তস্তলে মলাস্কা নামক জীব ছিল। এখন তাহাদের এই পরিণতি! ভূস্তরের স্তরে স্তরে, ভূধরের স্তরে স্তরে অসংখ্য জীব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং এখনও অনন্ত কোটি সংখ্যায় বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতি এইরূপে সর্ব্বত্রই জীবশক্তি লইয়া খেলা করিতেছেন।

যে বায়ু আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যাহাতে আমরা গরুড়ের বংশধর ঈগল পাখীর ন্যায় বড় বড় বিহঙ্গরাজদিগকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাই, সেই বায়ুরাশির মধ্যে আণুবীক্ষণিক অতি সূক্ষ্ম অনন্ত জীবের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

গবাক্ষের ভিতর দিয়া অথবা কোন ক্ষুদ্রতম রন্ধ্রের ভিতর দিয়া সৌর কিরণ যখন অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে, তখন সেই সূক্ষ্মতম কিরণ কণার মধ্যে অনন্ত কোটি জীবের লীলা-খেলা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন,—একদল আসিতেছে আর একদল যাইতেছে, কোন দল ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইতেছে, কোন দল নিম্নের দিকে নামিয়া পড়িতেছে—বিবিধ সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বর্ণ-বিন্দুর মধ্যে লক্ষ লক্ষ জীব খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে জীবের অনন্তত্ব সম্বন্ধে ইহাতে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

বায়ুরাশিতে কত ধূলিকণা আছে তাহার সংখ্যা কেহ করিতে পারেন কি? ইহার প্রত্যেক ধূলিবিন্দুতে অতি ক্ষুদ্রতম ও সূক্ষ্মতম জীবরাশি (Zoophytes) বর্ত্তমান, আবার এই জীবাণুগুলির অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব আছে, উহা Cryptogamia নামে অভিহিত হয়। উহারা জান্তব জীবাণু। আবার জলবৎ তরল কাথ বিশেষে উদ্ভিদাণু আকাশ হইতে নিপতিত হয়। পরাঙ্গপুষ্ট (Parasites) উদ্ভিদ্ ও জীবের শ্রেণীও জগৎব্যাপিয়া রহিয়াছে, উৎকুন, ছারপোকা প্রভৃতি মানবদেহের পরিপুষ্টি লাভ করে, বৃক্ষগণেরও পরাঙ্গপুষ্ট জীব আছে যেমন লাইকেন্, Lichen ও ক্রীপ্টো-গেমিয়া Criptogamia, আবার এই সকল পরাঙ্গপুষ্টেরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরাঙ্গপুষ্ট আছে। অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে লাইকেন্ নামক পরাঙ্গপুষ্ট জীব তুলিয়া লইয়া অণুবীক্ষণের সাহায্যে উহাকে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে এই ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম পরাঙ্গপুষ্টের মধ্যে সহস্র সহস্র সূক্ষ্মতম পরাঙ্গপুষ্ট জীব আছে।

এইরূপে দেখা যায় যে, জল, স্থল, আকাশ সকলই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত আরও সূক্ষ্ম স্থান আছে যাহা ইথার (Ether) নামে পরিচিত। যতই ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়া যায় ততই বায়ুর বিরলতা এবং তজ্জন্য সেই সকল স্থলে এখানকার জীববাসের অযোগ্যতা অনুভূত হয়। সাত বা আট কিলোমিটার পরিমিত ঊর্দ্ধস্থানে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য অচল

হইয়া পড়ে, এইরূপ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে হইতে বায়ুহীন প্রদেশ পরিলক্ষিত হয়। সেখানে বায়ু নাই অথচ বায়ু হইতেও তরল এক প্রকার পদার্থ আছে, উহাই ঈথার (Ether) নামে অভিহিত হয়। উহা বায়ু হইতেও অধিকতর পাতল। অন্তরিক্ষে বস্তুর গতাগতি উহাতে কিয়ৎ পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ উহাকেও বস্তু নামে অভিহিত করিয়াছেন। গ্রহ নক্ষত্রাদি এই ঈথার সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এই ঈথারেও সূক্ষ্ম জীব বাস করে। আমাদের শাস্ত্রকারগণ গ্রহ-নক্ষত্রাদিতেও যে জীবের বাস আছে তাহা স্পষ্টতঃই পুরাণাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন। বায়ু যেমন অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্ ও হাইড্রোজেন্ দ্বারা রচিত, ঈথার সেইরূপ কোন পদার্থের অতীত নহে। ঈথারের গঠনোপাদান এখনও জানা যায় নাই। মানুষের এবং এই জগতের অন্যান্য জীবের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন্ প্রয়োজনীয়। ভূবায়ুতে যে পরিমাণ অক্সিজেন আছে, ঊর্দ্ধে উঠিতে গেলে বায়ুর উপাদান বিশেষতঃ অক্সিজেনই অধিক পরিমাণে কমিয়া যায়। সুতরাং পরিমাণের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে মর্ত্ত্যজীবের শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ইহা অনুমিত হয় যে চন্দ্রমণ্ডলে অতি সূক্ষ্ম হাইড্রোজেন আছে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে যে জীবের এই পৃথিবীতে আগমন হয় এবং পৃথিবী হইতে বিশুদ্ধ জীব যে চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন কৌষীতকী উপনিষদ্ হইতে ইতঃপূর্ব্বে এই প্রস্তাবে তাহাও আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ চন্দ্রমণ্ডলকে সূক্ষ্ম জড়মণ্ডলময় বা রসমণ্ডলময় বলিয়া জানিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় ইহার প্রমাণ আছে। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত জাগতিক জীব ও উদ্ভিদের হ্রাসবৃদ্ধির সম্বন্ধ আছে। পরমাত্ম সন্দর্ভে লিখিত আছে,—"চন্দ্রস্য জলময়মণ্ডলত্বাৎ কলানাং সূর্য্য-প্রতিচ্ছবিরূপজ্যোতিরাত্মত্বাৎ" ইত্যাদি। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সুদূর গগণমণ্ডলে গ্রহনক্ষত্রগণের অধ্যুষিত অনন্ত নীল

আকাশ হাইড্রোজেন্ গ্যাস বা জলযান বায়ুতে পূর্ণ (৪) এবং গ্রহ নক্ষত্র-গণের মধ্যেও জীবের বাস আছে।

অনন্ত বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রই জীব আছে। জীব ভগবানেরই শক্তি, সুতরাং সর্ব্বত্রই তাহার বাস সম্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু এক ভগবৎ ধাম ভিন্ন জীবের দুঃখানুভব সর্ব্বত্রই স্বতঃসিদ্ধ। শুদ্ধাবস্থা ব্যতীত জীবের দুঃখ অনিবার্য্য। জীবতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জানিতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞানের নিকট বা আধুনিক দার্শনিকের নিকট সে প্রশ্নের সম্যক্ সুচারু সদুত্তর পাওয়া যাইবে না।

"কে আমি আমারে কেন জারে তাপত্রয়।
ইহা না জানিলে জীবের কৈছে হিত হয়॥"

শ্রীপাদ সনাতনের এই প্রশ্ন অবলম্বন করিয়া বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য প্রদেশে এই সম্বন্ধে অনেক বড় বড় গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ "Origin of life" "The Genesis of the Ego" "Whence and whither" "Life in Nature" প্রভৃতি নামে শতাধিক গ্রন্থ লেখিয়া এসম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে

(4) It seems not unlikely that the planetary ether may be composed of hydrogen gas, excessively rarefied. that is to say, of an extremely light gas, still further rarefied and rendered infinitely more subtle by the absence of all pressure. We are induced to conclude that the ether in which the planets revolve is hydrogen, because, from observations made of late years during the solar total eclipses, it has been ascertained that the sun is surrounded by burning hydrogen gas—The Day After Death P.P. 28.

কেহ আস্তিক, কেহ নাস্তিক, কেহ জড়বাদী, কেহ বা য়্যাগ্‌নষ্টিক (Agnostic অজ্ঞাতবাদী), কেহ বা স্কেপ্‌টিক্ (Sceptic সন্দেহবাদী) কেহ বা স্পিরিচুয়ালিষ্ট (Spiritualist), শ্রীপাদ সনাতনের প্রশ্ন অতি গভীর। সমস্ত প্রকার আলোচনার সহিত এই তর্কের আলোচনা এই স্থলে করা যাইতে পারে না। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহার যে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ সুসিদ্ধান্তময় উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারই আভাস লিখিত হইবে।

ফলতঃ এই প্রশ্ন দার্শনিকতার নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ এই তিন বিষয়ই দর্শনশাস্ত্রের প্রধানতম আলোচ্য বিষয়। আমরা সকলেই জীব। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, এখনই বা কি অবস্থায় পরিণত হইয়াছি, তাহা জানা একান্ত আবশ্যক। এ জগতে জীবের ক্লেশ সর্ব্বসম্মত তাই শ্রীসনাতন বলিতেছেন,—"আমি কে এবং ত্রিতাপইবা আমাকে কষ্ট দেয় কেন?"

সংসারক্লিষ্ট, ত্রিতাপদগ্ধ জীবমাত্রের হৃদয়েই এইরূপ প্রশ্নের উদয় হওয়া অতীব স্বাভাবিক। রোগাক্রান্ত হইলে আমরা অসুস্থতা বোধ করি, চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই, কিন্তু এই যে নিদারুণ ভবরোগে আমরা নিরন্তর অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছি, এই রোগের প্রশমনের নিমিত্ত আমাদের হৃদয়ে কখনও প্রতীকারের বাসনা সমুদিত হয় কি? ক্লেশের বিরাম নাই, মুহূর্ত্তের তরেও দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার ভীষণ যাতনার বিশ্রাম নাই, কিন্তু তথাপি ইহার প্রতিকারের নিমিত্ত আমাদের হৃদয়ের কোন প্রযত্ন পরিলক্ষিত হয় না। মায়া মোহের এমনই প্রভাব!

আমরা আমাদের স্বরূপজ্ঞান হারাইয়া বিকৃত হইয়াছি। তাই আমাদের স্বরূপ অবস্থার সাক্ষাৎ ফল সুখ শান্তি ভোগ দূরীকৃত হইয়াছে। আমরা অহর্নিশি ত্রিতাপে জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। শ্রীপাদ সনাতন আমাদের ন্যায় ত্রিতাপসন্তপ্ত জীবের পরিত্রাণের নিমিত্তই এই অশেষ মঙ্গলকর প্রশ্নের

অবতারণা করিয়াছিলেন। করুণাময় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি-ভেদাভেদ প্রকাশ॥"

এই দুই ছত্রের অভ্যন্তরে, দার্শনিক সিদ্ধান্তের রাশিকৃত আলোচনা নিহিত রহিয়াছে আমরা এখানে জানিতে পারিলাম, "জীব কৃষ্ণদাস"—জীবের এই কৃষ্ণদাসত্ব একদিন বা দুইদিনের সম্পর্ক নহে, সম্পর্ক নিত্য ও শাশ্বত। কৃষ্ণ কে?—জীবইবা কি প্রকার দাস?—এরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিক। বেদবেদান্তের চরম মীমাংসায় জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ অখিলপ্রেমরসানন্দমূর্ত্তি, তিনি নিত্য রসস্বরূপ, নিত্য প্রেমস্বরূপ এবং নিত্য আনন্দস্বরূপ। সূর্য্যের কিরণের ন্যায়, অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব এই অখিল প্রেমরসানন্দ মূর্ত্তিরই অংশ। সুতরাং বিশুদ্ধ প্রেমরসানন্দই জীবের প্রকৃত স্বরূপ বা প্রকৃত স্বভাব। আনন্দই ব্রহ্ম এবং পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। এই আনন্দ হইতেই জীবগণের উৎপত্তি, এবং আনন্দেই জীবগণের লয় যথা:—

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ।
আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে॥
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
অনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি॥"

অর্থাৎ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, আনন্দ হইতেই ভূতগণ জাত হয়, আনন্দ দ্বারাই তাহারা জীবিত থাকে, উহারা আনন্দেতে গমন করে এবং আনন্দেতেই প্রবিষ্ট হয়।

ফলতঃ প্রেমানন্দই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। জার্ম্মেন দার্শনিক ফিক্‌টও যেন এই বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করিয়া প্রাচীন উপনিষদ্ মতের অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন;—

"Life is itself Blessedness. It can not be otherwise; for life is love, and whole form and power Life consist in love and spring from Love."

অর্থাৎ জীব নিজেই সুখস্বরূপ, তদ্ভিন্ন ইহা অপর কিছু হইতে পারে না, যেহেতু জীব প্রেমস্বরূপ। জীবের সমগ্র আকার ও সমগ্র শক্তি প্রেমময়, এবং প্রেম হইতেই জীবের উৎপত্তি।

এই আনন্দস্বরূপ জীবের এ সংসারে এত নিরানন্দ কেন? এত হাহাকার কেন? ত্রিতাপের অঙ্কুশ তাড়নায় জীবের এত জ্বালা ও সন্ত্রাস কেন? এই তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন, "জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি।" জীব অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে অবস্থিত। অন্তরঙ্গা ভগবৎশক্তির আকর্ষণ প্রাপ্ত হইলে জীব তদভিমুখ হইয়া থাকে। তথা জীব নিত্যানন্দ নিত্যসুখ ভোগ করে, আবার অপর পক্ষে বহিরঙ্গামায়ার আকর্ষণে জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া অশেষ সংসার ক্লেশে ক্লিষ্ট হয়। যাহা হউক অগ্রে শক্তি তত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে আবার করা যাউক।

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা ভেদে শ্রীভগবানের তিন শক্তি শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা:—

একদেশ স্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৩২ অঃ ৫০ শ্লোক।

অর্থাৎ একদেশস্থিত অগ্নির কিরণ যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ এই অখিল জগৎ পরব্রহ্মেরই শক্তি।

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্য জ্ঞানগোচরাঃ
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যাভাব শক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥

বিষ্ণু পুঃ ১ম অংশ, ৩য় অঃ ২য় শ্লোক।

অর্থাৎ এই জগতে সর্ব্বপ্রকার ভাবেরই শক্তিসমূহ, অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর। ব্রহ্মের জগৎ সৃষ্টির হেতু স্বভাবসিদ্ধ। অনলের যেমন উষ্ণতা স্বভাবসিদ্ধ, ব্রহ্মেরও সেইরূপ শক্তি স্বীকার্য্য।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

বিষ্ণুঃ পুঃ ষষ্ঠ অংশ, ৭ম অঃ ৬১ শ্লোক।

অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি। বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাপরা, অবিদ্যা-অপরা এবং এতদ্ব্যতীত অপরটী কর্ম্মশক্তি নামে কথিত।

যেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ! সর্ব্বগ।
সংসার তাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততা ন॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥

অর্থাৎ সর্ব্বগা ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি অবিদ্যা কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া অখিল সংসার তাপ প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা কর্ত্তৃক আবরণ নিমিত্ত জীবশক্তি সর্ব্বভূতে তারতম্যরূপে বর্ত্তমান আছে। বস্তুতঃ জীবগণের অদ্ধচৈতন্যস্বরূপতা নিমিত্ত তারতম্য নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আট প্রকার প্রকৃতি অপরা তাহা হইতে ভিন্ন আর একটী আমার জীবভূত প্রকৃতি (শক্তি) আছে, সেই প্রকৃতি যে এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ বচন গুলি আমরা নারদীয় পুরাণের ৪৭ অধ্যায়েও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে এবং শব্দ ব্যাখ্যা সহ দেখিতে পাই যথা :—

যেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃসা বেষ্টিতা নৃপর্শ্বজ।
অসারভূতে সংসারে প্রোক্তা তত্র মহামতে॥ ৩৮
সাসারতাপানখিল নবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্।
তয়া তিরাহিতত্বাৎ তু শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞিতা ৩৯
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন লক্ষ্যতে।
অপ্রাণবৎসু খল্পল্লা স্থাবরেষু ততোঽধিকা॥ ৪০
সরীসৃপেষু তেভ্যোঽপ্যতিশক্ত্যা পতত্রিষু।
পতত্রিভ্যো মৃগস্তেভ্যঃ স্বশক্ত্যাপশবেঽধিকা॥ ৪১
পশুভ্যো মনুজাশ্চাতিশক্ত্যাপুংসঃ প্রভাবিতাঃ।
তেভ্যোঽপি নাগগন্ধর্ব্বা যক্ষাদ্যাদেবতা নৃপ॥ ৪২
শক্র সামস্ত দেবেভ্য স্ততশ্চাতি প্রজাপতিঃ।
হিরণ্যগর্ভোঽপি ততঃ পুংসঃ শক্ত্যুপলক্ষিতঃ॥ ৪৩
এতান্যশেষরূপাণি তস্য রূপাণি পার্থিব।
যতস্তচ্ছশক্তি যোগেন যুক্তেন নভসা যথা। ৪৪
দ্বিতীয়ং বিষ্ণুসংজ্ঞস্য যোগিধ্যেয়ং মহামতে।
অমূর্ত্তং ব্রহ্মণো রূপং যৎপাদত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ৪৫
সমস্তাঃ শক্তয় শ্চেতা নৃপযত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নহি স্বরূপরূপংবৈ রূপমন্যদ্ধরের্ম্মহৎ॥ ৪৬
সমস্তশক্তিরূপাণি তৎ করোতি জনেশ্বর।
দেবতির্য্যঙ মনুষ্যানাং চেষ্টবন্তি স্বলীলয়া॥ ৪৭
জগতামুপকরায় তস্য কর্ম্মনিমিত্তজা।
চেষ্টা তস্যাপ্রমেয়স্য ব্যাপিন্যবিহিতাত্মিকা॥ ৪৮
তদ্রূপং বিশ্বরূপস্য চিন্তং যোগযুজা নৃপ।
তত্ত্বাত্মা বিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকিল্বিষনাশনম্॥ ৪৯

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকসহ ভগবৎশক্তি তত্ত্বের ব্যাখ্যা ভাগবত-

সন্দর্ভে এবং সর্ব্বসংবাদিনীতেও আলোচিত হইয়াছে। জীব শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি। জীবশক্তি সম্বন্ধে পরমাত্মসন্দর্ভেও আলোচনা করা হইয়াছে।

জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস এবং শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ইহাই জীবের স্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রের ২ অঃ ৩ পাদের ৪৩ সূত্রের (অপি স্মর্য্যতে") ভাষ্যের স্মৃতির একটা প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্‌যথা :—

দাসভূতোহরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।

অর্থাৎ জীব হরির দাস, অপরের দাস কখনও নহে।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জীবকে "তটস্থ" বলা হইয়াছে যথা :—

যৎতটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসম্বেদ্যাদ্‌বিনির্গতং।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ সজীব ইতি কথ্যতে॥

অর্থাৎ চিৎ পদার্থ, স্বীয় সম্বেদ্য, মুল পরমপূর্ণ পদার্থ হইতে বিনির্গত এবং তটস্থ হইয়া থাকেন; গুণরাগ দ্বারা রঞ্জিত তটস্থ চিদ্রূপই জীব সংজ্ঞায় অভিহিত।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী বেদান্তিগণ ব্রহ্মের গুণশক্তি প্রভৃতি স্বীকার করেন না। বৈষ্ণব বেদান্তিগণ তাঁহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত শাস্ত্রযুক্তি প্রমাণবলে খণ্ডিত করিয়াছেন। শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীজীব গোস্বামিকৃত ভবৎসন্দর্ভ হইতে আলোচনা করা যাইতেছে :—

তত্র বস্তুনস্তস্য সশক্তিত্বমাহ :—
"বেদ্যং বাস্তবমত্রবস্তু" ইতি। (ভাঃ ১।১২)

অস্যবিশেষণদ্ব্যামেব "শিবদং" "তাপত্রয়োন্মূলনমিতি" শিবং পরমানন্দং তদ্দানঞ্চ স্বরূপশক্ত্যা। তাপত্রয়ং" মায়া শক্তিকার্য্যম্, তদুন্মূলনঞ্চ তয়া (স্বরূপশক্ত্যা)। ইতি শ্রীব্যাসঃ। ১১।

অর্থাৎ সেই পরমবস্তু যে শক্তিশালী তৎসম্বন্ধে বলা যাইতেছে :— শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।২ শ্লোকে ইহার প্রমাণ আছে। এই শ্লোকের "শিবদ"

এবং "তাপত্রয়োন্মূলম্" এই দুইটী বিশেষণ পদ আছে। তাপত্রয়—মায়া শক্তির কার্য্য; স্বরূপ শক্তির প্রভাবেই ত্রিতাপের উন্মূলন হয়। মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ; উহাদের বৃত্তি ও আপন আপনগণ পরস্পর বিরুদ্ধ, আরও কথা এই যে উহারা অনেক, কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ বৃত্তি ও গণের নিদান এক যথা :—

যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ।
বিবাদসম্বাদভূবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তিং চৈবাং মুহুরাত্মমোহং।
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥ (ভাঃ ৬।৪২৬)

অর্থাৎ যাঁহার শক্তিসমূহ বাদী ও বিবাদিগণের বাদ প্রতিবাদের স্থানস্বরূপ, এবং যাঁহার শক্তিসমূহ এই সকল বাদিপ্রতিবাদিগণের আত্মমোহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আমি সেই অনন্তগুণশালীর ভূমা পুরুষের প্রণাম করি।* ব্রহ্মবাদী বৈষ্ণব বেদান্তীদের মতে শ্রীভগবান্ অনন্ত শক্তিময় ও অনন্ত কল্যাণময়। ইহারা সাংখ্য বৈশেষিক প্রভৃতির সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বলেন প্রধানাদির বিশ্বরচনায় যোগ্যতা নাই। জগৎ রচনা ভগবৎশক্তিরই কার্য্য, এবং ইহাতে কেবল সেই ভগবৎ শক্তিরই যোগ্যতা আছে। এই বিশ্বের সৃষ্টি, নিয়মন, ধারণ, রক্ষণ, পালনাদির অবাধ, অনন্ত গুণ কেবল শ্রীভগবানেরই আছে। শাস্ত্র বলেন তিনি অনন্তকল্যাণগুণাত্মক এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে জ্ঞানময় সশক্তি পুরুষের সৃষ্ট ইহাই শ্রীপাদ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের অভিমত।

পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার আরও একটী পদ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা :—

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা॥
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভব মেকমনন্তমাদ্য।
আনন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥

অর্থাৎ বিদ্যাদি বিবিধ শক্তিসমূহ পরস্পর বিরোধী হইলেও যে একমাত্র ব্রহ্ম হইতে অহর্নিশ উদ্ভূত হয়, সেই বিশ্ববীজ আদ্য, এক, আনন্দমাত্র, অবিকার ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলাম।"

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় ভগবৎসন্দর্ভে "আনুপূর্ব্ব্য" পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন:—"স্বস্ববর্গে উত্তমমধ্যম কনিষ্ঠভাবেন বর্ত্তমানঃ" অর্থাৎ শক্তিসমূহ নিজ নিজ বর্গে উত্তমমধ্যম কনিষ্ঠভাবে বিদ্যমান। "পতন্তি" পদের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে, "প্রবর্ত্তন্তে—স্বস্ব ব্যাপারং প্রকুর্ব্বন্তি।" অর্থাৎ ইহারা আনুপৌর্ব্বিক ক্রমে স্বস্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই প্রমাণেও ব্রহ্মের সশক্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে। অপর প্রমাণ—

সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি
দ্র্ব্যক্রিয়া কারকচেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে। (ভাঃ ৪।১৭।২৮)

যিনি দ্রব্য (মহাভূতসমূহ), ক্রিয়া (ইন্দ্রিয়সমূহ), কারক (দেবতা), চেতনা (বুদ্ধি), আত্মা (অহঙ্কার), এই সকল শক্তি দ্বারা এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় সাধন করেন সেই সমুন্নদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তিশালী মহান্ পরম পুরুষকে নমস্কার করি।"

এই সকল বচন দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে, যিনি পরমতত্ত্ব, তিনি শক্তিসমূহের—বিরুদ্ধ শক্তিসমূহের—সমাশ্রয়। শক্তির অনন্তত্ব পরিলক্ষিত হইলেও শক্তির আধার স্বরূপ শ্রীভগবান্ এক ও অদ্বিতীয়।

এই শক্তিসমূহ যে অচিন্ত্য, পূজ্যপাদ সন্দর্ভকার শ্রীজীব গোস্বামি- তাহাও সপ্রমাণ করিয়াছেন। উপসংহারে বক্তব্য এই যে তটস্থা শক্তি হইতেই জীবের উদ্ভব। যিনি যত কথাই বলুন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তৎসহচর ও অনুচরগণ নিখিল শাস্ত্রসিন্ধু এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন যে জীব তটস্থা শক্তিরই কণা

সুতরাং চিৎকণ, অজ, নিত্য। জীব এক নহে, এই জীব জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা। শ্রীভগবান্ মায়াধীশ জীব মায়াপরাবশ। তিনি জীবশক্তি ও জগৎশক্তির মূলাধার। (৫)

অতঃপরে শ্রীভগবানের শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, জীবতত্ত্বের মূলবীজ প্রদর্শনের জন্যই শ্রীপাদ সনাতনের নিকট তিনি সেই শক্তিতত্ত্বের উল্লেখ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় শক্তি-তত্ত্ব আলোচনায় জীবতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্ব বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এখানে পুনর্ব্বার উহার আলোচনা করা দ্বিরুক্তি মাত্র। উহার সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম এই যে, জীব তত্ত্বতঃ ভগবানেরই শক্তি।

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিৎশক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥

এস্থলে বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্রীচরিতামৃতে তাহারই প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। নারদীয় পুরাণেও ঠিক এইরূপ ভাবেই শক্তিতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। জীব, শ্রীভগবানেরই তটস্থা শক্তি এবং তাঁহারই দাস। ইহাই জীবতত্ত্বের চরম সিদ্ধান্ত।

(5) "God is sufficiently minute, local, and immediate in his providences to impart life and beauty to everything throughout the innumerable ramifications of infinite creation. He possesses within himself the principles of all motion, all life, all sensation, and all intelligence. F' is the Infinite germ of the great universal tree of c- tion, and according to the absoluteness of self-ex- and consequent necessity his celestial essences an- tial principles unfold and flow with the minutes- into the smallest atoms and organizations
A. G. Davis.

তৃতীয় অধ্যায়

তাপত্রয়

এখন আলোচ্য এই যে, জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের দাসত্বই যখন জীবের নিত্য স্বরূপত্ব, তখন আবার জীবের দুঃখ হয় কেন? শ্রীপাদ সনাতনের প্রশ্ন এই যে;—

'কে আমি আমারে কেন জারে তাপত্রয়'।

এই প্রশ্নের প্রথমাংশ জীবতত্ত্ব বিষয়ক; তাহার উত্তর যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। তাপত্রয়ই জীবকে দুঃখ দেয় কেন, ইহাই প্রশ্নের দ্বিতীয়াংশ। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তি শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে। তাহার আলোচনার পূর্ব্বে 'তাপত্রয়' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। আমার মনে হয় 'তাপত্রয়' এই পদটীর ভাব দর্শনশাস্ত্রসমূহের মধ্যে সাংখ্যদর্শনেই যেন সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাণ সমূহের মধ্যে এই পদের বহু প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। শ্রীভাগবতের মঙ্গলচরণেই 'তাপত্রয়োন্মূলনং' এই পদটী লিখিত আছে। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর কৃষ্ণ, তাপত্রয় না লিখিয়া 'দুঃখত্রয়' লিখিয়াছেন যথা—"দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা" ইহার টীকায় সর্ব্বদর্শন-শাস্ত্রবিদ্ বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—"দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ং; তৎখলু অধ্যাত্মিক মাধিভৌতিক মাধিদৈবিকঞ্চ।" মহর্ষি কপিল মানববৃন্দের নিখিল দুঃখসমূহকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন:—

...াত্মিক দুঃখ দুই প্রকার শারীর ও মানস। বাতপিত্তশ্লেষ্মা—দেহস্থ ...ন ধাতুর বৈষম্যে শারীর শ্রেণীর অন্তর্গত, আধ্যাত্মিক দুঃখ ঘটে; ...ম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-ভয়-ঈর্ষা-বিষাদ-বিষয় বিশেষ হইতে যে দুঃখ ...মানসিক শ্রেণীর অন্তর্গত আধ্যাত্মিক দুঃখ। বাচস্পতি মিশ্র ...সকল দুঃখ আন্তর-উপায়-সাধ্য বলিয়াই ইহাদিগকে আধ্যাত্মিক

দুঃখ বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় দেহস্থ ধাতু-বৈষম্য জনিত যে জরাদি রোগ হয়, তাহাও আন্তর-উপায়-সাধ্য। কাম-ক্রোধাদির জন্য যে সকল দুঃখ হয়, তৎসমস্ত যে আন্তর-উপায়-সাধ্য এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জরাদি রোগ, ঔষধাদি বাহ্য দ্রব্য দ্বারা উপশমিত হয়, ইহাই তো জনসাধারণের ধারণা এবং তদনুসারে চিকিৎসা করাই আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ। সুতরাং রোগাদি আন্তর উপায়-সাধ্য বলিয়া আধ্যাত্মিক দুঃখ নামে অভিহিত হইবে কেন, তাহা বিচার্য্য। আধ্যাত্মিক পদটীর ব্যুৎ-পাদন প্রণালী এই যে, আত্মাকে অধিকার করিয়া যাহা ঘটে বা সম্ভবপর হয়, তাহাই আধ্যাত্মিক। রোগাদি আত্মাকে অধিকার করে না, দেহকেই অধিকার করে। কাম-ক্রোধাদি জনিত যে মানসিক দুঃখ ঘটে, তৎসকলও আত্মাকে অধিকার করিয়া ঘটে না। মন ও বুদ্ধিকে অধিকার করিয়া ঘটে, এবং মানসিক উপায়েই সে দুঃখ প্রশমিত হয়। সুতরাং মিশ্র মহাশয়ের এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য বুঝা একটুকু কঠিন। আন্তর উপায়ে যে সকল দুঃখ নিরাকৃত হয়, তাহা যদি আধ্যাত্মিক হয়, তবে জরাদি রোগের প্রশমনার্থ ইহলোকে আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত ঔষধাদি প্রয়োগের বিধান নিষ্ফল বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে। প্রত্যুত আন্তর উপায় সাধ্য দুঃখই আধ্যাত্মিক দুঃখ কিনা তাহা বিচার্য্য।

বাচস্পতি মিশ্র মহাশয়ের মতে বাহ্য উপায় সাধ্য দুঃখ দুই প্রকার, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। মানুষ পশু পক্ষি সরীসৃপ ও স্থাবর নিমিত্ত দুঃখ সমূহের নাম,—আধিভৌতিক; আবার যক্ষ রাক্ষস বিনায়ক গ্রহাদির আবেশনিবন্ধন দুঃখই আধিদৈবিক। ইহাই সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীকার বাচস্পতি মিশ্র মহোদয়ের ব্যাখ্যা-তাৎপর্য্য।

সাংখ্যকারিকার অপর ব্যাখ্যাতা,—গৌড়পাদমুনি। ইঁহার গ্রন্থের নাম 'সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য'। ইনি লিখিয়াছেন,—"দুঃখত্রয়, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ,—

যথা শারীরিক ও মানসিক ; বাতপিত্ত ও শ্লেষ্মাদির বিপর্য্যয়জনিত জ্বর অতিসার রোগাদি শারীরিক ; এবং প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়-সংযোগ-জনিত ক্লেশ মানসিক। আধিভৌতিক চারি প্রকার ;—ভূত সকল হইতে অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ;—যথা মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ, দংশ, মশক, যূক, মৎস্য, মৎকুণ, মকর, গ্রাহও স্থাবরাদি হইতে উৎপদ্যমান ক্লেশচয়। আধিদৈবিক অর্থাৎ দেবতা হইতে উৎপন্ন ; যথা—শৈত্য, উষ্ণতা, বাত, বর্ষা, বজ্রপতন-জনিত ক্লেশ।"

সাংখ্যসূত্রে লিখিত হইয়াছে,—"অথ ত্রিবিধ দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ" ; ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে ত্রিবিধ দুঃখ সম্বন্ধে তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এই,— আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, শাস্ত্রে এই ত্রিবিধ দুঃখ নির্দ্দিষ্ট আছে। যে দুঃখ শরীর ও আত্মাকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ। ঐ আধ্যাত্মিক দুঃখ আবার দ্বিবিধ ; শরীর ও মানস। রোগাদি উপস্থিত হইলে যে শরীর গত দুঃখ অনুভূত হয়, তাহার নাম শারীর দুঃখ, আর কামাদি জন্য দুঃখকে মানস দুঃখ বলা হয়। প্রাণীকে আশ্রয় করিয়া যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহার নামে আধিভৌতিক দুঃখ ; ব্যাঘ্র চৌরাদি দ্বারাই এই দুঃখ উৎপন্ন হয়। অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া যে দুঃখ প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ বলা যায় ; দাহশীতাদি এই দুঃখের কারণ। যদিও দুঃখমাত্রই মানসিক হয়, তথাপি মনোমাত্রজন্য ও তদন্যজন্যত্বভেদে দুঃখের মানসিকত্ব ও শারীরত্ব ভেদ হইয়াছে। যেহেতু কতকগুলি দুঃখ শরীরাদিতে উৎপন্ন হইয়া মনের গ্রাহ্য হয় ; সুতরাং দুঃখ মনোমাত্র গ্রাহ্য হইলেও তাহাকে শারীর মানস বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই সকল ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও অত্যন্ত অধিক পার্থক্য নাই। দুঃখের বীজ অবিদ্যা বা মায়া। মায়া অনন্ত আকারে

জীবদিগকে দুঃখ দিয়া থাকে। কপিলদেব সর্ব্বপ্রকার দুঃখকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া এই তিন সংজ্ঞা দিয়াছেন। সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ অতি কঠিন ব্যাপার। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণও দুঃখ সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুঃখের শ্রেণী-বিভাগও করিয়াছেন। এস্থলে বেন্থাম্ (Bentham) কৃত ব্যবস্থা-নীতি-সিদ্ধান্ত (Principles of Legislation) নামক গ্রন্থ হইতে দুঃখের কয়েক প্রকার বিভাগ উল্লেখ করা হইতেছে। তিনি বলেন, অনেক প্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রতি দণ্ডেই আমাদের অনুভবের বিষয়রূপে গণ্য হয়, কিন্তু যেগুলি স্পষ্টতঃ আমাদিগের কোন প্রকারে সুখ বা দুঃখ জন্মায় না, অথবা সেই প্রত্যক্ষ ফলকে কোন বিচারের অধীন করে না, আমরা সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে প্রায়শই তুচ্ছ করিয়া যাই কিন্তু যাহাতে আমাদের সুখ-দুঃখানুভব হয়, আমরা তাহাদিগকে গণ্যের মধ্যে আনয়ন করিয়া থাকি। কি কি কারণে আমাদের দুঃখ হয়, তাহাই প্রদর্শন করার জন্য বেন্থাম দুঃখসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সরল কারণত্বক দুঃখ এবং জটিল কারণাত্মক দুঃখ। তিনি বলেন; সুখবিশেষের অভাব-অজ্ঞান-নিবন্ধন আমাদের দুঃখ বোধ হইয়া থাকে, যেমন ইন্দ্রিয় সুখের অভাব, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যে সুখলাভ করি, তাহার কোনপ্রকার অভাব হইলেই দুঃখ হইয়া থাকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা জনিত দুঃখ, ও অপ্রীতিকর ইন্দ্রিয়-ভোগ্য পদার্থ সংযোগে বহুল দুঃখ ঘটিয়া থাকে, অত্যন্ত শীত এবং অত্যন্ত উষ্ণতা হইতে যে দুঃখ হয়, উহা ত্বগিন্দ্রিয়ের অপ্রীতিকর ভোগ সংযোগ-জনিত দুঃখ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এইরূপ দুঃখবোধ ঘটিয়া থাকে।

১। **সুখকর বিষয়ের অভাবজনিত দুঃখ—যেমন :—**

(ক) অবিতৃপ্ত বাসনায় জন্য (খ) নৈরাশ্যজনিত দুঃখ (গ) অনুতাপ জনিত দুঃখ। সংক্ষেপতঃ বলিতে হইলে বলা যায় যে, ঐ সকল দুঃখই অভাব বোধ জনিত (Pains of Privation)।

২। ইন্দ্রিয় জ্ঞানোত্থ দুঃখ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অপ্রীতিকর অনুভবজনিত দুঃখ, সর্ব্বপ্রকার রোগ, দেহ ও মনের ক্লান্তি (Pains of Sense)।

৩। কার্য্যাদিতে বিফল উদ্যম বা পরিশ্রম-বিফলতাজনিত দুঃখ (Pains of mal-address)।

৪। অসদ্ব্যবহারজনিত দুঃখ—লোকদের অপ্রীতিকর ব্যবহার হইতে এই দুঃখ ঘটে। (pains of Enmity.)

৫। অখ্যাতিজনিত দুঃখ (pains of reputation)। অসম্মানজনিত দুঃখ (pains of dishonor)।

৬। অধর্ম্মভাবজনিত দুঃখ, যেমন পাপকার্য্য দ্বারা শ্রীভগবানের অসন্তোষ উৎপাদন করা হইয়াছে বলিয়া দুঃখ (pains of piety)।

৭। দয়াজনিত দুঃখ—জীবের ক্লেশ দেখিলে এই জাতীয় দুঃখের উদয় হয়—(pains of Benevolence)।

৮। পরশ্রীকাতরতাজনিত দুঃখ—যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করি তাহাদের উৎকর্ষ দেখিলে এই জাতীয় দুঃখের উদয় হয়—(pains of malevolence)।

৯। স্মৃতিসঞ্জাত দুঃখ (pains of memory)।

১০। মনঃকল্পনাজনিত দুঃখ (pains of Imagination)।

১১। ভয়জনিত দুঃখ (pains of fear)।

হিতবাদী সম্প্রদায়ের (utilitarian) ভূতপূর্ব্ব সুপ্রসিদ্ধ নেতা বেন্থাম-প্রকাশিত এই একাদশ প্রকার দুঃখ-বিভাগ কল্পনাকে আরও বাহুল্যে পরিণত করা অপর পক্ষে আরও সংকোচিত করিয়া এই ত্রিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুঃখের শ্রেণী বিভাগ যতই হউক না কেন, কিন্তু দুঃখের বীজ যে অবিদ্যা বা মায়া, ভারতীয় শাস্ত্রকারমাত্রেরই তাহা স্বীকার্য্য। মায়াই জীবের দুঃখদায়িনী। মায়া-তত্ত্ব ভূমিকাতে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

এখন শ্রীমন্মহাপ্রভু এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতনকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলা যাইতেছে। প্রভু বলেন :—

কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

প্রভুর উপদেশ শ্রীচরিতামৃতে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেই লিখিত হইয়াছে; প্রভু যাহা শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদ রূপকে বলিয়াছিলেন, শ্রীপাদ শ্রীজীব জ্যেষ্ঠপিতৃব্যদ্বয়ের শ্রীচরণতলে বসিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া স্বীয় গ্রন্থসমূহে সেই সকল উপদেশ সযত্নে সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীরূপের গ্রন্থসমূহও শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-রত্নসমূহের মঞ্জুষিকা।

জীবের সংসার দুঃখ কেন হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎসম্বন্ধে পার্ষদ ভ্রাতৃ-যুগলকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন শ্রীপাদ শ্রীজীব সে সকল উপদেশ-রত্ন পরমাত্মসন্দর্ভে ও ভক্তিসন্দর্ভে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পরমাত্ম-সন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে :—

অনন্তা এব জীবাস্তটস্থাঃ শক্তয়ঃ। তত্র তাসাং বর্গদ্বয়ম্। একো-বর্গোঽনাদিত এব ভগবদুন্মুখঃ। অন্যস্ত্বনাদিতঃ এব ভগবৎ পরাঙ্মুখঃ। স্বদীয় জ্ঞানাভাবাত্তদীয় জ্ঞানা * * * * * অপরস্তু তৎপরাঙ্মুখত্বদোষেণ লব্ধ-ছিদ্রয়া মায়য়া পরিভূতঃ সংসারী।

জীব পরমাত্মার তটস্থাশক্তি ও অনন্ত। জীবের দুই বর্গ—এক বর্গ অনাদি কাল হইতেই ভগবদুন্মুখ, আর এক দল অনাদি কাল হইতেই ভগবৎ পরাঙ্মুখ। ভগবজ্জ্ঞানের অভাবে জীব তাহার স্বকীয় তত্ত্ব সম্বন্ধেও অজ্ঞ হইয়া থাকে। মায়া ভগবৎপরাঙ্মুখত্বদোষে ছিদ্র পাইয়া জীবকে পরাভূত করিয়া সংসারী করে এবং দুঃখভাজন করে।

ভক্তিসন্দর্ভে এই কথাটি আরও বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্‌যথা :—

পরমাত্মা বৈভব-গণনে চ তৎতটস্থ শক্তিরূপাণাং চিদেকরসানামপি অনাদিপরতত্ত্বজ্ঞানসংসর্গাভাবময়তদ্বৈমুখ্য-লব্ধচ্ছিদ্রয়া তন্মায়য়াবৃত স্বরূপ-জ্ঞানানাং তয়েব সত্ত্বরজস্তমোময়েজড়ে প্রধানে রচিতাত্মভাবানাং জীবানাং সংসারদুঃখঞ্চ জ্ঞাপিতম্।

ইহার অর্থ এই যে পরমাত্মবৈভব গণনায় জীব পরমাত্মার তটস্থাশক্তি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এই জীব পরমাত্মার তটস্থা শক্তি, বিশেষতঃ চিন্মাত্র—ইহাই জীবের স্বরূপ। এতাদৃশ জীবেরতো সংসার দুঃখ হইবার কথা নয়। তবে সংসার দুঃখ হয় কেন? তাহার কারণ এই যে, জীবের অনাদি পরতত্ত্বজ্ঞানের সংসর্গাভাবময় ভগবদ্‌বৈমুখ্য-নিবন্ধন মায়া ভগবদ্‌বিমুখতারূপ ছিদ্র পাইয়া জীবের স্বরূপ জ্ঞানটিকে উহার আবরিকা বৃত্তি দ্বারা সমাবৃত করে এবং বিক্ষেপিকা বৃত্তি দ্বারা ত্রিগুণাত্মক জড় দেহই আমিত্ব বোধ করায়। এই কারণে জীবের সংসার দুঃখ হয়।"

শ্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত পয়ারের ইহাই আকর স্থানীয়। মায়া বা অবিদ্যাই সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ। ভগবদ্‌বিমুখতার ছিদ্র পাইয়া মায়া জীবদিগের দণ্ডবিধান করেন। অবিদ্যা বা মায়া শ্রীভগবানের পরিচারিকা। ভগবদ্‌বিমুখ জীবগণের শাসনের জন্য মায়া দণ্ডবিধান করেন। মায়া তাঁহার প্রভুর প্রতি জীবের অবজ্ঞা সহ্য করিতে পারেন না; এই জন্য দণ্ডবিধান করেন। পূর্ব্বে অপরাধীদিগের শাসনের জন্য নানাপ্রকার দণ্ড দিবার প্রণালী ছিল, তন্মধ্যে একটা প্রণালী এই ছিল যে দণ্ড্যব্যক্তিকে জলে মজ্জিত ও উন্মজ্জিত করা হইত, সেই দণ্ডবিধান প্রণালীর ভাবাবলম্বনে মায়ার দণ্ডবিধান এস্থলে লিখিত হইয়াছে, "কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়"—কুহকিনী মায়া জীবদিগকে কখনও সুখের প্রলোভন দিয়া ঊর্দ্ধে উঠাইতেছে কখনো বা নৈরাশ্যের বিষময় বিষাদে নিমজ্জিত করিতেছে। সুখাভাস-ভোগের পর দুঃখ আরও ভীষণতর ও ক্লেশকর হয়। সুতরাং মায়িক

জগতের সুখ, সুখ নয়—দুঃখেরই নামান্তর অথবা দুঃখবন্ধনেরই অন্তর উপায় মাত্র। উহা মায়ারই ছলনা। জীব অনবরতই বিপদের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত ভাবে জীবন যাপন করে। মায়া হইতেই এই ভয় জন্মে। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে :—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদ্
ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

ভগবদ্বিমুখ জনের ভগবদভিনিবেশ ব্যতিরেকে অপরাপর বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ হওয়ায় চিত্ত সর্ব্বদাই ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকে। এইরূপ হওয়ার কারণ এই যে জীব মায়ার প্রভাবে নিজের নিত্যানন্দ স্বরূপ ভুলিয়া যায়। উহা মায়ার আবরিকা বৃত্তির কার্য্য। আবার মায়ার বিক্ষেপিকা বৃত্তির কার্য্যে বিপর্য্যয় বুদ্ধি ঘটে, এক বস্তুতে অপর বস্তুর প্রতীতি হয়, জড়ীয় দেহকে অজড চিণ্ময় আত্মা বলিয়া প্রতীতি হয়, দেহের বিকৃতিতেই আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। রোগের নিদান জানিলেই রোগের চিকিৎসার প্রণালী সহজে বুঝা যায়। এস্থলেও দেখা যাইতেছে ভগবদ্বিমুখতাই যখন আমাদের নিখিল ক্লেশ-ভোগের কারণ, তখন ভগবৎসাম্মুখ্যই ক্লেশের প্রতীকার-উপায়। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া সাধক গুরুকেই আত্মা ও দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া একান্ত ভক্তি পূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভজনা করিবেন। ভগবদ্বিমুখতাই দুঃখের হেতু। তাঁহার অভিমুখে উন্মুখতাই মায়া-নিস্তারের উপায় :—

সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

ভগবদ্গীতাতে স্বয়ং শ্রীভগবানেরও এই উপদেশ যথা :—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

শ্রীভগবান্ বলেন—আমি অবিচিন্ত্যতর্কৈশ্বর্য্যশালী; আমার মায়াও ত্রিগুণময়ী সুতরাং জীবের বন্ধনে অতি নিপুণা ও অতিদৃঢ়তা। ইহাকে ছিন্ন করা সহজ নহে। যাহারা আমার শরণ গ্রহণ করে, তাহারাই মায়ার বন্ধন হইতে নিস্তার পায়।

চতুর্থ অধ্যায়

দুঃখনিবৃত্তির উপায়

শ্রীভগবান্ শ্রীপাদ সনাতনকে আরও বলিতেছেন:—

মায়াবদ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।

জীবের কারণে কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদপুরাণ ॥

শাস্ত্র,—গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।

কৃষ্ণ মোর প্রভুত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।

দয়াময় ভগবান্ অজ্ঞজীবের অজ্ঞান বিনাশের জন্য ঋষিগণের হৃদয়ে শাস্ত্রতত্ত্ব স্ফুরিত করিলেন, তাহারা শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। পরম কারুণিক শাস্ত্রোপদেশে জীবের অজ্ঞান তিরোহিত হয়। ভক্তি সন্দর্ভের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে:—"তত্তদর্থং পরমকারুণিকং শাস্ত্র মুপদিশতি।" শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণে মোহ নিবৃত্তি হয়।

যে সকল নরনারী ভগবৎতত্ত্বার্থবোধে জন্মান্তরীয় সংস্কার প্রাপ্ত অথবা যাহারা এই জন্মেই মহৎকৃপাতিশয়লব্ধ, তাহারা শাস্ত্র-শ্রবণমাত্রই ভগবৎ

সাম্মুখ্য ও ভগবদনুভব যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু পাপ দ্বারা যাহাদের হৃদয় মলিন থাকে তাহাদের হৃদয়ে শাস্ত্রোপদেশ বা গুরুবাক্যরূপ উপদেশ সদ্য সদ্য প্রতিফলিত হয় না। সৎসঙ্গ শাস্ত্র শ্রবণে বহু জন্মের পুণ্যফল স্বরূপ প্রেমাদি জন্মে। ভক্তি সন্দর্ভে লিখিত আছে :—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা॥
অনেক জন্মজনিত পুণ্যরাশি-ফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্র-শ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥

প্রেমাদি অনেক জন্মজনিত পুণ্যরাশির মহৎফল, সৎসঙ্গ ও শাস্ত্রাদি শ্রবণ দ্বারা এই মহৎফল লাভ হইয়া থাকে।

বেদান্তশাস্ত্রের চারিটী অনুবন্ধ আছে যথা—অধিকারী, সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। ভক্তিসন্দর্ভেও এই অনুবন্ধ চতুষ্টয়ের উল্লেখ আছে। "বাচ্যবাচকঃ, সম্বন্ধঃ"—শাস্ত্র বাক্যেরই বাচক। শাস্ত্র সমূহের প্রতিপাদ্য বিষয়—উপাস্যতত্ত্ব। ষট্‌ সন্দর্ভের আদ্য চতুষ্টয়ে সম্বন্ধতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম, ভগবান্‌ পরমাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সন্দর্ভ চতুষ্টয়ে যথাক্রমে আলোচনা আছে। ভগবৎতত্ত্বের চরম বিকাশ,—শ্রীকৃষ্ণে। সেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়ই অভিধেয়তত্ত্ব। ভক্তিই অভিধেয় এবং প্রেম প্রয়োজন-তত্ত্ব। শ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিই অধিকারী।

বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি,—প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি ; প্রেম,—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥

ভগবদ্বৈমুখ্যই জীবের দুঃখের কারণ, তৎসাম্মুখ্যই মায়ার প্রভাব হইতে নিস্তারের উপায়। ভগবৎসাম্মুখ্য-লাভের জন্য শাস্ত্রানুসারে যে সকল কার্য্য করিতে হয় তন্মধ্যে ভক্তি পথের কার্য্যগুলি সর্ব্বাপেক্ষা সুফলপ্রদ

এবং ভগবৎপ্রাপ্তির মুখ্য উপায়,—ভক্তি। ভগবদনুভবই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন,—অন্তর্বহি ভগবৎসাক্ষাৎকারস্বরূপ। এই অন্তর্বহি ভগবদনুভবই প্রেম। এই প্রেমোদয়েই দুঃখ-নিবৃত্তি হয়।

যদিও অভিধেয় ও প্রয়োজন পূর্ব্বত্র সিদ্ধউপদেশেই অভিপ্রেত হইয়াছে তথাপি এসম্বন্ধেও উপদেশের আবশ্যক। যেমন তোমার গৃহেই লুক্কায়িত অর্থ-নিধি আছে এই কথা শুনিয়া দরিদ্র যেমন উহা পাইতে প্রযত্নশীল হয়, এবং তাহা প্রাপ্তও হয় তথাপি তাহার শৈথিল্য নিরসনের জন্য উহার উপদেশের আবশ্যক। ভক্তি সন্দর্ভের এই উক্তি অবলম্বনে শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

"এক সর্ব্বজ্ঞ এক দরিদ্রের বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন, তোমার বহু ধন আছে, তুমি এত দুঃখী কেন? তোমার পিতা তোমার বাড়ীতে বহুধন মৃত্তিকার নিম্নে রাখিয়া অন্যত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তোমাকে বলিয়া যান নাই। দৈবজ্ঞের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া দরিদ্র ধন খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও কিছু পাইল না। দৈবজ্ঞ বলিলেন ধন এই স্থানেই আছে, দক্ষিণে খুদিলে ধন পাইবে না, কিন্তু ভীমরুল ও বোল্লা আছে; উহারা তোমায় দংশন করিবে। পশ্চিমে এক যক্ষ আছে, সেদিকে খুদিও না; সে বিঘ্ন করিবে, ধন হাতে পড়িবে না। উত্তরে এক ভয়ানক কৃষ্ণসর্প আছে। সেখানে খুদিলে ধনতো পাবেই না, প্রত্যুত প্রাণের আশঙ্কা ঘটিবে। পূর্ব্ব দিকে অল্প খুদিলেই ধনের জারী তোমার হাতে পড়িবে।"

ভগবৎ প্রাপ্তির বহুবিধ সাধনা আছে। শাস্ত্রে সকল প্রকার সাধন-প্রণালীর উল্লেখ আছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার সাধনায় শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি ও তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আস্বাদন হয় না। এমন কি, কোন কোন সাধনার পথ এত সঙ্কীর্ণ যে উহাতে নাস্তিকতার পথেই পতিত হইতে হয়। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের সাধন—কৃষ্ণসর্পের মত ভীষণ। উহাতে অবশেষে প্রায়শঃই অন্ধকার দেখিতে হয়। কর্ম্মকাণ্ডের সাধনা বহু ক্লেশকর, ভীমরুল

বোলতার দংশনের স্থায় সে সাধনায় ক্লেশ ভিন্ন সুখ নাই। পশ্চিমের যক্ষ,—যোগের সহিত উপমিত হইয়াছে। যক্ষ কেবল ধন রক্ষাই করে কিন্তু আস্বাদন করিতে পারে না, অন্যকেও দেয় না। এইরূপে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানের সাধনায় অপবাদ দিয়া ভক্তির সাধনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে অল্প শ্রমেই সিদ্ধিলাভ ঘটে। একটী প্রাচীন পদ্যেও এই ভাবটী পাওয়া যায় যথা :—

স্বর্গার্থী যা ব্যবসিতি রসো দীনয়ত্যেব লোকান্
মোক্ষপ্রেক্ষা জনয়তি জনান্ কেবলং দুঃখ-ভাজান্।
যোগাদ্‌যোগী পরমোবিরসন্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ
সর্ব্বং ত্যক্তা মমতু রসনা কৃষ্ণকৃষ্ণেতি রৌতু॥

সুতরাং ভক্তির সাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে বলিয়াছেন :—

ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম্মজ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তারে ভজি॥
"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথাভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥

শ্রীভাগ ১১।১৪।১৯

হে উদ্ধব, প্রবৃদ্ধশীলা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য যোগ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা এবং সন্ন্যাস ও আমার সাধনায় তদ্রূপ ফলপ্রদ নহে।

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য গ্রাহ্য শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠান্ শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

শ্রীভাগ ১১।১৪।২০

হে উদ্ধব, শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা কেবলা একমাত্র ভক্তি দ্বারা আমি বশীভূত হই,

যেহেতু আমি সতের আত্মা ও প্রিয়; আমাতে দৃঢ়াভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়, এই জন্য ভক্তিই অভিধেয় নামে শাস্ত্রে অভিহিত। এই ভক্তিলাভ হইলে শ্রীকৃষ্ণে প্রেম জন্মে—প্রেম হইলেই দুঃখ দূরীভূত হয় ও সংসার যাতনা সর্ব্বপ্রকারে তিরোহিত হয়। দারিদ্র্য নাশ ও ভবক্ষয়,—প্রেমের ফল নহে। প্রেম-সুখই—মুখ্য প্রয়োজন। সংসার-বাসনা-ক্ষয় প্রেমের আনুষঙ্গিক ফল—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাস্বাদই প্রেমের ফল। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

> ঐছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
> প্রেমে কৃষ্ণস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥
> দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়—প্রেমের ফল নয়।
> প্রেম সুখভোগ,—মুখ্য প্রয়োজন হয়॥

বেদাদি-শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই যে অনুবন্ধ ত্রয়ের উল্লেখ আছে, সবিশেষ শাস্ত্র বিচারে জানা যায়, নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জ্ঞানেই মায়াবন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। পদ্মপুরাণে বৈশাখ মাহাত্ম্যে লিখিত আছে :—

> ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তেতে পুরাণাগমাঃ।
> তাং তামেবহি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্ত কল্পাবধি॥
> সিদ্ধান্তে পুনরেক ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
> ব্যাপারেষু বিবেচন-ব্যতিকরং নীতেষু
> নিশ্চীয়তে॥

চরাচর জগতের মোহের জন্য নানাবিধ পুরাণ ও আগম নানাপ্রকার দেবতার পরমত্বের কথা বলিয়াছেন। সেই সকল শাস্ত্র কল্পাবধি আপন আপন কাল্পনিক মতের জল্পনা করুন কিন্তু সমস্ত পুরাণ আগম প্রভৃতির

রূঢ়ি প্রভৃতি বৃত্তি সকলের * তাৎপর্য্যালোচনায় এই সিদ্ধাই নিষ্পন্ন হয় যে ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর।

পঞ্চম অধ্যায়

সম্বন্ধ-তত্ত্ব

শব্দবোধের মুখ্যবৃত্তি বা গৌণবৃত্তি অন্বয় বা ব্যতিরেক বৃত্তি যেরূপেই অর্থ করা যাউক, বেদাদি সকল শাস্ত্র সর্ব্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পারতম্যই প্রকটন করেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই যে পরতম, তাঁহার উপরে যে আর

---

* শাস্ত্র তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে শাব্দবোধ সম্বন্ধে বহু বিচার দ্বারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে হয়। শব্দবৃত্তি সমূহ দ্বারা শব্দবোধ জন্মে। স ধু শব্দ মুখ্য লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা ভেদে ত্রিবিধ। রূঢ় যৌগিক ও যোগরূঢ় ভেদে ত্রিবিধ। সমাস শক্তি বহুবিধ। যৌগিক শব্দ সিদ্ধ ও সাধ্য ভেদে দ্বিবিধ। অভিধা লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা ভেদে শব্দ বৃত্তি ত্রিবিধ। ইহার মধ্যে লক্ষণা জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ, জহদজহৎ স্বার্থভেদে সাধারণতঃ ত্রিবিধ। লক্ষ্য ও ব্যাঙ্গ্য সংযোগ, বিয়োগ, বিরোধ, সহচারিতা, অন্য শব্দ সান্নিধ্য, দেশ সামর্থ্যমৌচিতী, লিঙ্গ অর্থ, প্রকরণ, কাল, ব্যক্তি, অনুকরণ শব্দের ব্যঞ্জকত্ব, কাকু বৈশিষ্ট্য, দেশবৈশিষ্ট্য, কাল-বৈশিষ্ট্য, প্রসিদ্ধ-বৈশিষ্ট্য, ধ্বনি-নির্ণয়, স্ববীপরীতার্থ, লক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ, অলঙ্কারদ্যোতক শব্দ, শক্তিভূব্যঙ্গ, বস্তুদ্যোদক ব্যঙ্গ, অর্থ শক্ত্যুদ্ভবধ্বনি, পদগতার্থে শক্ত্যুদ্ভব সতঃসম্ভবী, পদাংশাদি রস ব্যঞ্জক, প্রকৃতি, প্রত্যয়, কাল, সম্বন্ধ, বচন, পুরুষ, ব্যত্যয়, তদ্ধিত, উপসর্গ, নিপাত, সর্ব্বনাম, কর্ম্মভূতাধিকরণ, অব্যয়ী ভাব পূর্ব্বনিপাত, ত্রিরূপ সঙ্কর, গুণীভূত ব্যঙ্গ নির্ণয়, অপরাঙ্গ বাচ্যপোষক, সন্দিগ্ধপ্রাধান্য, তুল্যপ্রাধান্য, কাকুগম্য, অমনোজ্ঞসুন্দর, ইত্যাদি বহুবিধ ভাবে শব্দের অর্থবোধ হইয়া থাকে। কবিকর্ণপুর কৃত অলঙ্কার কৌস্তুভ গ্রন্থের পঞ্চম কিরণে লিখিত হইয়াছে,— ১৩৪৮২৪০ তের লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুই শত চল্লিশ প্রকারে শব্দার্থবোধ নির্ণীত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার অবশেষে লিখিয়াছেন, ইহা দিগ্‌দর্শনমাত্র, কেবল স্বরস্বতীই ইহার গণনা করিতে পারেন, ইহা মানুষের সামর্থ্যাতীত।

কোনও উপাস্য তত্ত্ব নাই ইহাই সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৪০।৪১ শ্লোকে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন :—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্‌বেদ কশ্চন॥

আমা হইতে উৎপন্ন বেদের তাৎপর্য্যজ্ঞ আমিই। কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে কাহার বিধান করা হয়, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা কাহাকে প্রকাশ করা হয়, জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে অনুবাদ করিয়া বিকল্পনা করা হয়; ইহার তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন অন্য কেহ জানে না।

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্র মনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥

বেদ আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করে, আমাকেই দেবতারূপে প্রকাশ করে, আমাকেই আকাশাদি বলিয়া তর্ক দ্বারা সেই অভিমত নিরাকৃত করে। শব্দরূপ বেদ মায়ামাত্র জগতের নিষেধ পূর্ব্বক আমার অবতারাদি রূপ ভেদকে অবলম্বন করিয়া প্রসন্ন হয়; ইহাই সকল বেদের তাৎপর্য্য।

মহাপ্রভু বলিলেন, সনাতন, শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণই সকল অবতারের বীজ, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির অন্ত নাই, বৈভবেরও পার নাই। সংক্ষেপের জন্য তাঁহার জীবশক্তি মায়াশক্তি চিৎশক্তির কথাই সাধারণতঃ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠাদি ধাম ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই শক্তিকার্য্য। এই স্বরূপ-শক্তি সমূহের অনন্ত কার্য্যাবলীর সমাশ্রয়,—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্।

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥
ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায় ১ম শ্লোকঃ।

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব—ব্যাপারটা কি ? ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সত্যজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম" ; এই শ্রুতি অবলম্বনেই সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বলা হয় ; তিনিই পরম ব্রহ্ম ভগবান্। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদীদিগের মতে অদ্বয় শব্দের অর্থ "সজাতীয় বিজাতীয় স্বগতভেদরহিতত্বম্"—অদ্বিতীয়ত্বম্—জ্ঞানং চিদেকরসম্।" শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার সম্বন্ধে অদ্বয়ত্বের ব্যাখ্যা এরূপ হইতে পারে না। তিনি লীলারসময় বিগ্রহ,—সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ তাঁহাতে অসম্ভবপর, তাঁহাতে তাদৃশ অতাদৃশ তত্ত্বান্তর নাই; স্বীকার্য্য। কিন্তু তিনি যখন সচ্চিদানন্দ লীলারসময় বিগ্রহ,তখন তাঁহার হস্ত পদাদি স্বগতভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য ; তাহা না হইলে তাহাতে ভজনীয় গুণগণের অভাব হয়। উপাসকের তৃপ্তিও অসম্ভব, কেবল চিদেকরস বলিলেও চলিবে না—তাঁহার আকার প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ণ প্রভৃতি ধ্যেয় বিষয় সবিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।"

শ্রীপাদ শ্রীজীব শ্রীভাগবতের একটী সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অদ্বয় তত্ত্ব সম্বন্ধে সুব্যাখ্যা করিয়াছেন—সে শ্লোকটী এই :—

বদন্তি তৎতত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

এখানে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের কথা পাওয়া যায়। শ্রীপাদ শ্রীজীব ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—অদ্বয়ত্বং চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ তাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তর-ভাবাৎ স্বশক্ত্যেক-সহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামাসিদ্ধত্বাচ্চ। অর্থাৎ স্বয়ং সিদ্ধ তাদৃশ ও অতাদৃশ তদ্ভিন্ন ইঁহার অপর কোনও সহায় নাই—ইনি সকল শক্তির পরমাশ্রয়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই অদ্বয়তত্ত্ব। ইনি চিদেকরসতত্ত্ব

নহেন তবে জ্ঞান ইহারই ভগবত্তার অন্তর্গত তত্ত্ববিশেষ। কেবল চিদেকরস তত্ত্বের পক্ষে জগৎ সৃষ্ট্যাদি সম্ভবপর হয় না।

শ্রুতি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, পরব্রহ্মের বহুবিধ শক্তি আছে! "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচ"—সুতরাং ব্রহ্মশক্তি-সমূহ আগন্তুক নহে,—স্বাভাবিক। জগৎব্যাপারাদি কার্য্য ব্রহ্মশক্তির প্রভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইতঃপূর্ব্বে বহুবার বহুস্থলে একথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নির্ণয়-সূচক যে শ্লোকটী আছে তাহা এই :—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥

ইহারই পদ্যানুবাদে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

সর্ব্বআদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশয়, সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ পরনাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁহার গোলোক নিত্যধাম॥

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ব্রহ্মসংহিতার যে পাঁচ অধ্যায়ের টীকা করিয়াছেন, সেই পাঁচ অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমেই এই শ্লোকটী বিন্যস্ত হইয়াছে। টীকাকার ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছি। এস্থলেও তাহা আলোচনা পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করা যাইতেছে, এই বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ নামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে "কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়" ইত্যাদি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভাগবতের "এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" প্রথমতঃই এই প্রমাণটীর উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপরে বিষ্ণুপুরাণীয় "নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ" এই প্রমাণটী উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত,—

সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎফলং।
একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎপ্রযচ্ছতি॥

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং শব্দশক্তির রূঢ়িবৃত্তি-বলে গোবিন্দ নামটীও যে ভগবানের একটা প্রধান নাম, তাহাও সপ্রমাণ করিয়াছেন। অতঃপরে শ্রীভাগবত হইতে গুণকর্ম্মানুসারেই যে তাঁহার কৃষ্ণনাম সুপ্রসিদ্ধ তৎসম্বন্ধেও বিচার করিয়া কৃষ্ণ নামের নিরুক্তি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা :—

কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দোণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ।
তয়োরক্যংপরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

গোতমীয় তন্ত্রেও অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ব্যাখ্যার এতৎতুল্য একটা শ্লোক আছে :—

কৃষি শব্দশ্চ সত্ত্বার্থোণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ॥

মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে লিখিত আছে,—

কৃষি শব্দশ্চ সত্ত্বার্থো ণশ্চনিবৃত্তি-বাচকঃ।
বিষ্ণুসদ্ভাব-যোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি সাত্বতঃ॥

এই সকল নিরুক্তি, যৌগিকঅর্থদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মত্ব অর্থই প্রকাশ করে। ব্রহ্মশব্দের অর্থ এই যে, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম, তাহাই ব্রহ্ম। সর্ব্বসত্ত্বার মূলীভূত এবং সর্ব্বানন্দের মূলীভূত যে এক মাত্র বস্তু, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বলিয়া ব্রহ্ম নামে অভিহিত হন। বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে,—"বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।" শ্রুতি-তেও লিখিত আছে,—"অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহয়ন্তীতি।" বৃহদ্ গোতমীয় তন্ত্র বলেন :—

কৃষিশব্দশ্চ সত্ত্বার্থো ণশ্চানন্দস্বরূপকঃ।
সত্ত্বমানন্দয়োর্যোগাৎ তৎপরং ব্রহ্মচোচ্যতে॥

কৃষ্ ধাতুর আকর্ষণার্থেও এই শ্লোকের অর্থ অন্য প্রকার করা যাইতে পারে। সে অর্থ এই যে, যিনি সর্ব্বাকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট আনন্দাত্মা, তিনিই কৃষ্ণ। ইনি সর্ব্বাকর্ষক সুখরূপ। আবার অন্য অর্থ এই যে, ভূ ধাতুর অর্থ ভাব, তাহার অর্থ প্রেম। সেই প্রেমময় আনন্দ আছে যাহাতে,—তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি স্বরূপ এবং গুণদ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। তিনিই সর্ব্বাকর্ষক এবং আনন্দ স্বরূপ, এই জন্য তাঁহার নাম কৃষ্ণ। রূঢ়ি ভাবে দেবকীনন্দনই শ্রীকৃষ্ণ শব্দবাচ্য। ইহার সর্ব্বানন্দকত্ব গুণ, বাসুদেব-উপনিষদে দৃষ্ট হয়, যথা,—"দেবকীনন্দনো নিখিলানন্দময়াৎ"। ইনি যে পরব্রহ্ম,ভাগবতে তাহার বহু প্রমাণ আছে, যথা,—গূঢ়ংপরং ব্রহ্মমনুষ্যলিঙ্গম্" "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্"। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে,—

"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিম্"। গীতা বলেন,—"ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্" তাপনীশ্রুতি বলেন,—"যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপালঃ" বৃহদ্ গোতমীয়ে আরও লিখিত হইয়াছে যে, ইনি আকর্ষক, সুতরাং কৃষ্ণ।

অথবাকর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমং।
কালরূপেণ ভগবাং স্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যতে॥

ইনিই অনাদি ; কেননা ইঁহার আদি নাই। ইনিই সর্ব্বাদি এবং সর্ব্ব-কারণ। গোতমীয় তন্ত্রে দশাক্ষর মন্ত্র কথনে লিখিত আছে :—

গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্জনস্তত্ত্ব সমূহকঃ।
অনয়োরাশ্রয়োর্ব্যাপ্তা কারণত্বেনচেশ্বরঃ॥
সান্দ্রানন্দং পরং জ্যোতি র্ব্বল্লভেন চ কথ্যতে।
অথবা গোপীপ্রকৃতির্জ্জন স্তত্রাংশ মণ্ডলঃ॥
অনয়োর্ব্বল্লভঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ।
কার্য্যকারণয়োরীশঃ শ্রুতিভিস্তেন গীয়তে॥
অনেকজন্ম সিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেববা।
নন্দনন্দন ইত্যুক্ত স্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, "সনাতন,—এই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে :—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

শ্রীচরিতামৃতেও সংক্ষেপতঃ পদ্যানুবাদে ইহার নিম্নলিখিত ব্যখ্যা করা হইয়াছে,—

জ্ঞান যোগ ভক্তি—এই তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥
ব্রহ্ম, অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেমন চর্ম্ম চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥
পরমাত্মা যিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংশ ॥
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥

শ্রীচরিতামৃতে ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মসংহিতার একটা পদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই :—

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্ত মশেষ ভূতং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি'

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অশেষ বসুধাদি বিভূতি দ্বারা যিনি ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

পরমাত্মার উদাহরণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এবং ভগবদ্গীতা হইতে যে দুইটি প্রমাণ-বচন লিখিত হইয়াছে, তাহা এই :—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥
শ্রীভাগবত ১০।১৪।৫৩

হে মহারাজ, তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে অখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরম-স্বরূপ বলিয়া অবগত হও। তিনি তথাবিধ হইয়াও জগতের হিতের জন্য স্বীয় যোগমায়া প্রভাবে সাধারণের নিকট সংসারী জীবের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

হে অর্জ্জুন, আমার বিভূতি বিষয়ে তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? আমি একমাত্র প্রকৃত্যাদির অন্তর্য্যামী পুরুষাখ্য অংশ অর্থাৎ পরমাত্মরূপে এই চিৎজড়াত্মক জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি।

কিন্তু ভগবৎ সন্দর্ভে ব্রহ্ম ও ভগবানের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা এইরূপ,—এক শ্রেণীর জ্ঞানী সাধক আছেন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকের আনন্দ সমূহকে তুচ্ছ করিয়া থুৎকারের ন্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানবলে সোঽহং ভাব প্রাপ্ত হন। এই শ্রেণীর সাধকের হৃদয়ে,—অশেষ কল্যাণগুণময় ভগবানের বহুল শক্তি-বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও—সেই সকল শক্তিবৈচিত্র্য স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না। শক্তি ও শক্তিমানের পৃথক্ ভাব তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। ইঁহাদের হৃদয়ে যে কিঞ্চিন্মাত্র চিদেকরসের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। শক্তিবর্গ ও উহাদের ধর্ম্মের কোন স্ফূর্ত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশ পায় না। সুতরাং ব্রহ্মশক্তি ও তাঁহার বৈচিত্র্য-সমুত্থিত ভাবসমূহ তাঁহাদের নিকট অসার ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়। কেবল চিন্মাত্র জ্ঞানকেই ইহারা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করেন এবং সেই চিন্মাত্রেরই সহিত অহম্ প্রত্যয়ের ঐক্যসাধনই ইহাদের সাধনার চরম পরাকাষ্ঠা।

কিন্তু আর এক প্রকার সাধক আছেন, তাহারা মনে করেন পরমতত্ত্ব নিখিল শক্তিসমূহের একমাত্র সমাশ্রয়। এই সকল শক্তির মধ্যে হ্লাদিনী শক্তিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন আকারে মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার লীলাসুখ সম্পাদন করেন। ব্রজবালাগণ ইহার দৃষ্টান্ত। স্বয়ং পরমতত্ত্ব ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ। এই পরমতত্ত্বের যাহারা উপাসনা করেন, তাহাদের হৃদয়ে সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির সাররূপা পরমশ্রেষ্ঠা ভক্তিবৃত্তির আবির্ভাব হয় এবং উহার ফলে ভগবদনুভবানন্দ-সন্দোহান্তর্ভাবিত তাদৃশ ব্রহ্মানন্দময় ভাগবত পরমহংসগণের অন্তঃকরণে ও বহিরিন্দ্রিয়ে,—শক্তি ও শক্তিমানের বিবিক্ত অবস্থায় যে পরমতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই ভগবৎ তত্ত্ব নামে অভিহিত।

ইহার ফলিতার্থ এই যে জ্ঞানিগণের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির বিশ্লিষ্ট-জ্ঞান হয় না। চিদেকরসময় কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী, বিশ্লেষণী-শক্তির প্রক্রিয়া জানেন না, তাঁহারা ব্রহ্মের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সেই শক্তির বৈচিত্র্য বুঝিতে পারেন না। অপর পক্ষে ভক্তসাধক ভক্তির বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় ভগবৎশক্তির অনন্ত বৈচিত্র্য-সমুত্থ বহুল লীলা-বৈচিত্র্য দেখিতে পান। যেমন সূর্য্য-কিরণে সাত প্রকার বর্ণ-বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও আমরা স্থূল জ্ঞানে কেবল উহাকে শুভ্র বলিয়াই দেখিয়া থাকি কিন্তু বিশ্লেষণী প্রক্রিয়া-বিশেষে (Spectrum Analysis) সাহায্যে উহাতে রামধেনুবৎ সাতটা বর্ণের অস্তিত্বময় সৌন্দর্য্য অনুভূত হইয়া থাকে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিবিভাবিত ভগবৎতত্ত্ব-জ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। আবার অপর পক্ষে যোগিগণ আত্ম-প্রত্যয়ের দ্বারা স্বহৃদয়ে যে সজাতীয় প্রত্যয়ানুগত চিৎস্বরূপের অনুভব করেন, তাহাই পরমাত্মতত্ত্ব। ষট্‌সন্দর্ভের প্রথম সন্দর্ভে ব্রহ্মতত্ত্ব, দ্বিতীয়ে—ভগবৎতত্ত্ব, তৃতীয়ে—পরমাত্মতত্ত্ব, চতুর্থে—শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অতি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে সকল পাঠক সবিস্তাররূপে এই সকল তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সন্দর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

অতঃপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শনার্থ ব্রহ্ম সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের যে শ্লোকটা শ্রীপাদ সনাতনকে শ্রবণ করাইলেন, এখানে আবার উহা বিস্তৃত আলোচনার্থ উদ্ধৃত হইল :—

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি—
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

এই পদ্যের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন; ইহাতে মহাসিদ্ধান্ত নিহিত রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বহুস্থানে শ্রীভগবৎশক্তির উল্লেখ আছে। অনন্ত শক্তিশালী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান প্রদান করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য। শ্রীচরিতামৃতে বহু স্থলে সেই বিষয় প্রকাশ করার জন্য নানাপ্রকার শাস্ত্র যুক্তির আলোচনা করা হইয়াছে। চরিতামৃতের আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই পদ্যটা প্রথমতঃ উদ্ধৃত হইয়াছে। তৎস্থলে শ্রীচরিতামৃতে ইহার যে পয়ারে ব্যাখ্যা আছে তাহা এই :—

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ মণ্ডল।
উপনিষৎ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥
চর্ম্ম চক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞান মার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সে ব্রহ্ম, গোবিন্দের প্রভা হয় অঙ্গকান্তি ॥
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি।
তাঁহার প্রভাবে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥

ব্রহ্ম, স্বয়ং ভগবানের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ। নিখিল শক্তিবর্গ এবং উহাদের ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞানই ব্রহ্ম নামে অভিহিত। শ্রীভগবানের

যে আবির্ভাব অন্তর্য্যামিরূপে জীবে প্রকাশ পান এবং যিনি মায়াশক্তি-বিশিষ্ট এবং প্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্ট জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকেই পরমাত্মা বলা হয়। পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানই ভগবান্। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অশেষ বসুধাদি বিভূতি দ্বারা যিনি অখণ্ড্য অভিন্ন হইয়াও ভেদবৎ প্রতীয়মান হন, সেই নিষ্কল অনন্ত অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা,—সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।”

এই পদ্যটী হইতে দুইটি কারিকার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই :—

নিষ্কলাদি স্বরূপং তদ্ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদ কোটিষু
বিভূতিভির্ধরাদ্যাভির্ভিন্নং ভেদমুপাগতম্।
সদা প্রভাবযুক্তস্য ব্রহ্ম যস্য প্রভা ভবেৎ
তং গোবিন্দং ভজামীতি পদ্যস্যার্থঃ স্ফুটীকৃতঃ॥

ব্রহ্ম সংহিতার এই পদ্যের অর্থ শ্রীপাদ শ্রীজীব লিখিয়াছেন, ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ। শ্রীগোবিন্দ ধর্ম্মী। ব্রহ্ম উঁহারই ধর্ম্ম-বিশেষ। সূর্য্যমণ্ডল এবং সূর্য্যকিরণবৎ গোবিন্দ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ। শ্রীগোবিন্দ সূর্য্যমণ্ডল স্বরূপ, ব্রহ্ম তাঁহারই কিরণকণাসদৃশ। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবানের বিভূতি গণনায় পরব্রহ্মও ভাগবত-বিভূতির মধ্যে গণিত হইয়াছেন। সে শ্লোকটী এই :—

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপোজ্যোতিরহং মহান্।
বিকারং পুরুষোব্যক্তং রজঃসত্ত্বংতমঃ পরম্॥

টীকাকার শ্রীধর স্বামী এস্থলে পরম্ শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—‘পরংব্রহ্ম আবার অষ্টম স্কন্ধে মৎস্যদেব বলিয়াছেন :—

মদীয় মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং
বেৎসস্যনুগৃহীতং মে তৎপ্রশ্নে বিবৃতং হৃদি।

আবার ভাগবতের অন্যত্রও লিখিত আছে :—

যা নিবৃতি স্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জন-কথা-শ্রবণেন বা স্যাৎ
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ ইত্যাদি।

সুতরাং শ্রীগোবিন্দের রূপ-গুণ-লাবণ্য প্রভৃতি আত্মারামগণেরও চিত্তাকর্ষী ; শ্রীভগবতে তাহাও লিখিত হইয়াছে যথা :—

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নিগ্রন্থাহপ্যপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ॥

শ্রীপাদ শ্রীজীব এই পদ্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন যে, বিশেষ জিজ্ঞাস্য থাকিলে শ্রীভগবত সন্দর্ভে তাহা দ্রষ্টব্য।

আসল কথা এই যে, এই পদ্যে এবং ব্রহ্মসংহিতার অন্যান্য পদ্যেও আমরা অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কথা জানিতে পাই। আদি লীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লিখিত আছে :—

তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
ইথে যত জীব তার ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ সাক্ষী তুমি জান সব মর্ম্ম॥

আবার এই পরিচ্ছেদেরই অন্যত্র লিখিত আছে :—

চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গ নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যারঅন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥

এইত স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবারস্থিতি ॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয় ॥

এই সকল কথার অন্তরালে এক বিপুল মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে! উর্দ্ধে ও অধোদিকে, দক্ষিণে ও বামে যেদিকেই আমরা দৃষ্টি করিনা কেন, আমাদের অধ্যুষিত এই জগৎটুকুই আমাদের জ্ঞানের নিকট কত বিশাল, অসীম ও অনন্ত বলিয়া মনে হয়। ইহাতে কত জীবাণু কিরূপ ভাবে জন্ম জরা-মৃত্যুর চক্রে পড়িয়া আবর্ত্তিত হইতেছে, কত কোটি কোটি অণু অনুপ্রাণিত হইতেছে, ইহারা সকলেই চিদ্‌বিন্দু। আবার আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও অনন্তকোটি বিশাল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে।

রাত্রিকালে নীলাকাশের প্রতি চাহিয়া দেখুন ;—অনন্ত নক্ষত্রমালা কুসুম কাননের যূই ফুলের মত রজত শুভ্র কিরণে নিলীম গগনে ফুটিয়া রহিয়াছে,—উহার প্রত্যেকটা আমাদের অধ্যুষিত এই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড় ; উহারা লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে রহিয়াছে বলিয়া অত ক্ষুদ্র দেখাইতেছে। আমরা রজনী কালে যে চন্দ্র দর্শন করি, ইনি আমাদের এই জগৎ হইতে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থান করিতেছেন।

ইনি আমাদের এই পৃথিবীর অতি নিকটবর্ত্তী। ইঁহার পরিমাণও আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট। কিন্তু দূরে দূরে এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যাহা এই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়। যে সূর্য্যটী আমরা দেখিতে পাই, এই সূর্য্যটী আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দ লক্ষ গুণে বড়। ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশীগুণে বৃহদাকারের তারকা ঐ গগন-

মণ্ডলের দূর-দূর-দেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রভাবে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ততার ও বিশালতার বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে চমৎকৃত করিয়া তুলিতেছেন। এস্থলে অতি সংক্ষেপে এ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে।

বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্ব্বিদগণ অনন্ত আকাশের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ (Planets) নক্ষত্রমালা (Asteroids) এবং উপগ্রহ (Satellites of the Planets) ধূমকেতু প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই সমস্ত লইয়া আমরা যে সৌর জগতে (Solar system) বাস করি, উহা নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এক কণামাত্র। বিপুল সর্ষপ-শস্য-ভাণ্ডারের মধ্যে একটী সর্ষপের ন্যায়, সমুদ্রতটে অগণ্য অনন্ত কোটি বালুকারাশির মধ্যে একবিন্দু বালুকার ন্যায়, মহাসমুদ্রের জলরাশির মধ্যে এক ফোটা জলের ন্যায়,—অতি নগণ্য, অতি ক্ষুদ্র। শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মকে অপার অসীম অনন্ত বলিয়া ঘোষণা করেন কিন্তু আলোচনা করিলে মনে হয়, সেই ব্রহ্ম হইতে উপজাত,—তাঁহার কোটি-কোটি অংশ হইতেও অতি ক্ষুদ্র সমগ্র বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আকার-প্রকারের সংখ্যা মানুষের জ্ঞানের নিকট একবারেই অপার অসীম ও অনন্ত। এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে প্রতিনিয়ত জাগতিক ব্যাপারের যে কার্য্য হইতেছে, তাহাই মানবীয় জ্ঞানের অনায়ত্ত। মেঘনির্ম্মুক্ত নৈশ নীলাকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নগ্ন নয়নে যে নক্ষত্রমালা দৃষ্ট হয়, তাহাই আমরা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না।

তীব্র দৃষ্টিশক্তিশালী ব্যক্তি নগ্ন নেত্রে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পান, অসীম আকাশের অধিবাসী প্রকৃত নক্ষত্র পুঞ্জের কোটি অংশের এক অংশও তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। ভাল একটা দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope) সাহায্যে আকাশের কোন একটি স্থানে দৃষ্টিপাত করুন, যেখানে নগ্ননেত্রে

(naked eye) কেবল আকাশের স্বভাবসুলভ নীলীমা ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই, সেই নিছক শূন্য স্থলেও বহু বহু নক্ষত্রপুঞ্জ দৃষ্টিগোচর হইবে, সমুজ্জল কিরণকণা দৃষ্টিক্ষেত্র জুড়িয়া বসিবে। সুনীল ভেলভেটে হিরকখচিত শোভাবৎ নক্ষত্রশোভা দেখিয়া আপনি বিমোহিত হইবেন। আপনি উহার প্রতি পুঞ্জে পৃথক্ পৃথক্ নক্ষত্র দেখিতে পাইবেন। দূরবীক্ষণ ছাড়িয়া শাদা চক্ষে চাহিয়া দেখুন, সেখানে নীলাকাশের নীলীমা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এই যে দিবাভাগে অদৃষ্ট আকাশের নক্ষত্র মালার কথা বলিতেছি, ইহাদের নানাবিধ বিবরণ বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্ব্বিদগণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক আবিষ্কার করিয়াছেন। আমাদের এই জগতের পক্ষে সূর্য্য যেমন আলোকদাতা, তাপ-প্রদাতা এবং পৃথিবীর গতিনিয়ামক; তদ্ব্যতীত আরও শত প্রকার কার্য্যসাধক;—এক একটী নক্ষত্রেও অপরাপর জগতের সূর্য্যসদৃশ। উহারও গ্রহ উপগ্রহ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণ্য নক্ষত্রমালার উপর প্রভাব প্রতিপত্তি ও কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে। উহারাও তৎতৎ সৌরজগতের সূর্য্য সদৃশ।

যে সকল গ্রহ,—নক্ষত্র-বিশেষকে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, উহাদিগকে নাক্ষত্রিক জগৎ (Stellars worlds) বলা যায়। আমাদের চন্দ্র যেমন আমাদের এই পৃথিবী পরিক্রমণ পরিভ্রমণ করে, আবার এই পৃথিবী যেমন ৩৬৫ দিনে সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করে, আমরা যেমন এই সৌর জগতে অবস্থান করিয়া আমাদের সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্র ধূমকেতু প্রভৃতির সহিত এক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, অপরাপর সৌর জগতেও সেইরূপ নিয়ম। অত্যন্ত দূর নিবন্ধন আমরা বড় বড় জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী ভিন্ন শাদা চক্ষে আর কিছুই দেখিতে পাই না। ইহা হইতে সহজেই মনে করা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মসংহিতাকার যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল পৌরাণিকী অতিরঞ্জনময়ী বর্ণনা নহে, উহা প্রগাঢ় বৈজ্ঞানিক সত্য।

অনন্তকোটি বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ করা অসম্ভব। ভগবান্ যেমন অপার, অসীম ও অনন্ত,—প্রপঞ্চে প্রকটিত তাঁহার ঐশ্বর্য্যও তাদৃশ অপার, অসীম ও অনন্ত। আমরা আমাদের এই পৃথিবী হইতে আমাদের জগতের জন্য এক চন্দ্র এবং এক সূর্য্যমাত্র দেখিতে পাই, কিন্তু এমন জগৎ (Stellar Systems) ও আছে, যেখানে দুইটি, তিনটী, এমন কি চারটী পর্য্যন্ত চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান্। তাহা হইলে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, আমাদের এই জগৎ হইতে সে সকল জগতের অবস্থা নানা প্রকারেই বিভিন্ন। দিবা-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু দ্বারা জগতের বিবিধ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতির উপর চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব প্রতিমুহূর্ত্তেই দেখিতে পাওয়া যায়। যে জগতে একাধিক চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান, সেখানকার তাপ, আলোক ও আকর্ষণাদির ব্যাপার আমাদের এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা আমাদের জগতের চন্দ্র-সূর্য্যের আলোক ও তাপ পৃথক্ পৃথক্ ঋতু অনুসারে প্রায় সমানই দেখিতে পাই, কিন্তু যে জগতে একাধিক সূর্য্য আছে, সেখানে উহাদের আলোক ও তাপের হ্রাসবৃদ্ধি প্রায়শঃই পরিলক্ষিত হয়। কখনও দেখা যায়, সূর্য্য অতীব উজ্জ্বলভাবে আলোক প্রদান করিতেছেন, আবার তৎপরে উহার আলোক নিষ্প্রভ হইয়া প্রায় অদৃশ্য হইয়া যায়; আবার সমুজ্জ্বলভাবে সূর্য্যালোক সমুদিত হয়। হয়ত কতিপয় বৎসর পরে সেই সূর্য্যের অস্তিত্বের আর পরিচয় পাওয়া যায় না।

আলোকের হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহুল আলোচনা করিয়াছেন। ইউরোপের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহুবিধ নক্ষত্রের আকার-প্রকার গতি-বিধির বহু তথ্য অনুসন্ধান করিয়া বহুল সারগর্ভ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সোয়ান্ (Swan), হোয়েল (Whale), হাইড্রা (Hydra) প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জের (Constellation) সম্বন্ধে এম্, ফ্লেমিরিয়ান্ (M. Flammarion) নামক ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, ইহাদের কোন কোন নক্ষত্র কতিপয়

মাস ইহাদের আপন ক্ষেত্রে প্রভুত আলোক ও তাপ বিকিরণ করিয়া আবার সহসা আঁধারের গর্ভে লুকাইয়া পড়ে। সেই সমস্ত স্থানে হয়ত দুই চার মাস রাত্রি বিদ্যমান্ থাকে ; ঐ সময়ে আবার অপর পক্ষে হয়ত কেবল দিনই বর্ত্তমান থাকিয়া যায়, আদৌ রাত্রি দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার কোন কোন জগতে সূর্য্যের এত অধিক উত্তাপ যে তাহা আমরা ধারণায় আনিতে পারিনা। আবার এমন শীত প্রধান চিরতুষারাবৃত দেশের কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, শৈত্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি প্রাণীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। প্রলয়ের মহাঅন্ধকারে এবং তুষারের মৃত্যুহস্ত সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া প্রাণী মাত্রকেই খণ্ড-প্রলয়ে বিনাশ করিয়া ফেলে। আবার কিয়ৎমাস পরে গগনপটে জগৎপ্রসবিতা, জগৎ-প্রাণ সূর্য্যের তরুণ-অরুণ কিরণরাশি প্রকাশিত হইয়া ঘনীভূত তুষার সমূহকে বিদ্রাবিত করে, দেখিতে দেখিতে ধরার বক্ষে শ্যামসুষমা বিস্তার করিয়া উদ্ভিদের আকারে জীবনের চিহ্ন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

যে সকল জগতে একাধিক সূর্য্য প্রকাশ পায়, সেই সকল সূর্য্যের জ্যোতিঃ এক প্রকার নহে। কোন সূর্য্যের জ্যোতিঃ আমাদের জগতের এই সূর্য্যের ন্যায় রজতশুভ্র। আবার কোন সূর্য্যের জ্যোতিঃ জবা কুসুমের ন্যায় লোহিত, অথবা নীলাকাশের ন্যায় সুনীল, কিম্বা বৃক্ষপত্রের ন্যায় নয়নরঞ্জন হরিদ্বর্ণ। পার্সিয়াস্ (Perseus) নামক নক্ষত্রপুঞ্জে দুইটী নক্ষত্র স্পষ্টরূপেই উত্তম দূরবীক্ষণের দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটী শুভ্র, একটী নীল। ওফিওকাস্ (Ophiochus) নামক নক্ষত্রপুঞ্জে দুইটী সূর্য্য আছে,—উহার একটী লাল এবং একটী নীল। ড্রেগন্ (Dragon) নক্ষত্রপুঞ্জেও ঠিক এইরূপ। বৃষ বা বুল (Bull) নক্ষত্রপুঞ্জে যে দুই সূর্য্য আছে—তাহাতে একটী লাল এবং একটী নীল। হারকিউলাস্ ও কেসেওপিয়া নক্ষত্র পুঞ্জেও এই অবস্থা। আবার কোন কোন নক্ষত্রপুঞ্জে একটী সবুজ, আর একটী হরিদ্রাভ,

অথবা একটা নীল, আর একটা হরিদ্রাভ সূর্য্যও দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের এ জগতে আমরা যে সূর্য্যটিকে দেখিতে পাই, তাঁহাকে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে লোহিত বর্ণ দেখিয়াই আমরা "জবাকুসুক সঙ্কাশং" বলিয়া প্রণাম করি কিন্তু নীল ও সবুজ সূর্য্যের ধারণাই আমাদের নাই। অথচ এই সূর্য্যের কিরণেই যে সাতটা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ আছে তাহা আকাশের ইন্দ্রধনুতে ও স্ফটিকের বস্তুতে প্রতিফলিত হয়; উহা আলোক বিশ্লেষণী প্রক্রিয়ায় (Spectrum Analysis) পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আমাদের সূর্য্য এই পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দ লক্ষ গুণে বড়। ইহার ব্যাস (Diameter) রেখার পরিমাণ প্রায় ৮ লক্ষ ৯০ হাজার মাইল। পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা প্রায় ১১২ গুণ বড়। নিম্নলিখিত আটটী বৃহৎ গ্রহ এই সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করেন যথা :—

১। বৃহস্পতি (Jupitor), ২। শুক্র (Venus), ৩। পৃথিবী, ৪। মঙ্গল (Mars), ৫। বুধ (Mercury) ৬। শনি (Saturn), ৭। ইউরেণাস্ (Uranus)। এতদ্ব্যতীত আরও ৩৪টি উপগ্রহ আছে। তাহাদিগকে এষ্টরয়েড Asteroids বা Planetoids বলে।

এই সৌর জগতের কেন্দ্র,—সূর্য্য। সূর্য্য তাঁহার গ্রহ উপগ্রহ লইয়া অপর একটি কেন্দ্র-সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। মারকিউরী গ্রহ অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা অতি নিকট এবং আকারে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। ইহার ব্যাসের পরিমাণ ৩ হাজার মাইল। সূর্য্য হইতে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ৭০ হাজার মাইল দূরে এইটা অবস্থিত। ৮৮ দিবসে মারকিউরী সূর্য্যমণ্ডল পরিভ্রমণ করে। দূরবীক্ষণ ব্যতীত ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অস্তমিত হয় এবং অতি প্রত্যূষে ইহার উদয় হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তসিন্ধু-তত্ত্বে ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব

শুক্রগ্রহ সূর্য্য হইতে ৬ কোটি, ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল দূরে। ২২৪ দিন ১২ ঘণ্টায় শুক্র গ্রহ সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে। ইহার ব্যাসের পরিমাণ ৭৭৬০ মাইল। এই গ্রহটীকে আমরা সায়ং সন্ধ্যায় এবং প্রাতঃ-সন্ধ্যায় দেখিতে পাই। এটী অতি উজ্জ্বল দেখায়। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বে এ'টী সুখতারা নামে দর্শকগণের নিকট পরিচিত। ইংরাজী ভাষায় তখন ইহার নাম Lucifar, তখন ইহার অবস্থান,—সূর্য্যের পশ্চিমে। আবার সায়াহ্নে এইটী সূর্য্যের পূর্ব্বভাগে অবস্থান করে। তখন এই সান্ধ্য তারা পাশ্চাত্য ভাষায় Hesperus নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের মত এই গ্রহের তিথি বিশেষে হ্রাস-বৃদ্ধি আছে।

পৃথিবী, সূর্য্য হইতে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল দূরে। ইহার ব্যাস ৭ হাজার ৯শত ২৫ মাইল। ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে। প্রতিদিন ১০ লক্ষ এবং অর্দ্ধ মাইল পথ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। চন্দ্র, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এবং পৃথিবী অপেক্ষা ২ লক্ষ ৩৮ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। ২৭ দিন ১২ ঘণ্টায় চন্দ্র, পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রমণ্ডলে অনেক পর্ব্বত আছে। আধুনিক জ্যোতি-র্ব্বিদগণ বলেন, চন্দ্রে যে অন্ধকারের মত দেখায়—উহা জল নয়, পর্ব্বতের ছায়া।

মঙ্গল গ্রহ সূর্য্য হইতে ১৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল দূরে। ইহার ব্যাস ৪০৮৫ মাইল। ৬৮৭ দিনে এই গ্রহটী সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গল গ্রহের অবস্থা কতকটা আমাদের এই পৃথিবীর মত। সেখানেও দিবারাত্রি আছে, শীত গ্রীষ্ম ঋতুভেদ আছে। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা

বলেন, চন্দ্রে যখন জল নাই, তখন এখানে কোন অধিবাসীও নাই কিন্তু মঙ্গলাদি অপরাপর গ্রহে অধিবাসী থাকা সম্ভবপর। আবার কেহ কেহ বলেন, যদিও বা কোন প্রাণী থাকে, তাহাদের প্রকৃতি আমাদের মত নয় কিন্তু মঙ্গলের অবস্থা কতকটা আমাদের এই পৃথিবীর মত। পৃথিবীর মতই জল বায়ু সেখানে আছে।

জুপিটার সর্ব্বাপেক্ষা বড় গ্রহ। ইহার ব্যাসের পরিমাণ ৮৭০৩০ মাইল। সূর্য্য হইতে ৪৯,৪০,০০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে ইহার পক্ষে ১২ বৎসর ৫২ দিন লাগে কিন্তু আপন কক্ষায় ইহার গতি বড় দ্রুত। ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে জুপিটার আপন কক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়।

অতঃপরে শনিগ্রহ। শনিগ্রহ সূর্য্য হইতে ৯০ কোটি, ৬০ লক্ষ মাইল দূরে। ইহার একটুকু ধারণা করিতে হইলে তাহার একটা উপায় বলিতেছি। আলোক এক সেকেণ্ড সময়ে দুই লক্ষ মাইল দূরে চলিয়া যায়। একমিনিটে আলোকের গতি এক কোটি বিশ লক্ষ মাইল। সূর্য্য হইতে শনিগ্রহে আলোক পৌঁছিতে এক ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময়ের আবশ্যক। এখন ভাবিয়া দেখুন সূর্য্য হইতে শনিগ্রহ কত দূরে অবস্থান করিতেছেন। ২৯ বৎসর ৬ মাসে শনিগ্রহ সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে।

কেহ কেহ বলেন, শনিগ্রহের ঋতু আমাদের এই জগতের মত হইতে পারে। কিন্তু শীত এবং গ্রীষ্ম উভয়ই অত্যন্ত বেশী। শনিগ্রহের আটটী চন্দ্র আছে। পৃথিবী অপেক্ষা ইহার ভার একশত গুণ বেশী। আর একটী বৃহৎ গ্রহ আছে, তাহার নাম ইউরেণাস্। উহা সূর্য্য হইতে ১৮২ কোটী, ২০ লক্ষ মাইল দূরে। ৮৪ বৎসরে এই গ্রহটী সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ আমাদের ৮৪ বৎসরে ইহার এক বৎসর হইয়া থাকে।

আর একটি গ্রহ আছে, তাহার নাম,—নেপচুন। উহা সূর্য্য হইতে দুই শত ৮৫ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। ১৬৪ বৎসরে নেপচুন একবার

সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে। আমাদের ১৬৪ বৎসরে নেপচুন-বাসীর এক বৎসর হইয়া থাকে। এই যে আটটা গ্রহের কথা উল্লিখিত হইল, ইহাদের দূরত্ব সম্বন্ধে একটা নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। মারকিউরী গ্রহ সূর্য্যের অতি নিকট। ভিনাস্ উহার দ্বিগুণ দূরে। অতঃপরে ঠিক দ্বিগুণ না হইলেও অনেকটা সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

	গ্রহের নাম			সূর্য্য হইতে দূরত্ব
১।	মারকিউরী (বুধ)	...	...	৩৭,১০০,০০০
২।	ভিনাস্ (শুক্র)	...	...	৬৪,৭৭০,০০০
৩।	পৃথিবী	...	...	৯৫,০০০,০০০
৪।	মার্স্ (মঙ্গল)	...	...	১৪৪,৭৮০,০০০
৫।	জুপিটার (বৃহস্পতি)	...	...	৪৯৪,০০০,০০০
৬।	সেটার্ণ (শনি)	...	...	৯০৬,০০০,০০০
৭।	ইউরেণাস্	...	...	১৮২২,০০০,০০০
৮।	নেপচুন	...	...	২৮৫০,০০০,০০০

জনৈক ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ৩ কোটি ৮০ লক্ষ লীগ্ (Leagues)। মনে করুন, কামানের একটি ১২ কিলোগ্রাম (Kilogrammes) ওজনের গোলা ৬ কিলোগ্রাম বারুদের বেগে যদি প্রতিনিয়ত সমগতিতে ৫০০ মিটার (metre) পথ প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবী হইতে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে দশ বৎসরে উহা সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইতে পারে। আবার অপর পক্ষে বায়ুর ভিতর দিয়া যদি ঐ গতিতে শব্দ পরিচালিত হয়, তবে সেই শব্দ সূর্য্যমণ্ডলে পৌঁছিতে ১৫ বৎসর সময় লাগিবে। আবার আর একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝাইতেছি।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত যদি একটা রেলপথ স্থাপিত করা যায় এবং উহা কোথাও না দাঁড়াইয়া প্রতিঘণ্টায় সাড়ে বাড় লীগ্ পথ সমভাবে

প্রধাবিত হয়, তাহা হইলেও ৩৩৮ বৎসরেও উহা সূর্য্যমণ্ডলে পৌছিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। মনে করুন, ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে যদি ঐ ট্রেনখানি সূর্য্যমণ্ডলের অভিমুখে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা ২২৬৮ খৃষ্টাব্দের শেষে সূর্য্যমণ্ডলে পৌছিবে। সূর্য্য হইতে প্রতি-সেকেণ্ডে আলোক ৭৭ হাজার লীগ পথ অতিক্রমণ করে। উহা পৃথিবীতে আসিতে ৭ মিনিট ১৩ সেকেণ্ড সময় লাগে।

কোন্ কোন্ নক্ষত্র পৃথিবী হইতে কতদূরে তাহার একটা পরিমাণ দেখাইতেছি। মনে করুন, পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৩ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সোয়ান্ নক্ষত্র পুঞ্জের একটী নক্ষত্র উক্ত পরিমাণের ৫ লক্ষ ৫১ হাজার গুণ দূরে। অর্থাৎ ৩৮,০০০,০০০ × ৫,৫১,০০০ এই দুই অঙ্কের গুণন করিলে যত মাইল হইবে, সোয়ান্ নক্ষত্রপুঞ্জের একটী নক্ষত্র তত দূরে। তথাপি বলিতে গেলে এই নক্ষত্রটীও পৃথিবীর অতি নিকট। এই নক্ষত্র হইতে আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ৭৭ হাজার লীগ্ পরিভ্রমণ করিয়া সাড়ে নয় বৎসরে পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। সোয়ান্ পুঞ্জের তারার কথা বলিলাম, এখন আরও কয়েকটী তারার নাম, পৃথিবী হইতে উহাদের দূরত্বের গুণ এবং আলোক পৌছিবার সময়,—নিম্নে প্রদান করিতেছি। মনে রাখিবেন ৩ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল ঐ গুণক-দ্বারা গুণিত হইবে। সে অঙ্কগুলি কৌতূহলকারী ব্যক্তিগণ নিজেরা গুণন করিয়া জানিবেন।

তারকার নাম	পৃথিবী হইতে দূরত্ব	আলোকপৌছার সময়
সোয়ানের তারা ...	৫৫১,০০০ ...	৯ বৎসর ৬ মাস
লায়ারের তারা ...	১,৩৩০,৭০০০ ...	২১ বৎসর
বৃহৎসারমার তারা ...	১,৩৭৫,০০০ ...	২২ বৎসর
বৃহৎভল্লুকের তারা ...	১,৫৫০,৮০০ ...	২৫ বৎসর
মেরু তারা ...	৩,৬৭৮,০০০ ...	৫০ বৎসর

এখন মনে করুন, লায়ারের একটী তারকা,সূর্য্য এই পৃথিবী হইতে যত গুণ দূরে তদপেক্ষা ১৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ অধিক দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সূর্য্য পৃথিবী হইতে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সুতরাং এই দুই রাশির পূরণ ফল যত হইবে, লায়ারের একটী তারা পৃথিবী হইতে ততগুণ দূরে অবস্থিত। আলোক যদি এক সেকেণ্ডে দুই লক্ষ মাইল দূরে চলে, তাহা হইলে লায়ারের একটা তারকা হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ২১ বৎসর লাগিবে। যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে লায়ারের কোন তারা বিধ্বস্ত হইয়া যায়, ২১ বৎসরের মধ্যে আমরা তাহার কোন সংবাদ জানিতে পারিব না। কেননা, উহা ধ্বংসের পূর্ব্বের শেষ মুহূর্ত্তে যে আলোক বিকীর্ণ হইবে, ২১ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এখানে তাহা পৌছিবে।

উপরে যে সকল তারার তালিকা দেওয়া হইল, ইহারা পৃথিবীর অতি নিকটস্থ। জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের ভাষায় বলিতে হইলে প্রথম মেগ্নিচুডের তারা, দ্বিতীয় মেগ্নিচুডের তারা এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বলিতে হয়। তারার উজ্জ্বলতা অনুসারে ইহা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। আকার বা ভারিত্বের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। যে তারা যত উজ্জ্বল, সেইটী আমাদের তত নিকটবর্ত্তী। আর যেটি যত মলিন দেখায়, সেইটি তত দূরবর্ত্তী। দূরত্বের অঙ্ক বৃদ্ধির অনুসারে উজ্জ্বলতার হ্রাস হয়। দূরত্বের হিসাবে মেগ্নিচুড্ বাড়িয়া যায়। এই হিসাবে কেবল প্রথম মেগ্নিচুড্ ও দ্বিতীয় মেগ্নিচুড্ শ্রেণীস্থ তারকাবলীর, অঙ্কের পরিমাণ, তাহার পরে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ প্রভৃতি তারকার দূরত্ব গণনায় গণিতের গণনার পরিমাণ পরাজিত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ সুদূর গগনের সুদূরতম প্রদেশে অতি বৃহত্তম নক্ষত্রও অতিদূরতমত্ব নিবন্ধন আলোক বিন্দুর আকারেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ মেগ্নিচুডের তারকাগুলি এত দূরে অবস্থিত যে কোন তারকা হইতে এই পৃথিবীতে আলোক আসিতে ১০৪২ বৎসর সময় অতিবাহিত হয় এবং

কোনটি হইতে ২১০০ বৎসর পরে পৃথিবীতে আলোক আসিয়া উপস্থিত হয়।

ষষ্ঠ মেগ্নিচুডের পরের তারকাগুলির অস্তিত্ব কেবল দূরবীক্ষণে অনুভূত হয়। কোনটি হইতে ৫০০০ বর্ষে, কোনটি হইতে ১০,০০০ বর্ষের পর পৃথিবীতে আলোক পৌছে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ চতুর্দ্দশ মেগ্নিচুড্ পর্য্যন্ত তারকার দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত দূরবীক্ষণের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে ইহার অধিক আর জানা যায় না কিন্তু ইহার পরেও যে আরও কত কিছু আছে, কালে যদি দূরবীক্ষণ ইহা অপেক্ষা আরও অধিকতর উন্নত হয়, তবে আরও অধিক জানা যাইতে পারিবে। চতুর্দ্দশ মেগ্নিচুডের তারকা হইতে জ্যোতিঃ পৃথিবীতে পৌছিতে একলক্ষ বর্ষ অতীত হয়। জ্যোতিঃ প্রতি সেকেণ্ডে দুই লক্ষ মাইল পথ প্রধাবিত হয়। এখন ভাবিয়া দেখুন, অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডগণ অনন্ত, অসীম ও অপার কিনা? ইহাদের অধীশ্বর শ্রীগোবিন্দের ঐশ্বর্য্য যে কত অনন্ত, অসীম ও অপার, ইহা হইতেই তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইতে পারে কিন্তু শ্রীগোবিন্দের অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সুদূরতম প্রদেশের এক বিন্দু কিরণ-কণা এই পৃথিবীতে তখনও পৌছিবে না। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন,—এক লক্ষ বৎসর হইল, এই পৃথিবীতে মনুষ্য দেখা দিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এজগতে যে মনুষ্য ছিল, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহা জানা যায় না। তাহারও লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে অসীম গগনে কোটি কোটি তারকাবলী গগনের গায় কিরণ ছড়াইত। এজগৎ হইতে কেহই তাহা দেখিত না। এখানকার কোনও বৈদিকঋষি সে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রের সামগান গাহিয়া হৃদয়ের প্রার্থনা জানাইতেন না। আমাদের এই পৃথিবী ব্যতীত আর কোন্ জগতে কত অধিবাসী আছে, তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়। আবার অপর

পক্ষে ইহাই বা কি করিয়া বলা যাইবে যে, আমাদের জগৎ ছাড়া আর কোথাও কোন অধিবাসী নাই।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত তারকাবলীর দূরত্ব সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে কিন্তু উহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই;—তাহাও অনন্ত। প্রথম মেগ্নিচুডের তারা—২০টী মাত্র, দ্বিতীয় মেগ্নিচুডে ৬৫, তৃতীয় মেগ্নিচুডে—১৭০, চতুর্থ মেগ্নিচুডে—৫০০, পঞ্চম মেগ্নিচুডে ১৫০০, ষষ্ঠ মেগ্নিচুডে—৪৫০০, এইরূপ গণনায় দেখা যায় প্রতি মেগ্নিচুডে তিন গুণ করিয়া নক্ষত্রের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। আমরা খালি চক্ষে আকাশে দৃষ্টি করিয়া যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই, তৎসকলকে অগণ্য বলিয়া মনে করি। বাস্তবিক উহারা অগণ্য নহে। উহাদের সংখ্যা ৬০০০ কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিলে ঐ ছয় হাজারের স্থলে অগণ্য নক্ষত্রমালা রৌপ্যবালুকার ন্যায় দৃষ্ট হয়। বৃহৎ অঙ্গনা নক্ষত্রপুঞ্জে (Constellation of Gemini) খালি চক্ষে দৃষ্টিপাত করিলে দুই একটি নক্ষত্র মাত্র দেখায় কিন্তু দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে অগণ্য নক্ষত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। দ্বাদশ মেগ্নিচুডের নক্ষত্র সংখ্যা ২৫ লক্ষ ৫৬ হাজার। পূর্ব্ব-গণিত আরও কতকগুলি নক্ষত্র ইহাদের সহিত একত্র গণিত হইলে ইহাদের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ হইয়া থাকে। তৃতীয় মেগ্নিচুডে ৪কোটি ২০লক্ষ নক্ষত্র গণিতহইয়াছে। দূরবীক্ষণের সাহায্যে অধুনা ৫ কোটি ৬০ লক্ষ নক্ষত্র গণিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ মেগ্নিচুডের পরে স্বর্ণবালুকার ন্যায় যে সকল আলোক বিন্দু দৃষ্ট হয়, আধুনিক অত্যুন্নত দূরবীক্ষণের দ্বারাও সে সকলের সংখ্যা ভালরূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। যদি কালপ্রভাবে দূরবীক্ষণের অধিকতর উন্নতি হয়, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে সমগ্র আকাশ হিরকবিন্দু দ্বারা খচিত, উহার প্রত্যেক বিন্দুই এক একটি সূর্য্য। শ্রীগোবিন্দের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমূহকে ব্রহ্মা যে অনন্ত কোটি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার এক বিন্দুও অতিরঞ্জন নহে, সকলই অতি-সত্য।

ইহার উপরে নীহারিকার তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে মহা অনন্তে

ডুবিতে হয়। এই নীহারিকা সমূহ (Nebulae) কি বস্তু পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক-গণ উহা লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্গণ দূরবীক্ষণ সাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উহারা গগনের সুদূরতম প্রদেশে ঘন সন্নিবিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদিও উহারা পৃথক্ পৃথক্ নক্ষত্রের সমষ্টি, তথাপি ঘন সন্নিবিষ্টতার জন্য কেবল এক আলোক প্রবাহ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বাস্তবিক উহারা পৃথক্ পৃথক্ অগণ্যনক্ষত্র সমষ্টি। ঘনসন্নিবিষ্টতার কথা যাহা বলা হইল, তাহাও আমাদের দেখার ভ্রান্তিমাত্র। উহার প্রত্যেক নক্ষত্র কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। যদিও উহাদিগকে একটি সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় বলিয়া বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। উপরে নীচে বহু-দূরবর্ত্তী স্তরে স্তরে উহাদের অবস্থান। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ অধুনা একটী নেবিউলার পরিচয় দিয়াছেন। উহার নাম,—Nebula of the Centaur, ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু জ্যোতিঃশীল নয়নে সুদূর গগনে ইহা একটী অতি নিষ্প্রভ আলোক বিন্দুর ন্যায় প্রতিভাত হয়। কিন্তু অতি উত্তম দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইহা কোটি কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি,—উপরে নীচে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত; কেন্দ্রের দিকে ঘন সন্নিবিষ্ট; প্রান্তের দিকে বিরল। নেবিউলাতে যে কত নক্ষত্র আছে তাহা গণনার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে। দূরবীক্ষণের উন্নতি ভিন্ন এ সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু নির্দ্ধারণের উপায় হইবে না। ইহাদের আকার প্রকার গতিবিধি অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। যেমন নানাবর্ণের সূর্য্য আছে, সেই প্রকার লাল, সবুজ,হরিদ্রাভ নেবিউলিও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যে ছায়াপথ (Milkyway) দেখিতে পাই, এমন কি কবি কালিদাসও যে ছায়াপথের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন:—

বৈদেহি, পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।

ছায়াপথেনেব শরৎ প্রসন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্॥

ইহা নীহারিকা প্রণালী (Along series of Nebulae) ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাকে "ছায়াপথো নাম জ্যোতিশ্চক্রমধ্যবর্ত্তী কশ্চিৎ তিরশ্চনোঽবকাশঃ" বলিয়া বুঝিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে উহার বহুল স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব ৩ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল। ছায়া পথের দৈর্ঘ্য ইহার ১কোটি ৩৭ লক্ষ ৩ হাজার গুণ বেশী। সুতরাং ছায়াপথে কত তারা আছে তাহার গণনা সম্ভবপর হইতে পারে কি? গগনমণ্ডলের এই অনন্ত প্রসারী ব্যাপার সম্বন্ধে ভাবিতে বসিলে বিস্ময়ের অনন্ত সাগরে মানুষের চিত্ত ডুবিয়া যায়। সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ হার্শেল (Herschel) একবার উত্তমাশা অন্তরীপে অবস্থান করিয়া দক্ষিণ গোলার্দ্ধের ছায়াপথ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার গণনায় কেবল মাত্র ১কোটি ৮৭ লক্ষ নক্ষত্র মোটামুটি রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল। ছায়াপথের এক প্রান্ত হইতে একটী নক্ষত্র জ্যোতিঃ অপর প্রান্তে পৌছিতে ১৫ হাজার বৎসর অতিবাহিত হয়। ছায়াপথের একটী নক্ষত্রের কিরণ পৃথিবীতে পৌছিতে ৫০ লক্ষ বৎসরের অধিক সময় লাগে।

এস্থলে অপর একটী বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা করা যাইতেছে। উহা আকর্ষণের (Attraction) বিষয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্র যখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, চন্দ্রের কোন গতিশক্তি (Motion) আছে। চন্দ্র নিজের গতিতে অনন্ত আকাশ-পথে ছুটিয়া যায় না কেন, এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াই বা বেড়ায় কেন? ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের কোন সম্বন্ধ আছে। চন্দ্র চলিয়া যাইতে চায়, প্রীতিময়ী পৃথিবী তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। ইনি ইহাকে আপন বক্ষে

টানিয়া রাখিতে চাহেন,—আপনার দিকে আকর্ষণ করেন। চন্দ্র সে আকর্ষণ এড়াইতে পারে না, সুতরাং পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ায়। ঐরূপে সূর্য্য এই পৃথিবীকে আপনার কেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণ করে;তাই পৃথিবী ৩৬৫ দিন সূর্য্যমণ্ডল ঘুড়িয়া বেড়ায়। এই যে কেন্দ্রের অভিমুখে আকর্ষণ ব্যাপার,—বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে Centrepetal Force নামে অভিহিত করেন। বঙ্গভাষায় ইহাকে কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ শক্তি বলা যাইতে পারে। আবার যে শক্তির বলে গ্রহগণ আপন বেগে অন্যত্র গমন করিতে চেষ্টা করে তাহা Centrefrugal force নামে অভিহিত হয়, বঙ্গভাষায় উহার নাম,—কেন্দ্রাতিগ শক্তি। বেদে সূর্য্য গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত হয় যথা :— "দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু।"

এস্থলে গন্ধর্ব্ব শব্দের যৌগিক অর্থ এই যে, গোঃ পৃথিবী তাং ধারয়তীতি গন্ধর্ব্বঃ সূর্য্য ইত্যর্থঃ। সূর্য্য পৃথিবীকে ধারণ করে বলিয়াই গন্ধর্ব্ব নামে অভিহিত। সূর্য্য যদি পৃথিবীকে স্বীয় কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ না করিতেন তবে পৃথিবী স্বীয় কেন্দ্রাতিগ শক্তি বলে অনন্ত আকাশের কোথাও চলিয়া গিয়া কোন্ গ্রহের সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত, কে বলিতে পারে? সূর্য্য উহাকে আপনার কেন্দ্রাভিমুখে কেন্দ্রানুগ শক্তি বলে আকর্ষণ করিতেছে বলিয়াই পৃথিবী সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্যও এইরূপ স্বীয় গ্রহ- নক্ষত্রাদি লইয়া (entire system of Plannets asteroyds satellits and Comets, which he carries in his train.) অপর কোন সৌরজগৎ প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গন সেই সৌরমণ্ডলকে Constellation of Hercules নামে অভিহিত করেন। এই সৌরজগৎ প্রত্যেক সেকেণ্ডে দুইলীগ্ করিয়া চলিয়া প্রতিবর্ষে ৬ কোটি ২০ লক্ষ লীগ্ (League) পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহুলক্ষ শতাব্দে একবার পরিভ্রমণ শেষ করে। আবার তাহা অপেক্ষাও উত্তরোত্তর বৃহদাকার সৌর জগৎ অপর সৌর জগতের কেন্দ্রা-

কর্ষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা হইতে এই ধারণা করা যাইতে পারা যায় যে, এই অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এমন এক কেন্দ্র আছে, যাঁহার আকর্ষণে আমাদের দৃষ্টাদৃষ্ট কল্পিত, কল্পনাতীত, অনুমিত, অনুমানাতীত নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে বিধৃত হইতেছে। তিনি সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাধার, সর্ব্বপোষক, সর্ব্বাশ্রয় নিখিল আকর্ষণ ও নিখিল শক্তির পরমাশ্রয় ও পরমাধার—**শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ**।

জনেক ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ্ লিখিয়াছেন :—

Now, there is nothing to forbid the supposition that all these circles or ellipses traced by myriads of solar systems, have a Common centre of attraction, towards which our system and all the others gravitate. Thus, all these celestial bodies, without exception, all this ant-hill of worlds which we have enumerated, may be turning round one point, one Centre of attraction. What forbids us to believe that God dwells at this centre of attraction for the worlds which fill infinite space ?

ইহার তাৎপর্যার্থ এই—"এই যে অসংখ্য সৌরমণ্ডল আপন আপন পথে পরিভ্রমণ করিতেছে ও পরিচালিত হইতেছে ইহাদের আকর্ষণের একটী সাধারণ কেন্দ্র আছে; যে কেন্দ্রের অভিমুখে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিধাবিত ও আকৃষ্ট হইতেছে। এই যে অগণ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা বলা হইল, ইহাদের একটা সাধারণ কেন্দ্র আছে। সুতরাং এ কথা বিশ্বাস করিতে কোনই আপত্তি হইতে পারে না যে, এই অসীম অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাকেন্দ্রে স্বয়ং ভগবান্ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার আকর্ষণ পরম্পরায় নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত ও আকৃষ্ট হইতেছে।"

পাঠক মহোদয়গণ ইহা হইতে অতি সহজেই কৃষ্ণ শব্দের বৈজ্ঞানিক নিরুক্তি বুঝিতে পারিবেন।

ইতঃপূর্ব্বে 'কৃষ্ণ' শব্দের যে নিরুক্তি করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম তিনিই কৃষ্ণ। অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। তাঁহার অপেক্ষা বৃহত্তম আর কিছুই নাই।

যদেব পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বতোঽপি বৃহত্তমং।
সর্ব্বস্যাপি বৃংহণংতৎ কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

বিষ্ণু পুরাণে ব্রহ্মশব্দের এই অর্থই করা হইয়াছে যথা :—

বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদু ইতি।

শ্রুতিতেও লিখিত হইয়াছে :—

অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহয়তীতি। বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে :—

কৃষি শব্দশ্চ সত্তার্থেণশ্চানন্দ স্বরূপকঃ।
সত্তানন্দয়োর্যোগাৎ তৎপরং ব্রহ্মং চোচ্যতে॥

অদ্বয় বাদিগণও এইরূপে যৌগিক অর্থদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন। এখানে সত্তা শব্দের অর্থ,—যিনি সর্ব্বপ্রকার নিখিলজাত বস্তু সমূহের প্রবৃত্তির হেতু, তিনিই সৎ। শ্রুতি বলেন,—"সদেব সৌম্যেদমগ্র, আসাৎ ইতি"। গৌতমীয় পদ্যের প্রথমার্দ্ধের অর্থ—সর্ব্বাকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট আনন্দাত্মা কৃষ্ণ। উহা হইতে পরার্দ্ধের অর্থ ইহাই পাওয়া যায় যে, তিনি সর্ব্বাকর্ষক সুখস্বরূপ। তাঁহা হইতেই নিখিল জীবের উৎপত্তি এবং তাঁহা হইতেই নিখিল জীবের সুখ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, তিনি প্রেম স্বরূপ, তিনিই ভাব প্রেমময়-আনন্দ। ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, স্বরূপ ও গুণ দ্বারা পরম বৃহত্তম সর্ব্বাকর্ষক আনন্দই শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই শ্রীদেবকী নন্দন। সাম উপনিষদে লিখিত হইয়াছে,—"কৃষ্ণায় দেবকী-নন্দনায়" ইত্যাদি। বিষ্ণু পুরাণে নারদ কুশোধ্বজ সংবাদে ভগবদুক্তিতে লিখিত হইয়াছে,—"নাম্না মুখ্যতরং নাম

কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ"। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্তং কৃষ্ণের অষ্টোত্তর নাম স্তোত্রে লিখিত হইয়াছে :—

সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎপ্রযচ্ছতি ॥

শ্রীভাগবত পুরাণে, "এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। সুতরাং শুক আদি মহাজনগণ কৃষ্ণ শব্দেই পরব্রহ্মের প্রকৃত সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। ইঁহার সর্ব্বানন্দকত্ব বাসুদেব উপনিষদেও দৃষ্ট হয়,— "দেবকী-নন্দন নিখিল মানন্দময়াদিতি"। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ নাম পরব্রহ্ম-প্রকর্ষেই রূঢ়ি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন :—

লব্ধাত্মিকা সতি রূঢ়ি ভবেদ্ যোগাপহারিণী।
কল্পনিয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধতে ॥

ভাগবতে ও গীতায় পুনঃপুনঃই ইঁহার পরব্রহ্মত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে যথা,—"গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম" ইতি ; "যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্" ইতি ; শ্রীবিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে—"যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিম্" ইতি ; গীতায় লিখিত আছে,—ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহম্" ইতি ; তাপনী শ্রুতিও বলেন—"যোঽসৌ পরং ব্রহ্ম গোপাল" ইতি। এই সকল তথ্য পূর্ব্বেও একবার লিখিত হইয়াছে।

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে আরও লিখিত হইয়াছে :—

অথবা কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমং।
কালরূপেণ ভগবাংস্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যতে ॥

ইনিই সর্ব্বকারণের কারণ। মহৎ স্রষ্টা পুরুষ নিখিল অনন্তকোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ। ইনি মহৎ স্রষ্টা পুরুষেরও কারণ। শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে দেবকী দেবী ইঁহার স্তবে বলিয়াছেন :—

যস্যাং শাংশাংশভাগেন বিশ্বস্থিত্যপয়োদ্ভবাঃ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যহং গতিং গতা ইতি ॥

ইহার টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, যাঁহাদের গুণ সমূহের অংশ ভাগ দ্বারা অর্থাৎ গুণ সমূহের পরমাণু মাত্র লেশ দ্বারা অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি হইয়া থাকে, সেই নিখিল কারণের কারণ,—শ্রীকৃষ্ণ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যিনি অদ্বিতীয় সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বাকর্ষক, পরম বৃহত্তম শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমতত্ত্ব, তাঁহার বিগ্রহ সম্ভবপর হয় না। শ্রুতি যাঁহাকে আনন্দ ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাঁহার বিগ্রহত্ব পরিলক্ষিত হয় না। ইহা সত্য বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ সিদ্ধ বাক্যসমূহদ্বারা অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইনি পরম অপূর্ব্ব বস্তু। ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত হইয়াছে,—"সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ" সচ্চিদানন্দ লক্ষণ বিশিষ্ট যে আনন্দ বিগ্রহ, শ্রীভাগবতের দশমে ব্রহ্মা-স্তবে লিখিত হইয়াছে,—"তস্যৈব নিত্যসুখবোধতনৌ"। তাপনী শ্রুতি এইযে,—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট কারিণে"। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অষ্টোত্তর শত- নাম স্তোত্রে দেখিতে পাওয়া যায়,—নন্দ ব্রজজনানন্দি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ"। দশমে দেবকী-স্তুতিতেও—"নষ্টে লোকে" ইত্যাদি পদ্যে ইহার প্রমাণ আছে। গীতায় তাঁহার শ্রীমুখ-বাক্য এই যে:—

যস্মাৎক্ষরমতিতোহমক্ষরাদপিচোত্তমঃ।
অতোঽস্মিন্ লোকেবেদেচ প্রথীতঃ পুরুষোত্তমঃ ইতি॥

তাপনী শ্রুতিতে আরও লিখিত আছে'—„যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোপান্ পালয়তি" ইতি। "গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি"। এই কেবলানুভবানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। শাস্ত্রকারগণ তাঁহা বিগ্রহবৎ দেহিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন, যথা শ্রীভাগবতে শুকোক্তি:—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

১০।১৪।৫৩।

এই শ্রীকৃষ্ণকে নিখিল আত্মার পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। ইনি

চরাচর জগতের হিতের জন্য কৃপাময়ী অচিন্ত্য তকৈশ্বর্য্যময়ী স্বরূপ শক্তিবলে দেহীর ন্যায় এই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়াছেন।

এই পদ্যটা ভগবানের অবতারের একটী হেতু স্বরূপ। গীতায় বলা হইয়াছে,—"সাধুদের পরিত্রাণের জন্য দুষ্কৃতিগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন।" এতদ্ব্যতীত তাঁহার আপন জনের হৃদয়ে প্রীতিদানের জন্য এবং স্বকীয় রসমাধুর্য্য আস্বাদনের জন্যও যে স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হন, শ্রীভাগবতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগবতামৃত গ্রন্থে নারায়ণাধ্যাত্ম বচন এই যে:—

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমানন্দং কঃপশ্যেতামিতংপ্রভুম্॥

অর্থাৎ ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও নিজের অচিন্ত্য তকৈশ্বর্য্য কৃপাময়ী স্বরূপ শক্তিবলে দেহীর ন্যায় লোক-লোচনের গোচরীভূত হন। নচেৎ সেই অমিত শক্তিশালী পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে কেহ কি কখনও দেখিতে পায়?

ইহা হইতেই শ্রীভগবানের অবতারতত্ত্ব বুঝিয়া লইতে হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শ্রীমুখে নিজ অবতারের কথা প্রকাশ করিয়াছেন যথা:-

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

ভগবদ্গীতা হিন্দু মাত্রেরই অতীব সমাদরের গ্রন্থ। অবতার বাদও হিন্দুমাত্রেরই গ্রাহ্য কিন্তু তথাপি মায়াবাদী বেদান্তিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন, নিরাকারবাদের যেরূপ পরমত্ব প্রতি-পাদন করেন, সাকার বাদের তাদৃশ আদর করেন না। এই নিমিত্ত নিরাকারবাদ ও সাকার বাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া অবতার-

বাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন এবং অবতারগণ সমূহের বীজ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই যে উপাস্য মধ্যে পরতম, ইহা প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়

সম্বন্ধ-তত্ত্বে অবতারবাদ

ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন পদের মুক্ত প্রগ্রহবৃত্তি অনুসারে অর্থ করিলে উঁহাদের অর্থ শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়, এবং ব্রহ্মতত্ত্বাদি যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেরই পরিকর,—শ্রীকৃষ্ণই যে অনন্ত অবতারের বীজ এই স্থলে তৎপ্রদর্শনের চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদন করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ লীলার অনুকূল শাস্ত্রযুক্তি ও অনেক প্রতিকূল শাস্ত্রযুক্তির খণ্ডন করা আবশ্যক। প্রথমতঃ লীলাবিগ্রহময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপাদনে যে সকল প্রতিকূল তর্ক আছে, তন্মধ্যে কেবলাদ্বৈতী বা মায়াবাদীদের তর্কও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মায়াবাদী সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নির্গুণ পদের যে অর্থ করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহারই আলোচনা করিয়া মায়াবাদের ব্যাখ্যা যে অশাস্ত্রীয়, অসঙ্গত ও অযৌক্তিক তাহা এই প্রস্তাবনার প্রতিপাদ্য। মায়াবাদীদের অভিমত এই যে, ব্রহ্ম—নির্গুণ ও চিন্মাত্র, তদ্ভিন্ন তাহাতে কোন গুণের আরোপ করিলে তাহার স্বরূপের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়। গুণ স্বীকার করিলেই ব্রহ্মে "বিশেষ" স্বীকার করিতে হয়। বিশেষ জ্ঞান অর্থে ভেদজ্ঞান। কিন্তু ব্রহ্ম স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদবিবর্জ্জিত। মায়াবাদীদের সিদ্ধান্ত এই যে :—অশেষ-বিশেষ প্রত্যনীক-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ। তদ্ব্যতীরেকে

নানাবিজ্ঞাতৃজ্ঞেয়-তৎকৃতজ্ঞান ভেদাদি, সর্ব্বং তস্মিন্নেবপরিকল্পিতম্—মিথ্যা ভূতম্।—অর্থাৎ নিখিলভেদ বিবর্জ্জিত চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ। তদ্ব্যতীত জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রভৃতি যে নানাবিধ ভেদ জ্ঞান ঘটে, সেই সকল জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মেই পরিকল্পিত—এই সকল মিথ্যা।

নির্ব্বিশেষত্বের প্রমাণ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নির্গুণ ব্রহ্মদ্যোতক যে সকল শ্রৌত প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নচিহ্নিত শ্রৌতবাক্যগুলি প্রধান যথা,—ছান্দো—৬।২।১; মুণ্ডক—২।১।৫, ১।১।৬; তৈত্তিরীয়—২।১।১; শ্বেতাশ্বতর—১৬; কেন—১।২; বৃঃ আঃ—৩।৪।২; তৈত্তিরীয়—৩।৬।১; বৃহ—৪৫৭, ৪।৪।১, ৪।৫।১—৫; ছান্দোগ্য—৬।১।৪; তৈত্তিরীয়—২।৭।১; ব্রহ্মসূত্র—৩।২।১; "অশব্দ মস্পর্শ, "তৎত্বদ্দর্শন," "নসন্দৃশে," কঠোপনিষৎ; "বিজ্ঞানাত্মা"—প্রশ্নোপনিষৎ; আত্মনি ইত্যাদি বৃঃ আঃ; যথা নদ্যঃ—মুণ্ডক; ব্রহ্মসূত্র—৩।২।৩; বিষ্ণুপুরাণ—১।২।৬, ১।৪।৪০, ১।৫।৪১, ২।১৫।৩১, ২।১৩।৮৫, ২।১৩ ৮৫, ২।১৬।২৩, ৬।৭।৯৪, ৬।৭।৫৩;—গীতা—১০।২০, ১০।৩৯, ১৩।২৩ ইত্যাদি; নির্গুণ ব্রহ্মবাদীদের মতে বস্তুতত্ত্বনির্ণায়ক এই সকল প্রমাণ বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এক নির্গুণ চিন্মাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সকলই মিথ্যা। এতদ্ব্যতীত জীবব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, যথাঃ—বৃঃ অঃ—১।৪।১০, ৩।৪।৭, ১।৪ ৭; ছান্দোগ্য—৬।২; ব্রহ্মসূত্র—৪।১।৩, ৩।২।১১ এই সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের মর্ম্ম এই যে,—সুষুপ্ত্যাদিতে উপাধি বিলয় হওয়াতে জীব যে ব্রহ্মসম্পন্ন (যে ব্রহ্মের সহিত একীভূত) হয়, ইদানীং শ্রুতি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইবে।

শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের বোধক বাক্য আছে, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম' সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস—ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ ব্রহ্মবোধক এবং তিনি স্থূল নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন ইত্যাদি

বাক্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবোধক। এই সকল শ্রুতি দেখিয়া কি বুঝিব, ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ? সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দ্বিরূপ? না অন্যতর লিঙ্গ? যদি অন্যতর রূপ বুঝিতে হয়, তবে ইহাও বিচার্য্য হইবে যে, তাহা কোনরূপ? সবিশেষ রূপ? না নির্ব্বিশেষ রূপ?—এক্ষণে এই সংশয়িত পক্ষত্রয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ দেখা যায়—উভয় চিহ্নান্বিত শ্রুতিবাক্যের অনুরোধে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ সবিশেষ নির্ব্বিশেষ এই দ্বিরূপ হইলেও হইতে পারে, এই প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে সূত্রকার বলিতেছেন—পরব্রহ্মের স্বতঃ উভয় লিঙ্গতা অর্থাৎ সবিশেষ নির্ব্বিশেষ এই দ্বৈরূপ্য উপপন্ন হয় না। বস্তু এক, অথচ তাহা বিশেষ বিশেষ উপাধিযুক্তও বটে, এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বা নির্ব্বিশেষও বটে; ইহা কোনও ব্যক্তিরই স্বীকার্য্য নহে। কেন না, তাহা বিরুদ্ধ। এক বস্তু স্বতঃ দ্বিরূপ না হউক, কিন্তু স্থানাদি উপাধি দ্বারা দ্বিরূপ হইতে ত পারে? দেখিতে গেলে তাহাও অনুপপন্ন বা অযুক্ত। উপাধিযোগেও এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয় না। হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিক কি কখনও অলক্তকাদি উপাধিযোগে অস্বচ্ছ স্বভাব হয়? তবে যে রক্ত স্ফটিক বলিয়া প্রতীত হয়, সে প্রতীতি ভ্রম।

পরমাত্মার উপাধি অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত পদার্থ, সে জন্য সে সকল মিথ্যা। মিথ্যা দ্বারা আবরণ ব্যতীত সত্যের অন্য কোন বৈপরীত্য ঘটে না। অতএব অন্যতররূপে স্বীকার করিতে হইলে নির্ব্বিশেষ রূপই স্বীকার্য্য। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিশেষ রহিত নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মই উপাসকের জ্ঞেয়; এই পক্ষই শ্রেয়ঃ। ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদক ইত্যাদি সমুদয় বেদান্ত বাক্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই উপদেশ রহিয়াছে। সেই সকল উপদেশ ঐ সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণ। এস্থলে বেদান্তদর্শনের ৩।২।১২ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে।

যদি এমন বলি যে, ব্রহ্মকে নির্ব্বিকল্পক একরূপ ও তাঁহার কি স্বতঃ কি পরতঃ (উপাধিযোগে) কোনওরূপ ভেদ নাই বলা হইল, কিন্তু তাহা উপপন্ন হয় কৈ? প্রতি উপাসনাতেই যে বিভিন্নাকারি ব্রহ্মের উপদেশ আছে—যথা চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীর ব্রহ্ম, বৈশ্বানর ব্রহ্ম ইত্যাদি প্রকারে অনেক প্রকারভেদ কথন আছে। সুতরাং ঐ সকল অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও স্বীকার্য্য। যদি বল, ব্রহ্মের দ্বৈরূপ্য অসম্ভব, সে কথা বলা হইয়াছে। তাহার প্রত্যুত্তর—সেরূপ দ্বৈরূপ্য বা সেরূপ ভেদ বিরুদ্ধ নহে। কেন না, তাহা উপাধিকৃত। (ভেদ ঔপাধিক—অভেদ বাস্তব)। ইহা অস্বীকার করিলে ভেদবাদী শাস্ত্রের স্থল থাকে না। এই মতের প্রতি-বাদার্থ সূত্রকার বলেন, তাহাও নহে, কারণ, শাস্ত্র প্রত্যেক ঔপাধিকভেদে ভেদ বিপরীত (অভেদ) বলিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক উপাধি অনুসারে ব্রহ্মের ভিন্ন আকার উপদিষ্ট হইলেও অভেদ পক্ষেই শ্রুতির তাৎপর্য্য এবং শ্রুতি সাক্ষাৎ অভেদবোধক শব্দেও তাহা শুনাইয়াছেন। যথা—যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, যিনি এই শরীরে আধ্যাত্মিক তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনি এই—যিনি এই আত্মা;—ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের ভিন্নাকার যে শাস্ত্রীয় নহে, একথা বলা হইল না;—বলা হইল, ভিন্নাকার পারমার্থিক নহে। ইহাতে যে ভেদের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা উপাসনার্থ। কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য,—অভেদে।

আরও কতিপয় ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে, যথা—৩।২।১৩ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ,—এক শাখা (বেদভাগ) ভেদ দর্শনের নিন্দা ও অভেদ দর্শনের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"এই ব্রহ্ম সুসংস্কৃত মনের প্রাপ্য। ইঁহাতে কোনওরূপ নানাত্ব (ভেদ) নাই। যে ইহাতে বৃথা নানাত্ব দেখে, সে মৃত্যুর দ্বারা মরণ প্রাপ্ত হয়।" "জীব, জীবদৃশ্য—শব্দাদি বিষয় ও তদুভয়ের নিয়ন্তা ঈশ্বর, পাঠক এই তিন বিষয়

মনন (বিচার) করিলে কথিত ত্রিবিধ ব্রহ্ম জানিতে পারিবেন"। এই শ্রুতি,—ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ন্তা এতল্লক্ষণ প্রপঞ্চের ব্রহ্ম স্বভাবত্ব বলিয়াছেন। যদি কেহ বলেন, সাকার ও নিরাকার উভয় বোধক শ্রুতি বাক্য আছে, অথচ নিরাকার ব্রহ্ম স্থির করা হয়, সাকার স্থির করা হয় না, এতৎ প্রতি কারণ কি? তাহার উত্তর যথা ৩।২।১৪ শাঙ্কর ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ :—

"ব্রহ্ম রূপাদি রহিত ইহাই স্থির করা কর্ত্তব্য। রূপাদিমৎ অর্থাৎ সাকার স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই যে ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই বাক্য নিকর তৎপ্রধান। সে সকল বাক্য নিরাকার ব্রহ্মই মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করে। তিনি স্থূল নহেন—সূক্ষ্ম (পরমাণু তুল্য ক্ষুদ্র) নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন "অশব্দ অস্পর্শ অরূপ ও অব্যয়" "প্রসিদ্ধ আকাশ নামের ও রূপের নির্ব্বাহক নামও রূপ যাঁহার অন্তরে, তিনি ব্রহ্ম, "তিনি দিব্য, মূর্ত্তিহীন, পুরুষ (অর্থাৎ পূর্ণ), সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত" "সেই এইব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য, "এই আত্মা ব্রহ্ম ও সকলের অনুভূতি স্বরূপ।" এই সকল বাক্য যে মুখ্যরূপে নিষ্প্রপঞ্চ-রূপে ব্রহ্মাত্ম ভাব বোধ করায়, তাহা "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। সেই জন্যই বলি, এই সকল শ্রুতিতে শব্দানুযায়ী নিরাকার ব্রহ্ম প্রধান এবং সাকার ব্রহ্মবোধক বাক্য রাশিকে উপাসনা-বিধি-প্রধান বলিয়া অবধারণ কর। অপিচ সে সকলের মধ্যে বিরোধ না থাকে ত—যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ কর। বিরোধ থাকিলে তৎপ্রধান বাক্যের বলবত্তা আশ্রয় কর। এই বিনিশ্চয়ের প্রতিহেতু—সাকার নিরাকার এই দ্বিবিধ ব্রহ্মবোধক শ্রুতি থাকিলেও নিরাকার শ্রুতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ করা হয়। বলিতে পার যে তবে সাকার বোধিকা শ্রুতির গতি কি? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ ৩।২।১৫ সূত্রেরমর্ম্মানুবাদে বলিতেছি :—

যেমন সূর্য্যসম্বন্ধীয় অথবা চন্দ্রসম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিয়া

অবস্থান করিলেও তাহা ঋজু বক্রাদিভাব প্রাপ্ত অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধির সংসর্গে ঋজু বক্রাদিভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও পৃথিব্যাদির আকার প্রাপ্তের ন্যায় হন। অতএব উপাসনার উদ্দেশে পৃথিব্যাদি উপাধি অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মের যে আকার বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছেন তাহা ব্যর্থ বা বিরুদ্ধ নহে। সাকার ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য সকল ঐরূপে অব্যর্থ অর্থাৎ সার্থক জানিবে। বেদবাক্যের কতক সার্থক, কতক নিরর্থক এরূপ বিবেচনা করা অন্যায্য।

সমস্ত বেদবাক্য প্রমাণ। সে বিষয়ে কোনও রূপ ইতর বিশেষ নাই। যদি এমন বল যে, ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উপাধিযোগেও পর ব্রহ্মের উভয় চিহ্নতা (অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার এই দ্বৈরূপ্য) অসম্ভব ; সম্প্রতি আবার বলা হইল, পৃথিব্যাদি উপাধিসম্পর্কে ব্রহ্ম তদাকার প্রাপ্তির ন্যায় হন, সুতরাং পূর্ব্বাপর বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইল, এ বিষয়ে আমরা বলি,—বিরুদ্ধ হয় নাই। কেন না, যাহা উপাধিসমূহের নিমিত্ত কারণ তাহা বস্তুর ধর্ম্ম, অর্থাৎ স্বভাব নহে, তাহা অবিদ্যাকৃত। উপাধি মাত্রেই অবিদ্যা কর্ত্তৃক উপস্থাপিত। স্বাভাবিকী অবিদ্যা থাকাতেই লৌকিক ব্যবহার ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার অবতরিত হইয়াছে বা আছে, একথা তত্তৎ প্রসঙ্গে বলা হইবে ও হইয়াছে।

৩।২।১৬ সূত্রের অনুবাদ :—শ্রুতিও বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, একাকার ও কেবল চৈতন্য, যথা—"যদ্রূপ লবণ পিণ্ড অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তদ্রূপ এই আত্মা অনন্তর অবাহ্য, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন (কেবল চৈতন্য)।" ইহাতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মার অন্তর্ব্বাহ্য নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ বা আকার নাই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সর্ব্বকালিক রূপ। যদ্রূপ লবণ পিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে লবণ রস, ব্যতীত রসান্তর নাই, তদ্রূপ আত্মাও অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যরূপী। তাঁহাতে চৈতন্যাতিরিক্ত রূপ নাই। ৩।২।১৭ সূত্রের অনুবাদ যথা :—শ্রুতি

পররূপ প্রতিষেধ দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—দ্বৈত কথনের পরজ্ঞান কারণ বলিয়া—না,না,অর্থাৎ ইহা নহে তাহাও ব্রহ্ম নহে, এইরূপে উপদেশ করা হয়।" "তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে বা পৃথক্।" "বাক্য ও মন যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বাক্য যাঁহাকে বলিতে ও মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না তিনিই ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

শ্রুতিতে আরও শুনা যায়,—বাস্কলি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব নামক ঋষি নিরুত্তরতার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। বাস্কলি বলিলেন—"হে ভগবান, ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান।" এইরূপ প্রশ্ন করিলে বাহ্ব নিরুত্তর রহিলেন। তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার "ব্রহ্ম বলুন" এই বলিলেন "আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি জানিতে পারিতেছ না যে এই আত্মা উপশান্ত অর্থাৎ অখণ্ডৈকরস অদ্বৈত।" (অভিপ্রায় এই যে নির্ব্বিশেষতা হেতু ব্রহ্ম, বাক্য পথের অতীত, বলিবার অযোগ্য, সুতরাং নিরুত্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর)।

স্মৃতিতেও পররূপ প্রতিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপদেশ দেখা যায়, যথা "যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি। যাহা জানিয়া জীব মুক্তিলাভ করে, তাহাই জ্ঞেয়। জ্ঞেয় পরব্রহ্ম অনাদি। তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন, এইরূপে অভিহিত হন। (সৎ প্রত্যক্ষ ; অসৎ পরোক্ষ। স্মৃত্যন্তরে বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন,—"তুমি যে আমাকে দিব্যগন্ধাদিযুক্ত অর্থাৎ মূর্ত্তি-বিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা মায়া। ইহা আমারই সৃষ্ট। (এরূপ—মায়িকরূপ-ধারী) না হইলে আমাকে জানিতে পারিতে না।

৩।২।১ সূত্রের অনুবাদ যথা :—যে হেতু আত্মা চৈতন্য স্বরূপ, নির্ব্বিশেষ, বাক্য ও মনের অগোচর ; এবং পররূপ (অনাত্মরূপ) প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ্য ; সেই হেতু মোক্ষশাস্ত্রে তাঁহার উপাধিকৃত মিথ্যা বিশেষ ভাব-প্রদর্শনার্থ জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে, যথা :—যদ্রূপ এই

জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ ঘটে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বহু সূর্য্যের ন্যায় হন, তদ্রূপ এই জন্মাদিরহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও মায়ারূপ উপাধি দ্বারা বহুক্ষেত্রে (দেহে) অনুগত হওয়ায় বহুর ন্যায় হইতেছে।" "একই ভূতাত্মা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ভূতে (দেহে) অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের ন্যায় (জলে যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই এস্থলে জলচন্দ্র) এক ও বহুপ্রকারে দৃশ্য হন।"

৩।২।১, সূত্রের অনুবাদ :—আত্মাতে জল-সূর্য্যের সাদৃশ্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, সে প্রকারে তাঁহার জ্ঞান হয় না। জল, মূর্ত্ত সূর্য্য ও মূর্ত্ত পদার্থ, পরন্তু সূর্য্যাদি মূর্ত্ত পদার্থ হইতে মূর্ত্ত জল পৃথক্— ও দূর দেশস্থ বলিয়া গৃহীত হয়, (জলকে পৃথক্ ও দূরস্থ বলিয়া জানা যায়) অতএব জলে সূর্য্য প্রতিবিম্বের উদয় সঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু আত্মা অমূর্ত্ত এবং তাহা হইতে পৃথক্ ও দূরস্থ কোনও উপাধি নাই। না থাকার কারণ, তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বাভিন্ন। সেই জন্যই বলা হইল, আত্মার পক্ষে জল-সূর্য্যের দৃষ্টান্ত অযুক্ত, অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত নহে। বিষম দৃষ্টান্তে অভ্রান্ত অনুমান হয় না। এই আপত্তির সমাধান (২।২।২০ সূত্রের অনুবাদে) :—এই দৃষ্টান্ত ন্যায্য। হেতু এই যে, উক্ত দৃষ্টান্তের বিবক্ষিতাংশ সুসম্ভব, বিবক্ষিতাংশ ব্যতীত দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বসারূপ্য অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সমানতা কদাপি কেহ দেখাইতে পারিবেন না। সর্ব্বাংশে সমান হইলে এক হইয়া যায়, কে দৃষ্টান্ত, কে দার্ষ্টান্তিক, তাহা জানা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকভাব উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। অপিচ ঐ যে জল সূর্য্যক দৃষ্টান্ত, ঐ দৃষ্টান্ত আমাদের কল্পিত নহে,—উহা শাস্ত্রপ্রণীত। সূত্রে ঐ শাস্ত্র-প্রণীত দৃষ্টান্তের প্রয়োজনমাত্র অভিহিত হইয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ সারূপ্য বিবক্ষিত? (শাস্ত্র কোন্ অংশ বলিতে ইচ্ছুক?) সেই জন্য বলিতেছেন, বৃদ্ধিহ্রাস ভাক্‌ত্বমিত্যাদি।

জল বাড়িলে বা বিস্তৃত হইলে জলস্থ প্রতিবিম্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জল

হ্রস্ব বা অল্প হইলে অল্প বা হ্রস্ব হয়, জলের কম্পনে কম্পিত হয় এবং জলের নানাত্বে নানা দেখায়। এইরূপে সূর্য্য, জল-ধর্ম্মানুযায়ী, কিন্তু পরমার্থ পক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনই থাকেন, উল্লিখিত প্রকারের কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি পরমার্থ পক্ষে ব্রহ্ম এক অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির ক্রোড়গত হওয়ায় উপাধি ধর্ম্মের হ্রাসবৃদ্ধ্যাদি প্রাপ্ত এতাবন্মাত্র বিবক্ষিত এবং ঐরূপেই দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য হওয়ায় অবিরোধ অর্থাৎ অবৈষম্য হয়।"

এবিষয়ে শাঙ্কর ভাষ্যে বহুল বিচার পরিলক্ষিত হয়। উহার শেষ সার সিদ্ধান্ত এই যে,—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়া উক্ত সূত্রের বিচার উত্থাপিত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—ব্রহ্ম,—বাক্য-মনের অবিষয়, প্রত্যগাত্মা এবং নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত। নেতি নেতি দ্বারা ব্রহ্মের নিষেধ হয় নাই ; উহাতে ব্রহ্মের রূপ-প্রপঞ্চের নিষেধ করা হইয়াছে এবং তদ্দারা ব্রহ্মকেই পরিশোধিত করা হইয়াছে। সূত্রদ্বারাও মূর্ত্তামূর্ত্ত-লক্ষণ ব্রহ্মের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। "নেতি নেতি" পুনঃ পুনঃ বলার উদ্দেশ্য এই যে, শুদ্ধ ব্রহ্মে যে কিছু উৎপ্রেক্ষিত হয় বা হইতে পারে সে সমস্তই মিথ্যা।

অষ্টম অধ্যায়

নির্ব্বিশেষবাদখণ্ডন

শাঙ্কর ভাষ্যে এইরূপ ব্রহ্মের সত্তা ও সাকারত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা প্রণিধান সহকারে বেদান্ত-শাস্ত্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের ধারণা,—প্রকৃত বেদান্ত সিদ্ধান্ত, শাঙ্করভাষ্যের এই সকল সিদ্ধান্তের

বিপরীত। মহর্ষি বেদব্যাস বেদের বিভাগকর্ত্তা, স্বয়ং বেদান্তসূত্র-প্রণেতা। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে তিনি যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, পরব্রহ্ম গুণবর্জ্জিত নহেন,—প্রত্যুত অশেষ-কল্যাণ-গুণনিধান, তিনি আকারবর্জ্জিত নহেন—অপর পক্ষে চিত্তাকর্ষী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ,—তিনি রূপবর্জ্জিত নহেন—তাঁহার ভুবন-ভুলানো অপ্রাকৃত রূপচ্ছটায় সমগ্র জগৎ বিমুগ্ধ; তিনি শব্দবিবর্জ্জিত নহেন—তাঁহার মধুর মুরলীধ্বনির মোহন তানে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-প্রকৃতি একবারেই বিমোহিত। সমগ্র প্রকৃতি তাঁহার অশেষ কল্যাণগুণ সমূহের মাহাত্ম্য ঘোষণায় নিযুক্ত এবং তাঁহার অপ্রাকৃত অভৌতিক দিব্য-রূপের মোহনচ্ছটায় বিমুগ্ধ ও অভিভূত।

তবে যে নির্গুণ, নিরাকার অরূপ প্রভৃতি শব্দে নঞ্‌শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা কেবল প্রাকৃত গুণ, প্রাকৃত আকার ও প্রাকৃত রূপের প্রতিষেধার্থ। যেখানে শ্রুতি অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতঃ প্রাকৃত রূপের প্রতিষেধ করিয়াছেন, সেস্থলেরও অর্থ প্রাকৃত রূপের নাস্তিত্ব নহে—প্রাকৃত রূপ যে ব্রহ্মের প্রকৃতরূপ নহে, সে স্থলে ইহাই শ্রুতির প্রতিপাদ্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তগ্রন্থের ভাষ্যের বহু স্থানেই সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, সবিশেষ ব্রহ্ম, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, নিরাকার ব্রহ্ম, সোপাধিক ব্রহ্ম ও নিরু-পাধিক ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে ব্রহ্মতত্ত্বের বিভাগ করিয়া সর্ব্বভেদ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বগুণ-জ্ঞেয়ত্বের উপযোগী সর্ব্বলক্ষণপরিশূন্য কেবল জ্ঞানস্বরূপ এক ব্রহ্মবাদের কল্পনা করিয়াছেন। শঙ্করের এই কেবল-অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদে যে, শুধু শ্রুতির স্বারসিকী ব্যাখ্যা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে, ইহাতে উপাসকগণের উপাস্যতত্ত্বেরও কদর্থনা করা হইয়াছে। উপাসকগণ শ্রীভগবানের অশেষকল্যাণগুণের নিত্যতায়, তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের নিত্যতায়, তাঁহার অচিন্ত্যতর্কৈশ্বর্য্য শ্রীবিগ্রহের নিত্যতায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহার ভজন করেন। শাঙ্করিক ভাষ্যে এই উপাস্য ব্রহ্মকে

মায়িক, ঔপাধিক, পরিচ্ছিন্ন সুতরাং অনিত্য বলিয়া কদর্থনা করা হইয়াছে।

শঙ্করের এই কুব্যাখ্যায় বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতেই সর্ব্বপ্রথমে ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ হয়। ভগবান্ শ্রীরামানুজ সর্ব্ব প্রথমে মহা আড়ম্বরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রদর্শন করিয়া এই শাঙ্করিক সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন। তাহার পরে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একবারেই শঙ্করমতের সম্পূর্ণ বিপরীত তর্ক স্থাপন করিয়া পূর্ণভেদবাদ স্থাপন করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বারা দ্বৈতবাদপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুস্বামী বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীবল্লভাচার্য্য সম্প্রদায় এই মতের পোষক। শ্রীমন্ নিম্বাদিত্য ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়া সগুণ ব্রহ্মবাদেরই সমর্থন করেন। অবশেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মায়াবাদ নিরসনপূর্ব্বক শ্রীভগবানের মাধুর্য্য উপাসনার যে উজ্জ্বলতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একবারেই অতুল, তাহা শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদেরই পূর্ণতম ও সম্যক্ বিকাশ-সাধন করিয়াছে।

গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে আমরা অতি সংক্ষেপে শঙ্কর ভাষ্যের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ বিরুদ্ধে বৈষ্ণব বেদান্ত-ভাষ্যসমূহে লিখিত খণ্ডন-সিদ্ধান্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীরামানুজ বলেন—শঙ্কর যেভাবে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ভ্রমাত্মক। যাহারা উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ শ্রীভগবানের ভজনোপযোগি-গুণপরিশূন্য, যাহাদের বুদ্ধি অনাদি পাপবাসনা বিদূষিত, যাহারা শাস্ত্রীয় পদের স্বরূপ ও বাক্যের স্বরূপ জানে না, এবং পদবাক্যের প্রকৃত অর্থ বোঝে না, বিশুদ্ধরূপে বিচার প্রণালী যাহাদের অবিদিত, সত্যনির্দ্ধারণের উপায়-স্বরূপ প্রত্যক্ষাদি ও তজ্জনিত জ্ঞান ও উহার ইতিকর্ত্তব্যতা কিরূপ তাহা যাহাদের অবিদিত,

তাহারাই বিকল্পসহ বিবিধ কুতর্ক-কল্পনায় ব্রহ্মতত্ত্বের এই কুব্যাখ্যা করিয়াছে। যাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুমান-প্রভৃতি প্রমাণ সমূহের যথার্থ উপায় সম্বন্ধে অবগত, তাঁহাদের নিকট এই সকল শাঙ্করিক সিদ্ধান্ত একেবারেই অনাদৃত।

প্রথম কথা এই যে "নির্ব্বিশেষ বস্তু" প্রমাণ গ্রাহ্যই হইতে পারে না। বস্তু-জ্ঞান-লাভের জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান, ও শব্দ এই সকল প্রমাণই প্রমাণের মধ্যে প্রধানতম কিন্তু যাহা নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ নামে কথিত হইয়াছে, তাহা এই সকল প্রমাণের মধ্যে কোন প্রমাণেরই বিষয়ীভূত হইতে পারে না। শ্রীরামানুজ বলেন:—"নির্ব্বিশেষ-বস্তুবাদিভির্নির্ব্বিশেষবস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্—সবিশেষ বস্তু-বিষয়ত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণানাম্।" অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ বস্তু বিষয়ে "এই প্রমাণ আছে" নির্ব্বিশেষ বস্তুবাদীরা এ কথাই বলিতে পারে না, কেন না সকল প্রমাণই সবিশেষ-বিষয়াত্মক।

নির্গুণের ধারণাই অসম্ভব। গুণ ভিন্ন জ্ঞান হয় না। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহার সকলই গুণজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নিমিত্ত ন্যায় দর্শনে উক্ত হইয়াছে "জ্ঞানম্ সবিষয়কম্"। বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞানোদয় হয়। নির্বিষয় জ্ঞান আমাদের ধারণার অতীত, প্রমাণের অতীত। (৭)

(৭) পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যেও অনেকে স্পষ্টতঃ এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। Sully বলেন—

"Thinking means setting and arranging the images of the external world."

Hamilton বলেন—"**To think is to condition.**"

Bain বলেন—**Abstraction does not properly consist in the mental separation of one property of a thing from**

শঙ্কর যে নিরুপাধি ব্রহ্মতত্ত্বের কথা বলেন, সে ব্রহ্ম উপাস্য নহেন, সে ব্রহ্ম জ্ঞেয় নহেন, তাঁহাকে জানিবারও কোন উপায় নাই, বস্তু জ্ঞানের যে সকল প্রমাণ আছে, সে ব্রহ্ম কোনও প্রমাণের বিষয় নহেন, যে সকল লক্ষণে বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে, সে ব্রহ্ম জ্ঞেয়ত্বের সর্ব্বলক্ষণ-বিবর্জ্জিত। শঙ্করের ব্রহ্ম কেবল নাম মাত্রে পর্য্যবসিত। হারবার্ট স্পেন্সার এই নির্ব্বিশেষ পরম আত্মার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

The second self, originally conceived as equally substantial. Now it is semi-solid, now it is airiform, (বায়ুভূতো নিরাশ্রয়:) now it is ethereal. And this stage finally reached, is one in which there ceases to be ascribed any of the properties by which we know existances ; there remains only the assertion of an existance that is wholly undefined.

Datum of Sociology P. 197.

স্বানুভবে নির্ব্বিশেষ অসিদ্ধ :—মায়াবাদীরা বলেন—"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, প্রমাণের বিষয় না হইলেও স্বানুভবসিদ্ধ।" স্বানুভবশব্দের অর্থ স্বীয় অনুভব। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে—অনুভব ব্যাপারটা কি?

the other properties, as in thinking of the roundness of the moon apart from the luminosity and apparent magnitude. Such a separation is impracticable, no one can think of circle without color and a definite size............ Neither can we have a mental conception of any property abstracted form all others , we can not concieve justice ...cept by thinking of just actions. Bain's mental and ...oral science. P. P. 177—180. এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্যদার্শনিকগণের ...্য Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Dugald, Stewart, ...homas Brown, Hamilton, Mill প্রভৃতিও এই মতাবলম্বী।

কোন বিষয়কে অবলম্বন না করিলে অনুভবই হয় না। অনুভব, কোন-না-কোন বিষয়-আশ্রয়ী, সবিশেষ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অনুভবের বিষয়ীভূত হইতেই পারেন না। অনুভবমাত্রই, বিশেষণবিশিষ্ট বিষয়াত্মক। যাহা কিছু আমাদের চিত্তের অনুভবের বিষয় হয়, তাহাই সবিশেষরূপে উপলব্ধ হয়। সুতরাং নির্ব্বিশেষ স্বীয় অনুভবের বিষয় নহে।

প্রতিপক্ষের স্বীকৃত বিশেষ :—ব্রহ্মের নিত্যত্ব প্রভৃতি অনেক বিশেষ আছে। সে সকল বিশেষ-পরিহারের উপায় নাই। সেই বিশেষকে প্রতিপক্ষীয়েরাও প্রকারান্তরে স্বীকার করেন। এই সকল বিশেষকে বস্তুমাত্র বলিয়া প্রতিপাদন করা যায়না; বস্তুমাত্র বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইলেও উহাতে বহুল প্রকারভেদ পরিলক্ষিত হয়, উহা স্বকীয় মতেরও পোষণ করে না। সুতরাং বস্তু যে প্রমাণসিদ্ধ-বিশেষণ-বিশিষ্ট—ইহাই নিশ্চয়।

শব্দপ্রমাণেও নির্ব্বিশেষ অসিদ্ধ :—শব্দপ্রমাণ দ্বারাও নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রমাণ হয় না। পদ ও বাক্যরূপেই শব্দময় শাস্ত্রের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্র,—পদ ও বাক্যের সমষ্টি। এই নিমিত্ত শাস্ত্রও সবিশেষ-বস্তু-প্রতিপাদনেই সমর্থ হয়—নির্ব্বিশেষ বস্তু প্রতিপাদনে শব্দের সামর্থ্য নাই। যেহেতু প্রকৃতি-প্রত্যয়ের যোগে পদরচিত হয়। প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থভেদেই পদের বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে—ইহা অপরিহার্য্য নিয়ম। অর্থভেদেই পদের পার্থক্য হয়। পদ-সমষ্টিরূপ বাক্যে বিশেষ বিশেষ অর্থ উপলব্ধি হয়। সুতরাং শব্দ প্রমাণে কখনও নির্ব্বিশেষ বস্তুর প্রতিপাদন হয় না।

প্রত্যক্ষ প্রমাণেও নির্ব্বিশেষ অসিদ্ধ :—প্রত্যক্ষ দুই প্রকার ;— সবিকল্পক (Concrete) ও নির্ব্বিকল্পক (Abstract) এই উভয়বিধ প্রত্যক্ষই নির্ব্বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদনে অসমর্থ। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ—জাতি আদি অনেক পদার্থ-বিশিষ্ট-বিষয়ক। সুতরাং সবিকল্প প্রত্যক্ষ

যে সবিশেষ তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ও সবিশেষ বস্তু বিষয়কই বলিতে হইবে ; কেন না নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষে যে সকল জাত্যাদি ধর্ম্ম পদার্থ অনুভূত হয়, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ কালে সেই সকলেরই অনুসন্ধান বা স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। (৮)

যাহা নির্ব্বিকল্প জ্ঞান নামে কথিত হয় তাহাও সবিকল্প জ্ঞান সাপেক্ষ। বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে উহার জাতি আকৃতি ও পরিমাণাদির প্রতীতি হইয়া থাকে,—ইহাই সবিকল্প জ্ঞান। পাশ্চাত্য দর্শনে এইরূপ জ্ঞানই Concrete নামে অভিহিত হয়। (৯)

(৮) শ্রীরামানুজ বলেন:—"নির্ব্বিকল্পকমপি সবিশেষবিষয়মেব, সবিকল্পকে স্বস্মিন্নভূত পদার্থ বিশিষ্ট প্রতিসন্ধানহেতুত্বাৎ।"

(৯) Bain তাঁহার Mental and moral science নামক গ্রন্থে প্রায় এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন:—

"The forming out of abstract elements, images in the concrete is an application of constructiveness. We may join together size, form & colour into a concrete visible image; as when we are told to fancy to ourselves a golden ingo of given dimensions. So we canceive a building from its plans, elevations & known material. The facility in such case, depends, for the most part upon the idea of colour. When there is great complication of form, something depends on the muscular retentiveness of the eye. Another case in the conceiving of a country from a map the actual dimensions & the coloury being also given. The mind must endeavour to regain as vividly as possible the memories most nearly corresponding to the prescrbed elements, and by a voluntary act hold them in the viw till they fuse into a concrete, and

নির্ব্বিকল্পজ্ঞান—কোন কোন বিশেষণ-রহিত জ্ঞান—কিন্তু উহা সর্ব্ববিশেষণ-রহিত নহে। সেরূপ জ্ঞান সম্ভবপরও নহে। তাই শ্রীরামানুজ লিখিয়াছেন :—

"নির্ব্বিকল্পকং নাম কেনচিদ্‌বিশেষেণ বিযুক্তস্য গ্রহণম্, ন সর্ব্ববিশেষ-বিযুক্তস্য। তথাভূতস্য কদাচিদপি গ্রহণাদর্শনাৎ—অনুপপত্তেশ্চ। .

শ্রীপাদ রামানুজ এই সকল যুক্তিবলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—প্রত্যক্ষ কেবল সবিকল্পই হইতে পারে, কিন্তু নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ কেবল নামমাত্র। অবিকল্প প্রত্যক্ষের কোন কোন বিশেষণ নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষে না থাকিলেও উহা আপনার অসাধারণ স্বভাববলেই সবিকল্প হইয়া পড়ে। তাই শ্রীরামানুজ লিখিয়াছেন :—

"অতঃ প্রত্যক্ষস্য কদাচিদপি ন নির্ব্বিশেষ-বিষয়ত্বম্।"

তিনি অতঃপরে প্রতিপন্ন করিয়াছেন—অনুমান প্রমাণেও নির্ব্বিশেষ বস্তু প্রতিপন্ন হয় না। অনুমান জ্ঞানও সবিষয়াত্মক। প্রত্যক্ষ সবিশেষ-বিষয়াত্মক; অনুমানও প্রত্যক্ষাদিদৃষ্টবিষয়-সম্বন্ধের উপরেই স্থাপিত। অর্থাৎ অনুমানও প্রত্যক্ষমূলক, প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমানজ্ঞান সিদ্ধ হয় না, সুতরাং অনুমানও সবিশেষবিষয়াত্মক। প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রমাণই সর্ব্বজন-স্বীকার্য্য। সবিষয়ত্বই এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয়। কোনও প্রমাণে নির্ব্বিশেষবাদ স্থাপিত হইতে পারে না। যিনি বস্তুগত স্বভাববিশেষের কথা তুলিয়া নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন করিতে চাহেন, তাঁহার প্রয়াস—"আমার মাতা বন্ধ্যা" এই উক্তির ন্যায় স্বীয় বাক্যবিরোধী।

নির্ব্বিশেষবাদীর একমাত্র প্রমাণ শ্রৌতবাক্য। কিন্তু পূর্ব্বেই প্রদর্শিত

---

strike out & insert portions, till it suit the elements given. It is substantially the same operation to picture to ourselvves minerals, plants & animals, from their descriptions, with or without the aid of drawings.

হইয়াছে যে, নির্ব্বিশেষবাদীর মতে শ্রুতিবাক্যও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। যাহাই হউক, তথাপি তাঁহারা কতিপয় বেদান্ত বাক্যকে একবারেই নির্ব্বিশেষ-চিদেকরস বস্তু-প্রতিপাদক বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই সকল বেদান্ত বাক্যের প্রায় সকলগুলিই পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

১। নির্ব্বিশেষবাদীরা—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" এই বেদান্ত বাক্যটাকে নির্ব্বিশেষবস্তু-প্রতিপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু ইহা একবারেই যুক্তি-বিরুদ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পাঠে জানা যায়, শ্রুতি এই মন্ত্রটী প্রকাশ করার পূর্ব্বে এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়া উক্ত প্রতিজ্ঞা-প্রতিপাদনের নিমিত্ত সৎপদবাচ্য পরব্রহ্মের জগদুপাদান, জগন্নিমিত্ত, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিযোগ, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বান্তরত্ব, সর্ব্বাধারতা, সর্ব্বনিয়মন—ইত্যাদি অনেক কল্যাণগুণবিশিষ্টতা এবং সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকতা প্রতিপাদন করিয়া বলিয়াছেন—হে শ্বেতকেতো, "তুমি এবম্ভূত ব্রহ্মাত্মক। (তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!)।" ভগবান্ শ্রীরামানুজ বেদার্থ-সংগ্রহ গ্রন্থে এই অর্থ বিস্তারিতরূপে বিবৃত করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ২।১।১৪ সূত্রের শ্রীভাষ্যেও শ্রীমৎ রামানুজ এসম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

২। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—মুঃ ১।১।৫, অর্থাৎ অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহাদ্বারা সেই অক্ষয় ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। এই শ্রুতিতে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রাকৃত হেয় গুণগণের প্রতিষেধ করিয়া নিত্যত্ব, বিভুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, সর্ব্বগতত্ব, অব্যয়ত্ব, সর্ব্বভূত-কারণত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব, প্রভৃতি শুভ গুণসমূহের যোগই প্রতি পাদিত হইয়াছে।

৩। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম"—তৈঃ ২।১।১—"ব্রহ্ম সত্যজ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।" এই শ্রুতিদ্বারাও নির্ব্বিশেষ বস্তু সিদ্ধ হয়না। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্" এই তিনটী পদ ব্রহ্মেরই বিশেষণ। সামানাধিকরণ্যে এই

তিনটী বিশেষণ এক ব্রহ্মেরই বিশেষণ-দ্যোতক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিভিন্ননাম-প্রযোজ্য শব্দসমূহ যেস্থলে একার্থের দ্যোতক হয়, সেই স্থলেই সামানাধিকরণ্য হইয়া থাকে। এস্থলে সত্যম্, জ্ঞানম্, অনন্তম্—এই তিনটা পদই প্রবৃত্তি-নিমিত্তভেদবিশিষ্ট অর্থাৎ সত্যশব্দের অর্থ, জ্ঞান শব্দের অর্থ ও অনন্ত শব্দের অর্থ এক নহে, কিন্তু এই ভিন্নার্থ পদগুলি এক ব্রহ্মেরই দ্যোতক। এইরূপস্থলে বিশেষণবিশিষ্টতা-হেতু এই শ্রুতি ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রদর্শন করিতেছেন।

৪। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই শ্রুতিটিও নির্ব্বিশেষবাদীদের অবলম্বন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের অর্থোপলব্ধির ভ্রান্তিমাত্রই দৃষ্ট হয়। এই শ্রুতির অর্থ এই যে, এক ব্রহ্মভিন্ন জগৎ-নির্ম্মাণের আর দ্বিতীয় কর্ত্তা নাই জগতের অধিষ্ঠাতা নাই, তিনিই বিচিত্র শক্তিযোগে এই জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহারই বিচিত্র শক্তি-যোগের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রুতি বলেন—(১) "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (২) "তৎ তেজোঽসৃজত"—ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তি-যোগেরই পরিচয় প্রদান করিতেছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মমীমাংসার ২।১।২৪ সূত্র ভাষ্যে এই বিচিত্রশক্তি-সংযোগ স্বীকার করিয়াছেন, যথা :—পরিপূর্ণশক্তিকন্তু ব্রহ্ম, ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি :—

> ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
> ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
> পরাস্য শক্তির্ব্বহুধৈব শ্রূয়তে
> স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবৎ বিচিত্র পরিণাম উপপদ্যতে।

এক দ্বিতীয়রহিত অসহায়বান্ ব্রহ্মই যে এই জগতের কর্ত্তা, "এক-

মেবাদ্বিতীয়ম্" এই শ্রুতি দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। এই শ্রুতিও নির্ব্বিশেষতাদ্যোতক নহে।

৫। নির্ব্বিশেষবাদীদের আর একটি শ্রুতি এই :—

(ক) নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।

(খ) দিব্যো হ্যমূর্ত্তিঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ॥

ইঁহারা বলেন, এই সকল শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের সাবয়বত্ব নিরাস হইয়াছে ; ব্রহ্মের অবয়বস্বীকারে ব্রহ্মে অনিত্যতা দোষের আরোপ হয়।" এই সকল কুতর্ক-প্রশমন করার জন্য বৈষ্ণবভাষ্যকারগণ বলেন,—প্রাকৃতগুণ, প্রাকৃতরূপ, প্রাকৃতমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রতিষেধের জন্যই এই নঞ্‌প্রযুক্ত বিশেষণ গুলির ব্যবহার হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত গুণ, অপ্রাকৃত অবয়ব, অপ্রাকৃতরূপ ও অপ্রাকৃতমূর্ত্তির নিষেধ করা হয় নাই। তাঁহার অপ্রাকৃতরূপ অবয়ব ও মূর্ত্তি প্রভৃতি যে নিত্য শাশ্বত ও হানোপাদান-বর্জ্জিত—তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণও স্থানান্তরে যথেষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। কোন কোন শ্রুতি-পাঠে মনে হয়, ব্রহ্ম বুঝি জ্ঞান-স্বরূপ ; কিন্তু ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে—ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ও নিরবয়ব। কেন না—জ্ঞাতাই জ্ঞানস্বরূপ। মণি, সূর্য্য ও দীপাদি যেমন প্রকাশময় হইয়াও প্রকাশ গুণবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্ম স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও জ্ঞানগুণের আশ্রয়। জ্ঞান তাঁহার গুণ, তিনি জ্ঞানগুণে গুণী। সুতরাং তিনি নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ নহেন। নিম্ন লিখিত শ্রুতিগুলি তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব-গুণই প্রকাশ করেন, তদ্ যথা :—

(ক) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ—(মুণ্ডক১।১।৯) যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববেত্তা।

(খ) তদৈক্ষত—সেয়ম্ দেবতৈক্ষত—(ছান্দ ৬।৩।২ তিনি দর্শন করিয়াছিলেন—ইত্যাদি।

(গ) স ঐক্ষত লোকাননুস্বজা—ইতি (ঐত ১।১) লোকসমূহ সৃষ্টি করিব, তিনি এইরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন।

(ঘ) নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্—(কঠ ২।৫।১৩) যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন, বহুর মধ্যে একরূপে অবস্থান করিয়া জীবের কামনা সম্পাদন করেন।

(ঙ) জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ—(শ্বেতশ্ব ১।৯) একটি জ্ঞাতা, অপরটী অজ্ঞ, একটি ঈশ্বর অপরটী অনীশ্বর।

(চ) তমীশ্বরণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥ শ্বেতা ৩।৭

যিনি ঈশ্বরগণের পরম মহেশ্বর, যিনি দেবতাগণের পরমদেবতা, যিনি পতিগণের পরম পতি ;—সেই স্তবনীয় ভুবনেশ্বরকে আমরা উপাসনা করি।

(ছ) ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে—ইত্যাদি। তাঁহার কার্য্য নাই। করণ নাই, তাঁহার সমান কেহ নাই। তাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহ নাই, তাঁহার বহুশক্তির স্বাভাবিক জ্ঞান বলক্রিয়ার কথা শুনা যায়।

(জ) এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ। (ছান্দো—৮।১৫)

এই আত্মা পাপরহিত জরামৃত্যু শোক ক্ষুধা ও পিপাসাশূন্য তিনি সত্য কাম ও সত্য সঙ্কল্প।

জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের এই সকল জ্ঞাতৃত্ব-প্রভৃতি কল্যাণ গুণ,—স্বাভাবিক, তিনি সমস্ত হেয়গুণবিবর্জ্জিত—এই সকল শ্রুতি স্পষ্টতঃই এইরূপ কথা বলিতেছেন। সুতরাং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ নহেন। সগুণ ও নির্গুণ শ্রুতির কোন বিরোধ নাই। যেখানে নির্গুণের উল্লেখ আছে, সে স্থলে শ্রুতি ব্রহ্মের হেয়-গুণ-পরিহারের উপদেশ করিয়াছেন ; আবার অন্যত্র কল্যাণ গুণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্কর এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখাইয়া ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে সবিশেষ শ্রুতিগুলিকে ঔপাধিক বলিয়া নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদের দ্যোতক স্থির করিয়াছেন, ইহা অসঙ্গত।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে "ভীষাস্মাদ্‌বাতঃ পবতে" অর্থাৎ ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়—ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "আনন্দ-ব্রহ্মণো বিদ্বান্' পর্য্যন্ত ব্রহ্মের অশেষ কল্যাণ-গুণ রাশিই প্রকটন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মকে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ বলা—অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক।

৭। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" তৈ ২।১ সেই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বিশেষজ্ঞ ব্রহ্মসহ সকল কাম্যফল ভোগ করেন। ব্রহ্ম- জ্ঞানের ফল বোধক এই শ্রুতি-বাক্যও পরব্রহ্মের অনন্ত গুণই প্রকাশ করিতেছেন। ফলতঃ গুণবর্জ্জিত বস্তু কখনও উপাস্য হইতে পারেন না।

৮। নির্ব্বিশেষবাদীরা আর একটি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া স্বীয় মত পোষণ করেন। যথা—"যস্যামতং তস্যামতমিত্যাদি—ব্রহ্ম একবারেই জ্ঞানের বিষয় নহেন, যদি তাহাই হয়, তবে "ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্' (তৈঃ আঃ ১।১) "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মুণ্ড ৩।২।৯) তাহা হইলে এই দুই শ্রুতিও অর্থহীন হইয়া পড়ে। অপিচ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা যে মোক্ষ উপ- দেশের উল্লেখ আছে, সে উপদেশের কোনও মূল্য থাকে না।

অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥ তৈত্তি আঃ ৬।১

অর্থাৎ কেহ যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মনে করেন, তবে তাহার কথায় সে নিজেই অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে, আবার যিনি ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানেন তাহা হইলেও জ্ঞাতারই অস্তিত্ব বজায় থাকে। এই শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে আত্ম বিনাশ ও ব্রহ্মজ্ঞানের আত্মসদ্ভাবের উপদেশ প্রদত্ত হই- য়াছে। শ্রুতি সমূহ মোক্ষের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। জ্ঞান উপাসনাত্মক এবং উপাস্য ব্রহ্ম সগুণ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যেমন জ্ঞানের বিষয় নহেন, তেমনি প্রমাণ বা উপাসনার বিষয় নহেন। ফলতঃ নির্ব্বি- শেষ ব্রহ্ম একটী কথা মাত্র।

৯। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইহাতে ব্রহ্ম যে জ্ঞানের বিষয় নহেন, এরূপ কথা বলা হয় নাই। বাক্য ও মন যে অপরিমিত গুণ সম্বন্ধে ব্রহ্মের ইয়ত্তা করিতে পারে না, ইহাই বলা হইয়াছে। বেদান্ত সূত্রের ৩।২।২২ সূত্রের ব্যাখ্যাও এইরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ব্রহ্ম স্তুতিতে স্বয়ং বেদব্যাস বহু শ্লোকে এই সূত্রের প্রকৃত ভাষ্য করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ব্রহ্মের মহিমা ও গুণের ইয়ত্তা করা যায় না, এই অর্থেই তিনি বাক্যমনের অগোচর বলিয়া শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছেন।

১০। "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং ন মতের্মন্তারম্" (বৃঃ ৫।৪।২) অর্থাৎ দৃষ্টির সাক্ষী ও মতির মন্তাকে জানা যায় না ইহার অর্থ এই যে কুতার্কিকের কথায় কেহ যেন আত্মাকে অজ্ঞানরূপ মনে করিয়া সেই ভাবেই আত্মাকে দর্শন ও মনন না করেন। পরন্তু আত্মা স্বয়ং দ্রষ্টা ও মন্তা হইলেও তাঁহাকে দৃষ্টি ও মতিরূপেই অনুভব করিবে ; ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

১১। "আনন্দং ব্রহ্ম" তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই শ্রুতিটীও নির্ব্বিশেষবাদীরা স্বীয় মত পোষণের জন্য প্রমাণ রূপে গ্রহণ করেন। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও যেমন জ্ঞাতৃরূপেই প্রসিদ্ধ, সেইরূপ ব্রহ্ম, আনন্দ হইয়াও আনন্দময় ও অনাদি। সুতরাং সবিশেষত্বই যে শ্রুতিরও বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

১২। এই প্রসঙ্গের "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি," নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," "মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি, "তৎ কেন বা কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি যে সকল শ্রুতি নির্ব্বিশেষ বাদীদের অবলম্বন বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে, ঐ সকল শ্রুতি প্রকৃত পক্ষে নির্ব্বিশেষ বাদের সমর্থন নহে, পরন্তু সবিশেষ বাদেরই সমর্থক। উহাদের তাৎপর্য্য এই যে, সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য—ব্রহ্মই জগতের অন্তর্য্যামা। ইহাতে ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে বাস্তবিকই ঐক্য রহিয়াছে। এই সকল শ্রুতিদ্বারা সেই ঐক্যের প্রতিকুল নানাত্ব প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম নিজেই যখন বলিয়াছেন—"একো বহু

স্যাং" আমি এক হইয়াও বহু হইব, এইরূপ শ্রুতসিদ্ধ ব্রহ্মের বহুত্ব শ্রুতি-সিদ্ধ হয় নাই। কেহ যদি বলেন যে, শ্রুতিগণ যখন ব্রহ্মের নানাত্ব প্রতিষেধ করেন, তখন "বহুস্যাম্" শ্রুতিটি অপারমার্থিক অর্থাৎ উহা পরমার্থ বিষয়ক নহে; এরূপ অর্থ অসঙ্গত। কেননা—ব্রহ্মের বহুরূপ ধারণ প্রত্যক্ষাদি অপর কোনও প্রমাণের বিষয় নহে, উহা অতি দুর্ব্বোধ। শ্রুতি এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের উপদেশ দিয়া আবার নিজেই উহার প্রতিষেধ করিবেন—ইহা উপহাসাস্পদ।

১৩। ব্রহ্ম সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১১ সূত্র হইতে উক্ত পাদের ২২ সূত্র পর্য্যন্ত শাঙ্কর ভাষ্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ সকল সূত্রভাষ্যে শঙ্কর নির্ব্বিশেষত্ব প্রতিপাদন করার জন্যই সূত্র ও বেদান্ত বাক্যের কাল্পনিক ভাষ্য করিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বহুস্থানেই সবিশেষত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথম পাদের প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ১১শ সূত্রের ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২৬।২৮।২৯ ৩০।৩১ সূত্রভাষ্যে শঙ্কর ব্রহ্মের দ্বিরূপত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। সে সকল স্থল পাঠ করিলে আপাততঃ মনে হয় তিনি যেন দ্বিরূপ শ্রুতিরই সমর্থক; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি দ্বিরূপ শ্রুতির উল্লেখ করিয়া স্বানমত বাদিনিরাসের সুবিধা করিয়া লইয়াছেন কিন্তু অবশেষে স্বকীয় কল্পনায় সবিশেষ শ্রুতিগুলিকে অবিদ্যাবিলসিত ঔপাধিক বা মায়িক বলিয়া অপরমার্থবিষয়ক বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছেন। ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্বীকার না করিলে, তাঁহার জগৎ কর্তৃত্ব ও জগন্নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি অসম্ভব হইয়া উঠে। শঙ্কর যে কঠোপনিষদ হইতে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিতে চাহেন, সেই কঠোপনিষদেই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি আছে, যথা—"আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"। এই শ্রুতি অগ্রাহ্য করার কোন হেতু নাই। অপিচ, স্বয়ং বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে

ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদক যে সকল সূত্র করিয়াছেন, শঙ্কর সে সকল সূত্রের কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। অপরপক্ষে অগুণত্ব প্রতিপাদক বেদান্তবাক্য উদ্ধৃত করিয়া ঐ সকল সূত্রের সমর্থনই করিয়াছেন। ভগবান্ বাদরায়ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যে সকল সূত্র করিয়াছেন; আচার্য্য শঙ্কর তাহারও কোনও প্রতিবাদ করেন নাই।

১৪। "ন স্থানতোহপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি"—২।২।১১ এই ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শ্রীরামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন; শ্রুতি স্মৃতিতে পর-ব্রহ্মকে উভয় লিঙ্গাত্মক বলা হইয়াছে "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ব্রহ্মের নিরস্ত-নিখিল-দোষত্ব এবং "সমস্ত কল্যাণগুণাত্মকোহসৌ, স্বশক্তিলেশাদ্ভূতসর্গঃ" (বিষ্ণুঃ পুঃ ৬।৫।৮৪) "তেজোবলৈশ্বর্য্যমহাববোধসুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ" বিষ্ণু পুরাণের এই দুই পদ্যে অতিস্পষ্টতঃই তাঁহার অশেষ কল্যাণগুণত্ব ধ্বনিত হইয়াছে।

১৫। এতদ্ব্যতীত "পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাহবরেশে" (বিষ্ণুঃ পুঃ ১।২২।৫৩) "সমস্তহেয়রহিতং বিষ্ণ্বাখ্যং পরমং পদম্।" ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতিবাক্যে ব্রহ্ম যে উভয় লিঙ্গাত্মক, তাহা স্পষ্টতঃই সূচিত হইয়াছে।

১৬। "অরূপবদেব হি তৎ প্রাধান্যত্বাৎ (৩।২।১৪) এই বেদান্ত সূত্রের অর্থ এই যে, জীবের ন্যায় শরীরত্বনিবন্ধন ধর্ম্মবশ্যত্ব পরম ব্রহ্মের নাই, কিন্তু ইহাতে তাঁহার সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বের বাধকতা হয় না।

১৭। ইহার পরের সূত্রের ভাষ্যে শ্রীরামানুজ বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিলে—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যের অবৈয়র্থকত্ব হেতু ব্রহ্মের প্রকাশরূপত্ব উপলব্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত বহু বেদান্ত বাক্যই ব্রহ্মের সত্য সঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, জগৎ কারণত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, নিরস্তনিখিল-অবিদ্যাদিদোষত্ব গুণের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মকে নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ নিরবয়ব ইত্যাদি

ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিলে ঐ সকল শ্রুতি একবারেই উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় অর্থহীন হইয়া পড়ে। ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া আবার তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া পারমার্থিক ভাবে শেষ মীমাংসা করা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। শ্রুতিতে একবারেই তাহার প্রমাণাভাব ; উহা কেবল মায়াবাদি-গুরুর স্বমতপোষণেরনিমিত্ত স্বকপোল-কল্পিত অসৎ সিদ্ধান্ত। বেদ-বেদান্তের অভিপ্রায় সর্ব্বথা উহার প্রতিকূল। বেদান্তের "প্রকৃতে তাবত্ত্বং প্রতিষেধতি" ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্মের ইয়ত্তারই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তাঁহার সবিশেষত্ব পৃথক রূপাদির প্রতিষেধ করা হয় নাই।

"নেতি নেতি" বাক্যদ্বারা এই ব্রহ্মাতিরিক্ত যে অন্য পদার্থ নাই, ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ গুণতঃ যে অন্য বস্তু নাই—ইহাই এই শ্রুতির দ্বারা বলা হইয়াছে। এই জন্যই ব্রহ্মকে নিত্য সমূহের মধ্যে নিত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।" মধ্বাচার্য্য ও নিম্বাদিত্য প্রভৃতি বৈষ্ণব বেদান্তাচার্য্যগণ এই সকল যুক্তি বিবৃত করিয়া শ্রুতির অর্থাপত্তি ও স্বারস্য বজায় রাখিয়া শঙ্করের নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

নবম অধ্যায়

নিরাকারবাদখণ্ডন

উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় সাকারবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে নিরাকার পদার্থের আকার ধারণ করা অসম্ভব। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, আপনাদের নিরাকারকে ধারণা করাই একেবারে অসম্ভব। কেননা, "অদৃষ্টে ধারণা নাস্তি" যাহার আকার নাই,

তাহার ধারণাই করা যায়না। আকার ব্যতীত কিছুই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না। জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক। নির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রমাণ নাই। যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহাই আকারিত হয়। Hamilton বলেন, To think is to condition অর্থাৎ আপনি যাহা কিছু চিন্তা করিবেন, তাহাই কোন না কোন অবস্থায় আকারে আকারিত হইয়া আপনার জ্ঞানের নিকটে উপস্থাপিত হইবে।

পাশ্চাত্যে দার্শনিক Sully বলেন—Thinking means sorting and arranging the images of the external worlds. অর্থাৎ চিন্তা করা অর্থ এই যে, বাহ্য জগতের চিত্রগুলিকে চিত্তপটে যথাবিধভাবে বিন্যস্ত করা। বাহ্য জগতের চিত্র ভিন্ন চিন্তা বা জ্ঞানের আর কোনও বিষয় নাই। শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থ যে প্রায় শূন্যবাদ তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাশ্চাত্য দার্শনিক Mansel বলেন—Our conception of the deity is bounded by the conditions which bound all human knowledge and therefore we cannot represent the deity as he is but as he appears to to us. Metaplrysics, P. 384

অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানমাত্রই সগুণ, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি, তাহাও সগুণত্বপরিচ্ছিন্ন, সুতরাং ঈশ্বর প্রকৃত কেমন, আমরা তাহা জানিতে পারি না, আমাদের ধারণার নিকট ঈশ্বর যেমন উপস্থাপিত হয়েন, আমরা তাঁহাকে সেইরূপ জানিতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবতে বহুশত বর্ষপূর্ব্বে এই মহাসত্য প্রচারিত হয়. শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং।
যদযদ্ধিয়া ত উরগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদবপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

নিরাকার অর্থাৎ আকারের অভাব ;—যেমন আলোকের অভাবই ছায়া। ছায়া কোন পদার্থ নহে, উহা আলোকজ্ঞানের অভাবমাত্র। এইরূপ নিরাকার বলিয়া কোনও পদার্থ নাই—কারণ উহা আকার-জ্ঞানের অভাবমাত্র—একটা Negative idea। নিরাকার, আকাশ কুসুমের ন্যায় একটা কথার কথামাত্র—উহা অবাস্তব। আকার-জ্ঞান হইতেই নিরাকার-জ্ঞানের উৎপত্তি। এই আকার-জ্ঞান আমাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। ফল : নিরাকার কোনও জ্ঞানের বিষয় নহে। আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মকে ক্বচিৎ ক্বচিৎ নিরাকার বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম প্রাকৃত আকার বর্জিত, আমরা প্রাকৃত নয়নে তাঁহার রূপ গ্রহণ করিতে পারি না। অনেক সূক্ষ্ম পদার্থই তো আমাদের প্রাকৃত নয়নের অগোচর। প্রাকৃত নয়নের অগোচর হইলেও তাহা নিরাকার নহে। অদৃশ্য বাষ্প, দৃশ্য বাষ্পে পরিণত হয়, দৃশ্য বাষ্প মেঘাকারে আকারিত হয়। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্ম হইতেই জীবের উৎপত্তি,—ব্রহ্মকে যখন অমূর্ত্ত বা নিরাকার বলা হয়, তখন তাহার অর্থ,—ব্রহ্মরূপ আধিভৌতিক নহে, ভৌতিক নহে, প্রাকৃতিকও নহে—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ। অতিসূক্ষ্ম (Homogenous) পদার্থ বিশেষ। (Nebulae সূক্ষ্মতম নীহারিকা পদার্থ) হইতে এই বৈচিত্র্যময় (Heterogenous) জগতের উৎপত্তি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে হারবার্ট স্পেন্সার-প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন। বর্ত্তমান সময়ের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ বৈজ্ঞানিক সার অলিভার লজ্ বলেন, এই জগৎ শক্তিরই মূর্ত্তি। This universe is nothing but the manifestation of Energy। আমাদের দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী বহুসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে জগতে এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন,—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ"— "সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে" ইত্যাদি।

যাঁহারা নিরাকারের আকার অসম্ভব বলিয়া মনে করেন, এই সকল প্রমাণে তাঁহারা এখন অনায়াসেই বুঝিতে পারেন, যে যাহা তাঁহারা

নিরাকার বলিয়া মনে করেন তাহাও সাকাররূপে প্রকাশ পাইতে পারে, ইহা অসম্ভব বা অযৌক্তিক নহে। চণ্ডীতে অম্বিকাদেবীর প্রকটনসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেব-শরীরজং।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ংত্বিষা॥

অর্থাৎ সকল দেবতার শরীরের সূক্ষ্ম তেজ কান্তি দ্বারা ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইল। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলরূপের প্রকটন, এবং পরিচ্ছিন্নত্বের সর্ব্বব্যাপিত্ব যে সম্ভবপর ইহা হইতে তাহাও সপ্রমাণ হইতে পারে।

বেদ বেদান্তেও দেবতাগণের বিগ্রহবত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। যাস্ক বলেন, "অথাকারচিন্তনং দেবতানাং পুরুষবিধাঃ স্যুরিত্যেকং চেতনাবদ্ধি স্তুতয়ো ভবন্তি তথাভিধানান্যপি পৌরুষবিধিকৈঃ অঙ্গৈঃ সংস্তূয়ন্তে।" অর্থাৎ দেবতাগণ মনুষ্যগণের ন্যায় আকারবিশিষ্ট মন্ত্রে, দেবতাগণের চেতনস্ব শ্রীসম্পাদন করেন। বেদমন্ত্রে মানুষের ন্যায় দেবতাগণের উক্তি প্রত্যুক্তি দৃষ্ট হয়, মনুষ্যের ন্যায় দেবতাগণের অঙ্গাদিবর্ণন প্রসঙ্গও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। "ঋষ্বাত ইন্দ্রস্থ বিরসবাহুঃ", "এৎসন্দৃপভৃণা মঘবন্ কাশিরৎ তে"। এই দুই মন্ত্রে মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রের হস্তও মুষ্টির বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়, মনুষ্যের উপকরণের ন্যায় ইন্দ্রাদির উপকরণাদিরও উল্লেখ আছে "আ দ্বাভ্যাংহরিভ্যামিন্দ্র যাহি" কল্যাণি জায়া সুবর্ণং গৃহে তে।" এই দুই মন্ত্রে ইন্দ্রের অশ্ব, গৃহ ও পত্নীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্র যে মনুষ্যের ন্যায় বিগ্রহবান্ এই সকল মন্ত্রে তাহার উপলব্ধি হয়। যাস্কের নিরুক্তে এই উক্তির সম্ভাবনীয় প্রতিবাদেরও উল্লেখ করা হইয়াছে রূপকবাদীদের কুযুক্তি "অভিমানিব্যপদেশাত্তু" মীমাংসার এই সূত্রানুরূপ যুক্তিতে খণ্ডিত হইয়াছে। দেববিগ্রহ বেদেও স্বীকৃত :—

বিগ্রহো হবিষাং ভোগ ঐশ্বর্য্যঞ্চ প্রসন্নতা।
ফলপ্রদানমিত্যেতৎ পঞ্চকং বিগ্রহাদিক॥

বিগ্রহ (শরীর) ঘৃতাদির উপভোগ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্য প্রসাদও ফল-প্রদান,—দেবতা সম্বন্ধে স্বীকার্য্য। ব্রহ্মমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২৭ এবং ৩৩ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য দেবিবিগ্রহত্ব স্বীকার করিয়াছেন, যথা :—"একস্যাপি দেবতাত্মনো যুগপৎ অনেকস্বরূপপ্রতিপত্তিঃ সম্ভবতি—ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতাত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রেতি নিরুচ্য প্রাণেকরূপতাং দেবানাং দর্শয়িত্বা তস্যৈকস্য প্রাণস্য যুগপৎ অনেকরূপতাং দর্শয়তি।" মর্ম্মার্থ এই যে একই দেবের অনেক রূপের উল্লেখ করা হয়। শঙ্কর বলেন আজন্মসিদ্ধ দেবতাগণের পক্ষেতো ইহা হইতেই পারে, কিন্তু যোগীরাও কায়ব্যূহ বিস্তার করিতে পারেন, যথা :

আত্মনো বৈ সহস্রাণি বহূনি ভরতর্ষভ।
কুর্য্যাদ্ যোগী বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্মহীঞ্চরেৎ ॥
প্রাপ্নুয়াৎ বিষয়াং কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রন্তপশ্চরেৎ।
সঙ্ক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যরশ্মিগণানিব ॥

ইহা হইতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "ইত্যেবঞ্জাতীয়কা প্রাপ্তাহণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যোগিনামাপি যুগপদনেকযোগশরীরং দর্শয়তি কিমু বক্তব্যমজানসিদ্ধানাং দেবানাম্। বিগ্রহ বত্ত্বেঽপি দেবানাং ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মণি বিরুধ্যতে।"

ইহার পরে ৩৩ সূত্রের ভাষ্যেও শঙ্কর লিখিয়াছেন : অস্তি হ্যৈশ্বর্য্য-যোগাৎ দেবতানাং জ্যোতিরাত্মাভিঃ-শ্চাবস্থাতুং যথেষ্টঞ্চ তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্যম। তথাহি শ্রূয়তে "সুব্রহ্মণ্যার্থবাদে মেধাতিথির্মেষেতি। মেধাতিথিং তু কাণ্বায়ণং ইন্দ্রো মেষো ভূত্বা জহারেতি। অর্য্যতে চ আদিত্যঃপুরুষো ভূত্বা কুন্তীমুপজগামেতি।

অর্থাৎ দেবগণ ঐশ্বর্য্যবলে জ্যোতিষ্করূপে অবস্থান করিতে পারেন এবং ইচ্ছানুরূপ দেহধারণ করিতে সমর্থ। শ্রুতিতে লিখিত আছে—ইন্দ্রমেষ হইয়া কাণ্বায়ন গোত্রীয় মেধাতিথিকে বরণ করিয়াছিলেন। আদিত্য

পুরুষরূপে কুন্তীতে উপগত হইয়াছিলেন।" শঙ্করের সিদ্ধান্ত এইরূপ,— ১।৩।১৮ সূত্রভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—"আকৃতিবিশেষাস্তু দেবাদীনাং মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যো বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগন্তব্যঃ।" অর্থাৎ দেবতাদের যে বিশেষ বিশেষ আকৃতি আছে তদ্দ্বারা মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতি জানা যায়। সাঙ্খ্য সূত্রকার এই সূত্রভাষ্যেই আকৃতির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

১।৩।৩৩ সূত্রের ভাষ্যে তিনি আরও লিখিয়াছেন—ইতিহাস পুরাণের মূলমন্ত্রও অর্থবাদমন্ত্র (সম্ভবনমন্ত্রার্থবাদমূলত্বাৎ) ইতিহাস পুরাণও দেববিগ্রহের প্রমাণস্বরূপ। দেববিগ্রহ যে আছেন, ইহা প্রত্যক্ষমূলক ও সম্ভবপর। (প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি।) আমাদের প্রত্যক্ষ না হইলেও ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ। (চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম্।) ব্যাসাদি ঋষিরা দেবতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ ব্যবহার করিতেন। ধর্ম্মোৎকর্ষবশতঃ এই রূপ সামর্থ্য সম্ভবপর হয়। যোগসূত্র গ্রন্থে লিখিত আছে মন্ত্রজপ দ্বারা দেবতা দর্শন হয়—(স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সম্প্রয়োগঃ) শ্রুতিতেও যোগমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, যথা :—

পৃথ্ব্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্।

অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব ধারণাজনিত যোগসিদ্ধ হইলে যোগীর যোগজ নূতন তেজোময় দেহ লব্ধ হয়। এইরূপ যোগী রোগ জরা মৃত্যু হইতে বিমুক্ত হন। আধুনিক পাশ্চাত্য Spiritualist গণ, Spirit বা আধ্যাত্মিক পদার্থের ভৌতিকরূপ গ্রহণ (Materialisation) সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। সুতরাং অতীন্দ্রিয় নিরাকার পদার্থ যে আকার গ্রহণ করিয়া আমাদের নয়ন সমক্ষে প্রকটিত হইতে পারে না, এখন আর একথা বলিয়া পাণ্ডিত্য-

প্রকাশ করা অসম্ভব। অপর পক্ষে যাঁহারা এই সকল সিদ্ধান্ত অস্বীকার করেন, সুশিক্ষিত জন সমাজে তাঁহারা অনভিজ্ঞ বলিয়াই অনাদৃত হইবেন।

কিন্তু শ্রীভগবৎ বিগ্রহের কথা এসকল সিদ্ধান্ত হইতে স্বতন্ত্র। ভগবদ্ বিগ্রহ, উপাসকবিশেষের মানসিক কল্পনা সম্ভূত অলীকমূর্ত্তি নহেন, অথবা সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে বা নির্ব্বিকার হইতেও উৎপন্ন নহেন। অপিচ মায়াবাদীদের সিদ্ধান্ত-সম্মত অবিদ্যা কল্পিত সগুণ ব্রহ্মের রূপ-প্রকটনও নহেন। অবতার-বিগ্রহ পূর্ণসত্য নিত্য সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, এবং অবিতর্ক্যৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন। শ্রীবিগ্রহ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যে শক্তিমান্। তিনি পরিচ্ছিন্ন হইয়াও বিভু, শ্রীবিগ্রহ হইয়াও শাশ্বত ও নিত্য। তিনি জীব ও জগতের কল্যাণের জন্য প্রকটিত হয়েন, এই ব্যাপারের নামই অবতার। এই অবতারবাদের অবতরণিকা না করিলে শ্রীভগবানের অবতারসমূহের তারতম্য নিরূপণের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না। মূল বিষয়ের ভিত্তি দৃঢ় করার জন্যই এই অবতারবাদ অবতরণিকারূপে এস্থলে বিবৃত হইল।

দশম অধ্যায়

অবতারবাদ

এই জগতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ যে স্বকীয় রূপ প্রকটন করেন, সেই স্বীয়রূপ প্রকটনই অবতার নামে অভিহিত। তিনি অশেষ কল্যাণগুণময়—দয়া তাঁহার বিশিষ্টগুণ। জীবের প্রতি শ্রীভগবানের দয়া আছে, ইহা ধর্ম্মবিশ্বাসী মাত্রেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু তিনি যখন জীবের পরিত্রাণের উপায় প্রদর্শনের জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার দয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়, অন্য কোন অবস্থায় তাঁহার দয়া তেমন

সমুজ্জলরূপে প্রকাশ পায়না। মানুষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে কোন বিষয় যেরূপ বিশ্বাস করে, অপরভাবে তাঁহার তেমন বিশ্বাস হয় না। এই প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের রূপ-প্রকটনের যত উদ্দেশ্য আছে—তন্মধ্যে জীবের প্রতি কারুণ্য-প্রদর্শনও একতম। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে ;—

তথায়ং চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।

স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় বাসকৃৎ॥ ১।৭।২৫ শ্লোকঃ

অতএব শ্রীভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য—পৃথিবীর ভারহরণ, এবং অনন্য ভাববিশিষ্ট স্বীয়ভক্তগণের অনুধ্যানের সাহায্য করা। ভগবান্ স্বরূপশক্তি বিলাস রূপে ইহ জগতে স্বীয়রূপ প্রকটন করেন। ভক্তগণের সুখ দিবার জন্যই তাঁহার এই শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চে প্রকটিত হয়েন।

যদি কেহ আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, পূর্ণানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের দেহ-প্রকটনের কি প্রয়োজন? সেই জন্যই বলা হইয়াছে—অনন্যভাববিশিষ্ট-ভক্তগণের সুখদানই স্বয়ং ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য। নচেৎ তাঁহাতে দোষস্পর্শ হয়, যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি, তিনি নির্দ্দোষ। যাঁহারা জগতের সকল সুখ ত্যাগ করিয়া, সকল আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, কেবল তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি সেই সকল অনন্যশরণ ভক্তের সুখদানের জন্য প্রপঞ্চে রূপ-প্রকটন না করেন, তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন, তবে তাঁহাতে অকারুণ্য-দোষের প্রসঙ্গ কেন না আরোপিত হইবে? আত্মারাম সিদ্ধব্যক্তিতেও কারুণ্যগুণের অভাব নাই, এ অবস্থায় বিচিত্র গুণ নিধান অশেষকল্যাণগুণাকর শ্রীভগবানে কারুণ্য না থাকিবে কেন? তাই শ্রীপাদজীব গোস্বামিমহোদয় লিখিয়াছেন,—"তস্মাৎ পরমসমর্থস্য তস্য কৃপালক্ষণং ভক্তজনসুখপ্রয়োজনকত্বং নাম কোঽপি স্বরূপানন্দ-বিলাসভূত পরমাশ্চর্য্য-স্বভাব-বিশেষঃ।" অতএব পরমসমর্থ-শ্রীভগবানের আনন্দ বিলাসত্ব তাঁহার অবতারের এক হেতু। তাই শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতুতে হয় ইচ্ছার উদ্গম॥

ইহা শ্রীপাদশ্রীজীবের উক্তিরই-প্রতিধ্বনি। ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীজীব লিখিয়াছেন :—অতঃ প্রয়োজনান্তরমতিব্রুস্ত তস্মিন্ নাস্ত্যেব। তৎ প্রয়োজনঞ্চ তস্পরমসমর্থস্থানন্দবিলাস এবেতি দিক্ যথোক্তম্ :—

কৃপালোরসমর্থস্থ দুঃখায়ৈব কৃপালুতা।
সমর্থস্থ তু তস্যৈব সুখায়ৈব কৃপালুতা॥

তস্মাৎ পরম সমর্থস্থ তস্থ কৃপালক্ষণং ভক্তজনসুখপ্রয়োজনকত্বং নাম কোঽপি স্বরূপানন্দবিলাস-ভূত পরমাশ্চর্য্যস্বভাববিশেষঃ ইত্যাদি। শ্রীভগবদ্-রূপ অব্যক্ত হইলেও ভক্তজনের প্রতি কৃপা করার জন্যই যে তিনি এইরূপ প্রকটিত করেন। নারায়ণ-আধ্যাত্ম গ্রন্থেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, যথাঃ—

নিত্যব্যক্তোঽপি ভগবান্ ঈক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামৃতং প্রভুম্॥

এই শ্লোক উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন ;— "তাদৃশশক্তেরপ্যুল্লাসে তৎকৃপৈব কারণম্।" অর্থাৎ এইরূপ শক্তির উল্লাসে তাঁহার কৃপাই কারণ। তিনি শ্রুতি হইতে ইহার প্রমাণ দিয়াছেন, যথাঃ—

ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্থ যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈব আত্মা বৃণুতে তনু স্বাম্।

এমন কি তিনি এইরূপ প্রকটন করিয়া আত্মারামগণের প্রতিও কৃপা করিয়া থাকেন। আত্মারামগণও তাঁহার এই রূপমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি করিয়া থাকেন।

ধর্ম্মই জীবের মঙ্গলের হেতু। ধর্ম্মের উন্নতিতেই জীবের উন্নতি। ধর্ম্ম হইতে পতনই জীবের অধঃপতন। এই ধর্ম্মরক্ষার জন্য শ্রীভগবানের এই

ধরাধামে যে অবতরণ, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অশেষ কারুণ্যেরই পরিচায়ক। ভারতীয় হিন্দু দার্শনিকমাত্রেই শ্রীভগবানের অবতার বাদের পোষণ ও সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি বেদান্তিগণ অপরাপর বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করিলেও ভগবদবতরণ সম্বন্ধে ইঁহাদের কোনও মতদ্বৈধ নাই।

শ্রীভগবদ্গীতা-ভাষ্যের প্রারম্ভে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,— "অবতরণের উদ্দেশ্য ধর্ম্মরক্ষা ও জীবদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার।" কেহ কেহ মনে করেন যে শঙ্করাচার্য বুঝি আদৌ অবতারবাদ স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহাদের এবিশ্বাস অতি ভ্রমাত্মক। গীতাভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কথা অতি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রীভগবান্ জ্ঞান ঐশ্বর্য্য, শক্তিবল, বীর্য্যতেজ প্রভৃতি দ্বারা সদা সুসম্পন্না স্বীয়মায়া অবলম্বনে জগতে প্রকটিত হয়েন।

শঙ্কর ভাষ্যের টীকাকার শ্রীমদ্ আনন্দগিরিও এসম্বন্ধে অতি পরিস্ফুট ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীভগবান্ জগতের ধর্ম্মসংরক্ষণের জন্য স্বেচ্ছা-নির্ম্মিত লীলাময় বিগ্রহ প্রকটন করেন। ভগবদ্বিগ্রহ যে জীবের দেহের ন্যায় নহে, মায়াবাদী শ্রীমদ্ আনন্দ গিরি গীতাভাষ্যের টীকায় তাহা অতি স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ই তাঁহার অবতরণের প্রয়োজন অতি স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহংবেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

এসম্বন্ধে শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীমহোদয় এই সকল শ্লোকের টীকায় যে শাস্ত্র-যুক্তি-সম্মত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এস্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য লিখিত হইতেছে। তিনি বলেন, কর্ম্ম ফলে জীবের জন্ম হয়। কর্ম্মানুসারে জীব দেহ গ্রহণ করে কিন্তু যিনি সর্ব্ব কারণের কারণ এবং সর্ব্বকর্ম্মাতীত, তাঁহার দেহ ধারণ কর্ম্মাধীন নহে, এবং দেহও ভৌতিক নহে। তিনি জীবাবিষ্ট ভৌতিক শরীরের ন্যায় শরীরধারী নহেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, "অতো ন ভৌতিক শরীরং ঈশ্বরস্য।"তাহা হইলে তাঁহার কিরূপ দেহ ধারণ সম্ভবপর হয়? তদুত্তরে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, তিনি স্বীয় বিচিত্র অনেক শক্তি স্বরূপা অঘটনঘটনপটীয়সী স্বোপাধিভূত স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া চিদাভাসে উহাকে বশীকৃত করিয়া দেহবানের ন্যায় প্রকাশ পান। তিনি এই নিত্যদেহে বিবস্বান্ প্রভৃতিকে যোগোপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রুতি এই যে "আকাশ শরীরং ব্রহ্মেতি" "আকাশস্তল্লিঙ্গাং।" ইহাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবানের যদি ভৌতিক দেহ না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যত্বাদির ন্যায় প্রতীতি কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহার উত্তর ভগবদগীতায় স্বয়ং ভগবান্ই বলিয়াছেন, তাঁহার অচিন্ত্যতকৈশ্বর্য্য মায়াশক্তি দ্বারা লোকানুগ্রহের নিমিত্ত তদ্রূপ প্রতীতি সম্ভাবিত হইয়া থাকে। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে তিনি স্বীয় শ্রীমুখে নারদকে বলিয়াছেন:—

মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নতু মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥

ইহার অর্থ এই যে, নারদ, তুমি যে আমাকে দেখিতে পাইতেছ তাহা আমারই সৃষ্ট,—এই মায়া। সর্ব্বভূতগুণযুক্ত কারণ-উপাধিস্বরূপ আমাকে চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইবে না।

ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন, সেই ভগবান্ জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য-শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজসমূহ দ্বারা সদা সম্পন্ন ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া নিখিল ভূতের ঈশ্বর এবং অজঅব্যয়-নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব হইয়াও স্বীয় মায়া দ্বারা দেহবানের স্থায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্বপ্রয়োজন না থাকিলেও সৃষ্ট জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্ম প্রপঞ্চে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ("স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবল-বীর্য্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্নত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং প্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব চ লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে, স্বপ্রয়োজনা-ভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া") ব্যাখাকারগণ ইহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাবিনির্ম্মিত স্বীয় চিৎস্বরূপ শক্তিময় দিব্যরূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার দেহ নিত্য কারণোপাধি মায়াখ্য অনেক শক্তিমান্,—ইহাই ভাষ্যকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অভিমত। ("নিত্যো যঃ কারণোপাধি-র্মায়াখ্যোঽনেকশক্তিমান্ স এব ভগবদ্দেহ ইতি ভাষ্যকৃতাং মতম্"।)

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীমহোদয় আরও লিখিয়াছেন, অন্য এক শ্রেণীর ভক্ত পণ্ডিতগণ বলেন, পরমেশ্বরে দেহদেহি-ভাব নাই। যিনি নিত্য বিভু সচ্চিদানন্দঘন ভগবান্ বাসুদেব, যিনি পরিপূর্ণ নিগু'ণ পরমাত্মস্বরূপ, তাঁহার বিগ্রহও তদ্রূপ। তাঁহার দেহ ভৌতিক বা মায়িক নহে। বলা-বাহুল্য যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত ঠিক এইরূপ। এই পক্ষে শ্রৌত প্রমাণ এই যে, "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ অবিনাশী" বা "অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মঃ।" তাঁহার বিগ্রহস্বরূপ তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন, "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ?—স্বে মহিম্নি"। সুতরাং তিনি স্ব স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বরূপাবস্থিত হইয়া প্রপঞ্চে প্রকটিত হন। দেহদেহি ভাব ব্যতীতও দেহিবৎ ব্যবহারাদি সম্ভাবিত হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অদেহে সচ্চিদানন্দঘনে দেহত্ব-প্রতীতি কি প্রকারে সম্ভাবিত হয়? তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, আত্মমায়া দ্বারাই এরূপ হইয়া থাকে। নির্গুণ, শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দরসঘন, দেহদেহি-ভাবশূন্য ভগবান্ বাসুদেবে দেহ-প্রতীতি কেবল মায়া মাত্র। শ্রীভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

১। কৃষ্ণমেন মবেহি ত্বং আত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহিবাভাতি মায়য়া॥

২। অহোভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্॥

"আবার কেহ কেহ নিত্য নিরবয়ব নির্ব্বিকার পরমানন্দ বস্তুর অবয়ব-বয়াবি ভাবটীকে বাস্তব বলিয়া মনে করেন। তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে,—"নির্যুক্তিকং ব্রুবাণাস্ত নাস্মাভির্ব্বিনিবার্য্যতে" ইতি ন্যায়েন। আমি সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে প্রবৃত্ত নহি। যদি সম্ভবপর হয়, তবে তাহাই হউক। এবিষয়ে আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। সুতরাং এই খানেই ইতি" (যদি সম্ভবেৎ তথৈবাস্তু—কিমতিপল্লবিতেনেত্যুপরম্যতে)—ইহাই ষড়্‌দর্শনাচার্য্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীমহোদয়ের অভিপ্রায়।

শ্রীমৎ মন্মধুসূদনের টীকার ন্যূনাধিক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অবতার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি শ্রীভগবদ্গীতার টীকাতে শ্রীভগবদবতরণের হেতু ও ভগবদ্‌বিগ্রহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য মহাভারতের নীলকণ্ঠ সূরিও শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত।

পরব্রহ্ম বা জগদীশ্বর যে এই জগতে অবতরণ করেন—এ সম্বন্ধে মায়াবাদী শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যেরও মতদ্বৈধ নাই। উদ্ধৃত মায়াবাদভাষ্য হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইয়াছে। তবে শ্রীবিগ্রহ সম্বন্ধে মায়াবাদী আচার্য্যপাদের একটী অপসিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই যে "দেহবান্

ইব ভ্রান্ত আত্মনোমায়য়া ন পরমার্থতঃ লোকবৎ” শঙ্করের এই উক্তি কেবল বৃথা উক্তি মাত্র,—এসম্বন্ধে তিনি কোনও যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করেন নাই।

একাদশ অধ্যায়

শ্রীমূর্ত্তির নিত্যতা

শাঙ্কর-ভাষ্যের এই অসার উক্তি বৈষ্ণব ভাষ্যকার শাস্ত্রযুক্তি দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন, এমন কি শঙ্করমতাবলম্বী—মহাভারত টীকাকার নীলকণ্ঠ পর্য্যন্ত শঙ্করের প্রতিকূলেই এ সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের স্বীয় প্রকৃতি কি, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য সে তত্ত্ব বুঝাইতে প্রয়াস পান নাই। শ্রীভগবানের প্রকৃতি যে ভৌতিক নহে, এবং তাঁহার শ্রীবিগ্রহও যে ভৌতিক নহে, এ সম্বন্ধে শ্রীমৎরামানুজ, শ্রীমৎ আচার্য্য সরস্বতী শ্রীমধুসূদন, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ, শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও মহাভারত টীকাকার শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে তাহা সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন :—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং ইতি যো বেত্তি তত্ত্বতঃ"

ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকৃত জন্মকর্ম্ম কখনও দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত হইতে পারে না। চণ্ডীতেও এই ভাগবতীমূর্ত্তির নিত্যতা স্বীকৃতা হইয়াছে, যথা— "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ" ইহা স্বয়ং বেদব্যাসের উক্তি। মহাভারত-টীকাকার মায়াবাদি-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও এই সিদ্ধান্তেই আস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি যে প্রকৃতা নহে, শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

যথা :—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—দেহোঽয়ং মে সদানন্দোনায়ং প্রকৃতিঃ নির্ম্মিতঃ।
পরিপূর্ণশ্চ সর্ব্বত্র তেন নারায়ণোঽব্যয়ম্॥

বরাহপুরাণে—ন তস্য প্রাকৃতামূর্ত্তি র্মেদমজ্জাস্থি সম্ভবা।
ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যতোবিভুঃ॥

এই প্রমাণ বচনটী শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্যের ভগবদ্গীতা-ভাষ্যাদিতে এবং শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয়ের কৃত ভগবৎসন্দর্ভেও ধৃত হইয়াছে। শ্রীজীব ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—তচ্চাপ্রাকৃতমূর্ত্তিত্বমস্য মহাযোগিত্বাদিচ্ছাকৃতমিতি ন, কিন্ত্বীশ্বরত্বান্নিত্যমেবেত্যর্থঃ। অর্থাৎ শ্রীভগবানের এই অপ্রাকৃত মূর্ত্তিত্ব তাঁহার মহাযোগিত্ব-নিবন্ধন ইচ্ছামত নহে। মহাযোগিরাও আপন ইচ্ছায় কায়ব্যূহরূপে মূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে পারেন, সেই সকল মূর্ত্তি মায়িক। কিন্তু শ্রীভগবানের এই অপ্রাকৃত মূর্ত্তি ঈশ্বরত্ব-নিবন্ধন নিত্য।

অতঃপরে শ্রীজীব এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—ঈশ্বর সবিগ্রহ। কুলালাদির ন্যায় তাহার জ্ঞান-ইচ্ছা-প্রযত্নাদিযুক্ত কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বরের জ্ঞানাদি যেমন নিত্য, তাহার দেহও তেমনি নিত্য। তাহাতে দেহ-দেহিভেদ নাই। জীব দেহ যেমন চেতনাবিহীন হইলেই শব, ভগবদ্দেহ তেমন নহে, উহা চিদানন্দরসময়। শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সুতরাং ভজনীয়। শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে আরও লিখিত হইয়াছে :—

"যদাত্মিকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ" কিমাত্মকো ভগবান্! জ্ঞানাত্মকঃ ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চ।" দেবাত্মশক্তিং স্বগুণে নিগূঢ়ামিথ্যাদ্যা।

মহাবরাহ পুরাণেও লিখিত হইয়াছে ঈশ্বরের দেহ নিত্য অপ্রাকৃত, পরমানন্দময় এবং দেহদেহিভেদবিরহিত যথা :—

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহস্তস্য পরাত্মনঃ
হেয়োপাদেয়রহিতাঃ নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ।

পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ
দেহদেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিৎ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে :—

অস্যাপি দেব বপুষোমদনুগ্রহস্য।
স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি।

মহাভারতে—"ন ভূতসংঘসংস্থানো দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ।" এই সকল প্রমাণ শ্রীভগবদ্দেহের ভৌতিকত্ব সম্বন্ধে ভ্রমজ্ঞান নিরসনের পক্ষে যথেষ্ট। এতদ্ব্যতীত ভগবদ্দেহ ভৌতিক বলিয়া মনে করাও অপরাধজনক যথা বৃহদ্বৈষ্ণবে :—

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহংকৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ
স সর্ব্বস্মাদ্ বহিঃকার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ
মুখংতস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ।

শ্রীকেশবকাশ্মিরি-কৃত ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক-টীকা ধৃত। "প্রত্যক্ষং চ হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চন।"

আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বেদ উপনিষদ্ মানেন, কিন্তু পৌরাণিক শাস্ত্র মানিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা বলেন অবতারবাদ পৌরণিক। বেদেও উপনিষদে ভগবদবতরণের কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা যাইতেছে যে শ্রৌত প্রমাণেরও অভাব নাই। কয়েকটী প্রমাণও উদ্ধৃত করা যাইতেছে যথা :—

১। অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।

পরমতত্ত্ব জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে প্রকটিত হয়েন।

২। একো বহুস্যাং প্রজায়েয়

আমি এক হইয়াও প্রজননের জন্য বহু হই।

৩। ব্রহ্ম যে দেবাদির প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আকার ধারণ করিয়া

প্রাদুর্ভূত হয়েন, কেন-উপনিষদেও তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমাণ স্থলের অনুবাদ, যথা :—

দেবাসুর সংগ্রামে ব্রহ্মই দেবতাদিগের নিমিত্ত সমর জয় করিলেন—সেই ব্রহ্মেরই বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন ; কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহারা মনে করিলেন, এই বিজয় আমাদিগেরই ; এই মহিমা আমাদিগেরই।

ব্রহ্ম দেবতাদিগের ঐ অজ্ঞতা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন কিন্তু দেবতারা সেই প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মকে দেখিয়াও এই পূজ্য মহদ্ভুত পুরুষ কে, ইহা জানিতে পারিলেন না। ২।

তাহারা অগ্নিকে বলিলেন, "অগ্নে, আমাদিগের সম্মুখস্থ ঐ পূজনীয় পুরুষ কে ? তুমি তাহা বিশেষরূপে জানিয়া আইস।" অগ্নি বলিলেন, "সেইরূপই হউক।" ৩।

অগ্নি ঐ বরণীয় পুরুষের সমীপে গমন করিলেন। তখন ঐ পুরুষ অগ্নিকে বলিলেন, "তুমি কে ?" অগ্নি বলিলেন, "আমি অগ্নি, আমি প্রসিদ্ধ জাতবেদা" ৪।

ব্রহ্ম বলিলেন, "তাদৃশ প্রসিদ্ধ গুণনামযুক্ত তোমাতে কি শক্তি আছে ?"—অগ্নি উত্তর করিলেন, "পৃথিবীতে এই যে কিছু, আমি সে সকলই দগ্ধ করিতে পারি"—৫।

"ইহা দগ্ধ কর" এই বলিয়া ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপিত করিলেন। অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু সমুদায় শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবতাদিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক বলিলেন "এই পূজনীয় পুরুষ কে ?—তাহা আমি জানিতে পারিলাম না" ৬।

অনন্তর দেবতারা বায়ুকে বলিলেন, "বায়ু, তুমি গিয়া জানিয়া আইস, এই পূজনীয় পুরুষটী কে ? বায়ু বলিলেন, "তাহাই হউক" ৭।

বায়ু তাঁহার নিকটে গমন করিলেন তিনি বায়ুকে বলিলেন, "তুমি কে ?" বায়ু বলিলেন, "আমি মাতরিশ্বা" ৮।

ব্রহ্ম বলিলেন "তাদৃশগুণনামযুক্ত তোমাতে কি সামর্থ্য আছে— বায়ু বলিলেন, এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি ৯।

ব্রহ্ম ঐ বায়ুর সমীপে একটী তৃণ রাখিলেন—এবং বলিলেন—এইটী গ্রহণ কর—বায়ু উহার সমীপবর্ত্তী হইলেন কিন্তু সকল বল প্রয়োগ করিয়াও ঐ তৃণটাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না—তখন তিনি ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং দেবতাদিগের সমীপে আসিয়া বলিলেন—ঐ বরণীয় পুরুষ কে ? তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না ॥১০॥

তদনন্তর দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন "মঘবন্, এই পূজনীয় পুরুষটী কে আপনি জানিয়া আসুন—ইন্দ্র 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিলেন" ॥১১॥

ইন্দ্র সেই অবকাশে স্ত্রীরূপা অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী হৈমবতী উমাকে আবির্ভূতা দেখিয়া তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ঐ পূজনীয় পুরুষটা কে ? ॥১২॥

তিনি বলিলেন ইনি ব্রহ্ম। ইঁহার বিজয়েই তোমরা এইরূপ মহিমান্বিত হইয়াছ। এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র জানিলেন যে ইনি ব্রহ্ম। যেহেতু অগ্নি বায়ু, ইন্দ্র এই তিন দেবতা ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন যেহেতু ইঁহারা প্রথমে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন সেই হেতু ইঁহারা অন্যান্য দেবতা হইতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ হইলেন ॥১৩॥

এস্থলে ব্রহ্মের উপদেশ এই যে—তাঁহার আবির্ভাব বিদ্যুত-বিদ্যোতন-সদৃশ এবং চক্ষের নিমেষ-সদৃশ। এতদ্দারায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে পরমতত্ত্ব প্রয়োজনানুসারে তাঁহার স্বীয় নিত্যরূপ প্রকটন করিয়া দেবতা ও মানুষ-দিগের হিত-সাধনার্থে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার এইরূপ

আত্মপ্রকটনই অবতারত্ব। কারুণ্যই এই অবতরণের কারণ। পরমতত্ত্ব অশেষ কল্যাণ গুণময়। দেবতা ও জীবগণের প্রতি দয়া তাঁহার স্বাভাবিক গুণ। বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণের মধ্যে যে স্বীয় শক্তির গৌরবমহিমা উত্থিত হইয়া তাঁহাদের পরমতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞানের বাধক হইয়াছিল—পরম করুণাময় পরমতত্ত্ব যক্ষরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহাদের সেই গর্ব্ব বিনাশ করিয়া দিলেন।

এই সকল শ্রৌতউক্তি ভগবদ্গীতোক্ত ভগবদ্‌বাক্যের সমর্থক যথা :—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—ইত্যাদি
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্॥ ইত্যাদি

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে :—

"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।"

শ্রীচণ্ডীতে লিখিত আছে :—

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

শ্রীভগবদ্দেহ যে নিত্য এবং শাশ্বত তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুল প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়—ইতঃপূর্ব্বেও এতৎ সম্বন্ধে কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; এস্থলেও চণ্ডীর উক্ত শ্লোকে লিখিত "নিত্য" পদে ভগবদ্দেহের নিত্যত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেনোপনিষদে আলোচিত এই ব্রহ্ম যে যক্ষরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা যে উপমা বা কল্পনা নহে কিন্তু খাঁটা বাস্তব ঘটনা তাহা উক্ত মন্ত্রের শাঙ্কর ভাষ্য-পাঠেও স্পষ্ট প্রতীত হইবে। শঙ্কর লিখিয়াছেন—"স্বযোগমাহাত্ম্য-নির্ম্মিতেন অত্যদ্ভুতেন বিস্মাপনীয়েন রূপেণ দেবানাং ইন্দ্রিয়গোচরে প্রাদুর্বভূব। তৎ প্রাদুর্ভূতং ব্রহ্ম ন ব্যজানন্ত নৈব-বিজ্ঞাতবন্তো দেবাঃ কিমিদং যক্ষং পূজ্যং মহদ্ভূতমিতি।

ভগবদ্গীতার উপক্রমেও শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অবতার বাদের আনুকূল্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু শ্রীমৎ

শঙ্কর ভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকারের অনুকূলে কোথাও সবিশেষ কিছু বলিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তিনি ব্রহ্মের সগুণত্ব অবিদ্যা-বিলসিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত যে অবৈদিক এবং যুক্তিবিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিবেন। এসম্বন্ধে "নির্গুণ সগুণ" প্রবন্ধে শঙ্করের মত খণ্ডনের জন্য শাস্ত্রযুক্তি বহুল পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মমীমাংসায় ২য় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ১০ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্।" এই বাক্যে সপ্রমাণ করার জন্য তিনি একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই :—

মায়াহ্যেষা ময়াসৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তুং মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥

বলা বাহুল্য এই শ্লোক শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের নিষেধক নহে। কেহ বা ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে ভৌতিক গুণযুক্ত বলিয়া মনে করেন তাহাদের ভ্রম-নিরসনের জন্যইএই প্রমাণের উল্লেখ করা হইয়াছে। ভগবদ্দেহের প্রতি অনভিজ্ঞ লোকেরা অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে ;— এই সকল ব্যক্তিরা যে মূঢ়চিত্ত, ভগবদ্বাক্যেই তাহা জানা যায়। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

১। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মামব্যয়মনুত্তমম্॥ ভগবদ্গীতা—৭।২

২। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষং দেহমাশ্রিতম্ ইত্যাদি।

অর্থাৎ আমি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সুতরাং চর্ম্মচক্ষুর অবিষয়ীভূত। কিন্তু মূঢ়েরা তাহা না জানিয়া আমার প্রকটিত মূর্ত্তিকে অনিত্য, মায়িক ও প্রাকৃত দেহ বলিয়া মনে করে। এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে অপ্রাকৃত অব্যয় ও

অত্যুত্তম তাহা তাহারা জানে না—বোঝে না। শ্রীভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও এই প্রকার উক্তি দৃষ্ট হয়।

ফলতঃ মানুষের দেহ যেমন কর্ম্মনির্ম্মিত ভৌতিক দেহ অতএব অনিত্য, শ্রীভগবানের দেহ তেমন নহেন। বিজ্ঞান আনন্দই ভগবানের স্বরূপ, এই বিজ্ঞানানন্দই ভগবদ্‌বিগ্রহ। শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ, অতএব শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহও রসময়। ভগবানের স্বরূপ যাহা, তাঁহার বিগ্রহও তাহা। ভগবৎস্বরূপ—কি? "সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম,—আনন্দঃ ব্রহ্মেতিব্যজানৎ,—রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি। ভগবানের স্বরূপ হইতে ভগবদ্দেহ ভিন্ন নহেন। ভগবান্ জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক ও শক্ত্যাত্মক। জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও শক্তি তাঁহারই স্বরূপ। অগ্নির প্রকাশত্ব ও উষ্ণত্ব যেমন উহার স্বরূপানুবন্ধি,—জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও শক্তিও সেইরূপ ভগবানের স্বরূপানুবন্ধি। শ্রুতিগণ বলিতেছেন:—

"বুদ্ধিমনোহঙ্গ প্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে"

অর্থাৎ আমরা সর্ব্বজ্ঞ,—অচিন্ত্য, স্বানুবন্ধিশক্তির প্রভাবে ভগবান্‌কে বুদ্ধিমান্ মনোবান্ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্ ইত্যাদি রূপে দর্শন করি,

১। তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।

২। অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥

হরিবংশে লিখিত আছে, কৃষ্ণ-প্রতি দুর্ব্বাসা বলিতেছেন:—

বেদান্তপ্রমিতং তেজস্তচ্চ বেদৈর্বিভাব্যতে।
যেন বিজ্ঞানতৃপ্তাস্তু যোগিনো বীতকল্মষাঃ॥
পশ্যন্তি হৃৎসরোজে হি তদেবেদং বপুঃপ্রভো-
বৈদৈর্যৎ কীর্ত্ত্যতে তেজো ব্রহ্মেতি প্রবিতজ্য বৈ
তদেবেদং বিজানেঽহং রূপমীশমনীশ্বরম্॥

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে বেদবেদান্তে যে তেজ ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত

হইয়াছেন, উহা ভগবানেরই দেহ। কিন্তু পুরাণাদিতে এই সিদ্ধান্তের প্রতিকূল উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে ভগবদ্দেহকে জড় অনিত্য অতএব বিনাশ্য বলিয়াও ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে। বিষ্ণু-পুরাণেও পঞ্চমাংশে লিখিত হইয়াছে,—

এতে তস্মিন্ স ভগবান্ সংযোজ্যাত্মনমত্মানি।
তত্যাজ মানুষং দেহমতীত্য ত্রিবিধাং গতিম্॥
অর্জ্জুনোঽপি তদন্বিষ্য কৃষ্ণরাম কলেবরে।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস তথান্যেষামনুক্রমাৎ॥
অষ্টৌ মহিষ্যঃ কথিতা রুক্মিণীপ্রমুখাস্তু যাঃ।
উপগুহ্য হরের্দেহং বিবিশুস্তা হুতাশনম্॥

মহাভারতের মৌষলপর্ব্বেও এইরূপ উক্তি আছে যথা :—

ততঃ শরীরং রামস্য বাসুদেবস্য চোভয়োঃ।
অন্বিষ্য দাহয়ামাস পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

১। যয়াহরদ্ভুবো ভারং তাংতনুং বিজহাবজঃ।
কণ্টকং কণ্টকেনৈব বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমম্॥
যথা মৎস্যাদিরূপাণি ধত্তে জহ্যাদ্ যথা নটঃ।
ভূভারঃক্ষয়িতো যেন জহৌ তচ্চ কলেবরম্॥

১ম স্কন্ধ ১৫।৩৪—৩৫।

২। হরিরপি তত্যাজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ। তৃতীয় স্কন্ধে

৩। ব্রহ্মশাপোপসংসৃষ্টে স্বকুলে যাদবর্ষভঃ।
প্রেয়সীং সর্ব্বনেত্রাণাং তনুং স কথমত্যজৎ॥ ১১।৩০।২

৪। রামং দাশরথিঞ্চৈব মৃতং শুশ্রুমসৃঞ্জয়ম্।

এই সকল শ্লোক দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হয় ভগবদ্দেহও প্রকৃত জড়দেহ এবং প্রাকৃত দেহের ন্যায়ই বিনাশশীল। কিন্তু শাস্ত্র পর্য্যালোচনা

করিয়া জানা যায় যে, ভগবদ্দেহ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—শ্রীবিগ্রহ নিত্য ও ব্রহ্মস্বরূপ। তবে প্রাকৃত লোকের নয়নে মায়াধীশ ভগবানের নির্য্যাণলীলা প্রাকৃতবৎ প্রতিভাত হয় বলিয়া শাস্ত্রের স্থানে স্থানে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভগবান্ জনসাধারণের বৈরাগ্য-উৎপাদনের জন্য মায়াদ্বারা স্বীয়দেহ প্রাকৃত দেহের ন্যায় প্রতিভাত করিয়াছিলেন, অথবা অসুরমোহনের জন্যই নিজ মায়াদ্বারা স্বীয় দেহের ধ্বংসাদি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐন্দ্রজালিকই (যাদুকর) যখন নিজের দেহ অব্যাহত রাখিয়াও ইন্দ্রজাল প্রভাবে দর্শকগণের নিকটে নিজ দেহকে শত খণ্ডে কর্ত্তিতবৎ দেখাইতে সমর্থ হয়, তখন মায়াধীশ শ্রীভগবান্ অসুরমোহনের জন্য যে এইরূপ স্বীয় দেহের ধ্বংস প্রদর্শন করিবেন ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? ইহা মায়িক প্রত্যয়নমাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে, শ্রীভগবানের নির্য্যাণ সংবাদে পরীক্ষিত যখন খিন্ন হইয়াছিলেন, তখন শুকদেব তাঁহাকে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন :—

রাজন্ পরস্য তনুভৃজ্জননাপ্যয়েহা
মায়াবিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য।
সৃষ্ট্বাত্মনেদমনুবিশ্য বিহৃত্য চান্তে
সংহৃত্য চাত্মমহিনোপরতঃ স আস্তে। ১১।৩১।১১

হে রাজন্, পরমেশ্বরেরও যে মানুষের ন্যায় জন্মমরণাদি দৃষ্ট হয়, উহা সত্য নহে, উহা নটের ন্যায় মায়াবিড়ম্বন বলিয়া জানিবে। এই অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার বিজয়ধ্বজ দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলেন, ভগবানের দেহত্যাগ মায়াবিড়ম্বনা মাত্র, যথা :—

জগতাং মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
দর্শয়ন্ মানুষীং চেষ্টাং তথা মৃতকবদ্বিভুঃ॥
প্রকাশয়েৎ সেদাসাৎপি মোহায় চ দুরাত্মনাম্।

মায়য়া মৃতকং দেব তদা সৃষ্টং প্রদর্শয়ৎ।
কুতো হি মৃতকং তস্য মৃত্যু অভাবাৎ পরাত্মনঃ॥

মৌষল চরিতে ভগবান্ স্বয়ংই দারুকের নিকট এই তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন যথা :—

ত্বন্তুমদ্ধর্ম্মমাস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠউপেক্ষকঃ।
মন্মায়ারচিতামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ॥

স্কন্দপুরাণে—অসঙ্গশ্চাব্যয়োঽভেদ্যোঽনিগ্রাহ্যোঽশোষ্য এব চ।
বিদ্ধাঽস্যগাচিতো বদ্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদৃশ্যতে॥
অসুরান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়ত্যেষু সুরেষ্বপি।
মানুষান্ মায়য়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কথঞ্চন॥

অপি চ—অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাত্মানমব্যয়ম্।
আরোপয়ন্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাত্মকং জড়ম্॥

বিষ্ণুপুরাণে ও মহাভারতে ভগবদ্দেহসংকারের যে উল্লেখ আছে, উহাও মোহনাত্মক। শ্রীমদ্ভাগবতে উহার বিপরীত কথাই লিখিত রহিয়াছে, যথা :—

ভগবান্ পিতামহং বীক্ষ্য বিভূতীরাত্মনো বিভুঃ।
সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং পদ্মনেত্রে ন্যমীলয়ৎ॥
লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যান-মঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাঽদগ্ধা ধামাবিশৎ স্বকম্॥ ১১।১৩।৫—৬

যোগীরা যোগাগ্নিতে দেহ ভস্মীভূত করিয়া লোকান্তরে গমন করেন; শ্রীভগবানের অন্তর্দ্ধান সেরূপ নহে, ভগবান্ নিজের দেহ সহ স্বধামে গমন করেন। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ জগতের আশ্রয়, উপাসকের ধ্যান-মঙ্গল ও ব্রহ্ম স্বরূপ, তাঁহার অন্তর্দ্ধান হওয়ার অর্থই এই—যে তিনি তাঁহার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি লোকলোচনের নিকট হইতে অপ্রকট করেন। সুতরাং প্রাকৃত দেহাদির ন্যায় ভগবৎ দেহের জড়ত্ব ও অনিত্যত্ব সিদ্ধান্ত-সম্মত নহে।

"যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ।" "ন ভূতসঙ্ঘসংস্থানো-দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদিতং স্বরূপবন্নিত্যানন্তাচিন্ত্যং কার্য্যকারণরূপ-প্রকৃতি-সম্বন্ধ-বর্জ্জিতং অপ্রাকৃতং কলেবরং স্বাভাবিকং শরীরম্" "তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ। প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তর্দ্দধে হরিঃ।" ইতিবৎ জহৌ—প্রত্যক্ষতাং ত্যক্ত্বা অন্তর্হিতোঽভূৎ ইত্যর্থঃ। প্রসঙ্গান্মৎস্যাদি প্রাদুর্ভাবেষু শ্রীমূর্ত্তের্নিত্যতাং দর্শয়তি, যথা নটঃ একেনৈব দেহেন রূপং ধত্তে জহাৎ চ তথা একেন ভগবান্ যথেচ্ছং মৎস্যাদি রূপানি ধত্তে—জহাৎ অন্তর্দ্ধত্তে চ।"

প্রকৃত কথা এই যে কার্য্য-কারণরূপ প্রকৃতি-সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত স্বরূপবৎ নিত্য ভগবদ্দেহের বিনাশ অসম্ভব। "জহৌ কলেবরম্"—বাক্যের অর্থ—অন্তর্হিতোঽভূৎ।" আলোচ্য শ্লোকের টীকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমহোদয়ের ব্যাখ্যান যেমন পরিস্ফুট, তেমনই তত্ত্ববিচারপাণ্ডিত্যপূর্ণ। এস্থলে উহার মর্ম্ম লিখিত হইতেছে :—"কৃষ্ণ ঐন্দ্রজালিক নটের ন্যায় তাঁহার স্বদেহ ত্যাগ ব্যাপারটা মিথ্যা মাত্র বলিয়াই লোকদিগের নিকট প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।" মূলে লিখিত আছে, ভগবান্ দেহ ধারণ করেন এবং ত্যাগ করেন। "ধারণকরিয়া ত্যাগ করেন" ইহা লিখিত হয় নাই। তনুত্যাগ-কালেও তিনি সেই তনু ধারণ করেন। ঐন্দ্রজালিক যেমন দেহ দাহ প্রভৃতি দ্বারা তদ্দেহ ত্যাগ সকলকে দেখাইয়া থাকে এবং দর্শক মাত্রই তাহা বিশ্বাস করে, কিন্তু বাস্তবিক সে দেহ ত্যাগ করে না, মরিয়াও যায় না; সেইরূপ ভগবান্ মৎস্যাদি শরীর ত্যাগ করার সময়েও তাহা ধারণ করিয়া থাকেন। ঐন্দ্রজালিকের স্বশরীর-ধারণ যেমন সত্য, উহা ত্যাগ মাত্র মিথ্যা; শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ও সেইরূপ। ভগবানের দেহ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ভৌতিক নয়। সুতরাং উহার নাশ অসম্ভব যথা মহাভারতে :—

"ন ভূত সঙ্ঘসংস্থান দেহোঽস্য পরমাত্মনঃ।"

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে :—

যোবেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বস্মাদ্বহিঃ কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ।
মুখং তস্যা বলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥

বৈশম্পায়ন-সহস্র নামে লিখিত আছে, "অমৃতাংশোঽমৃতবপুঃ"। "অমৃতবপুঃ" শব্দের অর্থ এই যে, ভগবদ্দেহ বিনাশ-বর্জ্জিত। এস্থলে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধ নয়। "জহাৎ" অর্থ ত্যাগার্থক। ত্যাগের অর্থ দান। বৈকুণ্ঠাদি ধামস্থিত ভক্তদিগকে স্বশরীর প্রবিষ্টচর নরনারীরূপ তাহাদের পালনার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তনুত্যাগ বাস্তব নয়। শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভগবান্ স্বতনুসহ বৈকুণ্ঠে গমন করেন। শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, "ত্যাগোঽত্র স্বতনুকরণকএব নতু স্বতন্বাসহ-মহীং জহৌ" এইরূপ কুব্যাখ্যার অবকাশ নাই। যেহেতু উপপদ বিভক্তি অপেক্ষা কারক-বিভক্তি বলীয়সা। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের ২।৩।৪ শ্লোক শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী, স্বামীর টীকাসহ উদ্ধৃত করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নাং নাদৃয়ন্ত ইতি বিগ্রহরূপং মাম্ ইত্যেবার্থঃ বিগ্রহস্যৈব পরব্রহ্মত্বেন স্থাপিতত্বাৎ" অর্থাৎ ভগবদ্বিগ্রহ পরব্রহ্ম স্বরূপ। উহা মায়িক নহে, প্রাকৃতিক নহে, ভৌতিকও নহে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্ব

শ্রীভগবানের অবতার গ্রহণ সম্বন্ধে এক শ্রেণীর প্রতিবাদী আছেন। তাঁহারা বলেন, যিনি পরমব্রহ্ম, তিনি অনন্ত অবিভাজ্য ও সর্ব্বব্যাপী। তিনি যদি কোন নির্দ্দিষ্ট আকারে আকারিত হয়েন, তবে তাঁহার সর্ব্ব-

ব্যাপিত্ব কি প্রকারে থাকিতে পারে? তিনি যদি বুদ্ধ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, রাম বা কৃষ্ণের বেশে জগতে প্রকটিত হয়েন, তবে তাঁহার সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপি বিভুত্ব থাকিতে পারে কি? এ অবস্থায় তিনি তো দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া যান। অতএব তাঁহার সগুণত্ব ও আকারাদি স্বীকার করিলে তাঁহাকে একবারেই বিভু বলা চলে না।

কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও বেদান্ত সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের "ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" এই সূত্র হইতে কতিপয় সূত্রের ভাষ্যে সবিশেষ ও সাকার বাদের প্রতিকূলে এই যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে—ন হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষাপেতং তদ্বিষয়ে তদ্ধেত্বভ্যুপগন্তুশক্যং বিরোধাৎ" অর্থাৎ একই বস্তু রূপাদিযুক্ত ও রূপাদিবিহীন এরূপ হইতে পারে না। এই সকল উক্তি তর্কযুক্তির কথা, প্রাকৃত বিষয়েই এই সকল তর্ক-যুক্তিযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে এরূপ তর্কই উঠিতে পারে না। শ্রীমৎ শঙ্করই শারীরক মীমাংসার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৬ষ্ঠ সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যতর্ক-নিরসনের জন্য লিখিয়াছেন:—

"রূপাদ্যভাবাৎ হি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদিনাং আগমমাত্রসমাধিগম্য এব তু অয়মর্থো ধর্ম্মবৎ।" অর্থাৎ রূপাদি না থাকায় তিনি প্রত্যক্ষাদির অগোচর, আবার লিঙ্গাদিপ্রত্যক্ষদৃষ্ট আনুমানিক চিহ্নাদি না থাকায় তিনি অনুমানেরও অবিষয়। অপর তিনি প্রত্যক্ষ বা তর্কাদির বিষয় নহেন, কেবল, শাস্ত্রগম্য। এই উক্তি প্রতিপাদনের জন্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা:—

"নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈবসুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।" ইতি

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ ইয়ং বিসৃষ্টির্বত আবভূব।"

ইতি চেতৌ মন্ত্রৌ সিদ্ধানামপীশ্বরাণাং দুর্ব্বোধতাং জগৎকারণস্য দর্শয়তঃ।

জগৎকারণ ব্রহ্ম যে সিদ্ধ ঈশ্বরগণেরও দুর্ব্বোধ্য তাহা দুইটী মন্ত্রে বলা

হইয়াছে। "হে প্রিয়, নচিকেত, ব্রহ্মবিষয়ক মতি কুতর্ক বাধিত করিতে নাই, ইহা গুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেই ফলবতী হয়, অন্যথা বিফল। অপিচ যাহা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি হইয়াছে, কে তাঁহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানে? কেইবা তাঁহার কথা উপদেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারে? স্মৃতিতেও লিখিত আছে :—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥
"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।"
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ॥

এখানে শুষ্ক তর্কই বাধিত হইয়াছে, শ্রুতির অনুগৃহীত তর্ক অবশ্যই আশ্রয় যোগ্য। শঙ্কর নিজেই এস্থলে বলিয়াছেন:—নানেনমিষেণ শুষ্কতর্কস্যাত্রাত্মলাভঃ সম্ভবতি। শ্রুত্যনুগৃহীত এবহ্যত্র তর্কোঽনুভবাঙ্গত্বেনা-শ্রীয়তে। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি চ কেবলস্য তর্কস্য বিপ্রলম্ভকত্বং দর্শয়িষ্যতি।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের এই যুক্তিতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অচিন্ত্যতত্ত্ব পরব্রহ্মে বিপরীত ভাবের সমাবেশ অসঙ্গত বা অসমীচীন নহে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের বিভুত্ব ও পরি-চ্ছিন্নত্বের যুগপৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অতি পরিস্ফুট বিচার করিয়াছেন। যে শ্লোকদ্বয় অবলম্বনে এই বিচার উপস্থাপিত হইয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

ন চান্তর্ন-বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জ্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্তলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥

ভাগ—১০।৯।১০—১৪।

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই সর্ব্বব্যাপক পদার্থকে কি প্রকারে বাঁধা যাইতে পারে। তাই ঋষি লিখিয়াছেন "মর্ত্তলিঙ্গম্"—অর্থাৎ "মনুষ্য-বিগ্রহম্"। এখন কথা এই যে, যদি তাঁহাকে নরাকার বলিয়া স্বীকার কর, তবে আবার ব্যাপকত্ব কোথায়—বিভুত্ব কোথায়? এই দোষ পরিহারের জন্য অপর একটি বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তিনি যে অধোক্ষজ সর্ব্বেন্দ্রিয়জ্ঞানের অগোচর—অধঃকৃতং ইন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন—ইনি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহ দ্বারা অচিন্ত্য। শ্রীবিগ্রহের প্রভাব আমাদের চিন্তার অতীত। শ্রীবিগ্রহ মায়িক নহে। বাড়বাগ্নি সমুদ্র মধ্যে থাকে—ইহা সকলেরই সুবিদিত। জলের মধ্যে আগুন থাকা অসম্ভব এই তর্ক তুলিয়া যাহারা বলিতে চাহে বাড়বাগ্নি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার মাত্র, তাহারা প্রকৃতই অজ্ঞ। শ্রুতি শ্রীভগবানের স্বরূপসম্বন্ধে বলিতে গিয়া চকিত হইয়া বলিতেছেন—

"অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব।"

শ্রীপাদশ্রীজীব এস্থলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :—

"তস্মাদস্ত্যেব তস্মিন্ পরিচ্ছিন্নত্বং বিভুত্বং চেতি যুগপদেব মূলসিদ্ধান্ত এব—পরস্পরবিরোধিশক্তিশতনিধানত্বং তস্য দর্শিতম্।"

অর্থাৎ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য ভগবদ্‌বিগ্রহে যুগপৎ বিভুত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। মূল সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি শত শত পরস্পর বিরোধি-শক্তি সমূহের আশ্রয়। ত্রিদোষঘ্ন ঔষধগুলিও পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ীভূত।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতায় একটা প্রমাণ আছে যথা :—

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোঽপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত একটি শ্রুতিও ইহার পোষক, তদ্ যথা :—

অস্থূলোঽনণুরমধ্যমোঽমধ্যমো ব্যাপকোঽব্যাপকো হরিরাদিরনাদির বিশ্বোঽবিশ্বঃ সগুণো নির্গুণঃ ইতি।

নৃসিংহতাপনীতেও লিখিত আছে :—

তুরীয়মতুরীয়মাত্মানমনাত্মানমুগ্রমমুগ্রং বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং জ্বলন্তমজ্জ্বলন্তম্ সর্ব্বতোমুখম সর্ব্বতোমুখম্।"

ব্রহ্মপুরাণে- -অস্থূলোঽনণুরূপোঽসৌঅবিশ্বো বিশ্ব এবযঃ বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপোঽসৌ ঐশ্বর্য্যাৎ পুরুষোত্তমঃ॥

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—পরমাণন্ত পর্য্যন্ত সহস্রাংশাণুমূর্ত্তয়ে।

জঠরাকাযুতাংশাস্তস্থিতব্রহ্মাণ্ডধারিণে॥

শ্রীভগবদ্গীতায়—ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

এস্থলে "অব্যক্তমূর্ত্তিনা" এই পদ প্রয়োগের অর্থ করিয়া শ্রীজীব গোস্বামি মহোদয় লিখিয়াছেন "তাদৃশ রূপত্বাৎ বুদ্ধিবৈভবাগোচরস্বভাববিগ্রহেণ" অর্থাৎ তাদৃশরূপত্বহেতু তাঁহার বিগ্রহ বুদ্ধিবৈভবের অগোচর। ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীপাদজীবগোস্বামিমহোদয় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা এই যে, শ্রীভগবান্ দুর্ব্বিতর্ক্য-স্বরূপশক্তি দ্বারা বিভুত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব এই উভয়ভাববিশিষ্ট। শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন :—

দুর্ব্বিতর্ক্যস্বরূপশক্ত্যেব মধ্যম পরিমাণ বিশেষ এব সর্ব্বব্যাপকোঽস্মীতি স্বয়মেব ভগবান্ জননীং যুগপদুভয়াত্মকং নিজধর্ম্মবিশেষং দর্শিতবান্।"

অর্থাৎ দুর্ব্বিতর্ক স্বরূপশক্তিবান্ মধ্যম পরিমাণবিশিষ্ট হইয়াও আপনি সর্ব্বব্যাপক। আপনি নিজেই জননীকে এই উভয়াত্মক নিজধর্ম্ম দেখাইয়াছিলেন। শ্রীভগবদ্ বিগ্রহ অচিন্ত্য তর্কৈশ্বর্য্যপূর্ণ। প্রকৃত দেহের সহিত

ভগবদ্ বিগ্রহের তুলনা করিতে গিয়া লোকের হৃদয়ে ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়। কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত সেরূপ নহে।

কেহ কেহ বলেন, জগতের হিতের জন্য ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের জন্মগ্রহণের প্রয়োজন কি? তিনি এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পদে পদেই তাঁহাকে মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্রতা দেখাইতে হয়, মানুষের ন্যায় তাঁহাকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। মানুষের মতই সর্ব্ববিষয়েই তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হয়। সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাময় ভগবান্ তাহা কেন করিবেন?

ইহার উত্তরে আমরা বলি, তাঁহার ইচ্ছাময়তা ও সর্ব্বশক্তিমত্তাই ইহার কারণ। যেহেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও ইচ্ছাময়,—মানুষের ন্যায় প্রপঞ্চে অবতরণ,—তাঁহারই ইচ্ছা। তিনি কেবল সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, কেবল ইচ্ছাময় ও নহেন, তিনি দয়াময়ও বটেন। সুতরাং জীবদিগের উন্নতির জন্য "তিনি যে করুণাময়" জীবের হৃদয়ে এই তত্ত্ব প্রকটিত করার জন্য মানুষের ভাবে, মানুষের আকারে ভগবান্ প্রপঞ্চে প্রকটিত হইবেন, ইহার আর অযৌক্তিকতা কি আছে? মানুষের মধ্যে মানুষভাবে না আসিলে মানুষ কিরূপে তাঁহার দয়ার পরিচয় পাইবে? এই নিমিত্ত তিনি এজগতে অবতীর্ণ হয়েন, এবং মানুষের মতই লীলা করিয়া থাকেন।

অপর কথা এই যে, তিনি সমগ্র ক্লেশকর্ম্মবিপাক-পরিবর্জ্জিত; মানুষের মত এ জগতে বিচরণ করিলেই বা তাঁহার ক্লেশ হইবে কেন? সাধু যোগী প্রভৃতিই যখন সাধারণ জীবের ন্যায় ক্লেশের অধীন নহেন, তখন যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রের চিরধ্যেয় ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকের অনধীন স্বতন্ত্র ভগবানের আবার ক্লেশ কি? তিনি মনুষ্যদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নর-শরীর গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয়েন, তাঁহার সর্ব্বচিত্তাকর্ষকরূপ দেখিয়া, তাঁহার প্রভাবময় বাক্যশুনিয়া এবং তাঁহার অশেষ কল্যাণজনক কার্য্য দেখিয়া মানব সমাজ উন্নতির পথে পরিচালিত হয়, মানুষ তাঁহার ভাবগতি কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হয়; তাই তিনি গীতায় বলিয়াছেন:—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাৎ কর্ম্ম চেদহম্।
শঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥ ৩ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ত্রিভুবনে আমার কিছু অপ্রাপ্ত নাই, সুতরাং কোন কর্ত্তব্য নাই তথাপি আমি লোক-হিতার্থে কর্ম্ম করিতেছি। আমি কর্ম্ম না করিলে এই সকল লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে এবং আমি প্রজাগণের অবনতির হেতু হইবে। এই জন্য আমি নিজে কর্ম্ম করিয়া জীবদিগকে শিক্ষা দেই।" এখানে আর একটি সংশয় উঠিতে পারে—আপ্তকাম ভগবানের এই কারুণ্য কেন? বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে এই সংশয়ের উত্থাপন করিয়াছেন।

তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, যিনি পূর্ণকাম তাঁহার আবার জগৎ-সৃষ্টির বাসনা কেন হইবে? যদি বল, ইনি করুণা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন এবং আপনিও অবতীর্ণ হয়েন একথাও সুসঙ্গত নহে। কেন না সৃষ্টির পূর্ব্বে-তো জীবের শরীর-ইন্দ্রিয়াদি ছিল না, সুতরাং দুঃখও ছিল না। এই অবস্থায় কাহার দুঃখনাশের ইচ্ছায় ভগবানের করুণা হইবে? যদি বল, সৃষ্টির পরবর্ত্তী সময়ে জীবদিগের দুঃখ দেখিয়াই ভগবানের কারুণ্যের উদয় হয়,—ইহাতে তোমার উক্তিতে ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটে। অর্থাৎ কারুণ্য দ্বারা সৃষ্টি, আবার সৃষ্ট দ্বারা কারুণ্য সাধিত হয়। আবার যদি বল যে ঈশ্বর সকরুণ, ঈশ্বর জীবদিগকে সুখী করিয়াই সৃষ্টি করেন কিন্তু জীবের কর্ম্ম জীব দিগকে দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া ফেলে,—

* তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইচ্ছাময়ই কর্ম্মে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার অধিষ্ঠানতা ভিন্ন অচেতন কর্ম্মের প্রবৃত্তি অসম্ভব। সুতরাং জীবের শরীরধারণও অসম্ভব, কাজেই দুঃখের উৎপত্তিও অসম্ভব। অতএব কারুণ্যের কথা উঠিতেই পারে না।

ব্রহ্মসূত্রে ইহার উত্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ বাদরায়ণ এইরূপ সংশয়ের নিরাসের জন্য পূর্ব্বপক্ষ করিয়া তাহার নিরাস করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—"প্রয়োজনবত্ত্বাৎ।" ব্রহ্মসূত্র—২।১।৩২ অর্থাৎ প্রয়োজন ভিন্ন জগতে কখনও কাহারও কোনও বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না। পরমাত্মা আত্মতৃপ্ত ও আত্মকাম, তাঁহার কোনও অভাব নাই; প্রয়োজনও নাই; সুতরাং তিনি সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"—ইতি মণ্ডুক শ্রুতি। যদি বল, উন্মত্তের নর্ত্তনের ন্যায় তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে—"যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্।" এ দৃষ্টান্তও দেওয়া সঙ্গত নহে, কেননা ইহাতে পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞতায় দোষ পড়ে। ইহার উত্তরে ভগবান্ সূত্রকার বলেন :—লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্ ব্রহ্মসূত্র—২।১।৩৩ শঙ্কর ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—এই জগৎ-রচনা ঈশ্বরের লীলাস্বরূপ, বিনা প্রয়োজনেই লীলা-প্রবৃত্তি দেখা যায়, অতএব ঈশ্বরের ইত্যাকার পূর্ব্ব পক্ষের অবসরাভাব। আপ্তকাম রাজার বিহারাদির ন্যায় অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসাদির ন্যায় বিনা প্রয়োজনেও কেবল মাত্র স্বভাবের বশে উহা সম্পন্ন হয়।

শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ এই সূত্রের ভাষ্যে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

সৃষ্ট্যাদিকং হরের্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষতে।
কুরুতে কেবলানন্দাৎ যথা মর্ত্তস্য নর্ত্তনম্॥
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজন-মতিঃকুতঃ।
মুক্তা অব্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমু তস্যাখিলাত্মনঃ॥

নারায়ণসংহিতা (মাধ্বভাষ্যধৃত শ্লোক)

এ সম্বন্ধে মাধ্বভাষ্যধৃত শ্রুতি এই যে,—

"দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্ত কামস্য কা স্পৃহা।"

অর্থাৎ ভগবানের স্বভাবই এইরূপ, আপ্তকামের আবার স্পৃহা কি? ফলতঃ শ্রীভগবানের সৃষ্টিকার্য্য ও অবতরণ—তাঁহার লীলা মাত্র। বিষ্ণু পুরাণে অতি স্পষ্টরূপেই ইহার উল্লেখ আছে যথাঃ—

মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি॥
মনসৈব জগৎ সৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষ-ক্ষপণে কোঽয়মুদ্যমবিস্তরঃ॥
তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্ম্মস্তমনুবর্ত্ততে।
কুর্ব্বন্ বলবতা সন্ধিং হীনৈর্যুদ্ধং করোত্যসৌ॥
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ ক্বচিদেব পলায়নম্॥
মনুষ্য-দেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ত্ততঃ।
লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ত্ততে॥

৫ম অংশ ২২ অধ্যায় ১৪—১৮।

অর্থাৎ যিনি জগতের পতি, তিনি মনুষ্যধর্ম্মশীল হইয়া মানুষের মত যে ব্যবহার করেন ইহাই তাঁহার লীলা। তিনি শত্রুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, ইহাও তাঁহার লীলা। কেননা যিনি মন দ্বারাই জগৎসৃষ্টি ও জগৎ সংহারে সমর্থ, শত্রুক্ষয়ের জন্য তাঁহার ঐ উদ্যম কেন? তিনি মানুষের সমাজে মানুষের বেশে আসিয়া মানুষের ন্যায়ই আচরণ করেন, বলবানদের সহিত সন্ধি করেন, হীনবলের সহিত যুদ্ধ করেন, সাম-দান-ভেদ প্রদর্শন করেন, প্রয়োজন মত দণ্ড করেন, কখন বা পলায়ন করেন। এইরূপে মনুষ্যের ন্যায় তিনি ব্যবহার করেন; জগৎপতির লীলা স্বেচ্ছাধীনা। সুতরাং ইহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভবপর নহে।

ঋষিবাক্য ও বিদ্বদনুভব প্রভৃতি বহুল প্রমাণ দ্বারা এইরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শ্রীভগবদ্দেহ নিত্য, অবিতর্ক্যঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন হইয়াও বিভু। জগতের হিতের নিমিত্ত প্রয়োজন অনুসারে শ্রীভগবানের পৃথক্ পৃথক্ শ্রীবিগ্রহ জগতে আবির্ভূত হয়েন। তাঁহার কারুণ্যই তাঁহার অবতরণের হেতু। জগৎসৃষ্টি তাঁহারই লীলা। আপ্তকাম শ্রীভগবানের এই লীলার কোন হেতু নাই। আপ্তকাম শ্রীভগবানের কোনও অভাব নাই, প্রমত্ত ব্যক্তি যখন আপন হৃদয়ের উল্লাসে আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া নৃত্য করে, তাঁহার সে নৃত্যের কোন হেতু থাকে না। অনন্ত গুণ-নিধান অনন্ত-উল্লাসময় শ্রীভগবানের লীলাস্ফুরণ স্বতঃসিদ্ধ। এই লীলাক্ষেত্রই জীবের উৎপত্তি। জীবের সুখদুঃখও এই লীলার নিয়মেই সংঘটিত হয়। শ্রীভগবানের প্রীতি ও কারুণ্য প্রভৃতিও এই লীলাবিলাসের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-বিশেষ। জন্ম-কর্ম্ম-রহিত শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম প্রভৃতি তাঁহার অনন্ত লীলারই প্রকাশ। সুতরাং এই প্রপঞ্চে শ্রীবিগ্রহের অবতরণ ও শ্রীভগবানের লীলা প্রকটন একই কথা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবিধ অবতার

যিনি প্রকৃতির অন্তর্য্যামী ও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, যিনি অংশতঃ বহুরূপ হইয়াও প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী হয়েন, যিনি আদি অবতার ও সকল অবতারের বীজ বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহার অংশ পরমাত্মস্বরূপে ভূতে ভূতে বিরাজ করেন, তাঁহারই নাম পুরুষাবতার। এই পুরুষাবতার সম্বন্ধে সাত্বততন্ত্রের উক্তি যথা :—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥

বিষ্ণুর অর্থাৎ মূলসঙ্কর্ষণের পুরুষসংজ্ঞক ত্রিবিধরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তন্মধ্যে যিনি প্রকৃতির অন্তর্য্যামী ও মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, তাঁহার নাম,—প্রথম-পুরুষ। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের ও সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী, তাঁহার নাম,—দ্বিতীয়-পুরুষ। আর যিনি সর্ব্বভূতের বা ব্যষ্টিজীবের অন্তর্য্যামী, তাঁহার নাম,—তৃতীয় পুরুষ।

প্রথম পুরুষ।—প্রলয়লীন বাসনাবদ্ধ, পরমেশ্বর বিমুখ জীবসকলের প্রতি করুণাবশতঃ শ্রীভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। বাসনাবদ্ধ জীব, সৃষ্ট সংসারে কর্ম্ম করিতে করিতে শুদ্ধ হইয়া মৎসাম্মুখ্য লাভ করুক, এইরূপ ইচ্ছা হইতেই শ্রীভগবানের সৃষ্টীচ্ছা প্রকাশ পাইয়া থাকে। সিসৃক্ষু পরমেশ্বর পুরুষরূপ স্বীকার পূর্ব্বক প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। ঐ ঈক্ষণে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার অপগমে স্পন্দনরূপ ক্ষোভাভিভব উৎপন্ন হয়। গুণক্ষোভে অব্যক্তা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হয়েন। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের নিলীন বৃত্তিসমূহের স্পন্দন বা অভ্যুদয়ই উহাদের ক্ষোভ। সত্ত্বাদি গুণত্রয় পরস্পরের অভিভব, উপকার, পরিণাম ও সংসর্গ দ্বারা নিজ নিজ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ গুণত্রয়ের বৃত্তির অভ্যুদয়ে ক্রমান্বয়ে মহদাদি ক্ষিত্যন্ত তত্ত্ব সকল উৎপন্ন হয়। প্রথম পুরুষই তত্ত্ব সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি মহাবিষ্ণু ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহার রূপ বিরাট্।

দ্বিতীয় পুরুষ। মহদাদি ক্ষিত্যন্ত অসংহত কারণ-তত্ত্ব সকলকে ত্রিবিৎকৃত বা পরস্পর সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত প্রথম পুরুষ অংশতঃ বহুরূপ হইয়া উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই প্রবিষ্ট অংশই দ্বিতীয় পুরুষ। ইহার প্রবেশের পূর্ব্বে তত্ত্ব সকল অন্তর্নিহিত ক্রিয়াশক্তি-

প্রভাবে পরস্পর অসংযত অবস্থায় একমাত্র স্বাভাবিক সরল গতিতে অনন্ত আধারে নীরাহবৎ সঞ্চরণ করিতে থাকে। সরল গতির দিক্‌পরিবর্ত্তন বা বক্রভাব বিরুদ্ধ-শক্তির প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইতে পারে না। আবার উক্ত বক্রভাব ব্যতিরেকে অবয়ব-সন্নিবেশও সম্ভব হয় না। অতএব প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রপঞ্চমধ্যে অবতরণের প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয় পুরুষ প্রপঞ্চে অবতরণ পূর্ব্বক স্বীয় প্রবল আকর্ষণ দ্বারা তত্ত্ব সকলকে বক্রগতি প্রাপিত করিয়া থাকেন। এইরূপে তত্ত্ব সকল বক্র গতিবিশিষ্ট, ত্রিবিৎকৃত, পঞ্চীকৃত, চক্রাবর্ত্তে আবর্ত্তিত ও আকুঞ্চিত হইয়া কৈন্দ্রিক আকর্ষণ অভিভব পূর্ব্বক কেন্দ্র বিচ্ছিন্ন অনন্তব্রহ্মাণ্ডের আকার ধারণ করে। কেন্দ্র বিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ড সকল দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হয় না; কারণ, সমষ্টির অবয়ব ব্যষ্টি বস্তুসকল সমষ্টিকে কেন্দ্র করিয়া উহার সমান্তরাল অক্ষরেখাতেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় পুরুষ এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি গর্ভোদশায়ী ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকেন। ইনিও বিরাট্‌রূপী।

তৃতীয় পুরুষ,—দ্বিতীয় পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড,—সূক্ষ্ম। স্থূল সৃষ্টির নিমিত্ত দ্বিতীয় পুরুষ হইতে বিবিধ অবতার সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যিনি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, তাঁহাকেই তৃতীয় পুরুষ বলা হয়। ইনি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী। ইনি ক্ষীরোদশায়ী ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়া থাকেন। ইনি চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ। ইঁহাকে অন্তর্য্যামী পরমাত্মাও বলা যায়।

গুণাবতার,—স্থূল সৃষ্টি বা চরাচর সৃষ্টির নিমিত্ত গুণাবতারের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সৃষ্টির নিমিত্ত সৃষ্টিকর্ত্তা রজোগুণের অবতার, সংহারের নিমিত্ত সংহারকর্ত্তা তমোগুণের অবতার এবং পালনের নিমিত্ত পালনকর্ত্তা সত্ত্বগুণের অবতার। এই পালন কর্ত্তা সত্ত্বগুণাবতার বিষ্ণু ও পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় পুরুষ একই। রজোগুণাবতারের নাম ব্রহ্মা এবং তমো-

গুণাবতারের নাম শিব। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ নিয়ম্য, অর্থাৎ পুরুষের নিয়মাধীন। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবরূপে আবির্ভূত পুরুষ নিয়ামক, অর্থাৎ গুণত্রয়ের পরিচালন কর্ত্তা। তাঁহারা যে ভাবে পরিচালন করেন, গুণসকল সেই ভাবেই পরিচালিত হইয়া থাকে। এই-রূপ গুণের সহিত গুণাবতারের নিয়ম্য-নিয়ামকতারূপ সম্বন্ধকে যোগ বলা হয়। অতএব গুণাবতার সকল কখনই ঈদৃশ সম্বন্ধ ভিন্ন অপর কোনরূপ গুণযোগ প্রাপ্ত অর্থাৎ গুণবদ্ধ হয়েন না। তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব সান্নিধ্য মাত্র রজোগুণ ও তমোগুণের পরিচালক হয়েন এবং বিষ্ণু সঙ্কল্প মাত্র সত্ব-গুণের উপকারক হয়েন। অতএব বিষ্ণু কোন প্রকারেই সত্ব গুণের সহিত যুক্ত হয়েন না।

ব্রহ্মা। সমষ্টিবিরাড্‌রূপ কারণ হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ত্ত ও বৈরাজভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যিনি কেবল ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করেন, সেই সমষ্টি জীবাত্মক সূক্ষ্মরূপকে হিরণ্যগর্ত্ত বলা হয়; আর যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, সেই লোকাত্মক স্থূলরূপের নাম বৈরাজ। সূক্ষ্মরূপ মহত্তত্ত্বাত্মক ও দেবাদির অগোচর; স্থূলরূপ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক ও দেবাদির গোচর। বিরাট্, হিরণ্যগর্ত্ত ও কারণ এই তিনটিই উপাধি। স্থূলো-পাধির নাম বিরাট্-সূক্ষ্মোপাধির নাম হিরণ্যগর্ত্ত। আর কারণোপাধির নাম কারণ বা সমষ্টি বিরাট্। তদুপহিত চৈতন্যই ব্রহ্মা এবং তদন্তর্য্যামী চৈতন্যই দ্বিতীয় পুরুষ। বৈরাজ-সংজ্ঞক ব্রহ্মা, সৃষ্টি ও বেদ প্রচারের নিমিত্ত প্রায়ই চতুর্ম্মুখ, অষ্টনেত্র ও অষ্টবাহু হইয়া অভিব্যক্ত হয়েন। কোন কোন মহাকল্পে জীবও উপাসনা-প্রভাবে ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। আর কোন কোন মহাকল্পে তাদৃশ জীবের অভাব হইলে, দ্বিতীয় পুরুষই অংশতঃ ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। অতএব কালভেদে ব্রহ্মায় জীবকোটিত্ব ও ঈশ্বর কোটিত্ব উভয়ই সিদ্ধ হইতেছে। শাস্ত্রে ঈশ্বর আবির্ভাব অপেক্ষা করিয়া ব্রহ্মা অবতার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। কেহ কেহ সমষ্টিরূপ শ্রীভগ-

বানের সন্নিকৃষ্টতাহেতু, অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মাকে সমর্থ জানিয়া শ্রীভগবান্ ক্ষীরনীরবৎ তাঁহাতে সম্পৃক্ত হইয়া অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন বলিয়া ব্রহ্মাকে অবতার বলেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে আবেশাবতারই বলিয়া থাকেন।

শিব। শ্রীশিব একাদশব্যূহাত্মক রুদ্র নামে খ্যাত। ঐ একাদশ ব্যূহ যথা,—অজৈপাত, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, বৈরত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও যজমান এই তাঁহার অষ্টমূর্ত্তি। তাঁহার দশ বাহু, পঞ্চবদন এবং প্রত্যেক মুখে তিনটি তিনটি করিয়া নয়ন উক্ত হইয়া থাকে। প্রায়ই ব্রহ্মা শিবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সংহারকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। কোন কোন কল্পে স্বয়ং বিষ্ণুই শিবরূপ ধারণ পূর্ব্বক সংহারকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন কল্পে তাদৃশ পুণ্যকারী জীবও সংহারকর্ত্তা হয়েন। উক্ত ত্রিবিধ সংহার কর্ত্তাকেই গুণাবতার বলা হয়। কিন্তু যিনি শ্রীবৈকুণ্ঠধামের অন্তর্গত শিবলোকে সদাশিবরূপে বিরাজিত, তিনি গুণাবতার নহেন; তিনি নির্গুণ এবং শ্রীনারায়ণের ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গবিশেষ, অর্থাৎ বিলাস মূর্ত্তি বা কায়ব্যূহ। এই সদাশিব গুণাবতার শিবের অংশী।

বিষ্ণু,—পূর্ব্বে যে তৃতীয় পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনিই গুণাবতার বিষ্ণু।

লীলাবতার,—শ্রীভগবানের যে সকল অবতারে আয়াস রহিত, বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ, নিত্যনূতন উল্লাস তরঙ্গ দ্বারা তরঙ্গায়িত, স্বেচ্ছাধীন কার্য্য সকল দৃষ্ট হয়, তাঁহাদিগকেই লীলাবতার বলা হইয়া থাকে। লীলাবতার সকল পূর্ণ, অংশ ও আবেশ ভেদে ত্রিবিধ। ঐ সকল লীলাবতারের মধ্যে অধিকাংশই অংশাবতার ও আবেশাবতার। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার। পূর্ব্বে যে স্বয়ং রূপের কথা বলা হইয়াছে, এই শ্রীকৃষ্ণই সেই স্বয়ং

স্বরূপ। কল্পাবতার ও যুগাবতার সকল লীলাবতারেরই অন্তর্গত, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ পূর্ণ, কেহ অংশ ও কেহ আবেশ।

শ্রীমদ্ভাগবতে অনেকগুলি লীলাবতারের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল লীলাবতার যথা—চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নারায়ণ, কপিল, দত্ত, হয়শীর্ষ, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, রঘুনাথ, ব্যাস, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। ইঁহারা প্রতি কল্পেই লীলার্থ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুদামা, যোগেশ্বর, ও বৃহদ্ভানু এই চতুর্দ্দশটি মন্বন্তরাবতার। মন্বন্তরাবতার সকল ও লীলাবতার হইলেও, ইঁহারা যে যে মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েন, সেই সেই মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত পালন করাতেই, ইঁহাদিগকে মন্বন্তরাবতারই বলা হইয়া থাকে। যে মন্বন্তরে যিনি মন্বন্তরাবতার হয়েন, তিনিই সেই মন্বন্তরের যুগবিশেষে উপাসনা-বিশেষের প্রচারার্থ যুগাবতার হইয়া থাকেন। চারিটী যুগের যুগাবতার চারিটী। সত্যযুগের যুগাবতার শুক্ল, ত্রেতাযুগের যুগাবতার রক্ত, দ্বাপর যুগের যুগাবতার শ্যাম, আর কলি যুগের যুগাবতার সাধারণতঃ কৃষ্ণ। কোন কলিতে কচিৎ পীতবর্ণ যুগাবতারও দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

চতুঃসন। যে চারিজনের নামের আদিতে 'সন' শব্দ বিদ্যমান, তাঁহারাই চতুঃসন বলিয়াই উক্ত হয়েন। তাঁহাদের নাম সনক, সনন্দন সনাতন ও সনৎকুমার। তাঁহাদের আকার পঞ্চবর্ষীয় বালকের ন্যায় এবং বর্ণ গৌর। তাঁহারা জ্ঞান-প্রচারার্থ আবেশরূপে ব্রহ্মা হইতেই ব্রাহ্মণ হইয়া অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহারা ব্রাহ্মকল্পে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার অধিকার পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। তাঁহাদিগের বাসস্থান ত্রিদিব বৈভবে শ্রীবৈকুণ্ঠলোক ও পাদবৈভবে প্রধানতঃ তপলোকে, এবং কার্য্য, কর্ম্মজ্ঞান প্রচার। সৃষ্টির অধোমুখ প্রবাহে অর্থাৎ মানব জাতির উৎ-

পত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের বিশেষ কোন কর্ম্ম থাকে না। মানব জাতির উৎপত্তির পর তাঁহারা জ্ঞান প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ব্ব কল্পীয় মহত্তম জীব। তাঁহারা পূর্ব্বকল্পীয় জ্ঞানিচর ভক্ত অতএব মুক্তির অধিকারী হইয়াও, মুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া, সর্ব্বভূতের সেবাব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক পরকল্পে ভগবচ্ছক্ত্যাবিষ্ট আবেশাবতার হইয়া স্বসঙ্কল্পিত মহদ্ব্রত উদ্‌যাপন করেন।

নারদ। ইনিও পূর্ব্বকল্পীয় মহত্তম জীব এবং আবেশরূপে ব্রহ্মা হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মার অধিকার পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ইনি শুদ্ধভক্ত এবং সৃষ্টির ঊর্দ্ধমুখ প্রবাহে অর্থাৎ মানব জাতির উৎপত্তির পর, জগতে শুদ্ধাভক্তির প্রচার করিয়া থাকেন। ইঁহার বর্ণ শুভ্র এবং সর্ব্বভূতের সেবাই ব্রত। ইনি পঞ্চরাত্র নামক আগম শাস্ত্রের প্রণয়ন কর্ত্তা। ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠ-বাসী হইয়াও বীণাযন্ত্র সহযোগে শ্রীভগবানের গুণগান করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া থাকেন।

বরাহ। ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেবের বারদ্বয় আবির্ভাব-কথা জানা যায়। তন্মধ্যে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে কৃষ্ণবর্ণ চতুষ্পাদ বরাহ এবং দ্বিতীয় চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধার ও প্রাচেতস দক্ষের দৌহিত্র হিরণ্যাক্ষের বিনাশের নিমিত্ত জল হইতে শুক্লবর্ণ নৃবরাহ আবির্ভূত হয়েন। ইঁহার বাসস্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ ও মহর্লোক। বরাহাদি তির্য্যগ্‌রূপী বা নৃবরাহাদি মিশ্ররূপী অবতার সকলও কাল্পনিক নহে; কারণ, ইঁহাদিগের মন্ত্রোপাসনাদি উক্ত হইয়া থাকে এবং শতপথাদি ব্রাহ্মণে তৈত্তিরীয়াদি সংহিতাতে ও আরণ্যকেও ইঁহাদের উল্লেখ দেখা যায়।

পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন কল্পের কথা উক্ত হইয়াছে। কোন্ কল্পে কোন্ বিষয় কিরূপ ছিল, তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন? বিশেষতঃ পুরাণে অনেকানেক উচ্চতর লোকের কথা উক্ত হইয়াছে। ঐ সকল লোকের ঘটনা এই ভূর্লোকের পক্ষে অদ্ভুত প্রতীয়মান হওয়া কিছু বিচিত্র

নহে। লক্ষ লক্ষ বৎসরের অতীত ঘটনা সকল এবং স্বর্গাদি উচ্চতর লোকের ঘটনা সকল কি ইদানীন্তন ঐতিহাসিক অস্মদীয় ঘটনা সকলের সহিত এবং ভূর্লোকীয় ঘটনাবলীর সহিত তুলনায় সমালোচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত? মানবের দর্শন বিজ্ঞান যাহা স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই, এমন অনেক বিষয় কি অনাদি অনন্ত বিপুল বিশ্বরাজ্যে থাকিতে পারে না? উহা থাকিতে পারে না, বলা বা মনে করাও ধৃষ্টতার কার্য্য—দাম্ভিকতার পরিচয় মাত্র। সীমাবদ্ধ ল দৃষ্টিতে যাহা অসম্ভব বোধ হয়, উত্তরোত্তর মুক্ত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বিবেচনা করাই বুদ্ধিবানের কার্য্য। আবার দম্ভাহঙ্কারবিশিষ্ট হইয়া ঐ সকল পৌরাণিক ঘটনার প্রকারান্তরে অর্থ কল্পনা করিতে যাওয়াও অপরাধ বলিয়া উক্ত হয়। বিশেষতঃ ঐরূপ কল্পনায় আংশিক অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক অংশের রূপক যখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখান সম্ভব নহে, তখন মোটামুটি একটি রূপক সজ্জিত করিতে চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা মাত্র।

মৎস্য। বরাহাবতারের ন্যায় মৎস্যাবতারেরও ব্রাহ্মকল্পে বারদ্বয় আবির্ভাব শ্রবণ করা যায়। তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবসানে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া অপহৃত বেদের আহরণার্থ একবার এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে ভাবী বৈবস্বত মনু রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করিবার নিমিত্ত আর একবার মৎস্য দেবের অবতার উক্ত হইয়া থাকে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের মতে প্রতি মন্বন্তরেই একবার করিয়া মৎস্যাবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই অবতারে এক কল্পের সুরক্ষিত বীজ অপর কল্পে নীত হইতে দেখা যায়। সংহিতাদিতেও এই অবতারের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়।

যজ্ঞ। শ্রীভগবান্ রুচি হইতে আকূতিতে যজ্ঞ রূপে অবতরণ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্র যমাদি দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। ইঁহার অপর নাম হরি।

নরনারায়ণ। শ্রীভগবান্ জ্ঞানপ্রচারার্থ ধর্ম্মের মূর্ত্তিতে নর ও নারায়ণ

ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দুশ্চর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের হরি ও কৃষ্ণ নামক আর দুই সহোদরের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব চতুঃসনের ন্যায় ইঁহাদিগেরও চারিটিতে একটি অবতার গণনা করা হয়।

কপিল। কপিলদেব জ্ঞান প্রচারার্থ কর্দ্দম ঋষি হইতে দেবহূতিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইঁহার বর্ণ কপিল। ইনি ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে সেশ্বর সাংখ্য উপদেশ করিয়াছিলেন।

দত্ত। দত্ত বা দত্তাত্রেয় জ্ঞান প্রচারার্থ অত্রিমুনি হইতে অনসূয়াতে আবির্ভূত হইয়া, অলর্ক ও প্রহ্লাদপ্রভৃতিকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আবার লঘুভাগবতামৃত হইতে বলা যাইতেছে।

শ্রীভগবানের অবতার অসংখ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে :—

"অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ" অর্থাৎ হে দ্বিজগণ, সত্ত্বনিধি হরির অবতার অসংখ্য। এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধ্যায় হইতে প্রধান প্রধান অবতারের নাম প্রদর্শিত করা যাইতেছে :

ভগবান্ লোক-সকল সৃষ্টির মানসে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা ষোড়শ সম্বলিত পৌরুষ রূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ অংশবিশিষ্ট বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।১।

পূর্ব্বে যোগনিদ্রা বিস্তারকরতঃ একার্ণবে শয়ন করিলে তাঁহার নাভিরূপ হ্রদস্থ অম্বুজ হইতে বিশ্বস্রষ্ট গণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।২।

তাঁহার ঐ বিরাট্ মূর্ত্তির অবয়ব সংস্থান অর্থাৎ চরণাদিসন্নিবেশ দ্বারা ভূর্লোকাদি লোক সমস্ত কল্পিত হয় সত্য; কিন্তু, বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজস্তমো গুণাদিতে অস্পৃষ্ট যে নিরতিশয় সত্ত্ব, তাহাই তাঁহার যথার্থ রূপ।৩।

ঐ বিরাট্ মূর্ত্তি সহস্র সহস্র অর্থাৎ অপরিমিত চরণ, অপরিমিত উরু ও অপরিমিত বদনে অতিশয় অদ্ভুত এবং অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য শ্রবণ, অসংখ্য লোচন, অসংখ্য নাসিকা তথা অসংখ্য শিরোভূষণ, অসংখ্য কর্ণ

ও অসংখ্য কুণ্ডলে শোভমান। যোগিগণ অনন্যজ্ঞানরূপ চক্ষু দ্বারা সর্ব্বদাই তাহা দেখিতে পান।৪।

এই বিরাট্‌মূর্ত্তি নানা অবতারের বীজ অর্থাৎ যখন যে কোন অবতারের প্রয়োজন হয় তখন ইঁহা হইতেই সেই সকল অবতার প্রাদুর্ভূত হয়েন, অথচ তিনি অব্যয়, কদাপি তাঁহার নাশ নাই এবং তিনিই অন্যান্য অবতারগণের কার্য্যাবসানে প্রবেশ স্থান। অপর ইনি যে কেবল অবতারেরই বীজ এরূপ নহেন কিন্তু সৃষ্টবস্তু মাত্রেরই বীজ, কেন না তাঁহার অংশে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অংশ হইতে মরীচি অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ জন্মিয়াছেন, আবার ঐ মরীচ্যাদির অংশ হইতে দেব তির্য্যক্ নরাদির উদ্ভব হইয়াছে, সুতরাং বিরাট্‌মূর্ত্তিই সকলের বীজ।৫।

যে ভগবান্ বিরাট্‌মূর্ত্তি ধারণ করেন, তিনিই প্রথমতঃ সনৎকুমারাদি কৌমার সৃষ্টিআশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া অখণ্ডিত দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যব্রত আচরণ করিয়াছিলেন।৬।

অতঃপর এই বিশ্বের উদ্ভব নিমিত্ত দ্বিতীয় শৌকর শরীর ধারণ করিয়া রসাতল গতা ধরার উদ্ধার করেন।৭।

তৃতীয় ঋষিসর্গে দেবর্ষিত্ব অর্থাৎ নারদরূপ গ্রহণ করিয়া পঞ্চরাত্র নামক বৈষ্ণবতন্ত্র প্রকট করিয়াছিলেন। এই তন্ত্র হইতে কর্ম্ম সকলের নৈষ্কর্ম্ম্য হয় অর্থাৎ তাহা বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তি প্রয়োজক হয়।৮।

চতুর্থাবতারে ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তির গর্ভে নরনারায়ণ দুইটী ঋষি হইয়া আত্মোপসনান্বিত দুশ্চর তপস্যা আচরণ করেন।৯।

পঞ্চমাবতারে কপিল নামে সিদ্ধগণের অধিপতি হইয়া আসুরি ব্রাহ্মণকে তত্ত্ব সমূহের নির্ণায়ক সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করেন, ঐ শাস্ত্র কাল বশতঃ বিনষ্ট হইতেছিল, তাঁহা হইতেই উহা পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইয়াছে।১০।

ষষ্ঠ দত্তাত্রেয় অবতারে অত্রিপত্নী অনসূয়া কর্ত্তৃক বৃত অর্থাৎ অনসূয়া

তোমার সদৃশ আমার পুত্র হউক এইরূপ প্রার্থনা করাতে দেবদৃষ্টি না করিয়া তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন, ঐ অবতারই অলর্ক এবং প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে আত্মবিদ্যার উপদেশ দেন।১১।

সপ্তমাবতারে রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে যজ্ঞনামে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয় পুত্র যম নামক দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর প্রতিপালন করিয়াছিলেন—অর্থাৎ আপনিই ইন্দ্র হয়েন। ১২।

অষ্টমে আগ্নীধ্র-পুত্র নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভনামে জন্মগ্রহণ করেন; এই অবতারে ধীর ব্যক্তিদিগের সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃত বর্ত্ম অর্থাৎ পরমহংস সম্বন্ধীয় রীতি-নীতি প্রদর্শন করেন। ১৩।

নবমাবতারে ঋষিগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া পার্থিব বপুঃ অর্থাৎ পৃথু-রূপ রাজদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এই অবতারেই পৃথিবী হইতে ওষধি প্রভৃতি বস্তুসকল দোহন করেন। হে বিপ্রগণ, এই কারণে এ অবতার সর্ব্বজনের অতিশয় কমনীয়। ১৪।

দশমাবতারে মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া চাক্ষুষ মন্বন্তরে যে জলপ্লাবন হয় তাহাতে এই পৃথিবীকে নৌকারূপা করিয়া বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করেন। ১৫।

অমৃতার্থী হইয়া সুর এবং অসুরগণ মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া ক্ষীর সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ পর্ব্বত নিরাধার প্রযুক্ত জলমগ্ন হইতেছিল, ভগবান্ একাদশাবতারে কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে তাহাকে ধারণ করিয়া-ছিলেন। ১৬।

দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ অবতারে ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হইয়া অমৃত আহরণ পুরঃসর মোহিনী স্ত্রীরূপে সকলকে বিমুগ্ধ করত দেবগণকে অমৃত পান করান। ১৭।

চতুর্দ্দশে নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া বলদর্পিত দৈত্যাধিপতি হিরণ্য-কশিপুকে উরুতে রাখিয়া কটকারী যেমন কট নির্ম্মাণার্থ প্রস্তুরহিত এরকা-

নামক তৃণবিশেষ বিদীর্ণ করে, সেইরূপ নখদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। ১৮।

পঞ্চদশে বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিরাজাকে স্বর্গসুখে বঞ্চিত করিবার মানসে তাঁহার যজ্ঞে গমন করেন এবং তাঁহার নিকট ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিয়া তাঁহাকে পাতালে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৯।

ষোড়শাবতারে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়গণের ব্রহ্মহিংসা দর্শনে কোপান্বিত হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন॥ ২০॥

সপ্তদশাবতারে পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাস নামে জন্মগ্রহণ করেন এবং লোক সকলের বুদ্ধি অল্প দেখিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করত বেদরূপ তরুর বহুবিধ শাখা বিস্তার করেন। ২১।

অষ্টাদশাবতারে দেবকার্য্য করিবার বাসনায় নরদেব অর্থাৎ রাঘবরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্র নিগ্রহ প্রভৃতি মহাবীর্য্যবানের কার্য্য করিয়াছিলেন। ২২।

একোনবিংশে এবং বিংশ অবতারে বৃষ্ণিবংশে, রাম—কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন। ২৩।

অনন্তর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে দেবদ্বেষী অসুরগণের মোহনিমিত্ত কীকট অর্থাৎ গয়া-প্রদেশে অঞ্জনের পুত্র হইয়া বুদ্ধনামে অবতীর্ণ হইবেন। ২৪।

তাহার পর কলির শেষে অবনীমণ্ডলস্থ রাজগণ সকলেই দস্যুতুল্য হইলে, বিষ্ণুযশাঃ ব্রাহ্মণের ঔরসে ভগবান্ কল্কি নামে জন্মগ্রহণ করিবেন। ২৫।

হে দ্বিজগণ, সত্ত্বগুণের নিধিস্বরূপ ভগবানের অবতার অসংখ্য,—কত বলিব? যেমন উপক্ষয়শূন্য জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-প্রবাহ নির্গত হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ হইতে নানাবিধ অবতার হইয়াছে। ২৬।

সেই ভগবানের বিভূতির কথাইবা কত কহিব? মহাপ্রভাব দেব,

ঋষি, মনু, মনুপুত্র, এবং প্রজাপতি প্রভৃতি যত আছেন ইহারা সকলেই তাঁহার অংশ। ২৭।

হে ঋষিগণ, পূর্ব্বে যে সকল অবতারের কথা বলিলাম, তন্মধ্যে কেহ কেহ পরমেশ্বরের অংশ এবং কেহ কেহ বা তাঁহার বিভূতি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারী সর্ব্বশক্তিত্ব হেতু সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্। এই জগৎ দৈত্যগণে উপদ্রুত হইলে, যুগে যুগে ঐ সকল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভগবান্ দৈত্যগণের বিনাশ পূর্ব্বক লোক সকলকে নিরুপদ্রপ ও সুখী করেন। ২৮।

এই উক্তির টীকায় শ্রীধরস্বামী যাহা লিখিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে—অন্যান্য অবতারে কলা বা অংশরূপে ভগবৎশক্তি অবতারিত হইয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ। ইহার হেতু এইযে—"আবিষ্কৃত সর্ব্বশক্তিত্বাৎ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তি প্রকাশিত, এইজন্য ইনি স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ। বলা বাহুল্য পরবর্ত্তী গোস্বামী টীকাকারগণ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাস মূর্ত্তি এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিভূতি—বিভূতিতে অল্পশক্তির প্রকাশ, আবেশে মহাশক্তির প্রকাশ। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় শ্রীভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন—নারায়ণ পুরুষাবতারী, এই পুরুষাবতারী নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই উক্তি সপ্রমাণ করার জন্য আচার্য্যগণও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমহাশয় ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্ যথা—"জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "যৎপ্রাণা আদিত্যাঃ" ইত্যাদ্যুক্তা পশ্চাদুপসংহৃতং "কৃষ্ণায় দেবকী পুত্রায়" ইত্যাদিনা।

দেবকীপুত্র যে পুরুষাদি হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। গোপালতাপনী শ্রুতি হইতেও ইঁহারা ইহার প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—"স হোবাচ অজযোনিঃ অবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠাঽবতারঃ কো ভবিতা যেন লোকাস্তুষ্যন্তি দেবাস্তুষ্টা ভবন্তি, সংস্মৃত্বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাৎ তরন্তি"ইতি।

এই শ্লোকে স প্রমাণ করা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে তত্ত্ববিদ্‌গণ যে তত্ত্বকে অদ্বয় জ্ঞান বলেন সেই পরম তত্ত্বকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ বা স্বয়ং ভগবান্ বলেন। স্বয়ং ভগবান্‌ই পরমতত্ত্বের চরমভাব। শ্রীকৃষ্ণই সেই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীপাদ শ্রীজীব এই শ্লোকের টীকায় ব্রহ্মসংহিতার যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে জানা যায়, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতিও শ্রীকৃষ্ণের অবতার, যথা :—

রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে,—

কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর॥
বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তি কার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি, শক্তি কার্য্যের কৃষ্ণ-সমাশ্রয়॥
কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব—ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥
জ্ঞান যোগ ভক্তি এই তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥
ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তার নির্ব্বিশেষ প্রকাশে।
সূর্য্য যেমন চর্ম্ম চক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে॥

পরমাত্মা যিহোঁ তেহোঁ কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার আত্মা হন কৃষ্ণ, সর্ব্ব অবতংস॥
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥

দশাবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও বামনের উল্লেখ বেদ সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যও কূর্ম্মের কথা শতপথ ব্রাহ্মণে আছে। কূর্ম্ম, বরাহ ও বামনের বিষয় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে। মৎস্যাবতারে প্রলয়ের ঘটনা বাইবেলেবর্ণিত নোয়ার সময়ের জল-প্লাবনের ঘটনার প্রায় তুল্য।

আধুনিক বিজ্ঞানপ্রিয় একশ্রেণীর ব্যক্তি কল্পনা করেন,—দশ অবতার-ব্যাপারে ক্রমবিকাশের তত্ত্বই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন, ভূ-সৃষ্টির পূর্ব্বে জলচর জীব ভিন্ন স্থলচর জীব ছিল না। তখন ভগবানের যে আবির্ভাব, তাহা মৎস্য রূপে কল্পিত হয়। যখন অল্প পরিমাণ ভূমি জাগিয়া উঠিল, তখন উভচর কচ্ছপ মূর্ত্তির প্রকাশ। অতঃপর ভূমির ভাগ বাড়িল, জল সরিয়া পড়িল, কর্দ্দমময় ভূমি দেখা দিল, তখন তাহাতে বাসের উপযোগী বরাহ মূর্ত্তির আবির্ভাব। এই সময়ে নর ও পশু জন্মিল কিন্তু নর ও পশুর পার্থক্য তখনও পরিস্ফুট হয় নাই, এই সময়ে নৃসিংহের আবির্ভাব। ইহার পর বামন, পরশুরাম ও শ্রীরামাদিতে মানবসমাজের উন্নতির ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণে সেই বিকাশ একেবারে পূর্ণতালাভ করে। কিন্তু ইঁহাদের এই সিদ্ধান্তে কল্কি অবতারের মাহাত্ম্য অধিক হইয়া উঠে। বাস্তবিক পুরাণে কল্কি অবতারের তাদৃশ শ্রেষ্ঠতা-ব্যঞ্জক শক্তির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সকল কাল্পনিক সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

শ্রীপাদ শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্ব সন্দর্ভে সপ্রমাণ করিয়াছেন, শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বপ্রমাণ-চক্রবর্ত্তী। এই শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপাদিত হইয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং পূর্ণতম অবতারী; অবতারগণের মধ্যে কেহ শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কেহ বা কলা। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে ইহার অবতার সমূহের নাম গুণাদি সহ বিস্তৃত বিবরণ ও ক্রম বিচার দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভেও এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অবতারাবলীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে আলোচিত শ্রীভগবদবতারাবলীর তালিকা প্রদান করিয়া আমরা অবতার প্রকরণের উপসংহার করিতেছি। অবতার-প্রকরণ পূর্ণাঙ্গ করার নিমিত্ত শ্রীলঘুভাগতামৃতে অবতার সমূহের যে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে, এস্থলে সেই তালিকা উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ স্বরূপ-নিরূপণ।

(১) স্বয়ংরূপ (২) তদেকাত্মরূপ। এই তদেকাত্ম-স্বরূপ দ্বিবিধ—বিলাস ও স্বাংশ। এতদ্ব্যতীত আবেশ ও প্রকাশের লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে।

অবতার বহুবিধ তন্মধ্যে—পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, মন্বন্তর অবতার, যুগাবতার, আবেশ অবতার, প্রাভব অবতার ও বৈভবায় অবতার ইত্যাদি তত্ত্ব এখানে আলোচিত হইতেছে। অধিকাংশ অবতারই স্বাংশ ও আবেশ।

পুরুষাবতার।

১। পুরুষাবতার ত্রিবিধ—১ম পুরুষাবতার:—মহৎস্রষ্টা বা প্রকৃতির অন্তর্য্যামী কারণার্ণবশায়ী—সঙ্কর্ষণ।

২। ২য় পুরুষাবতার:—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী। প্রদ্যুম্নের সহিত অনিরুদ্ধের অভেদ স্বীকার করিয়াই মহাভারতীয় শান্তি-পর্ব্বে অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মার জন্ম বলা হইয়াছে, বস্তুত কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষ প্রদ্যুম্ন হইতেই ব্রহ্মার জন্ম।

৩। ৩য় পুরুষাবতার:—সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ।

[২] গুণাবতার—(ক) ব্রহ্মা। ব্রহ্মা দ্বিবিধ:—ঈশ্বরমাত্র-দৃশ্য ও দেবাদির অদৃশ্য সূক্ষ্ম বা মহত্তত্ত্বশরীর হিরণ্যগর্ভ; দেবাদির দৃশ্য ও তাঁহাদিগের প্রতি বরপ্রদ স্থূল বা সমষ্টি-শরীর বৈরাজের সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও চতুর্ম্মুখতা। এই দ্বিবিধ ব্রহ্মাই জীব কোটি।

কখন কখন গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টিকার্য্য-সম্পাদন করেন। বিষ্ণু যখন ব্রহ্মা হন, তখন সেই ব্রহ্মাকে ঈশ-কোটি ব্রহ্মা বলে।

ঈশকোটি ব্রহ্মা যে সময়ে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে জীবকোটি বৈরাজের হিরণ্যগর্ভকে আপনার অঙ্গগত করিয়া বিষ্ণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ ও ভোগ-সম্পদ্ উপভোগ করেন। ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব কালভেদে ঘটে।

ব্রহ্মাতে অবতার শব্দ প্রয়োগের মুখ্য কারণ, ঈশ্বরত্ব। আর গৌণ কারণ কাহারও মতে ভগবানের সহিত ব্রহ্মার অতি নৈকট্য বা একতা, কাহারও বা মতে ব্রহ্মাতে ভগবানের আবেশ। আবেশত্ব পক্ষে ব্রহ্ম-সংহিতোক্ত উদাহরণই প্রমাণ। ব্রহ্মার আবির্ভাব স্থান:—কখন গর্ভোদশায়ীর নাভিসরোবরে, কখনও বা গর্ভোদকে, কখনও বা গর্ভোদকস্থ তেজ ও বায়ু প্রভৃতিতে।

(খ) শ্রীরুদ্র—ঈশকোটি রুদ্র ও জীবকোটী রুদ্র। রুদ্রের নির্গুণত্ব ও নির্গুণ রুদ্রের বিকারিত্ব-প্রতীতি রুদ্রের আবির্ভাব স্থান, রুদ্রের সদাশিব মূর্ত্তির আলোচনা লঘুভাগবতে দ্রষ্টব্য।

(গ) শ্রীবিষ্ণু—গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্ন লোক পদ্মে প্রবিষ্ট হইলে কি নাম ধারণ করেন, তাহার উল্লেখ আছে। জগৎ-পালক ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণুকে নারায়ণ ও বিরাড়ান্তর্য্যামী বলা যায় কেন, তাহার কারণের বিচার করা হইয়াছে।

[৩] লীলাবতার। (ক) চতুঃসন—সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন চারিটীতে এই একটি অবতার।

(খ) নারদ—চতুঃসন ও নারদের ব্রাহ্ম কল্পেই আবির্ভাব ও অন্যান্য সকল কল্পে বিদ্যমানতা আলোচিত হইয়াছে।

(গ) বরাহ—বরাহের দুইবার আবির্ভাব ;—একবার ব্রাহ্মকল্পের স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে, আর একবার ব্রাহ্মকল্পেই চাক্ষুষ মন্বন্তরে জল হইতে। স্বায়ম্ভুবীয় বরাহ শ্যামবর্ণ ও চতুষ্পাৎ, তৎকালে কেবল পৃথিবীর উদ্ধার ; আর চাক্ষুষ মন্বন্তরীয় বরাহ শ্বেতবর্ণ ও নৃবরাহ, তৎকালে হিরণ্যাক্ষ বধ ও পৃথিবীর উদ্ধার। চাক্ষুষ মন্বন্তরের পূর্ব্বে হিরণ্যাক্ষের জন্ম হইতে পারে না। তয় স্কন্ধে মৈত্রেয় বরাহদেবের দুই সময়ের দুইটী লীলা এক করিয়া বলিয়াছেন।

(ঘ) মৎস্য—মৎস্যদেবের দুইবার আবির্ভাব ;—স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরের আদি ভাগে একবার, চাক্ষুষমন্বন্তরের শেষে আর একবার। স্বায়ম্ভুবীয় অবতারে হয়গ্রীববধ ও বেদাহরণ, চাক্ষুষমন্বন্তরীয় অবতারে সত্যব্রতের প্রতি কৃপা। বস্তুতঃ প্রতি মন্বন্তরেই মৎস্যদেবের আবির্ভাব, সুতরাং প্রতিকল্পে চতুর্দ্দশবার আবির্ভাব।

(ঙ) যজ্ঞ—যজ্ঞের আর একটি নাম "হরি"।

(চ) নর-নারায়ণ—"হরি" ও "কৃষ্ণ" নামে দুই সহোদর আছেন, সুতরাং ইঁহারাও চতুঃসনের ন্যায় চারিটিতে একটি অবতার।

(ছ) কপিল—কপিল দুইটি :—সেশ্বর ও নিরীশ্বর। নিরীশ্বর কপিল জীব, বাসুদেবের অবতার নহেন।

(জ) দত্ত বা দত্তাত্রেয়—অত্রি-পত্নী অনসূয়ার প্রার্থনাতেও যে দত্তের আবির্ভাব, তাহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত আছে।

(ঝ) হয়শীর্ষা। (ঞ) হংস, (ট) ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ—(ঠ) ঋষভ, (ড) পৃথু। স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে—চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নর-নারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, হয়শীর্ষা, হংস, ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ ও পৃথু এই ত্রয়োদশ অবতার। তন্মধ্যে বরাহদেব চাক্ষুষীয়-মন্বন্তরে

পুনর্ব্বার আবির্ভূত হন। আর মৎস্যদেবেরও আপাত দৃষ্টিতে আর একবার মাত্র চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে, বিশেষ দৃষ্টিতে প্রতি মন্বন্তরে আবির্ভাব।

(ঢ) নৃসিংহ—ষষ্ঠ-চাক্ষুষ-মন্বন্তরে সমুদ্র মন্থনের পূর্ব্বে, সুতরাং কূর্ম্মাদি অবতারেরপূর্ব্বে ইঁহার অবতার।

(ণ) কূর্ম্ম—পদ্মপুরাণের মতে যিনি মন্দরধারী, তিনিই দেবগণের প্রার্থনায় ভূধারী হইয়া থাকেন ; কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদির মতে ভূধারী কূর্ম্মই মন্দরধারণে প্রকট হন।

(ত) ধন্বন্তরি—ধন্বন্তরির দুইবার আবির্ভাব, একবার ষষ্ঠ চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে, আর একবার সপ্তম-বৈবস্বতীয় মন্বন্তরে।

(থ) মোহিনী—মোহিনীমূর্ত্তির দুইবার আবির্ভাব ; একবার দৈত্য-মোহনার্থ আর একবার মহাদেবের প্রমোদার্থ। ষষ্ঠ চাক্ষুষীয় মন্বন্তরে নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি ও মোহিনী, এই চারি অবতার।

(দ) বামন—বামনের তিনবার আবির্ভাব ;—একবার স্বায়ম্ভুবীয় মন্বন্তরে, দ্বিতীয়বার সপ্তম বৈবস্বতীয় মন্বন্তরে, তৃতীয়বার ঐ বৈবস্বতীয় মন্বন্তরেরই সপ্তম চতুর্যুগে অদিতি ও কশ্যপের পুত্ররূপে।

(ধ) ভার্গব বা পরশুরাম—কাহারও মতে বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তদশ চতুর্যুগে, কাহারও মতে দ্বাবিংশ চতুর্যুগে ভার্গবের আবির্ভাব।

(ন) রাঘবেন্দ্র—বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতায় ইঁহার জন্ম। লক্ষ্মণাদির তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মতভেদ আছে।

(প) ব্যাস—ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব। অপান্তরতমার দ্বৈপায়নত্ব প্রাপ্তি ও আবেশত্ব আলোচিত হইয়াছে।

(ফ) বলরাম—দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণই বলরাম। ইনি অবতরণ কালে ভূধারী 'শেষের' সহিত মিলিত হইয়া অবতীর্ণ হন, তজ্জন্যই ইঁহাকেও 'শেষ' বলা হইয়া থাকে। শেষ দ্বিবিধ :—১ম ভূধারী, ২য় ভগবানের শয্যারূপ।

১মটী জীব-কোটি, ২য়টী ঈশ্বর-কোটি। ভূ-ধারীতে সঙ্কর্ষণের আবেশ হয় বলিয়া ভূ-ধারীকেও সঙ্কর্ষণ বলে।

(ব) শ্রীকৃষ্ণ।

(ভ) বুদ্ধ—কলির দুই হাজার বৎসর অতীত হইলে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। সূত যখন ভাগবৎ-কথা কীর্ত্তন করেন, তখন তাঁহাদিগের নিকট বুদ্ধ ভবিষ্যৎ অবতার। বর্ত্তমান কালে তিনি অতীত অবতার।

(ম) কল্কী—বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগস্থ কলিতে কল্কির ও বুদ্ধের আবির্ভাব। কেহ কেহ বলেন, প্রতি কলিতেই বুদ্ধ ও কল্কির আবির্ভাব হয়।

বামন পরশুরাম, রাঘবেন্দ্র, রাম, ব্যাস, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কী এই আটটী বৈবস্বত মন্বন্তরের অবতার। চতুঃসন হইতে কল্কী পর্য্যন্ত পচিশটিকে কল্পাবতারও বলে। কল্পাবতার বলিবার কারণ গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মন্বন্তরাবতার।—যজ্ঞ হইতে বৃহদ্ভানু পর্য্যন্ত যে কয়টি অবতার, তাঁহারাই মন্বন্তরাবতার।

১। যজ্ঞ—ইনি স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তর-পালক। পিতা রুচি, মাতা আকুতি।

২। বিভু—ইনি স্বারোচিষীস মন্বন্তর-পালক। পিতা বেদশিরা, মাতা,—তুষিতা।

৩। সত্যসেন—ইনি ঔত্তমীয়-মন্বন্তরপালক। পিতা—ধর্ম্ম, মাতা—সূনৃতা।

৪। হরি—ইনি তামসীয়-মন্বন্তর পালক ও গজেন্দ্রের মোক্ষদাতা। পিতা হরিমেধা, মাতা হরিণী।

৫। বৈকুণ্ঠ—ইনি রৈবতীয়-মন্বন্তর পালক। পিতা শুভ্র, মাতা বিকুণ্ঠা।

৬। অজিত—ইনি চক্ষুষীয় মন্বন্তর পালক। পিতা বৈরাজ, মাতা সম্ভূতি। ইনিই কূর্ম্মরূপধারী। (এই ছয়টী মন্বন্তরাবতার অতীত)

৭। বামন—ইনি বৈবস্বত-মন্বন্তর-পালক। পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি।

৮। সার্ব্বভৌম—ইনি সাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা দেবগুহ্য, মাতা সরস্বতী।

৯। ঋষভ—ইনি দক্ষসাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা আয়ুষ্মান্' মাতা অম্বুধারা। (ইনি নাভি ও মেরুদেবীর পুত্র কল্পাবতার ঋষভ নহেন।)

১০। বিষ্বক্‌সেন—ইনি ব্রহ্ম সাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা বিশ্বজিৎ, মাতা বিষূচী।

১১। ধর্ম্মসেতু—ইনি ধর্ম্মসাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা আর্য্যক, মাতা বৈধৃতা।

১২। সুধামা—ইনি রুদ্রসাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা সত্যসহা, মাতা সুনৃতা।

১৩। যোগেশ্বর—ইনি দেবসাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা দেবহোত্র, মাতা বৃহতী।

১৪। বৃহদ্ভানু—ইনি ইন্দ্রসাবর্ণীয়-মন্বন্তর-পালক। পিতা সত্রায়ন, মাতা বিনতা।

মন্বন্তরাবতার সংখ্যা ১৪—(১ যজ্ঞ + ১ বামন = ১২)

যুগাবতার—চারিযুগে চারিটী অবতার। সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম, কলিতে কৃষ্ণ। মন্বন্তরাবতারই যুগাবতার হইয়া থাকেন। অবতার সংখ্যা—কল্পাবতার ২৫ + মন্বন্তরাবতার ১২ + যুগাবতার ৪ = ৪১।

অতীত ও বর্ত্তমান কল্প—বর্ত্তমান-কল্প দ্বিতীয় পরার্দ্ধগত শ্বেতবরাহকল্প।

ব্রাহ্মকল্পের অবতার—মনু ও মন্বান্তরাবতারগণের প্রতি কল্পেই তুল্যনামতা।

অবতার অন্য এক প্রকারে চতুর্বিধঃ—১ আবেশ, ২। প্রাভব, ৩। বৈভবাবস্থ, ৪। পরাবস্থ।

(১) আবেশাবতার—চতুঃসন, নারদ, পৃথু, পরশুরাম ও কল্কী, ইঁহারাই আবেশাবতার। (২) প্রাভব। (৩) বৈভব। প্রাভব অল্পশক্তির প্রকাশ, বৈভবে তদপেক্ষা অধিক শক্তির প্রকাশ।

প্রাভব দ্বিবিধ—১ম অল্পকালব্যক্ত ও অনতি বিস্তৃত কীর্ত্তি। মোহিনী ও হংস, আর শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ, এই চারিটী যুগাবতার, সমুদায়ে এই ছয়টী ১ম শ্রেণীস্থ প্রাভব। ২য় দীর্ঘকাল ব্যক্ত, শাস্ত্র কর্ত্তা ও মুনি-জনবৎ চেষ্টা বিশিষ্ট। ধন্বন্তরি, ঋষভ, ব্যাস, দত্ত ও কপিল, এই পাঁচটী ২য় শ্রেণীস্থ প্রাভব। তাহা হইলে সর্ব্বসমুদায়ে ১১টি প্রাভবাবস্থ অবতার।

বৈভবাবস্থ অবতার ২১টী :—১। কূর্ম্ম, ২। মৎস্য, ৩। নর-নারায়ণ, ৪। বরাহ, ৫। হয়গ্রীব, ৬। পৃশ্নিগর্ভ, ৭। বলরাম, আর যজ্ঞ ও বামন প্রভৃতি ১৪টী মন্বন্তরাবতার।

পূর্ণতমত্ব।

পরমতত্ত্বের পূর্ণতা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু পরমতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে উপাসকগণের মধ্যে মতদ্বৈত আছে। মায়াবাদীর ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে পূর্ণতার কোনও ধারণা হয় না। পূর্ণতা, অনুভূতির বিষয়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ধারণার বিষয়ীভূত নহেন, যাহা অনুভবের অবিষয়ীভূত, তাহার পূর্ণতা বা অপূর্ণতা সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। মায়াবাদীর পরমব্রহ্মের স্বরূপটীকে ভক্তগণ বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়া দেখিয়াছেন, এই ব্রহ্ম নিখিলগুণ সিন্ধু শ্রীভগবানের অব্যক্ত অস্ফুট আবির্ভাববিশেষ, অপ্রকটিতগুণ বা অনভিব্যক্তগুণ চিৎসত্তা মাত্র, সুতরাং এই বস্তুর পূর্ণতা অনুভবের বিষয় নহে। কেন না, তাদৃশ ব্রহ্মে পূর্ণতার অনুমাপক কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শক্তি বা গুণের প্রকাশ বিষয়ে অনুভব না হইলে পূর্ণতার বিচার অসম্ভব। সুতরাং পরমতত্ত্ব যখন গুণবিশিষ্টরূপে অনুভূত হয়েন, তাদৃশ অবস্থাতেই পূর্ণত্বের বা অংশত্বের বিচার সম্ভবপর হয়। অনন্তগুণময়

শ্রীভগবান্ উপাসকগণের ভাব অনুসারে কখনও ব্রহ্ম, কখনও পুরুষ, কখনও পরমাত্মা, কখনও বা ভগবান্—শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে :—

ভগবান্ পরমাত্মেতি প্রোচ্যতেঽষ্টাঙ্গ যোগিভিঃ।
ব্রহ্মেত্যুপনিষন্নিষ্টৈর্জ্ঞানঞ্চ জ্ঞান যোগিভিঃ॥

অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগিগণ ভগবান্‌কে "পরমাত্মা" নামে, বেদান্তিগণ "ব্রহ্ম" নামে এবং জ্ঞানযোগীরা "জ্ঞান" নামে অভিহিত করেন।

শ্রীভাগবত বলেন :—

বদন্তি তৎ তত্ত্ব বিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১।২।১১

ভক্তের উপাসনাময় দিব্য নয়ন-সমক্ষে এই পরমতত্ত্ব ভগবান্ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ভাগবতের সিদ্ধান্তে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। যামুন মুনির স্তোত্রে উক্ত হইয়াছে :—

"তদ্‌ব্রহ্ম-কৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাযুষোঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে মৎস্যদেব বলিয়াছেন :—

"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্।"

ভগবৎ পদের ব্যাখ্যা বিস্তৃতরূপে ভগবৎসন্দর্ভে দ্রষ্টব্য। উক্ত গ্রন্থ হইতে এখানে অতি সংক্ষেপে দুই একটা ব্যাখ্যা-বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

'ভগবৎ' শব্দের নিরুক্তি এই :—

সংভর্ত্তেতি তথাভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়াম্বিতঃ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি।
স চ ভূতেষশেষেষু "ব" কারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ॥

সংভর্ত্তা—স্বভক্তগণের পোষক, ভর্ত্তা—ধারক, স্থাপক, নেতা—স্বকীয় ভক্তিফল প্রেমের প্রাপক গময়িতা—স্বলোক প্রাপক। স্রষ্টা—স্বভক্তগণে তত্তৎগুণের উদ্গময়িতা। জগৎ পোষকত্বাদি তাঁহারই পরম্পরা ব্যবহিত গুণ,সাক্ষাৎ নহে। ঐশ্বর্য্য—সর্ব্ববশীকারিত্ব, বীর্য্য—মণিমন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাব, যশঃ—বাক্য মন ও শরীরের সদ্গুণতার খ্যাতি, শ্রী—সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ, জ্ঞান—সর্ব্বজ্ঞত্ব, বৈরাগ্য—প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি। আর একটি প্রমাণ বচন এই :—

জ্ঞানঃশক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য তেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥

এই সকল গুণের নাম ভগ। যাঁহাতে এই সকল গুণ সমগ্রভাবে ও সম্যক্রূপে বর্ত্তমান্, তিনিই ভগবান্। সুতরাং শ্রীভগবান্ই পূর্ণতার লক্ষ্যীভূত আলোচ্য বিষয়। সুতরাং ভগবত্তার প্রকাশের তারতম্যই,—অংশত্ব, পূর্ণত্ব, পূর্ণতরত্ব ও পূর্ণতমত্ব সম্বন্ধে আলোচনার পরিমাপক। আমরা উপনিষদেও এই পূর্ণাবতার-বিশিষ্টতা সম্বন্ধে পরিস্ফুট মন্ত্র দেখিতে পাই যথা :—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

উপনিষদের এই মহামন্ত্রে এক মহাপূর্ণতার ভাব হৃদয়ে উপস্থাপিত করিয়া দেয়—এই মন্ত্রটী পরমতত্ত্বের নিখিল পূর্ণতাপ্রকাশক। পরমতত্ত্বের পূর্ণতা দেখিতে হইলে বিশ্বসহ বিশ্বেশ্বরের বিরাট্ মূর্ত্তি দেখিতে হয়, আবার বিশ্ব ছাড়িয়া বিশ্বের বিরাট্ মূর্ত্তিময় কার্য্য,—ব্রহ্ম ছাড়িয়া আবার সচ্চিদানন্দঘন রসময় পরমতত্ত্বের পরিপূর্ণ রসময় শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শন করার সাধন করিতে হয়। এই বিপুল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামি কারণরূপি ব্রহ্ম পূর্ণ এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডও পূর্ণ, যিনি সূক্ষ্ম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর তিনিও পূর্ণ, আবার এই কৃৎস্নপূর্ণ ছাড়িয়া তুরীয় সচ্চিদানন্দঘন রসরাজ

মহাভাব বিগ্রহ,—যিনি বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তিতে উপাস্য—তিনি মহাপূর্ণ। সুতরাং পূর্ণতার কথা বুঝিতে হইলে পরমতত্ত্বের জগৎ কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধীয় পূর্ণ-শক্তিমত্তা, জগৎ অন্তর্য্যামিত্বের পূর্ণশক্তিমত্তা, জীবের অন্তর্য্যামিত্বের পূর্ণ শক্তিমত্তা এবং প্রেমানন্দ রসময় রসরাজ মহাভাব শ্রীবিগ্রহের পূর্ণ শক্তিমত্তা সম্বন্ধে উপলব্ধি হওয়া আবশ্যক। শ্রীমন্ মধ্বমুনি প্রাগুক্ত উপনিষৎ মন্ত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, এস্থলে তাহাও উল্লেখযোগ্য, তদ্ যথা :—

অবতারা মহাবিষ্ণোঃ সর্ব্বে পূর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পূর্ণং চ তৎপরং রূপং পূর্ণাৎ পূর্ণাঃ সমুদ্গতাঃ॥
পরাবরত্বং তেষান্তু ব্যক্তিমাত্রং বিশেষতঃ।
ন দেশকাল সামর্থ্যৈঃ পারাবর্য্যং কথঞ্চন॥
পূর্ণরূপস্য পূর্ণস্য পূর্ণং যদবতারতাম্।
রূপং তদাত্মন্যাদায় পূর্ণমেবাবতিষ্ঠতে॥
লৌকিক ব্যবহারো যো ভূভাররাক্ষপণাদিকঃ।
তদদৃষ্টিং বিনা নান্যো লয়ঃকৃষ্ণাদীনাং কচিৎ।
ততো সর্ব্বগুণা যস্মাদ্ অস্মিন্নোবিষ্ণুরুচ্যতে॥
খং প্রকাশস্বরূপত্বাৎ ব্রহ্ম-তদ্ব্যাপ্তরূপতঃ।
পুনঃ খং সুখরূপত্বাৎ পুরাণং তদনাদিতঃ॥
বায়ুশ্চ রদিতং যস্মাদ্ বায়ুশ্চ ব্রহ্মতৎপরম্।
খ্যাতত্বাৎ চাপি তৎ খং স্যাদ্রৌহিণেয়স্তথা বদৎ॥
বেদোহয়ং জ্ঞানরূপাৎ ইতি যং ব্রাহ্মণা বিদুঃ।
নির্দ্দোষত্বাদ ইত্যুক্তস্তেন বেদং সদাখিলম্॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের সকল অবতারই পূর্ণ, শ্রীলঘুভাগবতামৃতে প্রমাণরূপে পুরাণ বচন লিখিত আছে :—

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ॥

পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বৈগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥

তাঁহার পরমস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ হইতে যাঁহারা প্রাদুর্ভূত হয়েন তাঁহারা পূর্ণ। কেবল প্রকাশ-তারতম্যেই অবতারগণের তারতম্য করা হয়। দেশকাল বা সামর্থ্য দ্বারা তাঁহাদের তারতম্য হয়না। অবতারগণ যে সময় যে স্থানে যত সামর্থ্যই প্রকাশ করুন না কেন, তাহাতে তাঁহাদের কেহ কাহা অপেক্ষা ছোট নহেন, বড়ও নহেন। কেন না সকলই এক পূর্ণেরই প্রকাশ, সুতরাং সকলেই পূর্ণ। এক দীপ হইতে যেমন বহু দীপের সৃষ্টি হয়, তাহাতে মূল দীপের কোনও হানি হয় না, মূল দীপটী যেমন পূর্ণ তেমন পূর্ণই থাকে; সেইরূপ অবতারী স্বয়ং ভগবান্ হইতে যে সকল ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হয়েন, তাঁহাদেরও পূর্ণতার কোনও হানি হয় না। যদিও সকল অবতারই পরমেশ্বর সুতরাং সকলেই পূর্ণ তথাপি সকল অবতারে অখিল শক্তির প্রাকট্য পরিলক্ষিত হয় না। তাই শ্রীলঘুভগবতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

অত্রোচ্যতে পরেশত্বাৎ পূর্ণা যদ্যপি তেঽখিলাঃ।
তথাপ্যখিলশক্তীনাং প্রাকট্যং তত্র নোভবেৎ॥

শ্রীন্যায় বিবরণ গ্রন্থেও এই পূর্ণতা সম্বন্ধে একটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

পূর্ণানন্দঃ পূর্ণভুক্ পূর্ণকর্ত্তা, পূর্ণজ্ঞানঃ পূর্ণভাঃ পূর্ণশক্তিঃ।
পূর্ণৈশ্বর্য্যাদ্ ভগবান্ বাসুদেবো বিরুদ্ধশক্তির্ন চ দোষস্পৃগীশঃ॥

এই প্রমাণ পাঠে জানা যায়—বাসুদেব পূর্ণকর্ত্তৃত্ব, পূর্ণজ্ঞানত্ব, পূর্ণভোক্তৃত্ব, পূর্ণজ্যোতিত্ব, পূর্ণশক্তিত্ব ও পূর্ণ ঐশ্বর্য্যবিরুদ্ধ-শক্তিত্ব ও অদোষস্পর্শিত্ব প্রকটিত।

ভগবান্ বিরুদ্ধশক্তিসমূহের সমাশ্রয় তাই পূর্ণ। ইহা তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তারই পরিচায়ক। উপনিষদে দেখা যায় ব্রহ্মও বিরুদ্ধভাব-সমাশ্রয়, যথা :—

১। অণোরণীয়ান্। ২। আসীনো দূরং ব্রজতি। ৩। অস্থূলো-হনণুরমধ্যমো মধ্যমোহব্যাপকো ব্যাপকো হরিরাদিরনাদিরবিশ্বো বিশ্বঃ সগুণো নির্গুণঃ ইতি মধ্বভাষ্য-প্রমাণিতা শ্রুতিঃ। ৪। তুরীয়মতুরীয়মাত্মা-নমনাত্মানমুগ্রমমুগ্রং বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং জ্বলন্তমজ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখমসর্ব্বতোমুখমিত্যাদিকা ;—নৃসিংহ তাপনী।

৫। অস্থূলোহনণুরূপোহসৌ অবিশ্বোবিশ্ব এবচ।
বিরুদ্ধধর্ম্মরূপোহসৌ ঐশ্বর্য্যাৎ পুরুষোত্তমঃ॥ ব্রহ্মপুরাণ॥

৬। পরমাণ্বন্ত পর্য্যন্ত সহস্রাংশাহ্নমূর্ত্তয়ে।
জঠরান্তাযুতাংশান্তঃস্থিত ব্রহ্মাণ্ড ধারিণে॥ বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে॥

এই সকল প্রমাণ পূর্ব্বেও একবার প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রকৃত কথা এই যে, ভগবৎ শক্তির প্রাকট্য ও অপ্রাকট্যের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়াই পূর্ণতা বা অংশত্বের বিচার করা হইয়াছে। শ্রীভক্তি-রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে এই পূর্ণতা সম্বন্ধে আবার'তর-তম' প্রত্যয়ও প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা :—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরং পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিপঠ্যতে॥

এই তারতম্য করার জন্য পূর্ণতাপ্রমাপক একটী কারিকাও উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, তদ্ যথা :—

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকং পূর্ণতরঃ পূর্ণোহল্পদর্শকঃ॥ ১১৯।

অর্থাৎ ভগবান্ যখন নিখিল সকল গুণ প্রকাশ করেন, তখন তিনি পূর্ণতম, যখন অনেকগুণই প্রকাশ করেন কিন্তু সকল গুণ প্রকাশ করেন না ; তখন তিনি পূর্ণতর, আবার যখন তাহা অপেক্ষাও অল্পগুণ প্রকাশ করেন তখন তিনি পূর্ণ।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার একই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমত্ব, পূর্ণতরত্ব ও পূর্ণত্বের উদাহরণ দিয়াছেন যথা :—

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতাব্যক্তাভূদ্‌গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু॥

অর্থাৎ গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় তাঁহার পূর্ণতরতা এবং দ্বারকায় পূর্ণতা প্রকটিত হইয়াছে।

পরম কারুণিক শ্রীপাদরূপ গোস্বামিমহোদয় ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে যাহা বিস্তারিত রূপে লিখিয়াছেন আমরা তাহার মূলসূত্র তৎপ্রণীত শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থেও দেখিতে পাই, যথা :—

অংশত্বং নাম শক্তীনাং সদাল্পাংশপ্রকাশিতা।
পূর্ণত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়ৈব নানাশক্তি প্রকাশিতা॥

অর্থাৎ অনন্তশক্তিশালী শ্রীভগবান্ যখন অল্প শক্তি প্রকাশ করিয়া আবির্ভূত হয়েন, তখন তাঁহার সেই আবির্ভাব বা অবতার অংশ-কলা নামে অভিহিত হয়েন, আর তিনি যখন স্বেচ্ছায় নানাবিধ শক্তি প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাকে পূর্ণ বলা হয়।

শক্তি কাহাকে বলে উক্তগ্রন্থে তাহারও প্রমাণ-বচন দৃষ্ট হয় যথা :—

শক্তিরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপা-তেজোমুখাগুণাঃ।
শক্তেব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতম্যস্য কারণম্॥

অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাও তেজ প্রভৃতি গুণসমূহই শক্তি শব্দের বাচ্য। শক্তির প্রকাশ ও অপ্রকাশই তারতম্যের কারণ। অবতার মাত্রেই পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবৎশক্তির প্রকাশ-তারতম্যে ফলের তারতম্য ঘটে। তাই শ্রীপাদরূপ গোস্বামিমহোদয় অতঃপরেই লিখিয়াছেন :—

শক্তিঃ সমাপি পুর্য্যাদিদাহে দীপাগ্নিপুঞ্জয়োঃ।
শীতার্ত্তিক্ষ যেণাগ্নিপুঞ্জাদেব সুখং ভবেৎ॥

অর্থাৎ পুরী-প্রভৃতি দাহে একটী দীপেরও যে শক্তি, অগ্নিপুঞ্জেরও সেই শক্তি। উভয়ের শক্তিই সমান, তথাপি ইহাতে বিশেষ এই যে, যদি শীতাদি ক্লেশের শান্তি করিতে হয়, তবে দীপের আগুনে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তজ্জন্য অগ্নিপুঞ্জেরই প্রয়োজন ; তখন অগ্নিপুঞ্জেই সে সুখ লাভ হইয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সম্বন্ধ-তত্ত্বে—শ্রীকৃষ্ণ

ফলতঃ ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ একই অদ্বয় পরম-তত্ত্ববাচক শব্দ। কিন্তু সাধকবর্গের ভাব অনুসারে এই তিন শব্দ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেখানে কোনও গুণের প্রকাশ নাই, সাধকগণের তাদাত্ম্য-সাধনবশে যখন তাদৃশ তত্ত্বের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়, তখন তাহাকে ব্রহ্ম বলা হয়। আবার ভক্তের সাধনায় সর্ব্বগুণ-পরিপূর্ণ, অশেষ কল্যাণ-গুণময় শ্রীভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। ঐশ্বর্য-বীর্য্যাদি অশেষ কল্যাণগুণ-নিধান পরমতত্ত্বই শ্রীভগবান্। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামিমহোদয় তদীয় ভগবৎসন্দর্ভ গ্রন্থে ও শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ গ্রন্থে এই বিষয়ের বিশেষ বিচার করিয়াছেন ও ভগবত্তা প্রদর্শনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ; তাহা এই :—

"ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা" ইত্যাদি—শ্রীভাগ ৪।১১।৩০

ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে :—"একং আনন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি বিশিষ্টো ভগবান্ ইত্যায়াতম্। তথাচৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেন অখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্—ব্রহ্মতু

স্ফুটম্ প্রকটিত বৈশিষ্ট্যাকারত্বেন তস্যৈব অসম্যক্ অবির্ভাব ইত্যায়াতম্।" এই সিদ্ধান্তানুসারে জানা যায় যে, শক্তিবিশিষ্টত্বাসহ পরমতত্ত্বের যে পূর্ণাবির্ভাব তিনি ভগবৎশব্দবাচ্য। ব্রহ্ম তাঁহারই অসম্যক্ আবির্ভাব মাত্র। ব্রহ্মে শক্তির স্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু অবতারগণে শক্তির লীলা পরিলক্ষিত হয়। অবতার সমূহে শক্তি-প্রাকট্যের ন্যূনাধিক্য আছে। সুতরাং শ্রীভগবৎ শক্তি-প্রকটনের তারতম্যই অংশত্ব, পূর্ণত্ব, পূর্ণতরত্ব ও পূর্ণতমত্বের পরিমাপক। শ্রীপাদ গোস্বামিগণ এই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াই শ্রীভাগবতের "কৃষ্ণস্তু ভগবান্" শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। উক্তবাক্যের প্রমাণের জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতেও শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

পূর্ণোনৃসিংহোরামশ্চ শ্বেতদ্বীপ বিরাড়্বিভুঃ।
পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠে গোলোকে স্বয়ম্॥
বৈকুণ্ঠে কমলাকান্তো রূপভেদশ্চতুর্ভুজঃ।
গোলোক গোকুলে রাধাকান্তোঽয়ংদ্বিভুজঃ স্বয়ম্॥
তস্যৈব তেজো নিত্যঞ্চ চিন্তাং কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ।
ভক্তাঃ পাদাম্বুজং তেজঃকুতস্তেজস্বিনা বিনা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুঃ শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে ৯ম অধ্যায়

অর্থাৎ নৃসিংহ, রাম ও শ্বেতদ্বীপের বিরাট্ বিভু ইঁহারাও পূর্ণ বটেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠে ও গোলোকে কৃষ্ণই পরিপূর্ণতম। বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি কমলাশক্তি নারায়ণ বিরাজিত। এখানে ইনি চতুর্ভুজ। গোলোকে গোকুলে দ্বিভুজ স্বয়ং রাধাকান্ত। ইঁহারই তেজ যোগিগণ নিত্য চিন্তা করেন, ভক্তগণ ইঁহারই পদনখ চ্ছটার ধ্যান করেন।

নৃসিংহ এবং শ্রীরাম অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণে অনেক অধিকতর শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে—এই বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে সমাধান দৃষ্ট হয়; তাহার মর্ম্ম এই

যে,—হিরণ্য-কশিপু নৃসিংহের দ্বারা নিহত হইলেন, কিন্তু মুক্তি পাইলেন না। রাবণ রামচন্দ্র দ্বারা নিহত হইয়াও মুক্তিলাভের অধিকারী হইলেন না। কিন্তু জন্মান্তরে শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা নিহত হওয়া মাত্রই মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ইহাতে জানা যায়—নৃসিংহ ও রামচন্দ্র হইতে শ্রীকৃষ্ণে অধিকতর শক্তি প্রকাশিত।

এতদ্ব্যতীত মাধুর্য্য-সংযুক্ত ঐশ্বর্য্যই অতীব সুখকর। শ্রীকৃষ্ণে যেমন পরমৈশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের পূর্ণতম সমাবেশ দৃষ্ট হয়, অন্যত্র সেরূপ পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্তবে লিখিত হইয়াছে :—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং।
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য॥

শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ ইহার টীকায় লিখিয়াছেন :—সার্ব্বজ্ঞ্য-সার্ব্বৈশ্বর্য্য-সৌহার্দ্দ্য-কারুণ্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-বিচিত্রানন্ত-বিভূত্যাদীন্ অসংখ্যাতান্ বিমাতুং কে ঈশিরে ? ন কেঽপি।

বিষ্ণু পুরাণেও লিখিত হইয়াছে :—

অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ।
ইচ্ছাগৃহীতাভিমতোরুদেহঃ সংসাধিতাশেষজগদ্‌হিতায়॥

অর্থাৎ তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ, স্বীয় শক্তিদ্বারা এই বিশ্বকে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ইচ্ছাক্রমে দেহ ধারণ করেন। ইনি জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। এই অনন্ত গুণবিশিষ্ট পরমতত্ত্বই শ্রীভগবান্ এবং শ্রীভাগবতের অকাট্য প্রমাণ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং ব্রহ্ম বা অন্যান্য আবির্ভাব সমূহ হইতে গুণাধিক্য-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীলঘু ভাগবতামৃতের কারিকায় এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে যথা :—

১। ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্মস্বরূপতঃ।
মাধুর্য্যাদিগুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে॥

২। অতঃ কৃষ্ণোঽপ্রাকৃতানাং গুণানাং নিযুতাযুতৈঃ।
বিশিষ্টোঽয়ং মহাশক্তিঃ পূর্ণানন্দঘনাকৃতিঃ॥

ফলতঃ শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত অন্যান্য পুরাণ ও বুদ্ধচরিতের বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করিলে স্পষ্টতঃই জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় যে অনন্ত শক্তি ও অনন্ত গুণ প্রকটিত হইয়াছে, অন্যান্য অবতারে তাহার অতি অল্প অংশই প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গুণরাশি বহুভাগে বিভক্ত। অনন্ত ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নিয়োজিত। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় যে নিখিল শক্তি প্রকটিত হইয়াছে, তাহার সহিত অন্যান্য লীলার তুলনা হয় না। আমরা যথাস্থানে বিভাগে বিভাগে সেই সকল গুণরাশির কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব; তাহাতে প্রতিপন্ন হইবে,—রূপে গুণে কর্ম্মে ও শিক্ষায় শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণতম। এসম্বন্ধে একটা প্রাচীন কারিকা আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

নৃসিংহো জামদগ্ন্যশ্চ কল্কী পুরুষ এবচ।
ভগবন্তে চ তে সর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য-প্রকাশকাঃ॥
নারদোঽত্র তথা ব্যাসো বরাহো বুদ্ধ এবচ।
ধর্ম্মণামেব বৈবিধ্যাদমী ধর্ম্মপ্রদর্শকাঃ॥
রামো ধন্বন্তরির্যজ্ঞঃ পৃথুকীর্ত্তিপ্রদর্শিনঃ।
বলরামো মোহিনা চ বামনঃ শ্রীপ্রধানকাঃ॥
দত্তাত্রেয়শ্চ মৎস্যশ্চ কুমারঃ কপিলস্তথা।
জ্ঞানপ্রদর্শকা এতে বিজ্ঞাতব্যা মনীষিভিঃ।
নারায়ণো নরশ্চেতি কূর্ম্মশ্চ ঋষভস্তথা।
বৈরাগ্যদর্শিনো জ্ঞেয়াস্তত্তৎ কর্ম্মানুসারতঃ॥
কৃষ্ণঃ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যো মাধুর্য্যাণাং মহোদধিঃ।
অন্তর্ভূতসমস্তাবতারো নিখিল শক্তিমান্॥

অর্থাৎ নৃসিংহ, জামদগ্নি, কল্কি ও পুরুষ;—ইঁহাদের ঐশ্বর্য্যরূপ ভগবত্তা

প্রকটিত হইয়াছে। নারদ, ব্যাস বরাহ ও বুদ্ধ—ইঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মতত্ত্ব মাত্র প্রকটন করিয়াছেন। রাম, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ ও পৃথু—ইঁহারা কীর্ত্তি প্রদর্শক। বলরাম, মোহিনী ও বামন—ইঁহারা সৌন্দর্য্য প্রকটনে জীব চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। দত্তাত্রেয়, মৎস্য, কুমার ও কপিল—ইঁহারা জ্ঞানতত্ত্ব প্রদর্শক। নর, নারায়ণ, কূর্ম্ম ও ঋষভ দ্বারা বৈরাগ্য রূপ ভগবত্তা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, মাধুর্য্যের মহোদধি, সর্ব্বাবতার-বীজ শ্রীকৃষ্ণ নিখিল-শক্তিমান্; সুতরাং শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণতম।

প্রাচীন কারিকার কোন কোন অংশ অবশ্যই অস্ফুট ও বিচার্য্য, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বসম্মত ও নির্দ্দোষ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য খণ্ডে বিংশ পরিচ্ছেদে অবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে উহা লঘুভাগবতামৃতের বর্ণনামূলক। সুতরাং লঘুভাগবতামৃত হইতেই উহার সার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু এই বিংশ পরিচ্ছেদের স্থানে স্থানে অতি জ্ঞাতব্য সবিশেষ তত্ত্ব কথা আছে। তাহার উল্লেখ এবং ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যদিও প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে তথাপি এস্থলে প্রয়োজনানুরোধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। প্রভু বলিতেছেন :—

অনন্ত শক্তির মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম॥
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছা সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞান শক্তি প্রধান, বাসুদেব চিত্তাধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ-রচন॥
ক্রিয়াশক্তি প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি দ্বারা চিৎ ও জড় জগতের সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই ত্রিবিধ শক্তিই প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টির হেতু। এই শক্তিতত্ত্ব গভীর রহস্যময়। গোলক বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি ভগবৎ ধাম জড়ীয় শক্তির রচিত নহে। উহারা ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা চিৎশক্তির সৃষ্ট কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, চিৎশক্তির বিলাস গোলক বৈকুণ্ঠ সৃষ্ট নহে। সঙ্কর্ষণের ইচ্ছায় উহারা প্রপঞ্চে প্রকাশ পাইয়া থাকেন মাত্র। তদ্ব্যতীত নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা বিনির্ম্মিত। কিন্তু জড়রূপা প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ডের কারণ নহে। ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন জড়া প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিতে অসমর্থ।

মহাপ্রভু এইস্থলে সৃষ্ট তত্ত্বের সাংখ্যমত পরিহার করিয়া এবং মায়াবাদী বেদান্তীদের সৃষ্ট তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া অতি উপাদেয় একটী সিদ্ধান্ত স্থাপন পূর্ব্বক শ্রীপাদ সনাতনকে বলিতেছেন :—

মায়াদ্বারে সৃজেন তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডেরগণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ॥
জড়হৈতে সৃষ্ট নহে ঈশ্বর শক্তি বিনে।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করেন শক্তি আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্ট করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে ধরে দাহশক্তি॥

এই সৃষ্টি ব্যাপার কপিল দেবের জড়া প্রকৃতির কার্য্য নহে এবং মায়াবাদীদের ইন্দ্রজালবৎ অপদার্থ নহে। অথচ জড়মায়া ভগবানের চৈতন্যময়ী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সাধনা করেন। লৌহের দাহিকা শক্তি না থাকিলেও অগ্নিসংযোগে উহা যেমন দাহিকা শক্তি বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবৎশক্তির প্রভাবে জড়াপ্রকৃতি হইতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এস্থলে মহাপ্রভু অবতার সম্বন্ধেও আরও একটী জ্ঞাতব্য কথা বলিয়াছেন :—

সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বর মূর্ত্তি অবতার নাম ধরে॥
মায়াতীত পরব্যোম সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতার ধরে অবতার নাম॥
মায়া অবলোকনে হয় শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হয়েন প্রথম॥

এস্থলে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "জগৃহে পৌরুষং রূপম্" শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া আদ্যাবতার পুরুষের কথা বলা হইয়াছে।

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
কারণাব্ধিশায়ী নাম জগৎ কারণ॥
কারণাব্ধিপারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥

এই সম্বন্ধে নারদ পঞ্চরাত্রে "জিতন্ত স্তোত্রে" লিখিত আছে :—

লোকং বৈকুণ্ঠ নামানং দিব্যষড়্‌গুণসংযুতং।
অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়-বিবর্জ্জিতম্॥

পদ্মোত্তর খণ্ডে বৈকুণ্ঠতত্ত্ব বর্ণনে লিখিত আছে :—

ত্রিপাদ্বিভূতি রূপন্তু শৃণু ভূধর-নন্দিনী।
প্রধান পরম ব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী॥
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।
তস্যাঃ পরে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং॥
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং।
শুদ্ধ সত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদম্॥

কিন্তু অনন্ত কোটি বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মায়ারই সৃষ্ট। বিরজার পরপারে মায়ার অধিকার নাই। মায়ার দুইটী বৃত্তি। একটীর নাম মায়া, অপরটীর নাম প্রধান। মায়াবৃত্তি জগতের নিমিত্ত কারণ; এবং প্রধান

উহার উপাদান-কারণ। মায়াবৃত্তি গুণরূপা, প্রধানাবৃত্তি দ্রব্যরূপা। জগৎ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে আরও বলিতেছেন :—

সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষুভিত করি করে বীর্য্যাধান॥
স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শনে।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥

এতৎ সম্বন্ধে ভাগবতীয় প্রমাণ শ্লোক এই যে,—

দৈবাৎ ক্ষুভিত ধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্॥
কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্য মাধত্ত বীর্য্যবান্॥

জীবের অদৃষ্ট বশতঃ প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হইলে পরম পুরুষ প্রকৃতিতে জীবাখ্য চিদ্রূপ শক্তির আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি হইতে প্রকাশ বহুল মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

চিচ্ছক্তিযুত পরমাত্মা গুণ ক্ষোভ হইলে স্বাংশভূত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে প্রকৃতিতে বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করেন।

অতঃপরে দ্বিতীয় পুরুষ ও তৃতীয় পুরুষের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে এক বিচিত্র বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় পুরুষের বর্ণনারম্ভে লিখিত হইয়াছে :—

সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া॥
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থল করিলা বিচার॥
নিজাঙ্গ স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ড ভরিল।
সেই জলে শেষ শয্যায় শয়ন করিল॥

তাঁর নাভি পদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্ম সদ্ম॥

এই রহস্যের অন্তস্তলে প্রবেশের শক্তি আমাদের নাই। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে ইহার সুব্যাখ্যা হইতে পারিবে। এখন এস্থলে আমরা কেবল মহাপ্রভুর শাস্ত্র সঙ্গত সিদ্ধান্তটী উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে গুণাবতারের উদ্ভব হয়।

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন জন গুণাবতার। ইহা পুরুষ অবতারেরই অপর নাম।

অতঃপরে গুণাবতারের বিস্তৃত বিচার করা হইয়াছে। তৎপরে মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তন্মধ্যে কলিযুগাবতারের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন কলিযুগে ধর্ম্ম।
পীত বর্ণ ধরি তবে কৈলা প্রবর্ত্তন॥
প্রেম ভক্তি লোকে দিলা লৈয়া ভক্তগণ।
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্ত্তন॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গো পাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

যিনি অন্তরে কৃষ্ণ অর্থাৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ স্বরূপ এবং বাহিরে গৌরবর্ণ অর্থাৎ কোন অত্যন্ত প্রিয়জন বিশেষের অঙ্গকান্তি গ্রহণ নিমিত্ত যিনি কৃষ্ণ হইয়াও গৌর; তাঁহাকে কলিযুগে সুবুদ্ধিগণ, অঙ্গ (নিত্যানন্দাদ্বৈত) উপাঙ্গ (তদবয়ব) করেন, যিনি ইন্দ্রনীল মণিবৎ শ্যামলাঙ্গ হইলেও কান্তিরাজি দ্বারা গৌরবর্ণ, এবং যিনি নিখিল পরিব্রাজকদিগেরও উপাস্য বলিয়া জীবাদিকর্ত্তৃক কথিত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন।

আর তিনযুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণ নামে সেই ফল পায়॥
কলে র্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকোমহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

কৃত যুগে ধ্যানাদি সাধন দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি সাধন দ্বারা, দ্বাপর পরিচর্য্যাদি দ্বারা যাহা পাওয়া যাইত, কলিযুগে কেবল মাত্র হরিসংকীর্ত্তনে তৎসমুদয় লাভ করিতে পারা যায়।

কলি-দোষনিধি হইলেও কলিযুগের একটি মহান্ গুণ বিরাজমান আছে "যেমন এক মহারাজ অসংখ্য দস্যুগণকে বিনাশ করে, এইরূপ কেবল কৃষ্ণকীর্ত্তন মাত্রই কলিগুণ নিখিল কলিদোষ নাশ করে। যদি কীর্ত্তন-সহিত ধ্যানাদি হয় তাহা হইলে যে কি হয়, তাহা বলাই যায় না।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্,
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চ্চন করিয়া যাহা পাওয়া যায়, কলিযুগে কেবল কেশবের নাম কীর্ত্তন করিয়াই তৎসমুদয় পাওয়া যায়।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥

যাহাতে কেবল সংকীর্ত্তন করিলেই সমস্ত স্বার্থ অনায়াস-লভ্য হয়, সারগ্রাহী গুণজ্ঞ আর্য্যগণ সেই কলিযুগকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে শ্রীপাদ সনাতনকে মহাপ্রভু যুগাবতারের উপদেশ করিলেন। সুচতুর সনাতন চতুরতার সহিত প্রভুর নিকটে ঈষদ্ হাস্যমুখে আর একটী প্রশ্নের অবতারণা করিলেন, যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ মতি॥
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন অবতার॥

শ্রীপাদ সনাতনের মনের ভাব এই যে, প্রভুর শ্রীমুখেই তাঁহার নিজাবতার লক্ষণ শুনিয়া লইবেন কিন্তু যেমন দাস, তেমনই-প্রভু। তিনি তদুত্তরে ঈষদ্ হাস্যসহকারে অথচ গম্ভীরভাবে কহিলেন ;—

অন্য অবতার যৈছে শাস্ত্রদ্বারে জানি।
কলি অবতারে তৈছে শাস্ত্র বাক্যে মানি॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য,—শাস্ত্রের প্রমাণ।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারে জ্ঞান॥
অবতার নাহি কহে আমি অবতার।
মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার॥
"যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥"

শ্রীভাগ ১০।১০।৩০

যাহার সমান ও যাহা হইতে অতিশয় নাই এবং জীবে সর্ব্বথা অঘটমান, সেই সেই প্রভাব দর্শন করিয়া শরীরী অর্থাৎ মৎস্যাদি জাতি মধ্যে থাকিয়াও শরীর ধর্ম্মরহিত যে তোমার অবতারাবলী অনায়াসে জানিতে পারা যায়, সেই সাক্ষাৎ অবতারী তুমি, তোমাকে কেন বা না জানিব।

স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥
আকৃতে প্রকৃতে জানি স্বরূপ লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ॥

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে॥

তথাহি 'জন্মাদ্যস্য' ইত্যাদি।

এই শ্লোকের পর শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ।
সত্যশব্দে কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল॥
এই সব কার্য্য তাঁর তটস্থ লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ॥
অবতার কালে হয় জগতে গোচর।
এই দুই লক্ষণে কহে, জানেন ঈশ্বর॥

অধুনা জনসাধারণ "যাহাকে-তাহাকে" অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি অবতারের যে লক্ষণ কহিয়াছেন, সেই লক্ষণ ধরিয়া বিচার করিলে বর্ত্তমান অনেক অবতারই অবতারের দাবী হইতে বঞ্চিত হইবেন। সাধারণ জীবদেহে সেরূপ বলবীর্য্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। শ্রীভগবান্ অতুল ঐশ্বর্য্য, অতুল বীর্য্য, অতুল যশঃ, অতুল সৌন্দর্য্য, অতুল জ্ঞান-বৈরাগ্য সহ জগতে অবতীর্ণ হন। সেই অতুল-আতিশয্যের সহিত মানবীয় কোন শক্তির তুলনা হয় না। "যাহাকে-তাহাকে" অবতাররূপে প্রতিপন্ন করিলে প্রকৃত অবতারের গৌরব হানি করা হয়। এস্থলে তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। শব্দশাস্ত্রকার বলেন,—"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থ লক্ষণত্বং যথা কাকবন্তো গৃহাঃ। তদভিন্নত্বেসতি তদ্বোধকত্বং, স্বরূপ লক্ষণত্বং, যথা প্রকাশমান্ চন্দ্রমা।"

ইহার অর্থ এই যে, যে লক্ষণ কোন বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়াও সেই বস্তুকে বুঝায়, তাহা তটস্থ লক্ষণ, যেমন কতগুলি ঘরের মধ্যে যে ঘরগুলির

উপর কাক আছে, সেই কাকের উপস্থিতির দ্বারা অপর গৃহ হইতে এক শ্রেণীর ঘর পৃথক করা হয়। এস্থলে কাক গৃহ নয় কিন্তু কাকের দ্বারা গৃহ লক্ষিত হইল বলিয়া এস্থলে উহা তটস্থ লক্ষণ বলিয়া বুঝাইল। আবার বস্তুতে ও উহার লক্ষণে যদি কোনও ভিন্নতা না থাকে তবে তাহা স্বরূপ লক্ষণ নামে খ্যাত। যেমন প্রকাশমান্ চন্দ্রমা। এস্থলে প্রকাশ-শীলত্বের সহিত চন্দ্রের কোনও পার্থক্য নাই; অথচ প্রকাশ-শীলত্ব দ্বারাই চন্দ্র লক্ষিত হইল বলিয়া উহা স্বরূপ লক্ষণ নামে খ্যাত। অবতার সম্বন্ধেও তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা অবতারত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের পাদচিহ্নের বিশেষ লক্ষণ ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন, যথা শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে :—

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পাদয়োশ্চিহ্ন-লক্ষণং।
ভগবৎকৃষ্ণ-রূপস্য হ্যানন্দৈকধনস্য চ॥
অবতারহ্যসংখ্যেয়া কথিতা মে তবাগ্রতঃ।
পরং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমৃষীণাঞ্চতথৈব চ।
আবির্ভূতস্তু ভগবান্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া॥
যৈ রেব জ্ঞায়তে দেবোভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
তান্যহং বেদনান্যোহস্তি সত্যমেতন্ময়োদিতম্।
ষোড়শৈবতু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানিতৎপদে॥ ইত্যাদি।

অতঃপরে সনাতন বলিলেন, দয়াময়, আপনার শ্রীমুখে অবতার-লক্ষণ শুনিলাম। এখন আমার নিবেদন এই যে, যাঁহাতে ঈশ্বরের লক্ষণ বর্ত্তমান, যাঁহার বর্ণ পীতবর্ণ, কার্য্য—শ্রীনাম সংকীর্ত্তন ও প্রেম দান—

কলিযুগে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥

প্রভু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন সনাতন, চতুরালী ছাড়িয়া দেও, এখন শক্ত্যাবেশ-অবতারের বিবরণ শুন।" এই বলিয়া তিনি বলিলেন,—

শক্ত্যাবেশ অবতারের অসংখ্য গণন।
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য, জন।
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—গৌণ, মুখ্য, দেখি।
সাক্ষাৎ শক্ত্যাবতার, আভাসে বিভূতি লিখি॥
সনকাদি, নারদ, পৃথু আর পরশুরাম।
জীবরূপ ব্রহ্মা আবেশাবতার নাম॥
বৈকুণ্ঠে শেষ ধরা ধরয়ে অনন্ত।
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত॥
সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে শক্তি ভক্তি।
ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণ শক্তি॥
শেষে স্বসেবন শক্তি, পৃথুতে পালন।
পরশুরামে দুষ্টনাশ বীর্য্যসঞ্চারণ॥
"জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥"

যে সকল জীবে জ্ঞানশক্ত্যাদি-কলাদ্বারা জনার্দ্দন আবিষ্ট হয়েন, সেই সমুদায় মহত্তম জীবকে আবেশ বলা যায়।

ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্‌বিভূতির কথা লিখিত হইয়াছে। সমগ্র জগৎ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি-ভাবাবেশে ব্যাপৃত। তাই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ-সম্ভবম্॥

হে অর্জ্জুন, ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত এবং বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলকেই আমার শক্তিলেশ-সংভূত বলিয়া জানিবে।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ॥

হে অর্জ্জুন, আমার বিভূতিবিষয়ে তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? আমি একমাত্র প্রকৃত্যাদির অন্তর্য্যামী পুরুষাখ্য অংশ অর্থাৎ পরমাত্মরূপে এই চিৎ-জড়াত্মক জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি।

অতঃপরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, সনাতন, আমি তোমায় শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে একটী কথা বলিতেছি। ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ চিরকিশোর। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে তাঁহার লীলা দ্বিবিধ। তিনি যখন প্রকট লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমতঃ পিতামাতা ও ভক্তগণকে আবির্ভূত করেন, তৎপরে নিজে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভক্তিরসের আশ্রয় এবং নিত্যলীলায় বিলাসবান্। নরলীলানুকরণে তাঁহার বয়স বিবিধ হইলেও তিনি চিরকিশোর। তাঁহার সকল লীলাই নিত্য। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, এক এক ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে পূতনা বধাদি সকল লীলাই প্রকাশ পায়। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর নাহিক গণন।
কোন্ লীলা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে করেন প্রকটন॥
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার।
শেষে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্র কুমার॥
ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কিশোরতা প্রাপ্তি।
রাসাদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিতি॥

এস্থানে প্রশ্ন এই হইতে পারে যে, এক লীলার অবসানে যখন অন্য লীলা আরম্ভ হয় তখন লীলার নিত্যতা কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী লীলার নিত্যতা বুঝাইবার জন্য জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যের গতির উদাহরণ বর্ণন করিয়াছেন। ইনি বলেন, জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেমন ষষ্টিদণ্ড পরিমাণ দিবারাত্রিতে সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘন

করিয়া ভ্রমণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ষষ্ঠি দণ্ডে একদিবস; তিন সহস্র ছয়শত পলে একদিবস হইয়া থাকে। ষষ্ঠিপলে এক দণ্ড। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্য প্রতিপলে পরিভ্রমণ করেন। ষষ্ঠিপল পরিভ্রমণে এক দণ্ড হয়। প্রত্যেক পলেই তাহার ক্রমোদয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই প্রকার ৮ দণ্ডে এক প্রহর হয়। সূর্য্য আবার প্রতিপ্রহরে ক্রমিক ভ্রমণ করিয়া চারিপ্রহরে অস্ত হন, আবার রাত্রি চারিপ্রহর ভ্রমণ করিয়া পূর্ব্বদিকে উদিত হন। এইরূপ সূর্য্যের পরিভ্রমণের যেমন বিরতি নাই, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ-লীলারও বিরতি নাই। তাই শ্রীল কবিরাজ লিখিয়াছেন :—

ঐছে কৃষ্ণের লীলামণ্ডল চৌদ্দমন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট প্রকাশকাল সোয়াশত বৎসর। এই ১২৫ বৎসর কাল ব্রজপুরে তাঁহার লীলাবিলাস প্রকট থাকে। অলাত চক্র যেমন প্রত্যেক বিন্দুতে স্বীয় জ্যোতিঃ প্রকটন করিয়া বেগে ঘূর্ণিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের লীলা-চক্রও সেইরূপ। তিনি সকল লীলাই সকল ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করেন। এইরূপে তাঁহার সকল লীলাই সকল ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে ক্রমে উদিত হইয়া ভক্তগণের সুখদান করে।

জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ।
পূতনা বধাদি করি মুষলান্ত-বিলাস॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলা হয় অবস্থান।
তাতে নিত্যলীলা কহে আগম পুরাণ॥

সুতরাং তাঁহার প্রত্যেক লীলাই কোন-না-কোন ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বদা বিরাজমান। ইহার ধ্বংস প্রাগভাব কল্পনা অসম্ভব। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-লীলা নিত্য, গোলোক ও গোকুল ধাম ও নিত্য এবং শ্রীকৃষ্ণ যেমন আকারবান্ হইয়াও বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, শ্রীকৃষ্ণের ধামও তেমনই বিভু।

শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার ধামও সর্ব্বদা সংক্রামিত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা যেমন প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমশঃ উদিত হন, তাঁহার ধামগণও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তেমনই ক্রমশঃ উদিত হইয়া থাকেন।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণতম রূপে প্রকাশিত হন, মথুরায় তাঁহার পূর্ণতর প্রকাশ। সুতরাং ব্রজে তিনি পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর, দ্বারকায় পূর্ণ। ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ এক নহেন, বহু। বস্তুতঃ গোকুলে গোলোকে মথুরা দ্বারকায় একই কৃষ্ণ, কেবল তাঁহার ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের প্রকাশ-তারতম্যেই পূর্ণতমতা, পূর্ণতরতা ও পূর্ণতা প্রভৃতির বিভিন্নতা প্রকটিত হইয়া থাকে। যেমন একই চন্দ্র তিথিতে তিথিতে কলা কলা কিরণ মালা প্রকাশিত করিয়া পূর্ণিমায় পূর্ণতমতা প্রাপ্ত হয়, ব্রজেও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূর্ণতম ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য প্রকাশ করেন। গোলোক ও গোকুল এক হইলেও গোকুলেরই সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাধিক্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপে শ্রীপাদ সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। লঘুভাগবতামৃতে ও ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রীপাদরূপ গোস্বামিমহোদয় শ্রীপাদ সনাতনের উপদেশ অনুমতি অনুসারে এই সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেন। পূর্ণতমতাদি সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে বিভাব লহরীতে যে তিনটী শ্লোক আছে, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ব নিরূপণে শ্রীভগবৎ স্বরূপভেদ বিচার নামক বিংশতিতম পরিচ্ছেদের উপসংহারে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, ইতঃপূর্ব্বেও তাহা লিখিত হইয়াছে :—

"নাট্যশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ ও মধ্যাদিভেদে হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণ বলিয়া পঠিত হন। অখিলগুণপ্রকাশক—পূর্ণতম তদপেক্ষা অগুণ, প্রকাশক

পূর্ণতর, পণ্ডিতগণ এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা এবং দ্বারকায় পূর্ণতা সুব্যক্ত হইয়াছে।"

এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্।
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর, পূর্ণ নাম॥
এই সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার।
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখাচন্দ্র ন্যায় করি দিগ্দরশন॥
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান॥

পঞ্চদশ অধ্যায়

ধামতত্ত্ব

শ্রীচরিতামৃতের মধ্য লীলার প্রারম্ভে বৈকুণ্ঠাদি ধামের বর্ণন করা হইয়াছে। উহাতে জানা যায় পরব্যোম শ্রীভগবানের সর্ব্বস্বরূপের ধাম। এই পরব্যোম ধামে অনন্ত অগণ্য বৈকুণ্ঠ ধাম বিরাজমান। এস্থলে শ্রীচরিতামৃতের পয়ারই উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোম ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে॥
শত সহস্রাযুত-লক্ষ-কোটি যোজন।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন।

সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চিন্ময়।
পারিষদ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সব হয়॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ একদেশে রহে যার।
সে পরব্যোমের কে করে গণনা বিস্তার॥

এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে মানবমাত্রেরই চিত্ত মহা বিস্ময়ে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। অপ্রাকৃত আনন্দ চিন্ময় শত সহস্রাযুত লক্ষ কোটি যোজন পরিমিত মহাবিস্তৃত এক একটি বৈকুণ্ঠ। এইরূপ অনন্ত কোটি বৈকুণ্ঠের সমষ্টি—এক পরব্যোম! এই সকল চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠের অনন্তত্বের কথা দূরে থাকুক, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সাধারণ দূরবীক্ষণ দ্বারা গগন-বিহারী প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ যে সকল গ্রহনক্ষত্রের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারই অগণ্য ও অনন্ত প্রসারিত। এক্ষেত্রে যথার্থ ব্যাপারের নিকট কবির কল্পনাও পরাস্ত হয়। এই সকল বর্ণনা বিন্দু মাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতির্বৈজ্ঞানিকগণ অনুসন্ধান দ্বারা প্রাপঞ্চিক ব্যোমের যে সকল বিবরণ প্রকটিত করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে শ্রীচরিতামৃতের এই সকল বর্ণনার একবিন্দুও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইবে না। ইতঃপূর্ব্বে সে বর্ণনার আভাস দেওয়া হইয়াছে।

এই অনন্ত বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠান স্বরূপ পরব্যোম ও শ্রীকৃষ্ণলোকের অতি ক্ষুদ্র বিন্দু-প্রায়-অংশ।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকায় গণি॥

শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে—"অন্যত্র তু ভুবি প্রসিদ্ধান্যেব তত্তদাখ্যানি স্থানানি তদ্রূপত্বেন শ্রূয়ন্তে। তেষামপি বৈকুণ্ঠান্তরবৎ প্রপঞ্চাতীতত্ব-নিত্যত্বালৌকিকরূপত্ব-ভগবন্নিত্যাস্পদত্ব-কথনাৎ।"

শাস্ত্রান্তরে ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ তত্তৎআখ্যাবিশিষ্ট (অর্থাৎপূর্ব্বোক্ত দ্বারকা মথুরা গোকুলাখ্য) স্থান সমূহের ভগবৎস্বরূপত্ব সম্বন্ধে

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। উহারাও বৈকুণ্ঠান্তরবৎ প্রপঞ্চাতীত নিত্য অলৌকিক ও শ্রীভগবানের নিত্যাস্পদ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রীমৎদ্বারকা সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণাদিতেও অনুসন্ধেয়। শ্রীধাম সম্বন্ধে শ্রৌত-প্রমাণ ও আছে, তদ্ যথা—

অন্তঃ সমুদ্রে মনসাচরন্তম্, ব্রাহ্মান্ববিন্দন্দশহেতো রমর্ণে।

সমুদ্রেঽন্তঃ কবয়ো বিচক্ষতে, মরাচানাং পদমন্বিচ্ছন্তি বেধসঃ॥

শ্রীমন্মথুরার প্রপঞ্চাতীতত্বাদি সম্বন্ধে বরাহ পুরাণ বলেন :—

"অন্যৈব কাচিৎসা সৃষ্টি বিধাতুর্ব্যতিরেকিণী।"

নিত্যত্ব সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ বলেন :—

ঋষির্মাথুর নামাত্র তপঃ কুর্ব্বতি শাশ্বতে।

অত্র মথুরামণ্ডলে শাশ্বতে নিত্যে তপঃ কুর্ব্বতি করোতি ইত্যর্থঃ।

অলৌকিকরূপত্ব সম্বন্ধে আদি বারাহ বলেন :—

ভূর্ভুবঃ স্বস্বর্গে নাপি ন পাতাল-তলেঽনলম্।

নোর্দ্ধলোকে ময়া দৃষ্টং তাদৃক্ক্ষেত্রং বসুন্ধরে॥

শ্রীভগবন্নিত্যাস্পদত্ব যথা :—

অহোঽতিধন্যা মথুরা যত্র সন্নিহিতো হরিঃ।

ইহা যে কেবল উপাসনাস্থান তাহা নহে। যেহেতু শ্রীমদ্বরাহ সংবাদে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন :—

মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে নহি বিদ্যতে।

তস্যাং বসাম্যহং দেবি মথুরায়াস্তু সর্ব্বদা॥

এস্থলে বাসেরই কণ্ঠোক্তি। শ্রীমদ্বরাহদেবের বাক্য এই যে অংশাংশীর ঐক্যভাবেই বক্তব্য। ফলতঃ শ্রীমথুরাক্ষেত্রে শ্রীবরাহদেবের নিবাস নয়; উহা শ্রীকৃষ্ণক্ষেত্র বলিয়াই প্রসিদ্ধ, যথা পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে :—

"অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহা।

স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বদা বাস করেন, বায়ুপুরাণে তাঁহারও প্রমাণ আছে—

চত্বারিংশদ্ যোজনানাং ততস্তু মথুরা স্মৃতা।
যত্র দেবো হরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি কংসহা॥

এস্থলে "সাক্ষাৎ" শব্দ দ্বারা শ্রীভগবানের স্বস্বরূপতার এবং "স্বয়ং" শব্দ দ্বারা তাঁহার প্রতিমারূপের অবস্থান নিষিদ্ধতা সূচিত হইয়াছে। শ্লোকে 'ততঃ' শব্দ আছে উহার অর্থ পূর্ব্বোক্ত পুষ্কর নামক তীর্থ হইতে মথুরা চত্বারিংশদ্ যোজন দূরে অবস্থিত, ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্বরাহদেব বলিয়াছেন, মথুরাক্ষেত্রে তাঁহার অবস্থান—ইহাতে বুঝা যায় যে মথুরা-পুরীতে তাঁহার অবস্থান নয়; শ্রীমথুরাপুরাতে শ্রীকৃষ্ণেরই বাসস্থান।

শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতে বলা হইয়াছে :—

"স হোবাচ পংক্তি নারায়ণো দেবঃ স কাম্যা মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্ত পূর্য্যো ভবন্তি তথা সকাম্যা নিষ্কাম্যাশ্চ ভূগোলচক্রে সপ্তপূর্য্যা ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপাল পুরীহীতি। সকাম্যা নিষ্কাম্যা দেবানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভবতি, যথা হি বৈ সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং তিষ্ঠতীতি, চক্রেণ রক্ষিতা হি বৈ মথুরা তস্মাৎ গোপাল পুরী হি ভবতি। বৃহদ্ বৃহদ্বনং মধোর্ম্মধুবনমিত্যাদিকা।" পুনশ্চ এতৈ বাবৃতা পুরী-ভবতি। "তত্র তেষ্বেব" মিত্যাদিকা তথা "...............দ্বে বনেস্তঃ কৃষ্ণবনং ভদ্রবনং তয়োরন্ত র্দ্বাদশবনানি পুণ্যানি পুণ্যতমানি তেষ্বেব দেবা স্তিষ্ঠন্তি সিদ্ধাঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তা তত্র হি রামস্তহি রামমূর্ত্তিঃ। ....তদপোতে শ্লোকাঃ—

প্রাপ্য মথুরাং পুরীং রম্যাং সদা ব্রহ্মাদিসেবিতাম্।
শঙ্খচক্র গদাশার্ঙ্গ রক্ষিতাং মুষলাদিভিঃ॥
যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যাসমাহিতঃ।
রামানিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈঃ রুক্মিণ্যা সংহিতো বিভুরিতি॥
কিং তস্য স্থানমিতি শ্রীগান্ধর্ব্যা প্রশ্নোত্তরমিদম্।

অর্থাৎ গান্ধর্ব্বীর প্রশ্নোত্তরে নারায়ণ ও ব্রহ্মার কথোপকথন-প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া বলিলেন, শ্রীমন্নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলেন :—যেমন সুমেরু

গিরির শৃঙ্গে সর্ব্বকামফলপ্রদায়িনী সাতটী পুরী আছে, সেইরূপ এই ভূমণ্ডল মধ্যে অধিকার-ভেদে কামফলপ্রদায়িনী ও মুক্তিদায়িনী অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা ও দ্বারকা এই সাতটী পুরী আছেন তন্মধ্যে গোপাল-বেশ বিষ্ণুর আশ্রয়ভূত অথবা গোসমূহ-প্রতিপালিতা গোপালপুরী। এই পুরী সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুরী অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রকাশত্ব-হেতু এই পুরীই ব্রহ্মাত্মক। এই নিমিত্ত এই পুরী "স্বরূপা" ও ব্রহ্মপুরী নামে অভিহিত হইয়াছেন। যেমন দেবগণের ও ভূতগণের সকাম ও নিষ্কাম আবাস আছে, যেমন সরোবরে কমল আছে, ভূমণ্ডলের মধ্যে এই মথুরা পুরী সেইরূপ। এই মথুরাপুরী সর্ব্বদা চক্রাদি দ্বারা রক্ষিত। অতএব এই পুরী গোপাল পুরী নামে প্রসিদ্ধ।

এই মথুরায় দ্বাদশ বন আছেন—বৃহদ্বন। অতি বৃহৎ বলিয়া এই বন বৃহদ্নাম অভিহিত। মধুদৈত্য বাস করিত বলিয়া অপর বনের নাম মধুবন ইত্যাদি। মথুরার ঐ দ্বাদশ বনে দেবাদি নৃত্যগান করেন।

উহাতে কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন নামে আরও দুইটী বন আছেন। দ্বাদশ বন এই দুই বনের অন্তর্গত। এই সকল বনের মধ্যে সিদ্ধি-প্রাপ্ত সিদ্ধগণ বাস করেন। এই সকল বনে বলরামাদির শ্রীমূর্ত্তি আছেন। মথুরাপুরী ব্রহ্মাদি-সেবিত অতি রমণীয় শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ ও মুষলাদি দ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত। বলরাম অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এবং রুক্মিণী সহ শ্রীকৃষ্ণ সতত এখানে অবস্থান করেন।

শ্রীমতী গান্ধর্ব্বী দুর্ব্বাসা মুনির নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার স্থান কোথায়? তদুত্তরে দুর্ব্বাসা শ্রীমন্নারায়ণ ও ব্রহ্মার কথোপকথন উল্লেখ করিয়া ইহার যে উত্তর দান করেন, তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে উহার উল্লেখ আছে।

এ সম্বন্ধে এস্থলে একটু বিশেষ ব্যাখার প্রয়োজন।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থেও শ্রীভগবদ্ধামের আলোচনা

পরিলক্ষিত হয়। উহার দ্বিতীয় পাদে লিখিত হইয়াছে—"অনন্তবিজ্ঞানানন্দ-বপুষো" ভগবতঃ সচিচ্ছক্তিবিলাসময়ং প্রকৃতি-স্পর্শন-শূন্যমপরিচ্ছিন্নং স্বমহিম-সংব্যোমশব্দিতং পুরমতি বিস্তীর্ণবহুভূমপ্রসাদো-পমঙ্ককান্তি ইত্যাদি।

তিনি অতঃপরে এই পুরের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণনা করিয়া বেদান্ত সূত্রের একটি অধিকরণের উল্লেখ করিয়াছেন তদ্যথা :—

অন্তরাভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ৩।৩।৩৬। শ্রীগোবিন্দভাষ্যে এই সূত্রটী যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—অথ স্বাত্মকাধিষ্ঠানত্বং ধর্ম্মমুপসংহর্ত্তুমারভতে—মুণ্ডকে শ্রূয়তে—যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি সংভুব দিব্যে পুরে হ্যেষ সংব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদংবরিষ্ঠমিত্যন্তম্। তত্র সংশয়ঃ—সংব্যোম শব্দাভিহিতং ব্রহ্মপুরং কিং সামর্থ্যৈশ্বর্য্যপর্য্যায় তন্মহিমৈব ভবেদুত বিচিত্র প্রাসাদ-গোপুর প্রাকারাদিরূপং তদিতি। কিং প্রাপ্তম্। তাদৃশতন্মহিমৈব তদিতি। স ভগবঃ কস্মিন প্রতিষ্ঠিত ইতি? স্বে মহিম্নীতি। স্ব মহিমাধারত্ব শ্রবণাৎ তস্মান্মহিমৈব পুরত্বেন নিরূপিতঃ। সংব্যোম শব্দিতশ্চ সঃ। তস্মাদনন্যাৎ ন খলু বিভোরধিষ্ঠানং সম্ভবেদিত্যুক্তম্ ব্রহ্মৈবেত্যাদিনা এবং প্রাপ্তে পঠতি—

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ—৩।৩।৩৬ অন্তরা সংব্যোম পুরমধ্যে স্বাত্মনো ভূতগ্রামবদ্বিভাতি। স্বাত্মনঃ স্বীয়ত্বেন বৃতস্য ভক্তবর্গস্যেত্যর্থঃ। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তত্রবৎ বস্তু জাতং সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকমপি পৃথিব্যাদি নির্ম্মিতবৎ স্ফুরতি ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে স্বাত্মকাধিষ্ঠানত্ব ধর্ম্মের উপসংহারে বলা হইতেছে—শ্রুতিতে উক্ত আছে—যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, যাঁহার মহিমা এই পৃথিবীতে দৃষ্ট হয়, তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠিত সংব্যোম নামক দিব্যপুরে বাস করেন। এস্থলে সংশয় এই যে, ঐ সংব্যোমপুর আধ্যাত্মিক ভগবদৈশ্বর্য্য মহিমা অথবা বিচিত্র প্রাসাদগোপুর প্রকারাদিবিশিষ্টপুরী-বিশেষ? ভগবান্ স্বীয় মহিমাতেই অধিষ্ঠিত ইত্যাদি শ্রৌতবাক্যে উহাকে আধ্যাত্মিক ভগবন্মহিমা

বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং ভগবন্মহিমা সংব্যোমপুর। ঐ পুর অনন্ত এবং পরমেশ্বর বিভু বস্তু অতএব তাঁহার অধিষ্ঠানও সম্ভাব্য নহে—ইত্যাদি পূর্ব্ব পক্ষের সংশয় ছেদনার্থ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে তাঁহার আত্মজনের নিকট সংব্যোমপুর মধ্যস্থ তদীয় অধিষ্ঠান ব্রহ্মাত্মক হইলেও পৃথিব্যাদি নির্ম্মিত জাগতিক অনন্ত শোভাসৌন্দর্য্যময়ী প্রাসাদ-গোপুর-প্রকরাদিময়ী পুরীর ন্যায়ই স্ফুরিত হয়েন।

সাদৃশ্যবাচক 'বৎ' শব্দের দ্বারা উহার ভৌতিকত্ব নিরস্ত হইয়াছে। ঐ পুরের সম্মুখ পশ্চাৎ, অধঃঊর্দ্ধ, উত্তর দক্ষিণ সমুদয়ই ব্রহ্মস্বরূপ ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য দ্বারা উহার ব্রহ্মাত্মকত্বই সিদ্ধ হইয়াছে। যেরূপ ভক্তগণের সমক্ষে বিজ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মের পাণি পাদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্য স্ফুরিত হয় তদ্রূপ ব্রহ্মাত্মক ভগবল্লোকেরও ভূমি সৌধাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। ময়ূরপুচ্ছ একরূপ হইয়াও যেমন বিচিত্ররূপে প্রতিভাত হয়, ব্রহ্মপুরীও তদ্রূপ। (শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতে শ্রীমন্মথুরাধামকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মাত্মকতা জন্য ব্রহ্মপুরী নামেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।)

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থ সিদ্ধান্তরত্নে এবিষয়ে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এস্থলে তাহাও উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"ইদমত্র তত্ত্বম্। অনন্ত বিজ্ঞানানন্দবপুর্বো ভগবতঃ স্বচিচ্ছক্তি-বিলাসময়ং প্রকৃতিস্পর্শশূন্যমপরিচ্ছিন্নং স্বমহিমসংব্যোমশব্দিতং পুরমতি বিস্তীর্ণ বহুভূমপ্রসাদোপমঞ্চকান্তি। যত্রনানাবির্ভাবপরিকরপরিচ্ছদস্বচ্ছন্দ-সমাবেশোচিতানন্তবিশালনানারত্নচয়ময়ানি নিরুপমশক্রনীলকুরুবিন্দ চন্দ্র-কান্তাদিকান্তানি বিচিত্রপ্রাচীরচত্বরপ্রাসাদাদিমহাবাসানি মণিচিত্র-তটীকপীযূষপূর্ণ সরিৎসারাবাপীকূপানি কর্পূরপূরায়মানরজাংসি প্রতি-ক্ষণসমুল্লসৎ তরুবল্লীগুল্মানি রম্যবিহঙ্গমাদি সত্ত্বসন্দোহানি কমনীয় বিমা-নাবলিবিরাজি ধামানি স্ফুরন্তি। যেষু পরমালৌকিক রূপ-গুণ-সম্পন্নামুক্তা

নিত্য মুক্তাশ্চ সর্ব্বাভ্যহিতয়া শ্রীদেব্যাসহ বিবিধবিনোদবন্তং ভগবন্তং নানা-বিধৈ রূপচারৈরনুকূলয়ন্তীতি।

এবমোক্তং জিতন্ত-স্তোত্রে—

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যদ্ ষাড়গুণ্য সংযুতম্।
অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতম্॥
নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈ পাঞ্চকালিকৈঃ।
সভাপ্রাসাদ সংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভম্।
বাপী-কূপ-তড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতম্।
অপ্রাকৃত সুরৈর্বন্দ্যমযুতার্ক সমপ্রভম্॥
প্রকৃষ্ট সত্ত্ব শক্তিং ত্বাং কদা দ্রক্ষ্যামি চক্ষুষা।
ক্রীড়ন্তং রময়া সার্দ্ধং লীলা ভূমিষু কেশবমিতি॥

ভগবান্ সূত্রকারৈশ্চৈব মাহ—অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ৩।৩।৩৬ ইত্যস্মিন্নধিকরণে। তদেতৎ স্বমহিমশব্দিতংতদ্ধাম বৈকুণ্ঠ দার্ব্বত্যাদি যথোর্দ্ধং স্ফুরতীতি তৎতদ্‌গতাবির্ভাবেষু তত্তদভিমানেষু বিশেষশ্চেতি বিশিষ্টাগমানাং বিদুষাং নিশ্চয়ঃ।৩৫

যান্যেব ধামানি তত্তৎলীলার্থমজাগুপ্যাবিঃ স্যুরিতি স্কান্দে স্মর্য্যতে "যা যথা ভুবি বর্ত্তন্তে পূর্য্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ। তা স্তথাসন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তলীলার্থ মাদৃতা। ইতি।

আসু দিব্যত্বা স্ফূর্ত্তিস্তসংস্কৃত দৃশামেব ভগবতি নরদার রূপত্বাদিবৎ। তথাপি তদ্দৃষ্ট্যা শুভলোকপ্রাপ্তি স্তাদৃশ ভগবদ্দৃষ্ট্যেবেতি। "ন সামান্যাদ-প্যুপলব্ধেমৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তেঃ।৩।৩।৫৩। ইতি সূত্রাত্তদ্ভাবাচ্চ। তস্মাত্তত্রত্যৈঃ সহাসৌ নিত্যং লীলায়তে বাল্যপৌগণ্ড, কৈশোরসম্বদ্ধা স্তা লীলা নিত্যা বিভান্তীতি সিদ্ধম্।৩৭।

বঙ্গানুবাদ—অনন্ত বিজ্ঞানানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের স্বীয় চিৎশক্তি বিলাসময় প্রকৃতিস্পর্শশূন্য সংব্যোমাখ্যপুর অতি বিস্তীর্ণ বহুভূমিসমন্বিত

প্রাসাদ সদৃশ দীপ্তি পান। যে প্রাসাদে শ্রীভগবানের বিবিধ আবির্ভাব-পরিকর-পরিচ্ছদ ও লীলাকাম্যাদিময় বিচিত্র প্রাচীর চত্বরাদি বিশিষ্ট বাসস্থান মণিময় তটযুক্ত পীযূষপূর্ণ নদনদী ও সরোবর এবং কর্পূর পরিপূর্ণ জলকূপ, কর্পূরসদৃশ ধূলি, উল্লসিত তরুলতা, মনোহর বিহঙ্গাদি ও অপরাপর জন্তু সকল কমনীয় বিমানাবলিবেষ্টিত শূন্যস্থ গৃহরাজি স্ফূর্ত্তি পায়। এই সকলই শ্রীভগবানের চিৎশক্তির বিলাস অর্থাৎ স্বরূপ হইতে আবিষ্কৃত। এই ধামে পরম আলৌকিক রূপগুণ সম্পন্ন মুক্ত ও নিত্যমুক্ত জীবগণ লক্ষ্মীদেবীর সহিত বিবিধ বিনোদবিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে নানা উপচারে সেবা করেন।

এইরূপ বর্ণনা জিতন্ত স্তোত্রেও দৃষ্ট হয়, তদ্‌যথা—বৈকুণ্ঠ লোক অপ্রাকৃত ষড়্‌গুণযুক্ত, অবৈষ্ণবজনের অপ্রাপ্য, প্রাকৃত গুণত্রয় বর্জ্জিত, অভিমান উপাদান, ইজ্যা, অধ্যয়ন ও সমাধি এই পঞ্চকলা হইতে উদ্ভূত অনুষ্ঠানযুক্ত নিত্য সিদ্ধগণ-সেবিত সভা প্রাসাদ শোভিত বন উপবন মণ্ডিত দীর্ঘিকা কূপ সরোবর ও বৃক্ষ সমূহে বিভূষিত অপ্রাকৃত, দেবগণের বন্দনীয়, অযুতসূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট। সচ্চিদানন্দ মহাপুরুষ হে কেশব, এতাদৃশলীলাভূমি সমূহে আমি তোমায় কবে দর্শন করিব?

ভগবান্ সূত্রকারও এইরূপ বলিয়াছেন—বেদান্ত সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদের ৩৬ সূত্রে উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বর অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁহার নিজ মহিমা ভিন্ন অন্য অধিষ্ঠান অসম্ভব। তথাপি শ্রীভগবানের নিজ মহিমাত্মক সংব্যোম নামক অধিষ্ঠান এবং তন্মধ্যস্থ বস্তুজাত তদীয়ভক্ত সকলের দৃষ্টিতে প্রাকৃতভূত নিবাসের সদৃশই প্রতীত হইয়া থাকে। ভক্তগণের নিকট শ্রীভগবানেরও তদীয় অধিষ্ঠানাদির অমৃত ও দিব্য প্রকাশ শ্রুতিতে উক্ত আছে। স্বরূপতঃ এই সকল অপ্রাকৃত স্বাত্মক বস্তু ভগবদৈশ্বর্য্যাত্মক বস্তু। যেরূপ জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মের পাণি পাদাদি অঙ্গ বৈচিত্র্য স্ফুরিত হয়, তদ্রূপ স্বাত্মক তদীয় ধামেরও ভূমি জলাদি প্রাকৃত বস্তুবৎ প্রতীতি হইয়া থাকে।

ভগবন্মহিমাদি শব্দিত সেই ধাম বৈকুণ্ঠাদি রূপে উর্দ্ধোর্দ্ধে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের উপরে দ্বারকা, তদুপরি মথুরা, তদুপরি গোলোক অবস্থিত। সেই সেই স্থানে গত ভগবদাবির্ভাবের তৎতদভিমানে বিশেষত্বও আছে। সায়ম্ভুবাদি আগম প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের ও বিশেষ জ্ঞানীর ইহাই সিদ্ধান্ত।

পরব্যোমে যে যে ধাম আছে, সেই সেই ধামই এই প্রপঞ্চে আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। প্রপঞ্চে আবিষ্কার দ্বারা অপ্রাপঞ্চিত ধাম নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য। অপ্রপঞ্চে যাহা নাই, তাহা প্রপঞ্চেও থাকিতে পারে না। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—ভগবানের যে যে প্রিয়তমা পুরী প্রপঞ্চে বিদ্যমান আছেন পরব্যোমও তৎ তৎ লীলার্থ ব্রহ্মাদি-বন্দিত সেই সেই পুরী রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ঐ সকল পুরীতে প্রাকৃত চিন্তার সম্বন্ধ নাই, অথবা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ধাম সকল অনিত্য নহে। ব্রহ্মাত্মক চিদানন্দময় ধাম সকল এই প্রাপঞ্চিক ধামসমূহে সূক্ষ্মভাবে একীভূত ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তবে যাহাদের জ্ঞান, ভক্তি-সংস্কারশূন্য তাহারা প্রাপঞ্চিক ধামের অপ্রাপঞ্চিকত্ব অনুভব করিতে পারেন না। অভক্ত সকল শ্রীভগবান্‌কে যেরূপ মনুষ্য বলিয়াই দর্শন করেন, তদ্রূপ তাঁহার ধাম সমূহকেও পার্থিব বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। অবতারকালে সকলেই যদি ভগবদ্ভাবে ভগবান্‌কে দর্শন করিতেন তাহা হইলে সকলেরই মুক্তি হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা হয় নাই। না হইবার কারণ তাঁহাকে মনুষ্যরূপে দর্শন করা। তবে ঐ দর্শনও নিষ্ফল হয় না; উহাতে মুক্তি না হইলেও স্বর্গাদি শুভফল লাভ হইয়া থাকে। একথা সূত্রকারও বলিয়াছেন। সামান্য দর্শনে মুক্তি হয় না। মৃত্যু হইলেও যেরূপ মানুষের মুক্তি হয় না, সামান্য দর্শনও প্রায় সেইরূপ। তবে কি সামান্য দর্শনে কোন ফল নাই? তাহা নহে। উহাতেও সুদর্শন বিদ্যাধর; ও নৃগরাজার ন্যায় স্বর্গলাভ হয়।

অতঃপরে শ্রীঅযোধ্যা-মাহাত্ম্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। তৎপরে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও যে মধুপুরী গরীয়সী তাহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে যথা :—

"অহোমধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরিয়সী।"

অনন্তর শ্রীমথুরামণ্ডলের দ্বাদশবনের অন্তর্বর্ত্তি শ্রীবৃন্দাবন-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে :—

অত্র যে পশবঃ পক্ষী বৃক্ষাঃ কীটামরামরাঃ।
যে বসন্তি সমাধিষ্কে মৃতা যান্তি মমালয়মিত্যাদি॥
পঞ্চযোজন মেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ॥

বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রে এসম্বন্ধে শ্রীনারদ ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তদ্ যথা :—

শ্রীনারদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

কিমিদং দ্বাদশবনং বৃন্দারণ্যং বিশাংপতে।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোঽস্মি মে বদ॥

শ্রীকৃষ্ণ ইহার উত্তর দিতেছেন :—

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং।
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্॥
কালিন্দীয়ং সুসুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী!
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্ততে সূক্ষ্মরূপতঃ॥
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ।
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবত্যেব যুগে যুগে॥
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥ ইতি

এস্থলে পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভকার লিখিয়াছেন—বিশেষতঃ তাদৃশ রূপ ভগবন্নিত্যধামে দিব্য কদম্ব অশোকাদি বৃক্ষসমূহ অদ্যাপি মহাভাগবতগণ সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধ অবগতিতেও জানা যায়। বরাহ-

পুরাণে কালীয়হ্রদমাহাত্ম্যে এই মহাকদম্বাদির বিবরণ আছে। সন্দর্ভের এস্থলে সে প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, এই সকল এখন স্থূলদৃষ্টিবিশিষ্ট পার্থিবগণের দৃশ্য নহে। কিন্তু এই শ্রীবৃন্দাবন যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহারাস্পদ হন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই যথা—

কৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধং মহাপাতক-নাশনং
বল্লভীং তত্র ক্রীড়ার্থং কৃত্বাদেবোগদাধরঃ।
গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে
তত্রৈব রমণার্থংহি নিত্যকালং স গচ্ছতি॥ আদি বারাহে—

স্কন্দপুরাণে এ সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে যথা :—

হরিণাধিষ্ঠিতং তত্র ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতামিতি।

শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিও বলেন :—

'গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুর ভূরুহতলাসীনং সমরুদ্গণোঽহং পরিতোষযামিতি। পাতাল খণ্ডেও লিখিত আছে :—

যমুনাজলকল্লোলে সদা ক্রীড়তি মাধবঃ।

শ্রীপাদশ্রীজীবগোস্বামি মহোদয় ইহার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন,— "যমুনায়াঃ জলকল্লোলে যত্র এবম্ভূতে বৃন্দাবনে ইতি প্রকরণাল্লব্ধম্।" অজহল্লক্ষণায় তীর দ্রুমাদি অর্থও গৃহীত হইতে পারে। তাহার্থে শ্রীবৃন্দাবনই বুঝায়। শ্রীগোপাল তাপনী শ্রুতিতে শ্রীবৃন্দাবনের ধামত্বই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। তাপনী বলেন—"সাক্ষাৎ ব্রহ্ম—গোপালপুরী ইতি। অর্থাৎ গোপালপুরী—সাক্ষাৎব্রহ্ম ইহাতে এই শ্রীধামের নিত্যত্ব প্রপঞ্চাতীতত্ব ও নিত্য শ্রীভগবদ্‌বিহার-পদত্বই সিদ্ধান্তিত হইল। এখানে অধিকন্তু বক্তব্য এই যে—তাপনী শ্রুতিতে স্থানান্তরে লিখিত আছে—

মথুরায়াং স্থিতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বদা মে ভবিষ্যতি।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম বনমালা কৃতস্তবৈ॥

এস্থলে 'সর্ব্বদা' শব্দ দ্বারা নিত্যত্বই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

অপিচ—মথুরা মণ্ডলে যস্ত জম্বুদ্বীপে স্থিতোঽপি বা।
যোঽর্চ্চয়েৎ প্রতিমাং মাং চ স মে প্রিয়ভাগ্ ভুবি॥

অপিচ—মথুরায়াং বিশেষেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে।

টীকাকার লিখিতেছেন:—"মথুরায়াং গোপাল-ভজনং অতিশয়েন ঝটিতি মোক্ষফলদম্" মথুরায় গোপাল ভজনে অতি সত্বরে মোক্ষফল লাভ হয়। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া পাদ্মে লিখিত হইয়াছে:—

ভুক্তিংমুক্তিং হরির্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্র সেবিনাং।
ভক্তিন্তু ন দদাত্যেব যতো বশ্যকরী হরেঃ।
সাত্বঞ্জস হরের্ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ
মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদর-সেবনাৎ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দ্বিতীয় লহরীতে এই দুই সিদ্ধান্তশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রীপাদশ্রীজীবগোস্বামিমহোদয় এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, অন্যত্র উপাসনার যোগ্যতানুসারে ফল লাভ হয় কিন্তু কার্ত্তিকমাসে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিলে যোগ্যতা না থাকিলেও বস্তুপ্রভাবে সহসাই ফল-সিদ্ধি হয়। "যোগ্যতাবিরহেণাপি বস্তুপ্রভাবাদেব সহসৈব প্রাপ্যতে এব ইতি ভাবঃ।"

মণিমন্ত্র ঔষধাদিরন্যায় শ্রীমথুরায় এই অচিন্ত্যৈকৈশ্বর্য্যময় প্রভাব সর্ব্বত্রই স্বীকৃত ও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য স্থানের ন্যায় শ্রীমথুরাকে প্রাকৃত মনে করা অনভিজ্ঞেরই অসার উক্তি মাত্র।

শ্রীমদ্‌গোপালতাপনী আরও বলেন:—

মথ্যতে তু জগৎসর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥

টীকাকার বলেন, 'মথ' শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান বা শ্রীমদন গোপালের স্বরূপ জ্ঞান। এই জ্ঞানের সারভূতই মথুরা। এইস্থলে বিশুদ্ধ জ্ঞানদ ও

জগৎ-ভ্রম-নিবর্ত্তক ও শ্রীমদনগোপাল শ্রীচরণে প্রেমভক্তি প্রদায়ক, সুতরাং এই পুরী যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

"নিত্যাং মে মথুরাং বিদ্ধি।" অর্থাৎ আমার মথুরাপুরীকে নিত্যা বলিয়া জানিও। এমন বহুল প্রমাণ আছে।

অতঃপরে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ সন্দর্ভকার কাশীধামের প্রাকৃতত্ব ও অপ্রাকৃতত্বের আলোচনা করিয়া পরে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বস্তুতস্তু শ্রীভগবন্নিত্যাধিষ্ঠানত্বেন তৎ শ্রীবিগ্রহ। তত্তুজ্জাত্র প্রকাশ বিরোধাৎ সমানগুণনামরূপত্বেন অম্নাতত্বাৎ লাঘবচ্চ এক বিধত্বমেব মন্তব্যম্।"

অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ যেমন জড় ও চেতনা এই উভয় রূপে প্রকাশ পান না, কেন না ঈশ্বরের দেহদেহিভাব নাই; সেইরূপ শ্রীভগবানের নিত্যাধিষ্ঠান মথুরাদি পুরারও বস্তুত প্রাকৃতত্ব বা প্রপঞ্চত্ব স্বীকার্য্য নহে। বৈকুণ্ঠ শ্রীবৃন্দাবনের নামবিশেষ, উভয়ের গুণও এক, রূপও এক, নামও এক। সুতরাং লাঘবার্থ একবিধত্বই মন্তব্য। ভৌম প্রকাশের ভেদ কল্পনা বা প্রপঞ্চত্বের প্রকল্পনা শাস্ত্রযুক্তি বিরুদ্ধ, ইহাই সৎ সিদ্ধান্ত। শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ যেমন অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যপূর্ণ, তাঁহার শ্রীধামও তদ্রূপ। উভয়াভেদ প্রদর্শনার্থই শ্রীহরিবংশে লিখিত হইয়াছে:—"সতি সর্ব্বগতো মহান্"।

ভেদ-প্রদর্শনার্থ যদি ব্রহ্মসংহিতোক্ত "গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ" এই শ্লোকের 'এব' কার যদি অন্যযোগব্যবচ্ছেদার্থে পরিগৃহীত করা যায়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের নিত্যবিহার-প্রতিপাদক অন্যান্য ধাম নির্দ্দেশক বচন গুলির সহিত বিরোধ ঘটে। সেই বিরোধ পরিহারের একমাত্র উপায় উভয়ের একবিধত্ব অর্থ গ্রহণ করা। শ্রীব্রহ্মসংহিতাও সেই ন্যায়সিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীহরিবংশে স্পষ্টতঃই ইন্দ্রের উক্তিতে লিখিত হইয়াছে:—

সতু লোকত্রয়ো কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা
ধৃতো ধৃতিমতা বীর নিয়তোপদ্রবান্ গবামিতি।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণধাম গোকুল নামেই অভিহিত হইয়াছে এবং গোকুল ও গোলোক যে এক তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। ভেদ ও অভেদ উভয় ভাবে প্রদর্শিত হইলেও মথুরাদি ধাম বস্তুত একবিধ, তবে প্রকাশভেদে উভয়বিধভাবে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে প্রকাশমান শ্রীবৃন্দাবনেই গোপ গোপীগণকে গোলোক দর্শন করাইয়াছিলেন। সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন গোলোকাখ্য শ্রীবৃন্দাবন প্রকাশ-বিশেষে যে বৈকুণ্ঠের উপরে স্থিতাত্মক তাহা মাহাত্ম্যাবলম্বনে ভক্ত-হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। দ্বারকা-মথুরা-গোলোক-প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণ-ধাম শ্রীভগবদ্-বিরহী উদ্ধব মহাশয় সমাধিতে দর্শন করিয়াছিলেন যথা :—

শনকৈর্ভগবল্লোকাৎ নৃলোকং পুনরাগতঃ।
বিমৃজ্যনেত্রে বিদুরং প্রত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্॥ ।৩।২

অর্থাৎ শ্রীভগবৎ বিরহ-বিধুর উদ্ধবের ধীরে ধীরে শ্রীভগবৎ লোকাবস্থানের ধ্যান ভাঙ্গিল, তখন তাঁহার কিঞ্চিৎ বাহ্যজ্ঞান হইল; অর্থাৎ দেহাদির জ্ঞান হইল। তিনি চক্ষু মুছিয়া বিক্ষিপ্ত-ভাবে বিদুরকে বলিলেন ইত্যাদি।

শ্রীপাদ শ্রীধর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভগবান্ এব লোকঃ তস্মাৎ নৃলোকং দেহানুসন্ধানম্। অর্থাৎ ধ্যানযোগে তিনি শ্রীভগবান্‌কেই দেখিতেছিলেন। যখন ধ্যান ভাঙ্গিল, তখন দেহানুসন্ধানজনক বাহ্যজ্ঞান দেখা দিল। শ্রীপাদ শ্রীজীবের ব্যাখ্যাও এইরূপ, তদ্‌যথা—নিত্যলীলাময় দ্বারকার ধ্যান-স্ফূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গেল, উদ্ধব তখন বিদুরাবস্থিত বাহ্যলোকের সাক্ষাৎকার পাইলেন।

অতঃপরে এসম্বন্ধে শ্রীভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব উহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আশঙ্কা পরিহারার্থেই এস্থলে ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় হইয়াছে। আর এক উদ্দেশ্য এই যে, নিম্ন লিখিত শ্লোকে যে "দ্যু" শব্দ আছে (দিবং গতঃ) সেই 'দ্যু' শব্দের অর্থ প্রপঞ্চ জ্ঞানাতীত বৈকুণ্ঠলোক। শ্লোক দুইটী এই :—

বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যাসৌ দিবংগতঃ।
তদাবিশৎ কলিযুগঃ পাপে যৎ রমতে জনঃ ॥
যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তেরমাপতিঃ
তাবৎ কলি বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চা শকৎ ॥

শ্রীপাদ শ্রীজীব ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে—"ভগবান্ বিষ্ণু গুণাবতার। ইনি অবতারী শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলিয়া রশ্মি স্থানীয়। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্য স্থানীয়। এই শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রাপঞ্চিক লোকের অগোচর, মথুরাদির প্রকাশ-বিশেষরূপ বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন, তখন কলি এই পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। মথুরাদির যে বৈকুণ্ঠরূপ প্রকাশ,—তাহা পৃথিবীস্থ হইলেও অন্তর্ধান-শক্তি প্রভাবে উহা যেন পৃথিবী স্পর্শবিরহিত ভাবেই বিরাজ করিতে লাগিলেন। অতএব প্রাকৃত স্থূল জ্ঞানী অভক্তগণের নিকটে বোধ হইল পৃথিবী যেন ভগবৎস্পর্শশূন্য হইয়াছেন। এই পার্থিব শ্রীবৃন্দাবনধামে যে মহাকদম্ব ও অশোকাদি বৃক্ষ নিত্য শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যশোভাবর্দ্ধন করিয়া বর্ত্তমান আছে, উহা অদ্যাপি মহাভাগবতগণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কিন্তু স্থূলদর্শীরা যেমন উহা দেখিতে পান না, সেইরূপ স্থূলদর্শীরা শ্রীধামে অপ্রকটাবস্থায় ভগবৎ স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও তাহা দেখিতে পান না। তাহাদের নিকট "পৃথিবী-মস্পৃশন্নেব বিরাজতে।"* সে প্রকাশ পৃথিবীস্থ হইলেও স্পর্শবিরহিত

* মূলে লিখিত আছে "পৃথিবীস্থোঽপি অন্তর্ধানশক্ত্যা তামস্পৃশন্ এব" আস্তে। এই এব শব্দের অর্থ সদৃশ। এব শব্দের অর্থ ইব শব্দের ন্যায় অর্থাৎ অস্পর্শ করিয়াই যেন বিরাজমান আছেন। ফলতঃ বাস্তবিক অস্পর্শ নয়, কেন না তাহা হইলে "পৃথিবীস্থোঽপি" পদটার কোনও অর্থ থাকেনা। এব শব্দের এইরূপ অর্থ কোষে ও ব্যাকরণে অতি প্রসিদ্ধ। অমর কোষের টীকায় রঘুনাথ লিখিয়াছেন "শালেব শাখা" অত্র এব শব্দ ইব শব্দবৎ। "এবে চা নিয়োগে" এই সন্ধি সূত্রে মুগ্ধবোধের টীকাকার ও কলাপের টীকাকারগণ সদৃশ্যার্থে অর্থাৎ ইবার্থে যে এব শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—"চর্ম্ম এব রজ্জু" অর্থাৎ রজ্জু তো চর্ম্ম নয়; কিন্তু চর্ম্মেরই মত।

বলিয়া মনে হয়। অপর পক্ষে প্রাপঞ্চিক লোকগোচর যে মথুরাদি-প্রকাশ সে প্রকাশটী জীবের প্রতি কৃপা করিয়া পৃথিবী স্পর্শ করিয়াই বিরাজিত থাকেন। সেই প্রাপঞ্চিক প্রকাশটী স্থূলদর্শী আমাদেরও জ্ঞানগোচর হয়। যেমনি প্রপঞ্চে দৃশ্যমান কদম্বাদি আমাদেরও প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে, তেমনি এই ভৌম প্রকাশটীও আমাদের ন্যায় স্থূল দর্শীর জ্ঞান গোচর হয়।

শ্রীভগবান্ যখন প্রপঞ্চে প্রকট হয়েন, সেই সময়ে শ্রীধামেও তাঁহার প্রকট প্রকাশ নিবন্ধন তত্তৎ ধাম শ্রীভগবৎস্পর্শে তৎস্পৃষ্ট বলিয়াই বর্ণিত হয়েন। সম্প্রতি তাঁহার আপাত অস্পৃষ্ট প্রকাশে বিহরণশীল এই প্রকাশ তদীয় অস্পর্শনের ন্যায়ই স্থূল দর্শীদের নিকট আপাতঃ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই সকল নিত্য ধামে কখনই তাঁহার অস্পর্শন হইতে পারে না। সাধারণ লোকের প্রতীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মহর্ষি এস্থলে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

এই শ্লোকদ্বয় ক্রম সন্দর্ভ-টীকার উপসংহারে লিখিত হইয়াছে "যদ্যপ্যেবং তথাপি দ্বয়োর্ভেদেন কচিদভেদেন বিবক্ষা। তত্র তত্রাবগন্তব্যম্।" অর্থাৎ যদিও এইরূপ লিখিত হইল তথাপি এই উভয় প্রকাশের কথাও ভেদভাবে, কোথাও বা অভেদভাবে উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই সেই স্থলে উহা বক্তব্য। শ্রীপাদ শ্রীজীবের শাস্ত্র-বিচারে এসম্বন্ধে উভয়ের ঐক্যই সুনির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং ভৌম শ্রীমথুরাদি ধাম যে প্রপঞ্চাতীত নিত্য ও শ্রীভগবদ্বিহারাস্পদ এবং সাধকগণের পরম ভক্তিপ্রদায়ক পরমাশ্রয়স্বরূপ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীলঘুভাগবতের টীকায় বিদ্বৎ শিরোমণি শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"নন্থ প্রপঞ্চ মধ্যগতত্বাৎ গোকুলমণিত্বং স্যাৎ" ইতি শঙ্কাং নিরাকর্তুমাহ অতএব ন খলু তন্মধ্যেগতত্বাদনিত্যম্—অন্তর্য্যামিনোহরে স্তদাপত্তি প্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ প্রমাণমেব শরণমিতি।" অর্থাৎ গোকুল যখন প্রপঞ্চের

মধ্যগত তখন উহা অনিত্য হউক। এই শঙ্কা নিরাকরণের জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন, তাহা নয় অন্তর্য্যামী হরি অপ্রকট লীলাতেও এই নিত্যধামে বিরাজ করেন। এই সকল ধাম তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান ক্ষেত্র—তাঁহারই স্বীয় মহিমা-বৈভব। শাস্ত্রীয় প্রমাণই একমাত্র শরণ।

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ১১০ অঙ্কে শ্রীমৎ দ্বারকার নিত্যত্ব ১১১ অঙ্কে শ্রীমন্মথুরার নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া শ্রীভাগবত হইতে শ্রীপাদ উহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্‌যথা :—

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরিঃ॥
প্রতিকল্পমাবির্ভাবাৎ সর্ব্বৈব নিত্য সান্নিধ্যং গম্যতে।

অর্থাৎ প্রতিকল্পে আবির্ভাব-নিবন্ধন শ্রীমথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সান্নিধ্য বিনির্ণীত হইয়াছে।

এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যত্বের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ১১৫ অঙ্কের উপসংহারে লিখিত হইয়াছে :—

"তদেবং ত্রিষপি নিত্যবিহারত্বম্ সিদ্ধম্।"

অর্থাৎ অতএব এই তিন স্থানেই নিত্যবিহারত্ব সিদ্ধ হইল।

শ্রীপাদ শ্রীজীব এইরূপ বিচার ও বহু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা শ্রীদ্বারকামথুরাও গোকুলের প্রপঞ্চ মধ্যবর্ত্তিতা হইলেও প্রপঞ্চাতীতত্ব নিত্যত্ব ও নিত্য শ্রীভগবদ্ বিহারাস্পদত্বের সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন।

লঘুভাগবতামৃত এবং তাহার টীকা শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ও তাহার টীকা এবং ব্রহ্ম সংহিতা ও তাহার টীকায় শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যমহোদয়গণ উক্ত সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন। পুরাণসমূহেও প্রচরতর মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামিমহোদয় মথুরামাহাত্ম্য সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের সিদ্ধান্ত এই যে :—

প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম ॥
কৃষ্ণ বিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্ ॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম ॥
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণ-লোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোলোক ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥

তথাহি প্রাচীনোক্ত পদ্যম্

"স্ব স্ব মূর্ত্তি, যথা সূর্য্যো মধ্যাহ্নে দৃশ্যতে তথা।
অচিন্ত্য শক্ত্যা তাভূর্দ্ধং পৃথিব্যামপি দৃশ্যতে ॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুইকায় ॥
চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপগোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস ॥

ইহা শ্রীপাদ শ্রীজীবের কৃত সিদ্ধান্তেরই অবিকল প্রতিধ্বনিত। ব্রহ্ম-সংহিতোক্ত প্রমাণ এই যে :—

চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসুকল্প বৃক্ষ-
লক্ষীবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ॥

লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানং
গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি।

এই সকল ধাম আমাদের চর্ম্মচক্ষের অতীত। আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও ঋষিগণ দিব্যনেত্রে এই সকল ধামের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান Spiritualist গণ Spirit world বা আধ্যাত্মিক জগতের যে বর্ণনা করেন তাহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অনেক বেশী। সেখানেও নদ নদী, পর্ব্বত অরণ্য, প্রাসাদ কানন প্রভৃতি আছে কিন্তু জড়ীয় নহে। ইংলণ্ডের John Lobb F. R. G. S. একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, উহার নাম—The Busy Life Beyond Death.

এই গ্রন্থকার ইংলণ্ডের একজন সুবিখ্যাত কর্ম্মী পুরুষ। ইহার এই গ্রন্থে চিন্ময় ধামের যে বিবরণ আছে, তাহা পাঠ করিলে এইসকল ধামের যথার্থতার উপলব্ধি হয়।

এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির দ্বারা বিরচিত। এই সকল তাঁহারই মহিমা; সুতরাং তিনি যে কাদৃশ বৃহদ্বস্তু এবং কিরূপ ঐশ্বর্য্য-শালী ইহা হইতেই তাহার আভাস বুঝা যাইতে পারে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যাঁহা নিরতিশয় বৃহৎ, যাঁহার তুল্য বৃহৎ আর কিছুই নাই তাহাই ব্রহ্ম। প্রাকৃতাপ্রাকৃত অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অবস্থিত; ব্রহ্ম সর্ব্বাধার কিন্তু ভগবদ্গীতাউপনিষৎ বলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠনা-আধার—"ব্রহ্মণোহহং প্রতিষ্ঠা"। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে বলিতেছেন :—

এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ অবতার।
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়; জীব কোন্ ছার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্,
যোগেশ্বরোতী র্ভবত স্ত্রিলোক্যাং।
কবা কথং বা কতি বা কদেতি,
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥

হে ভূমন, হে ভগবন্, হে পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর, তুমি তোমার স্বরূপ শক্তি যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতেছ। অহো! তোমার লীলা কোথায় কি প্রকারে, কত প্রকার, কোন্ কালে হইতেছে, ইহা ত্রিলোক মধ্যে কে জানিতে পারে।

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত॥
গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং,
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ,
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥

হে ভগবন্, এই বিশ্বের হিতার্থ অচিন্ত্য অনন্ত গুণ প্রকটন করিতে তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ, তোমার গুণ গণনা করিতে কে সমর্থ হয়? অধিক কি বলিব, যাহারা পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের মিহিকা এবং নক্ষত্রাদি-কিরণ-পরমাণু সাকল্যে গণনা করিয়াছে, তাহারাও তোমার গুণ-গণনায় সমর্থ হয় না।

ব্রহ্মাদি রহু সহস্রবদন অনন্ত।
নিরন্তর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত॥
নান্তং বিদামাহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে,
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ,
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ, সেই পুরুষের মায়াবলের অন্ত আমি জানি না এবং তোমার অগ্রজ সনকাদি মুনিগণও জানেন না, অর্ব্বাচীন-দিগের ত কথাই নাই, আদিদেব অনন্ত সহস্র বদনে তাঁহার গুণ চিরকাল গান করিয়া এ পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হন নাই।

সেহো রহু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজগুণের অন্ত না পান, হয়েন সতৃষ্ণ॥

"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া,
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়,
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥"

হে ভগবন্, হে অনন্ত, ব্রহ্মাদি দেবতা তোমার অন্ত জানেন না, সে কথা দূরে থাকুক, তোমার গুণের অন্ত না থাকায় তুমিও তোমার অন্ত জান না। আকাশে পরমাণু পুঞ্জের ন্যায় উদর মধ্যে অর্থাৎ তোমার শ্রীমূর্ত্তির এক রোমকূপে উত্তরোত্তর দশগুণ আবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জ কালচক্রের সহিত যুগপৎ ভ্রমণ করিতেছে, অতএব শ্রুতিগণ "তন্ন তন্ন" বলিয়া তোমা ভিন্ন অপর বস্তু সকলকে নিরাস করিয়া তাৎপর্য্য বৃত্তি দ্বারা তোমাতেই পর্য্যবসিত হইতেছেন।

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দেখা যায় ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য অসংখ্য বৎস ও রাখালদিগকে হরণ করিয়া মায়াবলে লুক্কায়িত রাখিলেন, অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য শ্রীভগবান্ তৎক্ষণাৎ অবিকল সেইরূপ বৎসকল ও রাখাল সকলকে স্বীয় ইচ্ছা শক্তিতে সৃষ্টি করিয়া গোচারণের মাঠ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। উঁহাদের আকার-প্রকার, ভাব-ভঙ্গি অবিকল তদ্রূপ। এইরূপ একবৎসরকাল শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট সেই সকল বৎস ও রাখাল ব্রজবাসীজনগণের নিকট অবিকল ভাবে

বিচরণ করিতেছিলেন। জননারা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে পৃথক্ সৃষ্ট বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। প্রায় একবৎসরান্তে ব্রহ্মা যমুনা তটান্তে গোচারণের মাঠে কৃষ্ণ-সৃষ্ট অসংখ্য বৎস ও রাখাল দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি যাহাদিগকে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন তাঁহারা তৎস্থলে সেই ভাবেই অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের স্বনির্ম্মিত এই অবিকল অসংখ্য রাখাল ও গোবৎস-সৃষ্টি-সন্দর্শনে ব্রহ্মা স্তম্ভিত হইলেন। শুধু ইহাই নহে, প্রত্যেক বৎস এবং প্রত্যেক রাখাল চতুর্ভুজ নারায়ণাকার ধারণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে কালিন্দী-তটে শ্রীকৃষ্ণের চতুষ্পার্শ্বে অনন্ত নারায়ণের বাজার বসিয়া গেল। এক একটা ব্রহ্মা এক এক নারায়ণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের এই মহৈশ্বর্য্যের বিবরণ বলিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ সনাতন মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-মণ্ডল বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দর্শন করিতে করিতে এই বিচিত্র ব্যাপার শ্রবণ করিতে লাগিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে ঃ—

সেহো রত্ন ব্রজে হবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল একক্ষণে।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ গণ স্ব-স্ব-নাথ সনে॥
এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত॥
"কৃষ্ণাবৎসৈরসংখ্যাতৈঃ" শুকদেব বাণী।
কৃষ্ণ সঙ্গে কত গোপ সংখ্যা নাহি জানি॥
এক এক গোপ করে যে বৎস চারণ।
কোটি অর্ব্বুদ পদ্ম সংখ্যা তাহার গণন॥
বেত্রবেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার।
গোপগণের যত তার নাহি লেখা পার॥

সব হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ হইতে এই সকল নারায়ণ মূর্ত্তির প্রকাশ এবং পুনর্ব্বার তাঁহাতেই প্রবেশ দেখিয়া ব্রহ্মার ভ্রম ভাঙ্গিল। তিনি বুঝিলেন এই কৃষ্ণ-বর্ণ রাখাল বালকটী প্রাকৃতাপ্রাকৃত অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। তিনি যে মনে করিতেন একমাত্র চতুর্ভুজই এই বিশ্বের পতি, তাঁহার সেই ভ্রম নিরস্ত হইল। তিনি বুঝিলেন অনন্ত চতুর্ভুজ নারায়ণ এই দ্বিভুজ গোপবালকের বিলাসমূর্ত্তি। এই গোপবালকই পরমতত্ত্বের চরমমূর্ত্তি। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন :—

যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুঞিসব জানোঁ।
সে জানুক ; কায়মনে মুঞি এই মানোঁ ॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে এক বিন্দু ॥
"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো!
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরম্ ॥"

হে প্রভো, বহু উক্তির প্রয়োজন নাই, যাহারা তোমার মহিমা জানি বলিয়া অভিমান করেন তাঁহারা জানুন ; কিন্তু তোমার বৈভব আমার মন দেহ এবং বাক্যের অগোচর।

এই প্রকারে মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অপার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতে লাগিলেন ; বলিতে বলিতে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-াগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন, ভাবের প্রচাপে ভাষা নিরস্ত হইয়া গেল, ্যানমজ্জিত মহামুনির ন্যায় মহাপ্রভু শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য সমাধিতে ডুবিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার শ্রীমুখে কোনও বাক্যের স্ফুরণ হইল না, ্রযুগল নিমীলিত, শ্রীঅঙ্গ নিস্পন্দ, চিত্রার্পিত কনকচ্ছবির ন্যায় কনক শ্রীগৌরাঙ্গ কিয়ৎক্ষণ ভগবদৈশ্বর্য্য-ভাবসাগরে ডুবিয়া পড়িলেন।

শ্রীপাদ সনাতন তাঁহার সম্মুখে নীরব নিস্পন্দ সজীব কাঞ্চন-প্রতিমার ভাবগাম্ভীর্য্য সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। আরও কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন প্রভুর ওষ্ঠযুগল মৃদু মৃদু বিকম্পিত হইতেছে, যেন কিছু বলিতে প্রয়াস পাইতেছেন। সনাতন ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত বাক্য শ্রবণের জন্য উৎকণ্ঠ ও উৎকর্ণভাবে চাহিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে প্রভু অতীব মৃদুল কণ্ঠে শ্রীভাগবতের একটী পদ্য উচ্চারণ করিলেন স্বয়ং ধীরে ধীরে উহার ব্যাখ্যা করিলেন এবং উভয়ে সেই ব্যাখ্যা আস্বাদন করিলেন।

শ্লোকটী এই :—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ,
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্ত সমাপ্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ,
কিরীটকোট্যেড়িত পাদপীঠঃ॥

শ্রীভাগ—৩।২।২১

হে বিদুর, যাঁহার সমান এবং যাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহই নাই, যিনি স্বস্বরূপপরমানন্দসম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং লোকপাল সকল বলি সমর্পণ পূর্ব্বক কিরীটাগ্র দ্বারা যাঁহার পাদপীঠের স্তুতি করেন অর্থাৎ পাদপীঠে লোকপালগণের কিরীট সংঘট্টে যে শব্দ হয়, তাহা যেন পাদপীঠের স্তুতি বলিয়া বোধ হয়।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহ'তে বড়, তাঁর সম, কেহ নাহি আন॥
"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥"

যিনি অনাদি হইয়াও আদি, সেই সর্ব্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দ নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীযশোদানন্দনই পরমেশ্বর।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য

ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই সৃষ্ট্যাদির ঈশ্বর।
তিন আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর॥
"সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥"

শ্রীভাগ—২।৬।৩০

ব্রহ্মা বলেন, শ্রীভগবান্ ত্রিশক্তিধারী। তদ্দ্বারা নিযুক্ত হইয়া আমি সৃষ্টি করি, হর জগৎ সংহার করেন এবং বিষ্ণু প্রত্যে সৃষ্ট বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া জগৎ পালন করেন। তিন পুরুষ অবতার শ্রীকৃষ্ণের অংশ কলা।

যস্যৈকনিশ্বসিত-কালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

লোমকূপে আবির্ভূত ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব যাঁহার একটী নিশ্বাস পরিমিত কালকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণুও যাঁহার কলাবিশেষ, সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে ভজন করি।

গোলোক বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় অন্তঃপুর। সেই অন্তঃপুরে পিতামাতা বন্ধুগণ, ও যোগমায়ারূপা দাসী এবং মধুর রাসাদিলীলা সকল বিরাজ করেন। সেই অন্তঃপুর অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আগার। সেই অন্তঃপুরের তলে পরব্যোম নামক মধ্যম আবাস অর্থাৎ বৈঠকখানা বাড়ী। সেই মধ্যম আবাস শ্রীকৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার এবং সেই মধ্যম আবাসেই অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ পার্ষদ বিরাজ করেন।

গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন পরম ধাম। এই ধামে তাঁহার মাতা পিতা ও বন্ধুগণের স্থিতি। এই শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বলীলার সার রাস-লীলাস্থলী, যোগমায়া তাঁহার দাসীরূপে লীলা-কার্য্যের সহায় হন। অনন্ত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবৃন্দাবন-লীলাই পরমচমৎকাররসময়ী। গোস্বামিপাদ উক্ত একটা শ্লোক এই যে :—

করুণানিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে নহি চিন্তা কণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥

করুণাকোমল এবং মধুর ঐশ্বর্য্যবিশেষশালী ব্রজরাজনন্দনের উৎকর্ষ আবিষ্কৃত হইলে আমাদিগের আর কোন চিন্তার কারণ নাই। অর্থাৎ তিনি আমাদের সদৃশ মহাপাতকীদিগকেও উদ্ধার :করিয়া নিজোৎকর্ষ আবির্ভাব করিবেন।

শ্রীবৃন্দাবনের নিম্নে পরব্যোম, ইহার অপর নাম বিষ্ণুলোক; ইহাই নারায়ণাদি অনন্ত-স্বরূপের ধাম; ইহা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যমাবাস। এই ধাম ষড়ৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, এখানে নারায়ণ অনন্ত স্বরূপে বিহার করেন, এখানকার পারিষদ্‌গণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, ব্রহ্ম সংহিতাতে লিখিত আছে :—

গোলোক নাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

যাহার নিম্নদেশে ভূর্লোকাদির ঊর্দ্ধে যথাক্রমে দেবী অর্থাৎ মায়া লোক, তদুপরি শিবলোক এবং তাহার উপরি হরিলোক অর্থাৎ পরব্যোম বিরাজ করিতেছেন, সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবনিচয় যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই গোলোকে বিরাজমান সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

গোলোক ধাম সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বোর্দ্ধ। গোলক এবং পৃথিবীতে প্রকাশিত বৃন্দাবন অভিন্ন। আদি বারাহে লিখিত আছে :—

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং,
হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্॥
কৃষ্ণক্রীড়া সেতুবন্ধং মহাপাতক নাশনং।
বল্লবীভিঃ ক্রীড়নার্থং কৃত্বাদেবো গদাধরঃ॥
গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে।
অত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতি॥

মধ্যমা বাসের তলে বাহ্যবাস বা বাহির বাটী। ইহা বিরজার মায়াপারে অবস্থিত। ইহার অপর নাম দেবীধাম, ইহা জীবগণের বাসস্থান, ইহার এলাকায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান, এখানে প্রকৃতির অনন্ত সম্পদ্ বিরাজমানা। শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ বিভুতি মানবীয় বাক্যের অগোচর।

সনাতন, আমি তোমায় একপাদ বিভুতির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদবিভুতি বাক্য ও মনের অগোচর। তাঁহার ত্রিপাদ বিভুতির কথা দূরে থাকুক, এক পাদবিভুতিরই অন্ত পাওয়া যায় না। পরিদৃশ্যমান্ এক একটি সৌর জগৎ এক একটি ব্রহ্মাণ্ড। এমন ব্রহ্মাণ্ড অগণ্যই আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই একজন করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা, একজন করিয়া পালনকর্ত্তা ও একজন করিয়া সংহার কর্ত্তা আছেন। ইঁহাদিগের সাধারণ নাম চিরলোকপাল।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলার সময়ে একদিন এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহার দর্শনার্থ দ্বারকায় আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দ্বারপাল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের আগমন সংবাদ জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া দ্বারপালকে বলিলেন, "কোন্ ব্রহ্মা আগমন করিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, শুনিয়া আইস।" দ্বারপাল ব্রহ্মার নিকট আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা জানাইল। ব্রহ্মা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি সনকপিতা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা।"

দ্বারপাল যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মার উত্তর নিবেদন করিল। শ্রীকৃষ্ণ শুনিয়া ব্রহ্মাকে লইয়া আসিতে অনুমতি করিলেন। দ্বারপাল তদনুসারে ব্রহ্মাকে লইয়া আসিল। ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "আমার আগমনের কারণ পরে নিবেদন করিতেছি। প্রথমতঃ আমার একটি সংশয় অপনোদন করিতে হইবে। আপনি দ্বারপাল দ্বারা কোন্ ব্রহ্মা' এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উহার কারণ কি? ব্রহ্মাণ্ডে মদতিরিক্ত আরও কি কোন ব্রহ্মা আছেন?"

ব্রহ্মার এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার হাস্যই জনোন্মাদকরী মায়া। তিনি হাস্য করিবামাত্র সভামধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ঐ সকল ব্রহ্মার কেহ দশবদন, কেহ বিংশতি-বদন, কেহ শতবদন, কেহ সহস্রবদন, কেহ লক্ষবদন, কেহ বা কোটিবদন। ব্রহ্মা-সকলের সহিত লক্ষকোটি নয়নসমন্বিত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারাও আগমন করিলেম। তদ্দর্শনে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, তাঁহার ন্যায় কত শত ব্রহ্মা ও কতশত অপর দেবতা আসিয়া মুকুটকোটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ স্পর্শ করিতেছেন। ঐ সকল মুকুট ও পাদপীঠের সংঘর্ষে ঘোরতর ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। প্রণামের পর ঐ সকল ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবের পর তাঁহারা যুক্ত করে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "প্রভো, এই দাসগণকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন, বলিতে আজ্ঞা হউক; আপনার আজ্ঞা আমাদিগের শিরোধার্য্য।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, তোমাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা হওয়াতেই আহ্বান করিয়াছিলাম। তোমা-দিগের আর কোন দৈত্যভয় নাইত?"

তাঁহারা বলিলেন, "আপনার প্রসাদে দৈত্যভয়ের সম্ভাবনা কোথায়! আপনার অবতারে এই পৃথিবীর দৈত্যভয়ও অন্তর্হিত হইয়াছে।" প্রত্যেক

ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবতাই এই প্রকার উত্তর করিলেন। কিন্তু একজন অপর-জনকে লক্ষ্য করিলেন না। অধিকন্তু সকলেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন। ইহা আশ্চর্য্যও নহে। দ্বারকাপুরীর বৈভবই এইরূপ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণে একে একে আহূত ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবগণের সকলকেই বিদায় করিলেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা সকলই দেখিলেন। দেখিয়া সবিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নমস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, "প্রভো, আমার সংশয় নিবৃত্তি হইয়াছে, যাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম।" এইকথা বলিয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া স্বধামে গমন করিলেন।

গোলোকাভিধেয় গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন ধামেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অবস্থান। এই তিন ধাম তাঁহার স্বরূপৈশ্বর্য্য দ্বারা পূর্ণ। তিনি এই তিন ধামের অধীশ্বর বলিয়াই তাঁহাকে ত্র্যধীশ্বর বলা হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতে করিতে প্রভুর মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি হইল। তিনি নিম্ন লিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন :—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ-ভূষণাঙ্গম্॥ শ্রীভাগ—৩।২।১২

শ্রীকৃষ্ণের এই গোপলীলা-মূর্ত্তি যে বৈকুণ্ঠাদি-নাথ-মূর্ত্তি অপেক্ষাও

অধিকতর চমৎকার-জনক, এই পদ্যে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অন্যত্রও শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে,—

স্বস্যদেবাদি লীলাভ্যো মর্ত্ত্যলীলা মনোহরা
অহোমদীয় চিচ্ছক্তেঃ প্রভাবং পশ্যতাদ্ভুতম্।
দিব্যাতি দিব্যালোকেষু যদ্‌গন্ধোপি ন সম্ভবেৎ ॥

শ্রীভগবানের অন্যান্য দেবাদি লীলা অপেক্ষা তাঁহার এই মর্ত্তলীলা অধিকতর মনোহর। আমার এই চিচ্ছক্তির অদ্ভুত প্রভাব দেখ। দেবাদি কোন লোকেই এমন মনোহারিত্বের গন্ধ মাত্রও নাই।

এই ভাব অবলম্বনে উপরিউক্ত ভাগবতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যার্থে নিম্ন লিখিত পদটী বিরচিত হইয়াছে।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নর-লীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥
কৃষ্ণের মধুররূপ শুন সনাতন!
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব পরিণতি,
তারশক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে ॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার!
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ তার নিত্য ধাম ॥

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছ নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ মন॥

ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদ বাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥

চড়ি গোপীর মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ॥

নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প বহে অশ্রুধার॥

মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্ছততি,
পীতাম্বর বিজুরী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নবজলধর, জগত-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত ধার॥

মাধুর্য্য-ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে,
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ॥

কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবশে,
প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি।
গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
ভাবাবেশে মথুরানাগরী॥

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য॥ শ্রীভাগ—১০।১৪।১৩

রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মথুরানাগরীগণ কহিলেন, যে শ্রীরূপ লাবণ্যসার এবং অসমোর্দ্ধ, যাহা আভরণাদি দ্বারা সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ, এবং ক্ষণে ক্ষণে নূতন, এবং মহাঐশ্বর্য্যের ও যশের একান্ত আশ্রয়; শ্রীকৃষ্ণের সেই এইরূপ, গোপীকাগণ নিরন্তর নয়নের দ্বারা পান করিয়া থাকেন অতএব গোপীকাগণ কি তপ করিয়াছেন, তাহা বল; জানিতে পারিলে আমরা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগের সৌভাগ্য লাভ করিব। ইহার ব্যাখ্যা পদ এইরূপ:—

তারুণ্যামৃত পারাবার, তরঙ্গ- লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম।
বংশীধ্বনি চক্রবাত নারীর মন-তৃণপাত
তাহা ডুবায়, না হয় উদ্গম॥
সখি হে! কোন্ তপ কৈল গোপীগণ?
কৃষ্ণরূপ-সুমাধুরী পিবি পিবি নেত্র ভরি
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন॥
যে মধুরীর ঊর্দ্ধ আন নাহি যার সমান
পরব্যোম-স্বরূপের গণে।

যিঁহো সব অবতারী পরব্যোমের অধিকারী
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা নারায়ণের প্রিয়তমা
পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো এ মাধুর্য্য-লোভে ছাড়ি সব কামভোগে,
ব্রত করি করিল তপস্যা॥

সেইতো মাধুর্য্যসার অন্য সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো মাধুর্য্যাদি গুণ-খনি।
আর সব প্রকাশে তাঁর দত্ত গুণ ভাসে
যাহা যত প্রকাশ কার্য্য জানি॥

গোপী ভাবদর্পণ নব নব ক্ষণে ক্ষণ
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করি হুড়াহুড়ি বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য॥

কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান বিধি ভক্তি জপ ধ্যান
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ॥

সেইরূপ ব্রজাশ্রয় ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যময়
দিব্যগুণগণ রত্নালয়।
আনের বৈভব সত্তা কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা
কৃষ্ণ সর্ব্ব অংশী, সর্ব্বাশ্রয়॥

শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য বৈশারদীমতি
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।

সুশীল, মৃদু, বদান্য কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য
করে কৃষ্ণ জগতের হিত ॥
কৃষ্ণ দেখি নানা জন কৈল নিমিষনিন্দন
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি মহাপ্রভু অর্থ করি
সুখ মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥

যস্যাননং মকর-কুণ্ডল-চারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাস-হাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো,
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥

শ্রীভাগ—৯।২৪।৩৫

মকর কুণ্ডল দ্বারা শোভমান মনোহর কর্ণযুগল এবং গণ্ডদ্বয় যাঁহার সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছে, বিলাসমাখা হাস্য যাঁহাতে বিরাজিত এবং সর্ব্বদাই যাহাতে উৎসব অবস্থিতি করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই আনন নেত্র দ্বারা পান করিয়া প্রমোদান্বিত হইয়াও নরনারী সকল তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। যেহেতু দর্শনের ব্যবধানকারী নিমেষ-উন্মেষ সহন করিতে অসমর্থ হইয়া নিমেষের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার প্রতি কোপ করিয়াছিলেন।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥

কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ
সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়
ত্রিজগৎ কৈল কামময় ॥

সখিহে ! কৃষ্ণ মুখ দ্বিজরাজ রাজ।
কৃষ্ণবপু্ সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে
সঙ্গে করি চন্দ্রের সমাজ॥
দুইগণ্ড সুচিক্কণ জিনি মনিদর্পণ।
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু,
সেই এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
করনখ চাঁদের ঠাট, বংশীউপর করে নাট
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ চন্দ্রগণ তলে করে নর্ত্তন
নূপুরের ধ্বনি যার গান॥
নাচে মকর কুণ্ডল নেত্র লীলাকমল
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নাসিকাবাণ ধনুর্গুণ দুইকাণ
নারীমন লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥
এই চাঁদের বড় নাট পসারি চাঁদের হাট
বিনি মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে কাহাকে অধরামৃতে
সব লোকে করে আপ্যায়িত॥
বিপুল আয়তারুণ মদন-মদ-ঘূর্ণন
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য কেলি-সদন জন-নেত্র-রসায়ন
সুখময় গোবিন্দ বদন॥
যার পুণ্য পুঞ্জফলে সে মুখ দর্শন মিলে
দুই-আঁখি কি করিবে পান ?

দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ পীতে নারে মনঃ-ক্ষোভ
দুঃখে করে বিধির নিন্দন ॥
না দিলেক লক্ষ কোটি সবে দিলে আঁখি দুটী
তাহে দিলে নিমেষ-আচ্ছাদনে।
বিধি জড় তপোধন রসশূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন তার করে দ্বিনয়ন
বিধি হঞা হেন অবিচার ?
মোর যদি বোল ধরে কোটি আঁখি তার করে
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য-সিন্ধু মুখ-সুমধুর ইন্দু
অতিমধুরস্মিত সুকিরণ।
এ তিনে লাগিল মন লোভে করে আস্বাদন
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন ॥ *

মধুরং মধুরং বপুরস্যবিভো,
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিত মেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

সনাতন, কৃষ্ণ মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন সন্নিপাতি সব পিতে করে মতি
দুর্দ্দৈব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু ॥
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ সুধাকর।

* কামগায়ত্রী অক্ষর ব্যাখ্যা মৎকৃত শ্রীরায় রামানন্দ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে ব্যাপে সব ত্রিভুবনে
দশদিক ব্যাপে যার পূর॥

স্মিত কিরণ সুকর্পূরে পৈশে অধর মধুপুরে
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী-ছিদ্র আকাশে তার গুণ শব্দে পৈশে
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে॥

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অন্তভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
বলে পৈশে জগতের কাণে॥
সবা মাতোয়াল করি বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ যুবতীর গণে॥

ধ্বনি বড় উদ্ধত পতি ব্রতার ভাঙ্গে ব্রত
পতি কোল হৈতে টানি আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে যেই করে আকর্ষণে
তার আগে কেবা গোপীগণে?

নীবী খসায় পতি আগে গৃহকর্ম্ম করায় ত্যাগে
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ-স্থানে॥
লোক ধর্ম্ম লজ্জা ভয় সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ঐছে নাচায় সব নারীগণে।
কাণের ভিতর বাসা করে আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রকাশিতে॥
আন কথা না শুনে কাণ আন বলিতে বলে আন
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে।

পুনঃকহে বাহ্যজ্ঞানে আন কহিতে কহিল আনে
কৃষ্ণ কৃপা তোমার উপরে ॥
মোর চিত্ত ভ্রম করি নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥
আমি ত বাউল আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য স্রোতে আমি যাই বহি ॥"

এই বলিয়া মহাপ্রভু নীরব হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন। উহাই সম্বন্ধ তত্ত্ব বা উপাস্যতত্ত্বের অন্তর্ভূত। বিশাল বিপুল বিচিত্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের পরম ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইয়াছে। অনন্ত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অপ্রাকৃত ধাম সমূহে শ্রীভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। তাহাই দেখাইবার জন্য বেদ বলিতেছেন,—

এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
পাদস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

সায়ণ ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, অতীত অনাগত বর্ত্তমান রূপ যত জগৎ আছে, তৎসকলই এই পুরুষের মহিমা। প্রাকৃত অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত ইহার মহিমার একপাদ মাত্র। অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে ইহার মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। * এইজন্য মহাপ্রভু ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনার্থ শ্রীগোবিন্দের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও ধাম-প্রকটনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের পরে উপাস্য তত্ত্বের মাধুর্য্য বর্ণনা করিয়া উপাস্যতত্ত্ব বা সম্বন্ধতত্ত্ব উপসংহার করিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষে মাধুর্য্যই ভজনায় গুণগণের মধ্যে প্রধান তত্ত্ব।

---

* Nature not only in herself, as being the integral absolute act of the Divine manifestation, but also in her visible existence, is essentially One and contains no inner diversity (নেহ নানাস্তি কিঞ্চন) Schelling on Absolute.

গোপীগণ, মাধুর্য্যমূর্ত্তি শ্রীভগবানের প্রিয়তমা উপাসিকা।
প্রভু শ্রীভাগবত হইতে এই মাধুর্য্যরূপের অশেষ বর্ণনা করিয়া শ্রীপাদ সনাতনকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রীপাদ বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত, জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী,—শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য বর্ণনার অশেষ অমৃত ভাণ্ডার।

মৎসম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থে (শ্রীকৃষ্ণ মাধুরী গ্রন্থে) গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থে, নীলাচলে ব্রজমাধুরী গ্রন্থে শ্রীভগবানের এই মাধুর্য্যতত্ত্বের বর্ণনা আছে। মৎ কৃত গোপীগীতা গ্রন্থেও এই মাধুর্য্যের বর্ণনা লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করিতে হইলে উহা বাহুল্যে পরিণত হইবে এবং গ্রন্থের আকার অসম্ভাবিতরূপে বাড়িয়া উঠিবে। সুতরাং মাধুর্য্য বর্ণনা এখানে আর করা হইল না। পাঠকগণ পদকল্পতরুতে ইহার প্রচুর বর্ণনা দেখিতে পাইবেন।

তথাপি সমগ্র শ্রীকৃষ্ণলীলার মোটামুটি আভাস এস্থলে না দিলে সম্বন্ধ তত্ত্ব অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে পারে সেই জন্য শ্রীভাগবত হইতে সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ লীলার কিঞ্চিৎ আভাস এই স্থলে দেওয়া যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অন্যান্য সহস্র সহস্র স্থলে বর্ণিত হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতও মহাভারতেই বিস্তৃতরূপে কৃষ্ণলীলার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত যে অতি প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রচুর প্রমাণ সহ সপ্রমাণ করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ও মহাভারতাদি গ্রন্থে মহর্ষি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

এই স্বয়ং ভগবান্‌কে যাহারা একবারেই ষোল আনা মানুষের মত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করিতে চাহেন, ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই তাহাদিগকে মূঢ় ও মূর্খ বলিয়া তাহাদের অজ্ঞতার উপযুক্ত আখ্যা দিয়াছেন,—আমরা আর তাহাদিগকে নূতন বিশেষণে ভূষিত করিতে চাহি না। গত কতিপয় বৎসরে ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে

অনেকগুলি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে কিন্তু এই সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লেখকগণের মধ্যে অনেকেই শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত উক্ত শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই সম্ভবতঃ তাহাদের যাহা মনে উদিত হইয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন। বিজ্ঞ পাঠকগণ এস্থলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "অবজানন্তি মাংমূঢ়াঃ মানুষং দেহমাশ্রিতম্" এবং "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং" শ্লোক দুইটী স্মরণ করিবেন; তাহা হইলেই এই শ্রেণীর অজ্ঞ ঐতিহাসিকদিগের শ্রীমদ্ভাগবত-অবজ্ঞতার হেতু এবং ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক ও অতি প্রাকৃতিক অদ্ভুত লীলার প্রতি অবজ্ঞার হেতু অনায়াসেই বুঝিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি জনসমাজের নাস্তিকতা দূরীভূত করিতে, এবং জন সমাজের হৃদয়ে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর ভাব জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান ও প্রেম ভক্তি দিয়া কৃতার্থ করিতে জগতে প্রকটিত হয়েন। শ্রীভগবানের লীলায় ভগবত্তাবর্জ্জনপ্রয়াসী ব্যক্তিরা, হয়তো অনভিজ্ঞ নয়তো, অবিশ্বাসী নাস্তিক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীমদ্ভাগবত বেদ-বেদান্তের সার—শ্রীমদ্ভাগবত বেদরূপ কল্পতরুর সুপক্ব ফল। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শ্রীমুখেও প্রকাশ,—শ্রীমদ্ভাগবত বেদ-বেদান্তের মধুময় নির্য্যাস; যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :— চারিবেদ উপনিষদে যত কিছু হয়।

তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে সেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবতের শ্লোক উপনিষদ্ একমত॥
এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিগ্‌দরশন
এই মত ভাগবতের শ্লোক ঋক্ সম॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলা

শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য। আবার এই শ্রীকৃষ্ণই বেদেরও প্রতিপাদ্য। উপনিষদে লিখিত আছে—"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি"। শ্রীভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমত্বের অনেক প্রমাণ আছে। সেই সকল ইতঃ-পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। ঋক্‌মন্ত্রের অভ্যন্তরেও যে শ্রীকৃষ্ণলীলার বীজ নিহিত আছে, মন্ত্রভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা-নিপুণতায় নির্ভর না করিয়া ঋক্‌মন্ত্রের কেবল সরল শব্দার্থ গ্রহণ করিলেও আমরা বহুমন্ত্রে গোলোক বিহারী গো-গোপসংঘাবৃত শ্রীকৃষ্ণের মধুময় বিগ্রহের সন্ধান পাই।

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত লেখক মহর্ষি—শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ কাল হইতেই তাঁহার অসীম ভগবত্তা অতুলনীয় ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকীর উদরে প্রবেশ করিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ তখন সেখানে আসিয়া সেই গর্ভস্থ শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিলেন; যথা শ্রীভাগবতে :—

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রৈত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্॥ শ্রীভাগ—১০।২।২৫

কিন্তু শ্রীভগবান্ প্রাকৃত লোকের ন্যায় শুক্র-শোণিত যোগে উৎপন্ন নহেন। যে প্রকারে দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহাও অপ্রাকৃত যথাঃ—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥
স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সংবভূব হ॥

অর্থাৎ ভক্তগণের অভয়কারী বিশ্বাত্মা ভগবান্ অংশভাগে আনক দুন্দুভির (বসুদেবের) মনে প্রবিষ্ট হইলেন। বসুদেব ভগবৎ তেজ ধারণে সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল তেজশালী হইয়া উঠিলেন, তিনি সকলের দুরাসদ ও দুর্দ্ধর্ষ হইলেন সুতরাং কংসাদি তাঁহাকে দর্শন করিতেও অসমর্থ হইল। শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের জন্মে জীবের ন্যায় ধাতু সম্বন্ধ নাই—"ন জীবানামিব ধাতুসম্বন্ধঃ।"

এই শ্লোকে যেমন একটি সন্দেহের নিরাশ হইল, আবার অপর পক্ষে এই শ্লোকেই আর একটি সন্দেহ-উদ্রেকের হেতুও নিহিত আছে। "অংশভাগেন" পদটী পাঠ করিয়া মনে হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝি স্বয়ং ভগবান্ নহেন। ইতঃপূর্ব্বেও এই অধ্যায়ে এই পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা ভগবান্ মহামায়াকে বলিতেছেন :—

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে !
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥

শ্রীভাগ ১০।২।৯

মহানুভব শ্রীধরস্বামী এই "অংশভাগেন" পদের যে টীকা করিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ করিলেই এ সংশয়ের নিরসন হইবে ; তদ্ যথা :—

১। অংশৈঃ শক্তিভির্ভজতে অধিতিষ্ঠতি সর্ব্বান্ ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ ইতি অংশভাগঃ তেন পরিপূর্ণেন রূপেণেত্যর্থঃ। যিনি অংশদ্বারা বা শক্তি সমূহ দ্বারা ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত নিখিল পদার্থে বিরাজমান, তিনি অংশভাগ. অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে দেবকীর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

২। যদ্বা—অংশৈর্জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদিভির্ভাজয়তি যোজয়তি স্বীয়ান্ ইতি যথা তেন। জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য বলাদি দ্বারা যিনি স্বীয়গণে যোজনা করেন তিনিই অংশভাগ।

৩। যদ্বা—অংশেন পুরুষরূপেণমায়ায়া ভাগো ভজনমীক্ষণং যস্য— পুরুষরূপে যিনি মায়ার ঈক্ষণ করেন তিনি অংশভাগ।

৪। যদ্বা—অংশেন মায়য়া গুণাবতারাদিরূপা ভাগা ভেদা যস্য তেন। মায়া দ্বারা গুণাবতারাদিরূপ ভাগ যাঁহার তিনিই অংশভাগ।

৫। যদ্বা—অংশা এব মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপা, ভজনীয়া ন তু সাক্ষাৎ স্বরূপং যস্য তেন। মৎস্য কূর্ম্মাদি যাহার ভজনীয় রূপ মাত্র, সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে তিনি অংশভাগ।

৬। যদ্বা—অংশৈর্জ্ঞানবলাদিভির্ভজনমনুবর্ত্তনং ভক্তেষু যস্য তেন সর্ব্বথা পরিপূর্ণেন রূপেণেতি বিবক্ষিতম্। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইত্যুক্তত্বাদিতি।

শ্রীপাদ সনতন গোস্বামিমহোদয় তোষণী টিপ্পণীতে লিখিয়াছেন :—

৭। অংশানাং শ্রীব্রহ্মাদীনাং ভাগধেয়েন হেতুনা।

বীর রাঘব লিখিয়াছেন :—

৮। অংশভাগেন মদংশাং ভুতেন সঙ্কর্ষণেন সহ।

শ্রীমজ্জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন :—

৯। অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশো যত্র তেন পূর্ণস্বরূপেণৈব। অংশভাগ সমেত শ্রীস্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন :—

১০। অংশভাগেন অংশাংশেন পুত্রতাং পুত্রভাবং প্রাপ্স্যামি নতু সর্ব্বাংশেন ইত্যতঃ সা দেবকী মাং বাৎসল্যমৈশ্বর্য্যভাবময়ং করিষ্যতীত্যর্থঃ। তেন ভাবান্তরশূন্যং সম্পূর্ণমেব বাৎসল্য সুখং শ্রীযশোদায়ামেব প্রাপ্স্যামীতি-দ্যোতিতম্। ভাবার্থ এই যে—ঐশ্বর্য্যনিবন্ধন দেবকীতে পুত্রভাব গৌণ সুতরাং অংশভাগ। অপরপক্ষে মাধুর্য্যনিবন্ধন যশোদার পুত্রভাব পূর্ণ ও মুখ্য।

নিম্বার্কীয়টীকাকার শ্রীশুকদেব বলেন :—

১১। অংশানাং জীবানাং তত্তৎপুরুষার্থাধিকারিণাং ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষরূপাভাগা যস্মাত্তেন সর্ব্বপুরুষার্থপ্রদেন রূপেণ দেবক্যাঃ পুত্রতাং যাস্যামি।

এই অধ্যায়ের আরও একটি শ্লোকে সন্দেহের সূত্রপাত হইতে পারে যথা :—

ততো জগন্মঙ্গল মচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥

অতঃপর পূর্ব্বদিকে ধৃত আনন্দকর চন্দ্রের ন্যায় দেবকী বসুদেবের দ্বারা দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া জগন্মঙ্গল সর্ব্বমূলস্বরূপ ও সর্ব্বাংশপরিপূর্ণ শ্রীভগবান্‌কে ধারণ করিলেন। শ্রীমতী দেবকী দেবী আত্মভূত শ্রীভগবান্‌কেই দীক্ষা বলে মূর্ত্তিমৎরূপে ধারণ করিলেন।

এস্থলে "অচ্যুতাংশং" পদটী সংশয়কর হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা টীকাকারগণদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন :—

১। অচ্যুতাংশম্—অচ্যুতাশ্চ্যুতিরহিতা অংশা ঐশ্বর্য্যাদয়ো যস্য তম্। অচ্যুত অর্থ চ্যুতিরহিত, অংশ অর্থ ঐশ্বর্য্য—চ্যুতিহীন অংশ সমূহ যাঁহার অর্থাৎ যিনি নিত্য ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন।

২। যদ্বা—অচ্যুতস্যাংশ ইবাংশঃ ভক্তানামনুগ্রহার্থং পরিচ্ছিন্ন বপুরিত্যর্থঃ। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন বপু।

শ্রীপাদ সনাতনের ব্যাখ্যা—

৩। ন চ্যুতা অংশা যস্য তং সর্ব্বাংশাপরিপূর্ণং ভগবন্তমতি।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল আপাতসংশয়জনক পদের প্রকৃত অর্থ [illegible]ভব শাস্ত্রার্থদর্শী টীকাকারগণ এইরূপ ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা [illegible]য়াছেন।

এইরূপ ভাবাত্মক আরও দুই একটী কথা দৃষ্ট হয়; যেমন বিষ্ণু-পুরাণে—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিত-কৃষ্ণৌ মহামুনে।"

"স চাপি কেশৌ হরিরুদ্ধবর্হে
শুক্লমেক মপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্।
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাম্
কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ॥
তয়োরেকো বলভদ্রো বভুব
যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব
কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥" মহাভারতে

শ্রীপাদশ্রীজীব গোস্বামিমহোদয় ভাগবত সন্দর্ভে ও কৃষ্ণসন্দর্ভে এই শ্লোক দুইটা উদ্ধৃত করিয়া যথেষ্ট বিচার করিয়াছেন। যাঁহারা এ সম্বন্ধে সবিশেষ বিচার জানিতে চাহেন, তাঁহারা উক্তগ্রন্থে উহা পাঠ করিবেন। এখানে সেই বিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদর্শিত হইল।

১। রামকৃষ্ণ কেশ-অবতার—একথার কোনও অর্থ নাই। ভগবানের অঙ্গবিশেষ লইয়া কখনও কোন অবতার হয় নাই। বরং ভগবৎ-শক্তিরই অবতারণা হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। নৃসিংহ পুরাণে এই শ্বেত কৃষ্ণ বিষয়ে শক্তি সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে; যথা:—

বসুদেবাচ্চ দেবক্যামবতীর্য্য যদোঃ কুলে।
সিত-কৃষ্ণে চ মচ্ছক্তী কংসাত্মান্ ঘাতয়িষ্যতঃ॥

সুতরাং কেশের অবতরণ এখানে অভিপ্রেত নহে। এই পদ্যের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানের কেশও ভূভার-হরণে সমর্থ। ইহা দ্বারা রামকৃষ্ণের বর্ণও সূচিত হইয়াছে। কেন না, সে অর্থ করিলে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই মহাবাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে। অপিচ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়াই বলা হইয়াছে; যথা:—

(ক) ভগবান্ বাসুদেবস্তু কীর্ত্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ।
শাশ্বতং ব্রহ্ম পরমং যোগিধ্যেয়ং নিরঞ্জনম্॥

(খ) সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্ববিদ্যাঃ সর্ব্বশাস্ত্রাঃ
সর্ব্বে যজ্ঞা সর্ব্ব ইজ্যশ্চ কৃষ্ণঃ।
বিদুঃ কৃষ্ণং ব্রাহ্মণা তত্ত্বতো যে
তেষাং রাজন্ সর্ব্বযজ্ঞাঃ সমাপ্তাঃ॥

ভগবদ্গীতায়—(গ) বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো-
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।

সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, উক্ত বচনের বিষয় নহেন, কৃষ্ণের বিভূতি-বিশেষই উহার বিষয়ীভূত হইতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম—বসুদেবগৃহে ঐশ্বর্য্য।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায় পাঠ করিয়া জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-প্রভাবে সমগ্র প্রকৃতিতে বিপুল মঙ্গলময় ভাবঃ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের অনন্তনিধি, তাঁহার আবির্ভাবে ত্রিভুবনের প্রত্যেক পদার্থেই যে আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পাইবে ইহাতে অবিশ্বাসের কোনও হেতু, কোনও অস্বাভাবিকতা নাই। দশদিক্ প্রসন্ন, নদীর জল প্রসন্ন, বায়ু সুখস্পর্শ ও শুচি পুণ্যগন্ধ, কানন কুসুমিত ও বিহগকুল নিনাদিত—প্রকৃতির সর্ব্বত্রই মঙ্গলের মহামহোৎসব। দেবলোকে মঙ্গলদুন্দুভি বাজিল, কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গল-সঙ্গীতের তানে দশদিক মুখরিত করিয়া তুলিল, চারণগণ স্তবস্তুতিতে বন্দনা গাইতে লাগিল, বিদ্যাধরীও অপ্সরীগণ মধুর নৃত্যে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের উৎসব সূচনা করিল। স্বর্গ হইতে দেবগণ কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন পূর্ব্বদিক হইতে চন্দ্রের উদয় হয়, তেমনি দেবরূপিণী দেবকীর উদর হইতে সর্ব্বগুহাশায়ী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পূর্ণরূপে উদিত হইলেন। ...ই মহর্ষি লিখিলেন;—

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥

দেবকী দেখিতে পাইলেন সূতিকাগৃহে পদ্মপলাশলোচন চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাধারী, কৌস্তুভভূষিত পীতাম্বর নীবিড় নীরদশ্যাম স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হইয়াছেন। বসুদেব ও দেবকী এই প্রসূত তনয়কে পূর্ণব্রহ্ম জানিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুত্রও তাঁহাদের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন যে তিনি সর্ব্বাবতারী এবং—

যুবাং মাং পুত্র ভাবেন ব্রহ্ম ভাবেন চাসকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদগতিং পরাম্॥

অর্থাৎ "তোমরা আমাকে বহুবার পুত্রভাবে এবং ব্রহ্মভাবে স্নেহ করিতে করিতে এবং ভাবিতে ভাবিতে আমাতে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে।"

অপর কোনও অবতারে এইরূপ পূর্ণ ব্রহ্মত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। দেবগণের গর্ভস্তুতি এবং আবির্ভাবের পরে জনক জননীর স্তবাদি পাঠে—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতারিত্বের সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায়। নৃসিংহদেব সহসা আবির্ভূত হয়েন, সহসাই অন্তর্হিত হয়েন। নৃসিংহদেবের আবির্ভাবে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছিল বটে কিন্তু প্রাকৃত জগতে ও দেবলোকে তাঁহার আবির্ভাবের কোনও মঙ্গলসুচনার পরিচয় পাওয়া যায়না। তাঁহার লীলায় দেবগণের ভীতি ও বিস্ময়ের ভাবের পরিচয় আছে, কিন্তু নিখিল-শক্তি-আবির্ভাবতার কোনও চিহ্ন তাঁহার আবির্ভাবে পরিলক্ষিত হয় নাই।

শ্রীবামনদেবের প্রাদুর্ভাববর্ণনে প্রচুর ভগবত্তার উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি যে পূর্ণরূপে উদিত হইলেন এমন কোনও কথা নাই। তিনি যে পূর্ণ ভগবান্ অবতারকালে এমন কোনও কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভাবে "দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ" এই বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতাই ধ্বনিত হইয়াছে।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ভাবী আখ্যান পুরাণে বর্ণিত হয় নাই, তবে

শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের লীলাচরিত তাঁহার সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ দ্বারা প্রমাণ-যোগ্য নহে, অপিচ তাহাতে এমন কোনও কথা নাই, যাহা বিশিষ্ট ভগবত্তার পরিচায়ক।

রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের যে আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টতঃই শ্রীরামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ বলিয়াই নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, সুতরাং আবির্ভাব-ঘটনা তুলনায় শ্রীকৃষ্ণই যে পূর্ণ শক্তিমান্, তাহা শাস্ত্র যুক্তিসঙ্গত ও সর্ব্বসম্মত। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত শিশুর রূপধারণ, বসুদেবের শৃঙ্খলমোচন, গৃহদ্বারের অর্গল মোচন এবং অতি গম্ভীরা শতাবর্ত্তসমাকুলা ভীষণা শ্রীযমুনার সহসা জানুমাত্র জল-পরিমাণ ইত্যাদি ঘটনা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রভাবের পরিচায়ক। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এই সকল ব্যাপার সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইয়াছে; যথাঃ—

মোহিতাশ্চাভবংস্তত্র রক্ষিণো যোগনিদ্রয়া।
মথুরাদ্বারপালাশ্চ ব্রজত্যানকদুন্দুভৌ॥
বর্ষতাং জলদানাঞ্চ তোয়মত্যুল্বণং নিশি।
সংছাদয়ন্ যযৌ শেষঃ ফণিরানকদুন্দুভিম্॥
যমুনাং চাতিগম্ভীরাং নানাবর্ত্তশতাকুলাম্।
বসুদেবো বহন্ বিষ্ণুং জানুমাত্রবহাং যযৌ॥

বিষ্ণুপুরাণের এই সকল বর্ণনা ঠিক্ শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনারই অনুরূপ।

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব

নন্দালয়ে মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল। বসুদেবগৃহে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে অবতীর্ণ হয়েন। সেরূপ দেখিয়া বসুদেব ও দেবকী বিস্ময়ান্বিত হইলেন। দেবকী এই চতুর্ভুজরূপের তীব্র জ্যোতিঃ সহিতে না পারিয়া বলিলেন; বিশ্বাত্মন্, তোমার এই শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-বিশিষ্ট অলৌকিক রূপের উপসংহার কর:—

উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম শ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্॥ শ্রীভাগবত।
যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতিঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ—৪।১১।২

ভক্তবৎসল বরদ ও সত্য সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ দেবকী ও বসুদেবকে তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলনিবন্ধন তদীয় পুত্রত্ব স্বীকারের কথা জানাইয়া তাঁহাদের সমক্ষে সেইস্থলেই প্রাকৃত শিশুর আকার ধারণ করিলেন।

শাস্ত্রে দ্বিভুজত্বেরই অধিকতর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; যথা শ্রীলঘু-ভাগবতামৃতে—

"অয়ং চতুর্ভুজত্বেঽপি দ্বিভুজত্বেঽপি কৃষ্ণতাং।
ত্যজত্যেব তদ্ভাবগুণ-রূপাত্মবৃত্তিতঃ।
তথাপি দ্বিভুজত্বস্য কৃষ্ণে প্রাধান্যমুচ্যতে॥
গূঢ়ত্বাদপিচ কাপি গৌণত্বমিব কীর্ত্যতে।
"গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং" ইতি হি প্রথা।"

শ্রীভাগবতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,. "গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং"—ভাঃ ৭।১০।৪৮।

আদি পুরাণে আরও স্পষ্ট উক্তি আছে যথা:—

"অস্তি মে পরমং রূপং অচিন্ত্যপদসৌখ্যদং।
তন্নিত্যং ক্রীড়তে যত্র বল্লবীগণবেষ্টিতম্।" ৯।৪১

বসুদেব এই প্রাকৃত শিশুটীকেই তদীয় আজ্ঞায় নন্দালয়ে রাখিয়া নন্দাত্মজা মহামায়াকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি যখন এই শিশুটীকে নন্দালয়ে যশোদার সূতিকাগৃহে রাখিয়া গেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণেরই মায়ায় এক প্রাণীও তাহা জানিতে পারিলেন না। লঘুভাগবতামৃতে লিখিত হইয়াছে:—

অথ ব্রজেশ্বরী-গেহে বিশন্ আনকদুন্দুভিঃ।
তত্র স্বস্য সুতং তস্যাঃ সুতামাদায় নিঃসরেৎ ॥

প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজেশ্বরী যশোদার নিত্য সুতরূপে বিরাজমান; লঘুভাগবতের কারিকায় তাহাও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে ; যথাঃ—

সোঽয়ং নিত্যসুতত্বেন তস্যা রাজত্যনাদিতঃ।
কৃষ্ণঃ প্রকটলীলায়াং তদ্দ্বারেণাপ্যভূৎ তথা ॥

এই কারিকার টাকাকার শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, প্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ যে দেবকী ও যশোদা উভয়েরই উদরে জাত হইয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহার প্রমাণ আছে। দেবকীর উদরে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের প্রমাণবচন অতি পরিস্ফুট, কিন্তু যশোদার উদরে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মের বিবরণ অস্ফুট। যশোদার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণজন্ম সম্বন্ধে অস্ফুট প্রমাণ এই যে—

যশোদা নন্দ পত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত।
ন তদ্ বেদ পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগত স্মৃতিঃ ॥ শ্রীভাগ ১০।৩।৫৩

এই উক্তি অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা পরিস্ফুট করা যাইতেছে। শ্রীহরিবংশে লিখিত আছে :—

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তৌ স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥

সম শব্দের অর্থ যুগপৎ। যশোদা ও দেবকীর যুগপৎ পুত্র জন্মে। মহামায়া দেবী পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামা শ্যামেরই অনুজা; ইনি শ্রীকৃষ্ণানুজা বলিয়া প্রসিদ্ধা। আদি পুরাণে একবারেই স্পষ্ট প্রমাণ আছে যথা :—

নন্দগোপগৃহে পুত্রো যশোদাগর্ভ-সম্ভবঃ।

শ্রীভাগবতেও ইহার আনুসঙ্গিক প্রমাণের অভাব নাই যথা—

১। নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে—ভা—১০।৫।১

২। ভগবান্ গোপিকাসুতঃ—ভা—১০।৯।২১

৩। নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রত্যাগত উদারধীঃ ১২।৬।৪৩

৪। বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণ বেণু
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশু পাঙ্গজায় ১০।১৪।১ ইতি

তথাহি যমল বচনম্—

৫। কৃষ্ণোঽন্যো যদু সম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্র নন্দনঃ
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ নৈব গচ্ছতি॥

এই সকল বচন প্রমাণ অবলম্বনে শ্রীলঘুভাগবতামৃতের কারিকার যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে—বসুদেবনন্দন বাসুদেব যশোদার সূতিকাগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পরিপূর্ণতম শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হয়েন। অতিরহস্যত্ব নিবন্ধন ইহা স্পষ্টরূপে ভাগবতে বলা হয় নাই কিন্তু প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীশুকের বাক্যে সূচিত হইয়াছে। যথা লঘুভাগবতামৃতে :—

গত্বা যদুবরো গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্।
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায়াব্রজং পুরম্।
প্রাবিশাদ্‌বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তম্॥
এতচ্চাতিরহস্যত্বাৎ নোক্তং তত্র কথাক্রমে।
কিন্তু কচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ॥

নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা প্রেমানন্দমাধুর্য্যপ্রাচুর্য্যময়। এই স্থলেই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া গোস্বামি-আচার্য্যবর্য্যগণ শাস্ত্র-যুক্তি সহ সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণরূপমাধুর্য্য

নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যই সর্ব্বপ্রথমে প্রকটিত হয়। মানবশিশুর এমন ভুবনমোহনরূপ আর কখনও কেহ দেখে নাই। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে স্বীয়রূপের অনন্তসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যে গোপগোপীদিগের চিত্তাকর্ষণ করেন।

শ্রীভগবানের যতরূপ প্রকটিত হইয়াছে, এমন সুন্দর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ আর কখনও প্রকটিত হয় নাই; ইঁহার রূপমাধুর্য্যে পশুপক্ষী প্রভৃতিও নিত্য আকৃষ্ট। ইহা অতঃপরে আরও বিস্তৃতরূপে বলা হইবে।

পূতনা-মোচন

এই লীলায় অদ্ভুত বীর্য্যবত্তা ও হন্তারিগতিদায়কত্বনিবন্ধন অসীম দয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

নন্দব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল প্রধান প্রধান লীলা করিয়াছিলেন, পূতনা-মোচন সেই সকল ব্যাপারের মধ্যে প্রথম। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় দেবতাগণ ও দৈত্যগণ নানাপ্রকার মায়ারূপ ধারণ করিতেন ও পুরাণাদিতেও দেবদৈত্যগণের মায়া-রূপ ধারণ ও মায়িক উৎপাত সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধ করার প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে এই বিদ্যা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পূতনার মায়ারূপ ধারণ,—অনভিজ্ঞ লোকদের নিকট অবিশ্বাস্য হইতে পারে। কিন্তু ঋষিবাক্য কখনও বিশ্বাসী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অবিশ্বাস করেন না। মায়াবিনী পূতনা শিশু শ্রীকৃষ্ণের বধসাধনের জন্য নন্দালয়ে সুন্দরীবেশে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কোলে তুলিয়া লইল, দুর্জ্জয় বিষদগ্ধ স্তন্য তাঁহার মুখে তুলিয়া দিল। শিশু শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্তন্যপান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দুষ্টা রাক্ষসীর প্রাণ পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিলেন। উহার মৃত্যুর পরে উহার বিপুল রাক্ষসমূর্ত্তি দেখিয়া মানুষ মাত্রেরই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পূতনা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হইয়া চিরদিনের তরে মুক্তিলাভ করিলেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে—

পূতনালোকবালঘ্নী রাক্ষসীরুধিরাসনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥
অলং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপিবৎ স্তনম্।
যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননী-গতিম্॥

অর্থ এই যে পূতনা রুধিরাসনা, শিশু-হন্ত্রী রাক্ষসী। শ্রীকৃষ্ণের বধ সাধনের জন্য সে তাঁহাকে স্তন্য দান করিয়া সদ্গতি লাভ করিল। ভগবান্ এই রাক্ষসীকেও মাতার ন্যায় সদ্গতি দান করিলেন। পূতনার চিরমুক্তি লাভ হইল।

অলীক গল্প লিখিয়া নর নারীর চিত্তরঞ্জন করাই যে শ্রেণীর লোকের ব্যবসায়; এদেশে তাহাদের দলের একজন প্রধান পুরুষ ভগবানের অলৌকিকী লীলায় অবিশ্বাস করার জন্য লিখিয়াছেন, "শাল্ব অসুর অন্তরীক্ষে সৌভনগর স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল, বাণের সহস্র বাহু ইত্যাদি বিয়ে বিশ্বাস করিব কেন?"—

যে লোকটী এই কথা লিখিয়াছিলেন তিনি এখন জীবিত নাই। জীবিত থাকিলে তিনি নিজেই তাঁহার এই অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন অপরাধের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হইতেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ব্যোমচর সমরযান সৃষ্টি করিয়া শাল্বরাজের বৈহায়স যানের পৌরাণিক বৃত্তান্তটীকে প্রকৃত প্রস্তাবেই মহা সত্যেই পরিণত করিয়াছে। এখন শাল্বরাজের সৌভসমর বৈহায়স যানের কথা পুরাণে পাঠ করিয়া কেহই বঙ্কিম চন্দ্রের ন্যায় অসম্ভব মনে করিয়া উক্ত ঋষিবাক্য অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। অজ্ঞলোকদের হঠাৎ-সিদ্ধান্ত যেমন উপহাসাস্পদ, তাহাদের ন্যায় লোকদের জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে ঐ সকল অজ্ঞ বাক্য তেমনই বিপজ্জনক। যাহারা অলীক কল্পনার সিদ্ধ ব্যবসায়ী, তাহারা শ্রীভগবানের অতিপ্রাকৃত অদ্ভুত-লীলা সমূহকে অলীক বলিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবে ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এরূপ উক্তি আদৌ গ্রহণ করেন না। শ্রীকৃষ্ণের শিশুলীলায় তাঁহার অসীম বীর্য্যবত্তা ও পরম দয়া প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুণের মধ্যে হতারিগতিদায়কত্বও একটি কল্যাণগুণ। তিনি তাঁহার হস্তে নিহত শত্রুদিগকেও মুক্তিদান করেন। শ্রীরাম ও নৃসিংহাদিতেও এই সকল গুণ প্রকাশ পায় নাই। হিরণ্যাক্ষ-বা

হিরণ্যকশিপুকে বরাহ বা নৃসিংহ মুক্তিদান করেন নাই। রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রের দ্বারা নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করেন নাই। কিন্তু শিশুপালাদি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া সদ্যোমুক্তি পাইয়াছিলেন।

অন্যান্য অসুর বধে বীর্য্যবত্তা ও হতরি-গতিদায়কত্ব

পরবর্ত্তীকালে তৃণাবর্ত্ত বধ, কংসাসুরবধ, বকাসুরবধ, অঘাসুরবধ, প্রলম্ব-বধ, শঙ্খচূড়বধ, অরিষ্ট বধ, কেশিবধ, ব্যোমাসুরবধ, কংসালয়ে কুবলয়া পীড় হস্তিবধ, প্রভৃতি ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের অসীম বীর্য্যবত্তা, অসীম সুহৃদ্ বাৎসল্য ও অসীম লোকানুগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধ ও বামদেব কাহাকেও সমরে নিহত করেন নাই শ্রীরাম ও নৃসিংহদেব নিহত অসুরগণকে মুক্তি দান করেন নাই। শ্রীরামচন্দ্র যে বয়সে মারীচ ও সুবাহু বধ করিয়া বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ তপস্যার বিঘ্ন দূরীভূত করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা অপেক্ষা অতি অল্প বয়সে ব্রজভূমির উপর উপদ্রবকারী বহুল মায়াবী অপরিমিত শক্তিশালী অসুরের প্রাণসংহার করিয়া শিষ্ট রক্ষা ও দুষ্ট-দমন করেন। শ্রীরাম-লীলায় শৈশবে ও বাল্যে যে সকল কার্য্যশক্তি ও বীর্য্যবত্তা প্রকাশ পাইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় তদপেক্ষা অনেক গুণে অধিক কার্য্যশক্তি ও ভগবত্তা প্রকটনের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চদশ বর্ষে মারীচ সহচর ও সুবাহুকে বধ করিতে আমন্ত্রিত হয়েন। বিশ্বামিত্রের অনুরোধ শুনিয়া দশরথ বলিয়াছেন, "আমার রামচন্দ্রের বয়স পোনর বৎসর মাত্র। দুরন্ত রাক্ষসদের সহিত যুদ্ধ করার যোগ্যতা এখনও উহার হয় নাই, আপনার আজ্ঞা হইলে আমি অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ রাক্ষস বিনাশ করিয়া আসিব।"

উনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ॥

রামায়ণ আদিকাণ্ড ২০।২

শ্রীকৃষ্ণ অতি শৈশবেই পরাক্রমশীল বহুবহুমায়াবী অসুরের প্রাণ সংহার করেন। মারীচ ও সুবাহুর বধসাধন করার শক্তিলাভের জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে

বলা ও অতিবলা মন্ত্রগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই বিদ্যালাভের পর শ্রীরামের বলবীর্য্য সমুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল :—

"বিদ্যাসমুদিতো রামঃ শুশুভে ভীমবিক্রমঃ।"

তারকাবধে যুবক রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ ও লক্ষ্মণের সাহায্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। পূতনাদি বধে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কাহারও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের নিকট অস্ত্রবিদ্যা-লাভ ও অস্ত্রলাভ করিয়াছিলেন কিন্তু পূতনা হইতে কংসাদি বধে গোপবালক শ্রীকৃষ্ণ কাহারও নিকট কোন শিক্ষালাভ করেন নাই, কাহারও নিকট হইতে কোনও অস্ত্রলাভ করেন নাই। তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ ও পূর্ণাবতার এই সকল ঘটনা হইতে তাহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ হয়।

কংসবধ

জরাসন্ধ-জামাতা কংস জরাসন্ধের বলে বলীয়ান্ হইয়া যাদবগণের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন। নিদারুণ অত্যাচারে তাঁহারা মথুরায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া দেশান্তরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবকীর উদরে বিরাজ করিতেছিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবকীকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

"গোপ্তা যদূনাং ভবিতাতবাত্মজঃ।"

"দেবি, আপনার পুত্র যদুগণের রক্ষকস্বরূপ হইয়া আবির্ভূত হইবেন।"

মহাভারত ও অষ্টাদশপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। ভগবানের কার্য্যে ভগবত্তা প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। ভগবানের কার্য্য অলৌকিক। সুতরাং মহাভারতে ও পুরাণাদিতে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিরই বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহারা কৃষ্ণকে প্রাকৃত মানুষ বলিয়া ধরিয়া লইতে চায়, তাহারা মূল ঘটনা ছাটিয়া কাটিয়া স্বীয় অনুরূপ কৃষ্ণচরিত গড়িয়া যে নিজের স্থূলবুদ্ধির পরিচয় দিবে, ইহাতে

বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। এই শ্রেণীর অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ ও সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ জ্ঞান্-বিশিষ্ট কূপমণ্ডূকগণের কুকল্পনায় বেদব্যাসবর্ণিত শ্রীভগবানের অনন্ত বীর্য্যদ্যোতক লীলাচরিতে বর্ণিত পূতনাবধব্যাপারকে একটা শ্যাম-পাখীবধ বলিয়া বর্ণনা করার প্রয়াস কেবল যে লেখকের সদৃশ অজ্ঞ ও নাস্তিকজন-মনোরঞ্জনের নিষ্ফল প্রয়াস তাহা নহে,—তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অপরাধের কার্য্য।

ফলতঃ কংসবধ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের প্রথম কারণরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে গণ্য হইয়াছে। সৈন্যসম্পত্তির অধিকারী ভীমপরাক্রম অমোঘ শক্তিশালী কংস, তাহার নিজ প্রাসাদে গোপবালক কৃষ্ণকে আমন্ত্রিত করিয়া তাঁহার দ্বারা সহসা নিহত হইল; এ ঘটনাকে ঐতিহাসিক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে, এই লেখক একবিন্দুও আপত্তি করেন নাই। প্রত্যুত এই ঘটনাতেই তিনি প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন এবং এই কংসবধেই তিনি দেখিয়াছেন যে, "কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম ন্যায় পর, পরম ধর্ম্মাত্মা, পরম হিতে রত এবং পরের জন্য কাতর।" কংসবধে শ্রীকৃষ্ণের এই সকল মহদ্গুণের পরিচয় পাওয়া যায় ইহা ঠিক কথা। শ্রীকৃষ্ণ "পরম বলশালী" কেন না, সৈন্য সামন্তে সুসজ্জিত হইয়া যে কংস, কৃষ্ণ বধের চেষ্টায় ছিলেন, সেই গোপবালক কৃষ্ণ একক প্রবীণ যদুবীরগণের ভীষণ ত্রাস স্বরূপ দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মহাবীর কংসকে তাহার স্বকীয় যুদ্ধ-রঙ্গভূমিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিহত করিয়া ফেলিলেন!—যে বধ করার জন্য কংস তাঁহাকে আপন পুরীতে লইয়া আসিলেন, যাঁহার বধ-সন্দর্শনের জন্য রঙ্গমঞ্চে তিনি মল্লযুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন, সেই বালক তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে তৃণবৎ দ্রব্যেরও সাহায্য না লইয়া রিক্ত হস্তে নিহত করিলেন।

ভগবল্লীলার ইহা যেমন ঐতিহাসিক সত্য সত্য, ইহা যেমন পরম ধর্ম্মাত্মার কার্য্য, পরম হিতকর কার্য্য, পরম বলশালিত্বের পরিচায়ক ও পরদুঃখ-

কাতরতার কার্য্য,—পূতনাদিবধ ও ভগবল্লীলার তেমনি ঐতিহাসিক এবং পূর্ব্বোক্ত বিবিধ ভগবন্নিষ্ঠগুণের পরিচায়ক।

জরাসন্ধ সহ যুদ্ধ

জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ-বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চাশ অধ্যায়ে অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মাগধরাজ জরাসন্ধের বল-বিক্রম ও প্রবল প্রতাপের বিষয় মহাভারত, হরিবংশ ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে লিখিত আছে। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরে উভয় পক্ষে যে সকল বীরবৃন্দ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের সমষ্টি সর্ব্বসাকল্যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী। কিন্তু জরাসন্ধ ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে নিহত করেন। কংসের পত্নীদ্বয় জরাসন্ধের কন্যা। বিধবা কন্যাদের দুঃখের আর্ত্তনাদে ব্যথিত হইয়া জরাসন্ধ একবারে ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ মথুরা নগরী বেষ্টন করিয়া ফেলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই বিপুল সৈন্যবাহিনীর সহিত অতি অল্পমাত্র যাদবসৈন্য লইয়া অষ্টাদশবার ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন। প্রতিবারেই জরাসন্ধের বিপুল সৈন্য সংক্ষয় হইয়াছিল। জরাসন্ধ আর কখনও এমন পরাভব প্রাপ্ত হয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলে যে কোন মুহূর্ত্তে জরাসন্ধকে নিহত করিতে পারিতেন কিন্তু জরাসন্ধ মুক্তি-প্রাপ্তির অযোগ্য ছিলেন; সুতরাং কৃষ্ণ তাহাকে স্বহস্তে নিহত না করিয়া অপর কোন সময়ে ভীমার্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে জরাসন্ধের অতিথি হয়েন এবং কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম জরাসন্ধকে নিহত করেন। জরাসন্ধ নিহত হইলে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ দ্বারা বন্দীকৃত সহস্র সহস্র রাজাকে কারামুক্ত করেন। অতঃপরে ন্যায়বতার শ্রীভগবান্ জরাসন্ধপুত্রকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

জরাসন্ধ-সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অদ্ভুত সমরনৈপুণ্যের ও অতুলনীয় বীর্য্যবত্তার প্রভাব দেখাইয়াছিলেন তাহাতে সমগ্র ভারতের বীরাগ্রগণ্যগণ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

যিনি জরাসন্ধের সুশিক্ষিত ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী সৈন্যের প্রতিদ্বন্দী হইয়া দুরন্তবীর্য্যের অফুরন্ত প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাঁহার শরাসন অবিরাম অবিশ্রান্তভাবে অলাত চক্রের ন্যায় পরিভ্রামিত হইতে হইতে লক্ষ লক্ষ বীরের প্রতপ্ত শোণিত সুনীল জলরাশিকে পরিবর্দ্ধিত ও পরিস্ফীত করিয়া শোণিতস্রোতে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল, যিনি ত্রিসপ্তবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, সেই পরশুরাম যাঁহার শক্ত্যাবেশ অবতারমাত্র, সেই নিখিল শক্তির একমাত্র পরিপূর্ণ আধার শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ও পরিপূর্ণতমতার প্রমাণ সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। জরাসন্ধের সহিত তাঁহার এতবার যুদ্ধের যে কি প্রয়োজন ছিল, তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা শ্রীভাগবতে:—

চিন্তয়ামাস ভগবান্ হরিঃ কারণ-মানুষঃ।
তদ্দেশকালানুগুণং স্বাবতার-প্রয়োজনম্॥
হনিষ্যামি বলং হ্যেতদ্ভুবি ভারং সমাহিতম্।
মাগধেন সমানীতং বশ্যানাং সর্ব্বভূভুজাম্॥
অক্ষৌহিণীভিঃ সংখ্যাতং ভটাশ্বরথকুঞ্জরৈঃ।
মাগধস্তু ন হন্তব্যো ভূয়ো কর্ত্তা বলোদ্যমম্॥
এতদর্থোঽবতারোঽয়ং ভূভারহরণায় মে।
সংরক্ষণায় সাধূনাং কৃতোঽন্যেষাং বধায় চ॥
অন্যোঽপি ধর্ম্মরক্ষায় দেহঃ সংশ্রিয়তে ময়া।
বিরামায়াপ্যধর্ম্মস্য কালে প্রভবতঃ ক্বচিৎ॥

অসুরসংহার শ্রীভগবানের অবতারের এক উদ্দেশ্য। এই যুদ্ধে রাশি রাশি অসুর নিহত করিয়া শ্রীভগবান্ জগতে মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর যখন জগতে মানুষ দেহ ধারণ করিয়া প্রকটিত হয়েন, তখন তাঁহার কার্য্যগুলি কখন বা অতিপ্রাকৃত কখন বা মানুষের ন্যায় দৃষ্ট হয়। আমরা বহুস্থলে ইহার পরিচয় পাইতেছি। এই যে জরাসন্ধের সহিত শ্রীভগবানের

ঘোরতর সমরলীলা হইল, ইহাতে তাঁহাকে কোনও অতিপ্রাকৃত ঐশ্বর্য্য অবলম্বন করিতে হয় নাই। এই লীলায় তিনি অতি শক্তিশালী বীরের ন্যায়, অতিদক্ষ যোদ্ধার ন্যায়, অতিক্ষিপ্র বাণবর্ষীর ন্যায় যে ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন তাহাতে কোন অপ্রাকৃত ভাব নাই; তাই এই মহাযুদ্ধে শ্রীভগবানের সমর-রসের বিকাশ অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাই পরম ঋষি, শ্রীভাগবতে লিখিয়াছেন :—

স্থিত্যুদ্ভবান্তং ভুবনত্রয়স্য
যঃ সমীহতেঽনন্তগুণঃ সলীলয়া
ন তস্য চিত্রং পরপক্ষ-নিগ্রহ
স্তথাপি মর্ত্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যতে ॥

যে অনন্ত গুণশালী শ্রীভগবান্ স্বীয় লীলায় ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার সাধন করেন, পরপক্ষ-নিগ্রহ তাঁহার পক্ষে কোনও চমৎকারজনক ব্যাপার নহে, তথাপি শ্রীভগবান্ মানুষের ন্যায় এই সমরে অসাধারণ সমর-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ও জয় লাভ করিয়া বিশ্ববাসীদিগকে চমৎকার-প্রভাব প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে সপ্তদশবার জরাসন্ধ সৈন্যসহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। তথাপি তাঁহার জিগীষাবৃত্তি প্রশান্ত হইল না।

কালযবনের বিনাশ সাধন

শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য সর্ব্বজ্ঞতা ও ভক্তবৎসলতা গুণগ্রাম ঠিক এই সময়েই আর একটা ঘটনায় উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ পাইলেন জরাসন্ধ আবার তাঁহার বিপুল সৈন্যবাহিনীসহ মথুরা আক্রমণ করিতে আসিতেছে, দুই এক দিনের মধ্যে জরাসন্ধ সৈন্যসহ মথুরা বেষ্টন করিবে। এদিকে কালযবন এক প্রসিদ্ধ দিগ্‌বিজয়ী বীর; সে তাহার সমর-প্রতিপক্ষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু কোথাও প্রতিপক্ষ না পাইয়া একদিন

নারদের মুখে শুনিল, মথুরার ভীষণ পরাক্রমশাল যাদবগণই তাহার প্রতিপক্ষ। কালযবন আর ইতস্ততঃ না করিয়া তিন কোটি সৈন্য লইয়া মথুরা-নগরী বেষ্টন করিল। এই স্থলেই শ্রীকৃষ্ণ মানুষের ভাবই অনুকরণ করিয়াছিলেন; মানুষের মত চিন্তা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতে লাগিলেন :—

অহো যদূনাং বৃজিনং প্রাপ্তং হ্যুভয়তোমহৎ।
যবনোঽয়ং নিরুন্ধেঽস্মানদ্য তাবন্মহাবলঃ॥
মাগধোঽপ্যদ্য বা শ্বো বা পরশ্বোবাগমিষ্যতি।
আবয়োর্য্যাতোরস্য যদ্যাগন্তা জরাসুতঃ॥
বন্ধূন্ হনিষ্যত্যথবা নেষ্যতে স্বপুরীং বলী।
তস্মাদদ্য বিধাস্যামো দুর্গং দ্বিপদ-দুর্গমং।
তত্র জ্ঞাতীন্ সমাধায় যবনং ঘাতয়ামহে॥

শ্রীকৃষ্ণ মানুষের ন্যায় আপন মনে চিন্তা করিতেছেন যে উভয় দিক্ হইতেই যদুগণের আজ মহাক্লেশের কারণ দেখিতেছি। যবন আজ আবার মথুরা নিরোধ করিয়াছে, মহাবল জরাসন্ধ আগামী কল্য বা পরশ্বের মধ্যেই আবার সসৈন্যে আসিয়া মথুরা আক্রমণ করিবে, বন্ধুগণকে নিহত করিবে। অথবা (তাহার যেমন স্বভাব) ইহাদিগকে বন্দী করিয়া স্বপুরে লইয়া যাইবে। সুতরাং আমার প্রথম কার্য্য—জ্ঞাতিগণকে সুরক্ষিত স্থানে রাখা—সেই জন্য দ্বিপদ মাত্রেরই দুর্গম এমন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সেই দুর্গে জ্ঞাতিদিগকে অদ্যই সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়া আসিব; অতঃপরে কাল-যবনের বিনাশ সাধন করিব।

স্বয়ং ভগবানের এই চিন্তা,—নরলীলার অনুকরণ মাত্র। তিনি চিন্তা-মাত্রেই সমুদ্রে অদ্ভুত শিল্পবৈভব-পরিপূর্ণ দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা অতিপ্রাকৃত ভগবৎশক্তি-সম্ভব। তাঁহার সেই অদ্ভুত মহা অলৌ-

কিক শিল্প শক্তির কথা স্থানান্তরে উল্লেখ করিব। এস্থলে কেবল তাঁহার অসুর-দমন-প্রভাবই আলোচ্য।

যাহা হউক, কালযবন মথুরা বেষ্টন করা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ একাকী পদব্রজে শত্রু-সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কালযবন বাসুদেবকে দেখমাত্রেই চিনিয়া ফেলিল। যবন দেখিল শ্রীকৃষ্ণ একাকী পদব্রজে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত, সঙ্গে রথ নাই, সৈন্য নাই, অস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। কালযবন সমরনীতির নিয়মানুসারে রথ হইতে অবতরণ করিয়া কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া মৃদু মৃদু দৌড়িতে লাগিলেন। কালযবন বুঝিল, সমরক্ষেত্র হইতে পলাইতেছেন। কালযবন পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। এমন ভাবে দৌড়িতে লাগিলেন যে কাল যবন ধর্ ধর্ করিয়াও ধরিতে অসমর্থ হইল। কাল যবন এক একবার মনে করিতে লাগিল যেন হাত বাড়াইলেও ধরা যায়। কিন্তু কৃষ্ণ অতি নিকটে থাকা সত্ত্বেও যবন তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। এই স্থলে মহর্ষি লিখিয়াছেন :—

অন্বধাবৎ জিঘৃক্ষুস্তং দুরাপমপি যোগিনাম্।
হস্তপ্রাপ্তমিবাত্মানং হরিণা স পদে পদে।
নীতো দর্শয়তা দূরং যবনেশোঽদ্রিকন্দরম্॥

এইরূপে দৌড়িতে দৌড়িতে শ্রীকৃষ্ণ এক পর্ব্বতের গুহায় প্রবেশ করিলেন; কাল যবন মনে করিল, এবার নিশ্চই তাহার প্রতিপক্ষ অবরুদ্ধ হইবেন, পর্ব্বতকন্দরেই শ্রীকৃষ্ণকে নিহত করিতে হইবে। কাল যবন পর্ব্বতকন্দরে প্রবেশ করিয়া শয়ান অবস্থায় একটা লোককে দেখিতে পাইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, আমাকে এত দূরে আনিয়া ইনি এখানে সাধুর ন্যায় শয়নে আছেন। শয়ান ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া যবন তাঁহাকে পদাঘাত করিল। দারুণ পদাঘাতে চিরনিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তিনি যেমন নিদ্রাভঙ্গকারী কাল যবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন অমনি তাঁহার নয়ন-বহ্নিতে কাল যবন ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এই নিদ্রিত পুরুষ মান্ধাতার পুত্র মুচকুন্দ। ইনি দেবযুদ্ধে বহুকাল অনিদ্রিত ভাবে পরিশ্রম করিয়া দেবতাগণের বর লইয়া এই নির্জ্জন নীবিড় গহ্বরে সুখে নিদ্রিত ছিলেন। দেবতাগণের নিকট বর পাইয়াছিলেন, যে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিবে সে ভস্মীভূত হইবে; শ্রীভগবান্ ইহা জানিতেন। কাল যবন তাঁহার হস্তে মৃত্যুর যোগ্য নহে সুতরাং এই চাতুর্য্যে তাহার বধ সাধন করিলেন, এবং এই উপায়েই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম ভক্ত মুচকুন্দকে দেখা দিয়া তাহার ভব-বন্ধন মোচন করিলেন।

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ইচ্ছামাত্রেই যে সর্ব্বকার্য্য সাধন করিতে পারেন, দ্বারকা-নির্ম্মাণে তাহার প্রকাশ হইয়াছে। তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ,—দেবগণ হইতে মুচকুন্দের বর প্রাপ্তি-জ্ঞান ও তাঁহার শয়ন-স্থান-জ্ঞানেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যে সুচতুর,—কাল যবন-মোহনই তাঁহার এই মহা চাতুর্য্যের প্রমাণ এবং তিনি যে শরণাপন্ন বিপন্নজনের বন্ধু,—যদুগণকে নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের পলায়ন।

কালযবনের নিধনের পরে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম কাল যবনের সৈন্যাদিকে নিহত করিলেন, তাহাদের পরিত্যক্ত ধনরাশি দ্বারকায় পাঠাইলেন। এই সকল ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতে ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীর অধিপতি জরাসন্ধ আবার মথুরা আক্রমণের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম তখন মানবলীলা অনুকরণ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন। জরাসন্ধ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিন্তু সেই অধরাকে এক ভক্তি ব্যতীত কে দৌড়িয়া ধরিতে পারে? জরাসন্ধকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম মানুষের দুর্গম পর্ব্বতমধ্যে আরোহণ করিলেন। জরাসন্ধ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রচুর কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া পর্ব্বতে অগ্নি জালিয়া দিলেন। লক্ লক্ করিয়া পর্ব্বতের চারিদিকে আগুন জলিয়া উঠিল, উহার প্রচণ্ড শিখা আকাশ স্পর্শ করিল কিন্তু ইহার

পূর্ব্বেই কৃষ্ণ বলরাম গিরি-সঙ্কট পথের মধ্য দিয়া দ্বারকায় চলিয়া গিয়াছিলেন। জরাসন্ধ মনে করিলেন এইবার কৃষ্ণ বলরাম নিশ্চয় ভস্মীভূত হইয়াছেন। জরাসন্ধ হৃষ্টচিত্তে নিশ্চিন্ত হইয়া আপন রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

সপ্তদশবার জরাসন্ধকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ এবার জরাসন্ধকে বিজয়দান করিলেন কেন? অসীম শক্তির মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ভীতভাবে পলায়ন করিলেন কেন? ইহাতে তাঁহার কি গূঢ় অভিসন্ধি ছিল, এস্থলে তাহার ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাইব না। তাঁহার গুণকর্ম্ম বা লীলা চেষ্টা যে জনসাধারণের দুর্জ্ঞেয়, এখানে এ কথা বলিয়াও আমরা নিরস্ত হইতে পারি। কল্পনাবলে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইলে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের স্বকীয় কল্পনায় প্রয়োজন নাই।

রুক্মিণীহরণ সময়েও শ্রীকৃষ্ণ শাল্বরাজ, মাগধরাজ ও চেদিরাজের এবং অবশেষে রুক্মীর অগণিত সৈন্যসমূহের আক্রমণে অসীম সামরিক শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ এই ব্যাপারে শিশুপালকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, "সকলই সময়ের প্রভাবে ঘটে, নচেৎ একটা গোপবালকের নিকট আমি-হেন বীর ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী সেনাসহ সপ্তদশ বার পরাজিত হইয়াছি।"

রুক্মিণীর বিবাহে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর স্বলিখিত নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ উপনীত হয়েন, এবং ভক্তাধীন ভগবান্ রুক্মিণী দেবীর মনের বাসনা পূর্ণ করেন। ফলতঃ স্বয়ং লক্ষ্মী শ্রীভগবানেরই নিত্যমহিষী। তিনি তাঁহার আপন অঙ্ক-লক্ষ্মীকে আপনি গ্রহণ করিলেন। ইহার ফলে যে যুদ্ধাদি হইল,—উহা কেবল তাঁহার বীর্য্য বৈভব প্রকাশ ও মোহান্ধরাজগণের দম্ভদলনের উপযোগিনী ভগবৎ-লীলামাত্র।

এই গোপবালক বস্তুটি কি, অজ্ঞ জরাসন্ধ তখনও তাহা জানিতে

পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের দুষ্কৃত-বধ-ব্যাপারে শতধনুর বধ উল্লেখযোগ্য। এজন্য জাম্ববানের শাসন এই কার্য্যেই ঘটিয়াছিল। সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেনকে বলে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণই স্যমন্তকমণি লইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের এই মিথ্যা অপবাদের কাণাকাণি হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই মিথ্যাপবাদ-ক্ষালনের জন্য আপনার স্যমন্তকমণির অন্বেষণে বহির্গত হইয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, জাম্ববানের গৃহে মণি রহিয়াছে। জাম্বুবানের গৃহে সহসা মানুষের প্রবেশে জাম্ববান অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমাগত সপ্তদিবস ব্যাপিয়া এই তুমুল যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণের বজ্রমুষ্টির প্রহারে প্রহারে জাম্ববানের অঙ্গ একবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া পড়িল, দেহবন্ধন শিথিল হইয়া গেল। তখন জাম্ববান্ বুঝিলেন ইনি স্বয়ং ভগবান্। ত্রেতাযুগে যিনি সাগরবন্ধন করিয়াছিলেন, লঙ্কেশ্বরকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই রামচন্দ্রই ইনি। জাম্ববান তখন আপন প্রভুকে জানিতে পারিয়া তাঁহার করে নিজের কন্যা জাম্ববতী ও স্যমন্তকমণি অর্পণ করিলেন। এই জাম্ববতী শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অপবাদ-ক্ষালনের জন্য সভাস্থলে সত্রাজিৎকে ডাকিয়া আনিয়া স্যমন্তকমণি অপহরণের সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া উহা সত্রাজিতের হস্তে অর্পণ করেন। সত্রাজিৎ অনর্থক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দোষাশঙ্কা করিয়াছিলেন, তিনি এই নিমিত্ত অনুতপ্ত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদনের জন্য স্বীয় কন্যা সত্যভামাকে উক্ত মণিসহ শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মণি ও সত্যভামাকে গ্রহণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তকমণি অপহরণকারী সত্রাজিৎহন্তা শতধনুকে বধ করেন। এই বধ-ব্যাপারের জন্য লোকক্ষয়-কর যুদ্ধ করিতে হয় হয় নাই। যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না! শতধনুর প্রতি ভোজ বৃষ্ণি অন্ধক বংশীয় কাহারও দয়া ছিল না, এমন কাপুরুষের প্রতি কাহারও দয়া হইতে পারে না। কিন্তু শতধনু দয়ার ভিখারী হইয়া কৃতবর্ম্মার সাহায্য-ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

তদুত্তরে শতধন্বা যাহা বলেন, শ্রীভাগবতে তাহা এইরূপ লিখিত হইয়াছে, যথা :—

নাহমীশ্বরয়োঃ কুর্য্যাং হেলনং রামকৃষ্ণয়োঃ।
কোঽনুক্ষেমায় কল্পেত তয়োর্ব্বৃজিনমাচরণ্॥
কংসসহানুগোঽপীত যদ্দ্বেষাৎ ত্যাজিতঃ শ্রিয়া।
জরাসন্ধঃ সপ্তদশ সংযুগান্ বিরথো গতঃ॥
যঃ ইদং লীলয়াবিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ।
চেষ্টাং বিশ্বসৃজো যস্য ন বিদুর্ম্মোহিতাজয়া॥
যঃ সপ্তহায়নঃ শৈলমুৎপাট্যৈকেন পাণিনা।
দধারলীলয়া বাল উচ্ছিলীন্ধ্রমিবার্ভকঃ॥
নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াদ্ভুত কর্ম্মণে।
অনন্তায়াদিভূতায় কূটস্থায়াত্মনে নমঃ॥

ইহার মর্ম্ম এই যে "শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মানুষ নহেন—ঈশ্বর। ইঁহাদের অবহেলা করিতে পারি না। যাঁহার প্রতি বিদ্বেষ করিয়া কংস ভ্রাতৃগণের সহিত নিহত হইয়াছেন, জরাসন্ধ সপ্তদশবার পরাজিত হইয়াছেন; যিনি স্বইচ্ছায় এই জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, যিনি সপ্তবর্ষে গিরি গোবর্দ্ধনকে উৎপাটিত করিয়া অবলীলাক্রমে ছত্রাকের ন্যায় সপ্তাহকাল একহস্তে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কে তাহার অবহেলন করিবে? আমি সেই অদ্ভুত কর্ম্মা অনন্ত আদিভূত কূটস্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে দিবানিশি যেন প্রণত থাকিতে পারি। আমি কি তাঁহার প্রতিকূলে সাহায্য করিতে পারি?"

কৃতবর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব ও পরাক্রম যথার্থরূপে বুঝিয়াছিলেন। যিনি ধর্ম্মসংস্থাপন করার জন্য অবতীর্ণ, যিনি ন্যায়ের একমাত্র আশ্রয় তিনি অধর্ম্ম করিতে পারিলেন না, অন্যায় করিতে পারিলেন না, এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই প্রতিপন্ন করিলেন। লোকে

তাঁহার বিরুদ্ধে কাণাকাণি করিয়া বলিবে তিনি লোভী, তিনি লোভ-পরবশ হইয়া নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় প্রসেনকে বধ করিয়া অপবাদগ্রস্ত হইয়াছেন, ধর্ম্ম-সংস্থাপক শ্রীভগবান্ এই অপবাদ স্বীকার করিবেন কেন? তাই তিনি স্যমন্তকমণি অন্বেষণ করিয়া আনিলেন এবং তাহা যে জাম্ববানের নিকট ছিল জাম্ববতীকে গ্রহণ করিয়া সকলকে তাহারও প্রমাণ দেখাইলেন।

অপিচ সত্রাজিৎ নিজের অযথা পাপ-চিন্তার শান্তির জন্য কন্যা ও নিজের স্যমন্তকমণি প্রদান করিলেন। কিন্তু ন্যায়ের মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণ, মণি গ্রহণ করিলেন না। অথচ সত্রাজিতের এমনই দুর্ভাগ্য যে তাহার ভ্রাতা শত-ধনু অপরের প্ররোচনায় তাঁহাকে নিহত করেন; সত্যভামা পিতৃহারা হইলেন, কৃষ্ণ তখন হস্তিনাপুরে ছিলেন, সত্যভামা হস্তিনাপুরে যাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৃষ্ণকে এই ভীষণ সংবাদ জানাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন, শতধনু পলায়ন করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন।

এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণের অনন্যসাধারণ ন্যায়-পরায়ণতা, সত্য-সঙ্কল্পতা, স্বার্থহীনতা, ধর্ম্মপ্রাণতা ও লোকধর্ম্মপালন-প্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ অতিপরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

নরকবধ ও ষোড়শসহস্র রমণীর মোচন।

নরক ভূমির গর্ভে বরাহ- দেবের ঔরসে জাত অসুর বিশেষ। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ইহার রাজত্ব ছিল। ইনি ষোল হাজার রাজ-কন্যাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নানাবিধ দুর্গে সুসংরক্ষিত ছিল। মুর ও নরকাসুরের বিপুল সৈন্যবল ক্ষয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মুর ও নরককে নিহত করিয়া মুরারি ও নরকারি নামে প্রসিদ্ধ হয়েন। নরকের মাতা ভূমি দেবী শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ জানিয়া তাঁহার

স্তব করেন। শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের কারাগারে অবরুদ্ধ ষোড়শ সহস্র কন্যাকে মুক্তিদান করিলে কন্যাগণের প্রার্থনা-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দ্বারকায় আনিয়া যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন। মুর ও নরকের সহিত সংগ্রামেও শ্রীভগবানের ভগবৎশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। স্বয়ং ইন্দ্রাদি দেবতারা নরক ও মুর দানবকে ভয় করিতেন।

বাণ-দর্পদলন।

বাণ দলন, শ্রীকৃষ্ণ লীলার এক অদ্ভুত কর্ম্ম। ইহাতে কেবল বাণ-দর্পদলিত হয় নাই; শঙ্করশক্তিও শ্রীকৃষ্ণ-শক্তির নিকট এই যুদ্ধে হীনপ্রভ ও পরাজিত হয়েন এবং শ্রীকৃষ্ণই যে সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর—সর্ব্ব মহেশ্বরের মহেশ্বর ইহা অতি স্পষ্টরূপেই প্রতিপন্ন হয়। বাণ, বলিরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বলি বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। কিন্তু বাণ শিবকে স্বীয় গুরুরূপে বরণ করেন। বাণরাজের এক সহস্র হস্ত ছিল। শিবের বরে তিনি অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। দেবতাগণ সততই তাহার ভয়ে ভীত থাকিতেন। বাণরাজ গর্ব্ব করিয়া আপন গুরুর নিকট বলিতেন—প্রভো!

দোঃসহস্রং ত্বয়াদত্তং পরং ভারায় মেঽভবৎ।
ত্রিলোক্যাং প্রতিযোদ্ধারং ন লেভে ত্বদৃতে সমম্॥

হে দেব, আপনি আমায় এক সহস্র বাহু দান করিলেন কিন্তু এই বাহুগুলি কেবল আমার ভারস্বরূপ হইল। আপনি ভিন্ন জগতে আমার প্রতিযোদ্ধা আর কেহ নাই।

বাণের এই দর্পে শিব রুষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমি সত্বরেই তোমার প্রতিযোদ্ধা দেখিতে পাইবে। শিববাক্য বাস্তবিকই সময়ে পূর্ণ হইল। বাণের কন্যা উষা ইহার হেতু হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের রূপ স্বপ্নে দেখিয়া উন্মাদিনী হইলেন। তাঁহার সখী মোহিনীমায়ায় অনিরুদ্ধকে অপহরণ করিয়া বাণের আলয়ে উষার নিকট রুদ্ধ করিলেন। বাণ এই বিবরণ জানিয়া আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। অনিরুদ্ধের সহিত বাণের সৈন্যগণের এক খণ্ড-যুদ্ধ হইয়া গেল। বাণসৈন্যগণ অপ্রতিভ হইল। স্বয়ং বাণ

আসিয়া কিছু কালের যুদ্ধের পর অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিলেন। চারিমাস কাল এইরূপে অনিরুদ্ধ বাণের আলয়ে অজ্ঞাত ভাবে অবরুদ্ধ রহিলেন। যাদবগণ তাঁহার কোনও সন্ধান না পাইয়া ব্যাকুল হইলেন। অবশেষে নারদ যাদবগণের নিকট এই দুঃসংবাদ প্রদান করেন। সংবাদ পাইয়া যাদববীরগণ বাণ রাজার শোণিতপুরে সমর-সাজে উপস্থিত হইলেন। এই যুদ্ধে যাদবগণ দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া শোণিতপুর আক্রমণ করেন। বাণের পক্ষ আশ্রয় করিয়া ভগবান্ শঙ্করও এই যুদ্ধে সমাসীন হইয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণের সহিত শঙ্করের যুদ্ধ হয়। শঙ্কর-সেনাদল শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরাজিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাণের মাতার অনুরোধে চারি খানা বাহু রাখিয়া ৯৯৬ হস্ত কর্ত্তন করেন। এই সময়ে স্বয়ং রুদ্রদেব শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে দীন বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্তব করেন।

এই যুদ্ধে ও রুদ্রদেবের স্তোত্রে প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং শ্রীভগবান্ এবং পূর্ণতম। শ্রীমদ্ভাগবতের এই রুদ্র-স্তোত্রটা শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তিমত্তার পরিচায়ক। ধর্ম্মরক্ষা ও জগতের মঙ্গলের জন্যই যে, ভগাবনের অবতারের উদ্দেশ্য, রুদ্রদেব এখানে তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন, যথা :—

তবাবতারোঽয়মকুণ্ঠধামন্
ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ জগতো ভবায়।
বয়ঞ্চ সর্ব্বে ভবতানুভাবিতা
বিভাবয়ামো ভুবনানি সপ্ত ॥ শ্রীভাগ—১০।৬৩।৩৭

পৌণ্ড্রক বাসুদেব বধ।

কাশী নিবাসী পৌণ্ড্রক রাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকের বিদ্বেষ জন্মাইয়া নিজকেই বাসুদেব বলিয়া প্রখ্যাপিত করেন। এমন কি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলিয়া পাঠান যে, তিনিই একমাত্র বাসুদেবাবতার;—অপর কেহ নহে। জনসমাজের চিত্তে মোহ উৎপাদন করাও অসুরের কার্য্য। সুতরাং ভগবান্ এই পৌণ্ড্রক রাজাকে নিহত করেন

এবং অবশেষে সুদর্শন দ্বারা ইহার পুত্রামত্রাদির সহিত বারাণসীপুরাটাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

শিশুপাল বধ।

ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির সভায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপাল বধ অতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাপার। এই ঘটনা অবলম্বনে সুবিখ্যাত কবি মাঘ যে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, জগতের কাব্য সাহিত্যে তাহা চিরদিনই সমাদৃত থাকিবে এবং তাহতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইবে। মহাভারতে ও শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থে এই ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। রাজসূয় সভায় সহদেবের প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইলে শিশুপাল অমর্ষাবেশে ক্রুদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার কৃষ্ণ-নিন্দা করেন। মহাসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে কিছু মাত্রও ভ্রূক্ষেপ করেন না। শ্রীভাগবতে লিখিত হইয়াছে—

"নোবাচ কিঞ্চিদ্ ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্ ॥"

অর্থাৎ শৃগালের রব শুনিয়া সিংহ যেমন স্বকীয় গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়া কখনও প্রতিধ্বনি করে না, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি তুচ্ছ শিশুপালের কথায় কোনও উত্তর দিলেন না। কবিবর মাঘও এস্থলে লিখিয়াছেন :—

অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং
নহি গোমায়ুরুতানি কেশরী।

কিন্তু অন্যান্য রাজন্যবর্গ শিশুপালের নিন্দাবাক্যে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; শিশুপাল বীরমদে মত্ত হইয়া কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কাসন করিয়া প্রতিকূল-বাদীদিগকে নিহত করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনের দ্বারা শিশুপালের শিরচ্ছেদন করিলেন।

এই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা দৃষ্ট হইল—শিশুপালের দেহ হইতে এক তেজ,—এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ উত্থিত হইয়া বাসুদেবের অঙ্গে প্রবিষ্ট হইল অর্থাৎ শিশুপাল সর্ব্বজন-সমক্ষেই সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিলেন। যথা শ্রীভাগবতে :—

চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্ব্বাসুদেবমুপাবিশৎ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং উল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা॥

এই ঘটনায় শ্রীকৃষ্ণের কতিপয় গুণ প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমতঃ তিনি অনন্ত শক্তির আধার হইয়াও শত্রুবাক্যে বিন্দুমাত্রও উত্তেজিত হইলেন না—তাঁহার এই স্থির স্নিগ্ধ প্রসন্ন গম্ভীর সাত্ত্বিক চরিত্র অন্যত্র দুর্লভ। দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বজনগণের সহায়। শিশুপাল যখন শ্রীকৃষ্ণের আপনজনগণের প্রতি খড়্গোত্তলন করিলেন, তখন তাঁহার স্বভাবসুলভ ধীরতা-স্থিরতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তখনই সুদর্শন চক্রে শিশু-পালের প্রাণ-সংহার করিলেন। তৃতীয়তঃ এই প্রাণ সংহারকার্য্য তাঁহার দুরন্ত পরাক্রমের পরিচায়ক। চতুর্থতঃ তিনি হতারিগতিদায়ক। তাঁহার হস্তে যে সকল শত্রু নিহত হয়েন, তাঁহারা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। অন্যান্য অবতারে এই শক্তি প্রকাশিত হয় নাই। হিরণ্য কশিপু নৃসিংহ দেবের দ্বারা নিহত হইলেন, কিন্তু মুক্তি পাইলেন না। রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া সাযুজ্য মুক্তি লাভ করিলেন। ইহাও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতার একটী বিশিষ্ট লক্ষণ।

শাল্ববধ।

শাল্বরাজা তাঁহার বিমানচর সৌভমায়ানগরীতে অবস্থান করিয়া যাদবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন। তাঁহার সেই ময়ানগরীতে সমগ্র সমরসম্ভার পূর্ণ থাকিত, উহা অদৃশ্যভাবে আকাশে বিচরণ করিত। সুতরাং জগতের কোন বীরই তাহার সহিত সমরে সমর্থ ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই সৌভ-সমর-যান বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। এই যুদ্ধেও শ্রীকৃষ্ণের অসীম সমরবীর্য্য প্রকটিত হইয়া তাঁহার ভগবত্তার পরিচয় প্রদান করে। ফলতঃ অসুর বিনাশ করিয়া ভূভার হরণ করাই শ্রীভগবানের অবতরণের এক উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি স্বয়ং শ্রীমুখে প্রকাশ করি-

য়াছেন। এই অবতারে এই উদ্দেশ্য যে পরিমাণে সফল লইয়াছে, অন্যান্য অবতারে তেমন দৃষ্ট হয় না।

বামনাবতারে শ্রীভগবান্ একমাত্র বলিকেই নিগৃহীত করিয়াছেন, তখন যুগমাহাত্ম্যে অসুরের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায় নাই। নৃসিংহাবতারে কেবল হিরণ্য-কশিপুই নিহত হন; ফলতঃ তখন সত্যযুগ, অসুরের প্রাদুর্ভাব তখন কম। শ্রীভগবানের শক্তিপ্রকাশের প্রয়োজনও তখন অল্পই ছিল।

ত্রেতাযুগে ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ কম হয়, সুতরাং অসুরের সংখ্যা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই যুগে অসুরনাশের জন্য লীলাবতার শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব। শ্রীরামচন্দ্রও কতিপয় প্রধান অসুর এবং তাহাদের অনুচরগণের বধ সাধন করিয়া ভূভার হরণ করেণ কিন্তু তখনও অসুরের সংখ্যা অনেক কম। কাজেই শ্রীভগবানের শক্তি এযুগে তত প্রকাশিত হয় নাই।

কিন্তু দ্বাপরে কোটি কোটি অসুর ক্ষত্রিয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন, শ্রীভগবান্ নিজে তাহাদিগের অনেককে বিনাশ করেন এবং তাঁহার প্রীতিভাজন শক্তিমান্ পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত করিয়া কোটি কোটি অসুর সংহার করেন। এই সকল অসুর-সংহারে পাণ্ডবগণ যে নিমিত্ত মাত্র, শ্রীভগবদ্গীতায় তিনি স্বয়ংই তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন; যথা :—

মস্যৈবেতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব।
নিমিত্তমাত্রং ভবসব্যসাচিন্॥ ১১।৩৩

অর্জ্জুন নিজেও তাহা বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; যথাঃ—

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ।
সর্ব্বেঃ সহৈবাবনিপাল-সঙ্ঘৈঃ॥
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।

কেচিদ্বিলগ্না রশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥
যথানদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথাতবামী নরলোকবীরাঃ
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যদিও কেবল ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া কেবল একবারমাত্র রথচক্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিজে এই যুদ্ধে আর কখনও অস্ত্র ধারণ করেন নাই বা কাহারও সহিত যুদ্ধ করেন নাই, কিন্তু তিনি মহাকালরূপে এই যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়াই বীরগণের প্রাণ-সংহারের মুখ্যহেতু হইয়াছিলেন। তিনি গীতার উক্তবাক্যে নিজে স্পষ্টতঃই তাহা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন এবং অর্জ্জুনও তাহা শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ফলতঃ এই বাসুদেবাবতারে তিনি অসুরসংহার-কার্য্যে শক্তির যে সকল পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার অন্যান্য অবতারের তুলনায় সেই সকল উদাহরণ—সংখ্যায় ও বলবীর্য্য পরাক্রমে-এত অধিক যে কেবল এই অসুর-মারণ-মাত্র-ব্যাপারেই অন্যান্য অবতারের তুলনায় বাসুদেবাবতার পরিপূর্ণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের আরও অশেষ উদাহরণ আছে।

শ্রীকৃষ্ণের সামরিক বীর্য্য।

মহাভারতে ও শ্রীমদ্ভাগবতাদিপুরাণসমূহে শ্রীকৃষ্ণের সামরিক বীরত্ব যথেষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে কেবল উদাহরণরূপে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল।

তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য্য অনন্ত বিপুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ পাইতেছে। তাহাও ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার যশঃ-কীর্ত্তি সহস্র সহস্র

কবি নানাবিধ কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য বিবিধ বৈভব-মহালক্ষ্মীরও প্রলোভনীয়। তাঁহার জ্ঞানের কথা বর্ণন মানবীয় ভাষার দুরধিগম্য। সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার জ্ঞান-গৌরব শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পঠদ্দশায় সান্দিপনী মুনির আশ্রমে ৬৪ প্রকার কলাবিদ্যা অতিঅল্প সময়েই তাঁহার অধিগত হইয়াছিল। সমরনীতি, রাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি, অপরা-বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতিতে তিনি অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়

অলৌকিকবিদ্যা

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ইহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

তয়োর্দ্বিজবরস্তুষ্টঃ শুদ্ধভাবানুবৃত্তিভিঃ।
প্রোবাচ বেদানখিলান্ সাঙ্গোপনিষদো গুরুঃ॥
সরহস্যং ধনুর্ব্বেদং ধর্ম্মান্ ন্যায়পথাংস্তথা।
তথা চান্বীক্ষিকীং বিদ্যাং রাজনীতিঞ্চ ষড়্বিধম্॥
সর্ব্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ব্ববিদ্যা-প্রবর্ত্তকৌ।
সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুর্নৃপ॥
অহোরাত্রৈশ্চতুঃ ষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃকলা।

ইহাতে দেখা যায় সান্দীপনি মুনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদ শিক্ষা দিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতে সরহস্য ধনুর্ব্বেদ, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসাদি ন্যায়, তর্কবিদ্যা এবং ষড়্বিধ রাজনীতিও শিক্ষা করিয়াছিলেন। সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তক মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ

রামকৃষ্ণ একবার গুরুর উচ্চারণ মাত্র শুনিয়া সমস্তবিষয় ধারণা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একাগ্রচিত্তে তাঁহারা চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টি কলা-বিদ্যা অভ্যাস করিয়া লইলেন। শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় শৈবতন্ত্র হইতে চতুঃষষ্টি কলার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

১। গীতম্, ২। বাদ্যম্, ৩। নৃত্যম্, ৪। নাট্যম্, ৫। আলেখ্যম্, ৬। বিশেষকচ্ছেদ্যম্, ৭। তণ্ডুলকুসুম বলিবিকারাঃ, ৮। পুষ্পাস্তরণম্। ৯। দশনবসনাঙ্গরাগাঃ, ১০। মণিভূমিকাকর্ম্ম, ১১। শয়নরচনম্, ১২। উদকবাদ্যমুদকঘাতঃ ১৩। চিত্রযোগাঃ ১৪। মাল্যগ্রথনবিকল্পাঃ ১৫। শেখরাপীড়যোজনম্ ১৬। নেপথ্যযোগাঃ ১৭। কর্ণপত্রভঙ্গাঃ ১৮। সুগন্ধযুক্তিঃ ১৯। ভূষণ-যোজনম্ ২০। ঐন্দ্রজালম্ ২১। কৌচুমারযোগাঃ ২২। হস্তলাঘবম্ ২৩। চিত্রশাক পূপভক্ষ্যবিকারক্রিয়াঃ ২৪। পানক-রসরাগাসবযোজনম্ ২৫। সূচবোয়কর্ম্ম ২৬। সূত্রক্রীড়া ২৭। বীণা-ডমরুকবাদ্যানি ২৮। প্রহেলিকা ২৯। প্রতিমালা ৩০। দুর্ব্বচকযোগাঃ ৩১। পুস্তকবাচনম্ ৩২। নাটকাখ্যায়িকাদর্শনম্ ৩৩। কাব্য-সমস্যা-পূরণম্ ৩৪। পট্টিকা-বেত্রবাণবিকল্পাঃ ৩৫। তর্কুকর্ম্মাণি ৩৬। তক্ষণম্ ৩৭। বাস্তুবিদ্যা ৩৮। রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ৩৯। ধাতুবাদঃ ৪০। মণিরাগজ্ঞানম্, ৪১। আকরজ্ঞানম্ ৪২। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগাঃ ৪৩। মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধিঃ ৪৪। শুকসারিকাপ্রলাপনম্ ৪৫। উৎসাদনম্ ৪৬। কেশমার্জ্জন কৌশলম্ ৪৭। অক্ষর মুষ্টিকাকথনম্ ৪৮। ম্লেচ্ছিত কুতর্কবিকল্পাঃ ৪৯। দেশভাষা-জ্ঞানম্ ৫০। পুষ্পশকটিকানির্ম্মিত জ্ঞানম্ ৫১। যন্ত্রমাতৃকাধারণ-মাতৃকা ৫২। সম্পাচ্যম্ ৫৩। মানসীকাব্যক্রিয়া ৫৪। অভিধানকোশঃ ৫৫। ছন্দোজ্ঞানম্ ৫৬। ক্রিয়াবিকল্পাঃ ৫৭। ছলিতকযোগঃ ৫৮। বস্ত্র-গোপনানি ৫৯। দ্যূতবিশেষঃ ৬০। আকর্ষক্রীড়া ৬১। বালক্রীড়-নকানি ৬২। বৈনায়িকীনাম্ ৬৩। বৈজয়িকীনাম্ ৬৪। বৈতালিকীনাঞ্চ বিদ্যানাং জ্ঞানম্। ইতি চতুঃষষ্টিকলাঃ। কল্পসংহিতা গ্রন্থকার, পরচিত্তজ্ঞান,

পরকায়-প্রবেশ, দূর শ্রবণদর্শনচিন্তা রত্নামৃতবিশেষনির্ম্মাণাদিও কলাবিস্তার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বেদ-বেদান্ত জ্ঞান সম্বন্ধে গীতাশাস্ত্রখানিই যথেষ্ট প্রমাণ। শ্রীভাগবত বলেন,—তিনি ষড়্‌বিধ রাজনীতিতেও সুপটু ছিলেন। মহাভারতে তাহার প্রচুর নিদর্শন আছে। সমরমন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি বিতর্ক কুশাগ্র হইতেও সূক্ষ্ম; তৎপ্রভাবে কৌরব সমর-সাগরে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি তিমি-তিমিঙ্গলগুলি 'কলুর চোখবান্ধা বলদের মত' দিশেহারা হইয়া বেড়াইতেন। কেবল মন্ত্রণায় নয়, বীরত্বেও তিনি যে মহাবীর ছিলেন, পূর্ব্বে তাহার পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। লোকে কথায় বলে—"উঠন্ত মূল পত্তে জানা যায়,"—শ্রীকৃষ্ণ যখন একমাসের শিশু তখনও দেবদানব-ত্রাস রুধিরাশনা মহারাক্ষসী পূতনার প্রাণ ওষ্ঠের আকর্ষণে টানিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পরে গোকুল বৃন্দাবনে মথুরা দ্বারকায় পথে ঘাটে দৈত্যনাশের ছড়াছড়ি!

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাই রক্ষা; নচেৎ আঠার দিন ব্যাপিয়া কখনই যুদ্ধ হইত না। হয় ত এগার মুহূর্ত্তেই কৌরবপক্ষের এগার অক্ষৌহিণী বীরের প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইত। তথাপি ভক্তপ্রবর ভীষ্ম প্রভুর প্রতিজ্ঞা রক্ষার প্রবৃত্তির প্রচর পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ফলে ভক্তেরই জয়, প্রভুর পরাজয়,—মহাভারত এখনও এই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। প্রভু, সখার রক্ষার্থ ক্রোধ পরবশ হইয়া গদা সুদর্শন শার্ঙ্গ ধারণ করেন নাই বটে, কিন্তু ভীষ্মের প্রতি রথচক্র ছুড়িয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিজ হাতে অস্ত্র ধরেন নাই, রক্তপাতও করেন নাই, কিন্তু কূটমন্ত্রণা ও কপটকৌশলে ভালরূপেই ভক্ত-পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। রক্তপাত করিতেও তাঁহার মনে যে কোন দ্বিধা ছিল, এমন মনে হয় না। জরাসন্ধ যখন সতের বার তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া মথুরা আক্রমণ করেন,

প্রত্যেক বারেই শ্রীকৃষ্ণ পর পক্ষীয় তেইশ অক্ষৌহিণী সৈন্য-রক্তে যমুনার নীলজলে রক্ত প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এমন ভীষণ যুদ্ধ, আর এত বীর-শোণিতপাত ভারতে আর কেহ কখনও করিয়াছেন কিনা, বলা যায় না। ইনিই নাকি শ্রীবৃন্দাবনে পঞ্চবৎসর বয়ঃকালে বনে বনে বেণু বাজাইতেন, ধেনু চরাইতেন; আর গোপবধূদিগের হাত-তালিতে অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেন। যিনি ভারত সমরে রণরঙ্গের রুদ্রতালে লসতুন্মুখ বীরচূড়ামণিদিগকে মহাকালের করাল মুখাভিমুখে মহাপ্রস্থানের মহানৃত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিই একদিন মঞ্জুল বঞ্জুল কানন কুঞ্জে রসময়ী গোপবালাদিগের সহিত রসরহস্যময় রাসনৃত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন! প্রকৃতির পরিশোধটা কি অদ্ভুত, একবার ভাবিয়া দেখুন।

আমরা সান্দীপনি মুনির ধনুর্বিদ্যা-শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ দিব কিম্বা যমুনাতটস্থ কেলিকুঞ্জসমন্বিত, গোপবালাবিলসিত রাসস্থলীকে ধন্যবাদ করিব,—বুঝিতে পারিতেছি না। রণরঙ্গের রুদ্রলীলার তাণ্ডবনৃত্যে যিনি বিশ্ববিজয়ী মহাগুরু, তিনিই রাসলীলায় ব্রজবালাদিগকে নৃত্য শিক্ষার গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন;—একথা ভাবিতে গিয়াও মন ভাবনাসাগরের তুফানে পড়ে।

বর্ত্তমান আসামের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। সেখানে নরক নামে এক অত্যাচারী রাজা ছিলেন। নরকের যেমন নাম, কাজও তেমনি। ইনি অত্যন্ত অশিষ্ট ও দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন। ইনি বহু বহু রাজকুমারীকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের পিতৃবর্গকে সন্তপ্ত ও অবমানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নরকাসুরের বহু বহু দোষ থাকিলেও, প্রধান প্রধান গুণ এই ছিল যে—তিনি অবরুদ্ধ রাজ কুমারীগণের প্রতি কখনও পাশব অত্যাচার করেন নাই এবং সেরূপ কুভাবও তাঁহার ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইলেন; নরকাসুরকে নির্জ্জিত করিয়া কন্যাদিগকে মুক্তি দিলেন। তখন সেই কন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপসৌন্দর্য্য ও স্বভাব সৌন্দর্য্য

দেখিয়া তাঁহাকে পতিরূপে প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া, তাঁহাদিগকে দ্বারকায় লইয়া আসিলেন। ইঁহাদের সংখ্যা ছিল ষোল হাজার। এমন সর্ব্ববিষয়েই পূর্ণতমত্ব আর কোন অবতারেই দৃষ্ট হয় না। ভাগবতে লেখা হইয়াছে—

অন্যাশ্চৈবম্বিধা ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন্ সহস্রশঃ।
হত্বা তন্নিরোধাদাহৃতাশ্চারু দর্শনাঃ॥ ১০।৫৮।৫৮

আসামের এ ভীষণ যুদ্ধে মুর ও নরকাসুর নিহত হন। অবরুদ্ধা রাজকুমারীগণের মোচন,—মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার একটা প্রধান ঘটনা। শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক চরিত্রের প্রধান একটা লক্ষণ এই যে—তিনি ইম্পিরিয়াল টিরানিজম্ অর্থাৎ সম্রাট্-পদ-সুলভ অত্যাচার একবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। আসামের যুদ্ধে বাস্তবিকই তিনি অমিত সামরিক শক্তির পরিচয় ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। রাজনীতির ব্যাপারটী লইয়া জগতে চিরদিনই আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে ও চলিবে। কিন্তু মহাভারতে আমরা যে বিশাল বিপুল রাজনীতির পরিচয় পাই, ব্যাস ও ভীষ্ম প্রভৃতি যে নীতির উপদেষ্টা,—এক শ্রীকৃষ্ণে সে সমস্ত নীতিই মূর্ত্তিমতীরূপে বিরাজমানা। সামরিক নীতিতে শ্রীকৃষ্ণের বিশাল বুদ্ধি এবং সংগ্রামে শ্রীকৃষ্ণের অসীম শক্তি মহাভারতের সর্ব্বত্রই বর্ণিত হইয়াছে। যিনি বৃন্দাবনের বনে বনে ধেনু চরাইতেন ও বেণু বাজাইতেন, তিনিই পাঞ্চজন্য শঙ্খের রবে, কৌমোদকী গদার ভীষণ তাড়নায়, শার্ঙ্গধনুর সুতীক্ষ্ণ শরজালে, সুদীর্ঘ ধূমকেতুবৎ তরবাল ও খড়্গের এবং অনন্ত শক্তিশালী সুদর্শনের প্রভাবে দেব-নরের ভীষণ-ত্রাস-স্বরূপ দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণকে সন্ত্রস্ত ও নিহত করিয়া বলবীর্য্য ও পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যে হাতে কল-কোমল-করুণ-মাধুরীময় মোহন মুরলী বিরাজিত, সেই হাতে শত্রু-পক্ষ-সন্ত্রা-

সক ও সঙ্ঘাতক সুদর্শন চক্র, শার্ঙ্গধনু, কৌমোদকী গদা ও দৈত্য-হৃৎকম্প-কারক পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রভৃতি ধারণ,—প্রকৃতই অতি অদ্ভুত বিরুদ্ধ শক্তি সমূহের সমাশ্রয়ত্ব।

এস্থলে তাঁহার করকমলে আর একটী ভূষণের কথা আমাদের মনে পড়ে। যিনি সুকোমল কমল হাতে লইলে ব্রজবালাগণ তাঁহার কর-কমল-স্থিত কোমল-কমলের-ভার-অপনোদনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেন, ইন্দ্র-দর্প-হরণার্থ তিনিই আবার বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়া ইন্দ্রের দর্প বিনাশ ও ভক্ত সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।

দুগ্ধ ফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ান কর, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রয়োজন হইলে সুতীক্ষ্ণ শরশয্যাতেও তোমার সুকোমল দেহ পাতিত করিতে হইবে, বিলাসের কোমল কোলে লালিত পালিত হইয়াও তোমাকে বৈরাগ্যের বিষম ভীষণ কঠোরতা গ্রহণে ব্রতী হইতে হইবে।

যমুনা-পুলিনে, কুঞ্জকাননে, কদম্ববনে যাঁহার সঙ্গীত-বিদ্যার কোমলতম মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া ব্রজবালাকুল আকুল হইয়াছিলেন, প্রত্যেক সমরক্ষেত্রেই তিনি আবার পাঞ্চজন্যের ভীম-ভৈরবনাদে অমরত্রাস দৈত্য-গণের প্রাণে ভয় ও দেহে কম্প সৃষ্টি করিয়া তুলিতেন। যেখানে যেমন ঠিক সেখানে তেমন!—চরিত্রের এমন পূর্ণাবয়বতা,—পূর্ণতম বিকাশ আর কোথাও দেখা যায় না! কিরূপে মানব চরিত্র গঠিত করিতে হয়,—কি করিয়া মানব সমাজে প্রকৃত মানব সাজিয়া সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, শ্রীকৃষ্ণ-চরিতে ও শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষায় তাহা উত্তম রূপেই জানা যায়। শ্রীভগবদ্গীতাই সমগ্র উপনিষদের সার। কিন্তু তথাপি আমরা বলিব প্রাচীন বৈদিক উপনিষদে যাহা অব্যক্ত ছিল, অস্ফুট ছিল, ভগবদ্গীতো-পনিষদে তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষদ পাঠ করিলে মনে এই ধারণা হয় যে, বৈরাগ্য ও জ্ঞানই বুঝি উপনিষৎ শাস্ত্রের প্রধানতম প্রতি-পাদ্য। কিন্তু গীতাপাঠে সহজেই প্রতিপন্ন হয়, যে এই ধারণা সর্ব্বাঙ্গ

সম্পন্না নহে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়া, উপনিষৎ উপদেশের পূর্ণাঙ্গতা সাধন করিয়াছেন। গীতা শাস্ত্র পাঠ করিলেই আমাদের মনে হয়, কর্ম্মময় জীবনই মনুষ্যের প্রকৃত জীবন। উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ যেন অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন—ওহে মানব সন্তানগণ, কর্ম্মেই তোমাদের প্রকৃত অধিকার; ফলের জন্য ব্যস্ত হইও না, কর্ম্মই তোমাদের প্রকৃত জীবন। জগতে আমার কোনও কামনা নাই, কোনও প্রাপ্তব্য নাই, তথাপি আমি নিজে অনবরত কর্ম্ম করিতেছি; কর্ম্মভিন্ন এক পল সময়ও আমার বৃথা নষ্ট হয় না; তোমরা কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছ, অলস হইও না, মূল্যবান্ সময় বৃথাক্ষেপ করিও না; কর্ম্মময় জীবন কর্ম্মে অতিবাহিত কর; তাহাতেই তোমাদের মুক্তি।

বিংশ অধ্যায়

প্রেম-মাধুর্য্য

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা বলিতে বলিতে সহসা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের রসময় ভাব হৃদয়ে অনুভব করিয়া সেই মাধুর্য্যরসে নিমজ্জিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সেই তরঙ্গের ভাবোচ্ছ্বাসে তিনি সনাতনের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য বর্ণিত হইয়াছে তাহাও কিয়ৎপরিমাণে উল্লিখিত করা হইয়াছে। গম্ভারায় শ্রীগৌরাঙ্গ, নীলাচলে ব্রজমাধুরী ও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী গ্রন্থে এই দীনহীন ভাবরস-দরিদ্র লেখক শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ও আস্বাদন কৃপাময় পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছে।

এগ্রন্থে সে আলোচনা করিলে কেবল পুনরুক্ত মাত্র হইবে। দয়াময় পাঠক পাঠিকাগণ আবশ্যক মনে করিলে মাধুর্য্য-লীলা সম্বন্ধে মহাজন সুকবি সুপণ্ডিত ও প্রেমিক ভক্তগণের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-লীলা আস্বাদন করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি অতি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ইহা মহাসমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও বেদবৎ প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও বেদার্থ-পূর্ণ সারগর্ভগ্রন্থ। এই গ্রন্থে নানা প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ লীলা লিখিত হইয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে গ্রন্থকার অতি সংক্ষিপ্ত কথায় শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য প্রকটন করিয়াছেন। দশম স্কন্ধে ষড়্‌চত্বারিংশাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে স্বীয় বার্ত্তা জানাইবার জন্য স্বীয় প্রিয়সখা বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বৃহস্পতি-শিষ্য ভক্তপ্রবর উদ্ধবকে যখন প্রেরণ করেন তখন তাঁহাকে যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের মহামাধুর্য্য অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় অথচ সারগর্ভভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সেস্থলে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, উদ্ধব, তুমি ব্রজে যাও, আমার বিরহ-বিধুরা গোপীগণ আমাকে না দেখিয়া মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। আমার কথা বলিয়া তুমি তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিও। তাঁহাদের মন-প্রাণ-বুদ্ধি ও আত্মা দিবানিশি আমাতে অর্পিত। আমা ব্যতীত তাঁহারা আর কিছু জানেন না, তাঁহারা তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়-মন-প্রাণ-আত্মা আমাতেই সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা আমার জন্য লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও দেহধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্রজবালাগণ দিবানিশি কেবল আমাকেই চিন্তা করেন, বিরহের উৎকণ্ঠায় তাঁহারা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, আমার স্মরণে, আমার ধ্যানে তাঁহারা বিমুগ্ধ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন এবং আমাকে দেখিবার আশায় অতি ক্লেশে জীবন ধারণ করিতেছেন।"

শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় প্রেমরসমাধুর্য্যে কিরূপ উচ্ছ্বসিত, তাহার এই কয়েকটী সরস সরল হৃদয়গত ভাবোচ্ছ্বাসময় বাক্যেই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আবার একাদশ স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আবার উদ্ধবকে বলিয়াছেন—উদ্ধব, ব্রজবালাদের কথা তোমায় কি বলিব ; শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহারা সুদীর্ঘকাল আমার সঙ্গ সুখ লাভ করিয়াও সেই সুদীর্ঘ সময় মুহূর্ত্তের মত মনে করিতেন। এখন আমাকে হারা হইয়া ক্ষণার্দ্ধ সময়ও তাঁহাদের নিকট কোটী কল্পের ন্যায় ক্লেশকর হইতেছে। তাঁহারা যখন আমার সঙ্গ লাভ করেন, তখন তাঁহারা নিজের গেহ-দেহ-মণ-প্রাণ-আত্মা সকলই বিস্মৃত হন। তটিনীগুলি যেমন সাগরে মিলিয়া নিজদের নামরূপহারা হয়, ধ্যানমজ্জিত মুনিগণ যেমন সমাধিতে আত্মহারা হন, গোপীরাও আমাকে পাইলে আত্ম-স্মৃতি-হারা হইয়া যান—উদ্ধব, ব্রজবালাদের ভাবরস ধ্যান-ধারণা, মহাযোগীদের ধ্যান-সমাধি হইতেও অধিকতর প্রগাঢ়।"

এই কথাগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের মহাগাম্ভীর্য্যময় মাধুর্য্য ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরাসলীলায় তিনি যে মহামাধুর্য্যের নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই ;—তাহা প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা নাই, মানুষের ভাষায় বুঝি বা কখনও সে ভাব প্রকাশিত হইবার নয়। রাসলীলার অবসানে তিনি গোপীপ্রেমের মহামাধুর্য্য স্বহৃদয়ে অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদের প্রেম-ঋণে চিরদিনই ঋণী রহিলাম। তোমরা দুরন্ত দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল, সমাজ-শৃঙ্খল, লোক ধর্ম্ম ও বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, আর্য্যপথ পরিহার করিয়া আমার প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হইয়াছ, আমি কিছুতেই তোমাদের সেই অনবচ্ছিন্ন, অনবদ্য, অব্যভিচারী প্রেমের প্রতিশোধ দিতে পারিব না। আমি তোমাদের প্রেমঋণে ঋণী হইয়া চিরদিন তোমাদের চরণে বাঁধা রহিলাম। এ ঋণের পরিশোধের উপায় নাই, তবে তোমাদের ভাবে যদি তোমাদের অনুশীলন করিতে পারি, দিবানিশি তোমাদের ভাবে বিভোর থাকিয়া, তোমাদের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে, তোমাদের নাম জপ করিতে করিতে ; তোমাদের রূপ-ধ্যান করিতে করিতে যদি দিন যামিনী যাপন করিতে পারি, তবে

তাহাই তোমাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ও আত্মপ্রসাদ-লাভের যৎকিঞ্চিৎ উপায় বলিয়া মনে করিব।”

যিনি রূপসনাতনের উপদেষ্টা, তিনিই গোপী-প্রেম-ঋণ প্রদর্শনের জন্য কাঙ্গাল বেশে দেশে দেশে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া পুরী ধামের গম্ভীরা মন্দিরে শ্রীবৃন্দাবন-রস-মাধুর্য্য-লীলা ভক্তগণের সমক্ষে প্রকটন করেন এবং সেই তিনিই শ্রীপাদ সনাতনকে বলেন,—

আমিত বাউল এক কহিতে আন্ কহি।
শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য-স্রোতে সদা যাই বহি॥
শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য মহা অমৃতের সিন্ধু।
তোমা চাখাইতে তাহার কহি এক বিন্দু॥

শ্রীচরিতামৃতকার যে বাক্যে মধ্যলীলার একবিংশ অধ্যায় শেষ করিয়াছেন, তাহা এই :—

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে॥

সৌভাগ্যবান্ রসিক ও ভাবুক ভক্তগণ প্রেমরস মাধুর্য্যময়ী শ্রীকৃষ্ণ-লীলা আস্বাদন করিয়া প্রসাদ-উচ্ছিষ্টের যাহা রাখিয়াছেন তাহার এক কণাবিন্দুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

একবিংশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

এখন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

জগতে যত উপদেষ্টার উপদেশের ইতিবৃত্ত আছে, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের ন্যায় এমন বহুবিষয়ক, সারগর্ভ, চূড়ান্ত, তথ্য-নির্ণায়ক উপদেশ আর

দেখিতে পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের উপদেশ যদিও পৃথিবীর অনেক লোক গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের আদর কোন বিষয়ের সার-গর্ভত্বের পরিচায়ক নহে। জনসাধারণ সত্য অপেক্ষা মিথ্যার অধিক প্রশ্রয় দেয়—ধর্ম্ম ও পুণ্যজনক কার্য্যাপেক্ষা অধর্ম্মের পথেই অধিক সময়ে চলে, সারের অপেক্ষা অসারের আদর করে—সুতরাং অধিক লোক বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই বুদ্ধের উপদেশ শ্রেষ্ঠ বলা যায় না।

অপিচ বুদ্ধদেবের উপদেশের মূলে কেবল বৈরাগ্য। গার্হস্থ্য ভাবাবলম্বীদের নিত্য জীবনের সহিত উহার কোনও স্পর্শ নাই। কেবল বুদ্ধ-নীতির অনুসরণ করিলে ধর্ম্মের তথ্য-তত্ত্বও জানা যায় না। বুদ্ধের উপদেশে ঈশ্বরের কোন কথা নাই। বলা বাহুল্য, যে ধর্ম্ম ঈশ্বর-তত্ত্বের সন্ধান রাখেনা, তাহা অদার্শনিক ও অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান এখন ক্রমশঃই ঈশ্বরশক্তি-স্বীকার করার পথে আসিতেছেন; নচেৎ অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা কেবল জড়ীয় বিজ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব।

বুদ্ধদেবের উপদেশ জীবদিগের ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের বিরোধী—উহাতে কয়েকটা নীতিকথা আছে বটে কিন্তু সে নীতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের প্রত্যেক উক্তিতেই পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধের উপদেশ বেদবিধি-বিবর্জ্জিত সুতরাং অবৈদিক, অদার্শনিক ও অবৈজ্ঞানিক। অদার্শনিক ও অবৈদিক বলি কেন,—যে উপদেশে ভগবৎশক্তির দর্শন নাই, ভগবৎশক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না, তাহা প্রকৃত পক্ষে দার্শনিক নহে, বৈজ্ঞানিক নহে, কেন না উহা স্বরূপতত্ত্ব-বিবর্জ্জিত। এই সকল হেতুতে উহা হিন্দুর অগ্রাহ্য এবং পরমতত্ত্ব-অনুসন্ধানপরায়ণ ব্যক্তিগণেরও অননুমোদিত।

পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ জগতের প্রত্যেক খণ্ডের প্রত্যেক ভক্ত-সমাজের উচ্চচিন্তাশীল মনুষ্য মাত্রেরই উপযোগী, আবার সমাজের নিম্ন-স্তরের লোকদের পক্ষেও তাঁহার উপদেশ গ্রহণযোগ্য। মানব সমাজের এমন কোন স্তর নাই, যে স্তরের জন্য দয়াময় পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

কোন-না-কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই। সমাজের নিম্নস্তরের অজ্ঞান অশিক্ষিত লোকেরা কি প্রকারে সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি দ্বারা তাহাদের সমাজ ও ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবন পরিচালিত করিবে, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তাহার যেমন পরিস্ফুট বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আবার ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মর্ষিগণের বিশাল বিপুল ধ্যান-রাজ্যের পূজ্যতম বস্তুর সূক্ষ্মতম তত্ত্বও তাঁহার উপদেশের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ কিরূপে ব্রহ্মচিন্তা করিবেন, ক্ষত্রিয় কি প্রকারে রাজ্যশাসন ও প্রজার সুখসাধন, সুবিচার স্থাপন ও যুদ্ধবিগ্রহ করিবেন, বৈশ্য কিরূপে কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যাদি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিবেন, শূদ্রই বা কিপ্রকারে সেবা দ্বারা সমাজের ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের হিত সাধন করিবেন—এ সকল তথ্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট। সাধারণ নীতি, সমাজ-নীতি, রাজনীতি সমর-নীতি, গার্হস্থ্য-নীতি, ধর্ম্মনীতি ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি অনন্ত বিষয়ের তথ্য একদিকে যেমন শ্রীকৃষ্ণের নর-লীলার দৈনন্দিন কার্য্যাবলীতে পরিস্ফুট হইয়াছে, তেমনি তাঁহার উপদেশেও অভিব্যক্ত হইয়াছে। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—এমন পূর্ণমাত্রায় পূর্ণতম—এমন অনন্ত অধিকারি-ভেদে উপদেশের অনন্ততা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আমরা তাহার সহস্র সহস্র উপদেশের কয়েকটা প্রধান বিষয়ের অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণাদিতে কোথাও বা গীতা, উদ্ধবগীতা, অনুগীতা প্রভৃতির আকারে কোথায়ও বিকীর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত উপদেশসূচক বচনাবলী পরিলক্ষিত হয়। তাই এস্থলে তাহার কতকগুলি প্রসিদ্ধ উপদেশই আমাদের উল্লেখ্য এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচ্য।

মহাভারতে কর্ণপর্ব্বের ৬৯ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ আমাদের তাহাই আলোচ্য। উপদেশের হেতু এইরূপ :—অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিতে বলিবেন, তিনি তাহাকে

নিহত করিবেন। ইহাই অর্জ্জুনের উপাংশু ব্রত। কিন্তু এমনই দৈব বিড়ম্বনা—কর্ণের সমরপ্রতাপে অধীর হইয়া এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণ অচিরে নিহত হইতেছেন না দেখিয়া স্বয়ং যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের প্রতি রুষ্ট হইলেন, তাঁহাকে উৎসাহিত করার জন্য ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন :—

ধনুশ্চৈতৎ কেশবায় প্রদায় যন্তাভবিষ্যস্ত্বং রণে চোদ্দুরাত্মন্
ততোঽহনিষ্যৎ কেশবঃ কর্ণমুগ্রং মরুৎপতির্বৃত্রমিবাত্তবজ্রঃ ॥২৬
রাধেয়মেবং যদি নাত্মশক্ত শ্চরন্তমুগ্রং প্রতিবাধনায়।
দেহন্যস্মৈ গাণ্ডীবমেতদদ্য ত্বত্তো যোঽস্ত্রৈরভ্যধিকো নরেন্দ্রঃ ॥২৭

কর্ণপর্ব্ব—৬৮ অঃ

অর্থাৎ রে দুরাত্মন্, "তুই যদি কেশবকে এই শরাশন প্রদান করিয়া উঁহার সারথী হইতিস, তাহা হইলে দেবরাজ যেমন বজ্রধারণ পূর্ব্বক প্রচণ্ড বৃত্রাসুরকে নিপতিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ কেশব উগ্রস্বভাব কর্ণকে নিঃসন্দেহে বিনষ্ট করিতেন। রে পাণ্ডুতনয়, তুই যদি এই উগ্রকর্ণকে অস্ত্র প্রতিবারিত করিতে অসমর্থ হইলি; তবে তোর অপেক্ষা যে নরেন্দ্র অস্ত্রবিষয়ে সমধিক পারদর্শী, তাঁহাকে এখনই এই গাণ্ডীব প্রদান কর্।"

এই বাক্যে সত্যসঙ্কল্প অর্জ্জুন পদদলিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া খড়্গ সমুত্তোলন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে বাধা দিয়া বলিলেন, "অর্জ্জুন, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার না করিয়া যাহারা কার্য্য করে, তাহারা অধম। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ বড় সহজ কথা নহে।

অকার্য্যাণাং ক্রিয়াণাঞ্চ সংযোগং যঃ করোতি বৈ।
কার্য্যাণামক্রিয়াণাঞ্চ স পার্থ! পুরুষাধমঃ ॥

বৃদ্ধগণের উপদেশ ও শাস্ত্রদর্শন,—এই উভয় দ্বারা কার্য্যাকার্য্যের বিচার জানা যায়, পার্থ তোমার কার্য্য দেখিয়া বোধ হয়, তুমি তাহা কর নাই।

এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের আর একটী উপদেশ—অহিংসা। বরং মিথ্যা বলা ভাল, তথাপি প্রাণিহিংসা করা ভাল নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন :—

প্রাণিনামবধস্তাত ! সর্ব্বজ্যায়ান্মতো মম।
অনৃতং বা বদেদ্বাচং নতু হিংস্যাৎ কথঞ্চন॥

শ্রীকৃষ্ণের সমরনীতির উপদেশ কত উচ্চ ও মহান্, নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে তাহা প্রকাশ পাইতেছে :—

অযুধ্যমানস্য বধস্তথা শত্রোশ্চ ভারত।
পরাঙ্মুখস্য দ্রবতঃ শরণঞ্চাভিগচ্ছতঃ॥
কৃতাঞ্জলেঃ প্রপন্নস্য প্রমত্তস্য তথেব চ।
ন বধঃ পূজ্যতে সদ্ভিস্তচ্চ সর্ব্বঃ গুরৌত্বব॥

হে ভারত, যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত, পরাঙ্মুখ, পলায়নপরায়ণ, শরণাপন্ন, কৃতাঞ্জলি, বিপদ্‌গ্রস্ত ও প্রমাদযুক্ত শত্রুকেও বধ করিতে নাই।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আরও বলিলেন, পার্থ, ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। কোন্ কার্য্যে ধর্ম্ম হয়, কোন্ কার্য্যে ধর্ম্মের ক্ষয়, তাহা বিচার করা সহজ নহে। সত্য অপেক্ষা সৎধর্ম্ম আর কিছুই নাই, ইহা অপেক্ষ শ্রেষ্ঠও কিছুই নাই, তাহা আমি জানি, কিন্তু সত্যের যথার্থ ধর্ম্মসাধক অনুষ্ঠান-বিচার সহজ নহে।

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
তত্ত্বেনৈব সুদুর্জ্জ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্॥

সকল সময়েই সত্য ধর্ম্মের সাধক হয় না, স্থল বিশেষে সত্য ধর্ম্মের বিঘাতই হয়—ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল বিচার করিয়া সত্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

যে স্থলে মিথ্যাই সত্যের ন্যায় ধর্ম্মের সাধক এবং সত্য মিথ্যার ন্যায় ধর্ম্মের ঘাতক, সে স্থলে সত্য বক্তব্য না হইয়া মিথ্যাই বক্তব্য। প্রাণবিনাশে-বিবাহে, রতিসংপ্রয়োগে, সর্ব্বস্বধনাপহরণে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা

বক্তব্য। এই পঞ্চবিধ মিথ্যাকে পণ্ডিতেরা পাতকশূন্য বলিয়াছেন। যে নিরবচ্ছিন্ন সত্য-অনুষ্ঠানে কৃত সঙ্কল্প, সে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কেবল সত্যকেই ধর্ম্মের সাধক বলিয়া মনে করে। ফলতঃ ধর্ম্মজ্ঞানী হওয়া সহজ নয়। সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ চরমার্থরূপে অবধারণ-অন্তে লোক ধর্ম্মজ্ঞ হয়।

ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ॥
প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
সর্ব্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ॥

বিবাহকালে রতি-সংপ্রয়োগে
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত
পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥

তত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ।
তাদৃশ্যং পশ্যতে বা নো যস্য সত্যমনুষ্ঠিতম্।
সত্যানৃতে বিনিশ্চিত্য ততো ভবতি ধর্ম্মবিৎ॥

বরং মৌনী থাকিবে, তথাপি অধর্ম্মজনক স্থলে সত্য বলিবে না; ইহাও কৃষ্ণের উপদেশ। দানধর্ম্ম হইলেও অসৎ ব্যক্তিকে দান করিলে, তাহা ধর্ম্মজনক না হইয়া পাপজনক হয়; সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই সকল উক্তি উদাহরণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সাধারণ উপদেশের উপর এই বিশেষ বিধি সূক্ষ্মদর্শী ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞের বাস্তবিকই বিচার্য্য বিষয়। সেরূপ বিচার না করিয়া যাঁহারা কেবল সত্যরক্ষার প্রয়াস পান, তাঁহাদের সেই প্রয়াসে অনেক সময়েই যুধিষ্ঠিরের প্রাণনাশের জন্য সত্য সঙ্কল্প অর্জ্জুনের উদ্যোগের ন্যায় অধর্ম্মজনক কার্য্য হইয়া পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ এস্থলে প্রাণি-সংহারের প্রতিকূলেই উপদেশ দিয়া ধর্ম্মলক্ষণ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন :—

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥
ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহু ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাৎ ধারণ-সংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

যাহা অহিংসা-সংযুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, প্রজা সকলকে ধারণ করে, ধারণপ্রযুক্তই পণ্ডিতেরা ধর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন সুতরাং, যাহা ধারণ-সংযুক্ত তাহাই ধর্ম্ম। লোক-হিতৈষণা যে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ—ইহা দ্বারা সেই তথ্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ধর্ম্মোপদেশে অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালন বাস্তবিকই ধর্ম্মের প্রতিকূল। তিনি তখন কাতরভাবে বলিলেন, হৃষীকেশ, যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞার মর্য্যদা রক্ষা পায় অথচ অগ্রজের বিনাশ না ঘটে, তাহাই উপদেশ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সে উপায় আছে, উহা অতি সহজ—মানীর অপমান শিরশ্ছেদন তুল্য! তুমি যুধিষ্ঠিরকে অপমান-সূচক কথা বল। মানী ব্যক্তিকে 'তুমি' বলিলেই বধের ন্যায় হইয়া থাকে। তাহা হইলেই তাহার মৃত্যু তুল্য হইবে।

অর্জ্জুন তাহাই স্থির করিলেন, তিনি যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক অনেক কটু বাক্য বলিলেন। এইরূপ অপমান বাক্য বলার পরে অর্জ্জুনের হৃদয় সহসা বিচলিত হইল। তিনি মনে করিলেন, অগ্রজকে অপমান করিয়া তিনি জঘন্য পাপ করিয়াছেন। তখন আবার কোষ হইতে শাণিত তরবার নিষ্কাষিত করিলেন। অর্জ্জুনের ভাব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, পার্থ তুমি আবার একি করিতে তরবারি উন্মোচন করিয়াছ?

অর্জ্জুন বলিলেন, আমি গুরুতুল্য অগ্রজকে কটুবাক্য দ্বারা অপমানিত করিয়া অপরাধী হইয়াছি, আমার এ পাপ জীবন বিনষ্ট করিব। শ্রীকৃষ্ণ

বলিলেন, যুধিষ্ঠিরকে নিহত করিলে তোমার যেরূপ নরক ভোগ হইত, আত্মহত্যা করিলেও তোমাকে সেইরূপ নরকভোগ করিতে হইবে। তুমি মানীর অপমান করিয়াছ, এজন্য আত্মহত্যা করিতে চাও! আত্মহত্যার আর একটী সহজ উপায় আছে—তুমি ইহার সমক্ষে আত্মশ্লাঘা কর। নিজের মুখে নিজের শ্লাঘা করাই আত্মহত্যার সমান"। পরম ধর্ম্মজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন তাহাই করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বহুল সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব মহাভারতের স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

মহাভারতের ভীষ্মোক্ত রাজধর্ম্ম, ও আপদ্ধর্ম্ম অনন্ত উপদেশে পরিপূর্ণ। এই সকল উপদেশ যদিও ভীষ্ম দ্বারা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই ভীষ্মের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া ভীষ্ম দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ভীষ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। শান্তিপর্ব্বের ৫১ অধ্যায়ে ভীষ্মদেব অতি অল্প কথায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন। এই স্তবটাতে শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্বের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত জ্ঞানী ভীষ্মদেবকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিবিধ উপদেশ করার আজ্ঞা করিলেন। ভীষ্মদেব বলিলেন,—ভগবন্, আপনার সমক্ষে আমি আর কি বলিব :—

কিং চাহমভিধাস্যামি বাক্যং তে তব সন্নিধৌ।
যদা বাচো গতং সর্ব্বং তব বাচি সমাহিতম্॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিল্লোক-কর্ত্তব্যং ক্রিয়তে চ যৎ।
ত্বত্তস্তন্নিঃসৃতং দেব লোকে বুদ্ধিমতো হি তে॥
কথয়েদ্দেবলোকং যো দেবরাজ-সমীপতঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সোঽর্থং ব্রূয়াৎ তবাগ্রতঃ॥

যখন বাক্য সকলের যাহা কিছু বক্তব্য বিষয় আছে, তৎ সমস্তই তদুক্ত বাক্য; তখন আমি আর তোমার সাক্ষাতে কি কথায় উপদেশ করিতে সমর্থ হইব। ইহ লোকের ও পরলোকের হিত কামনায় বুদ্ধিমান লোকে যাহা কিছু করিয়া থাকে এবং এই সংসারে যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তৎ-সমস্তই তোমা হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি দেবরাজ ইন্দ্রের সমীপে দেবলোকের বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ, সেই ব্যক্তিই তোমার সমীপে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের তত্ত্ব বলিতে সমর্থ হইবে।

এই বলিয়া ভীষ্ম তাঁহার শরব্যথা, দেহাবসন্নতা, বুদ্ধির অস্ফূর্ত্তি, বাক্যোচ্চারণের অসমর্থতা, চিত্তভ্রম প্রভৃতির কথা জানাইয়া বলিলেন :—আমি কিছুই বলিতে পারিব না। বিশেষতঃ তোমার নিকট কথা বলিতে বৃহস্পতিও অবসন্ন হয়েন। আমি চিত্তভ্রান্ত হইয়াছি, কেবল তোমার তেজে জীবন ধারণ করিতেছি। অতএব যাহাতে যুধিষ্ঠিরের হিত হয়, তুমিই তাহার উপদেশ কর। হে কৃষ্ণ, তুমি আগম সকলের আগম, সর্ব্বলোকের কর্ত্তা, নিত্যপুরুষ, তুমি নিকটে থাকিতে মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মবক্তা হইবে? গুরুর বিদ্যমানতায় শিষ্য কি ধর্ম্মোপদেষ্টা হইতে পারে?

শ্রীকৃষ্ণ তখন শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিলেন, "তোমার শারীরিক গ্লানি দূর হইবে, ক্ষুৎপিপাসা আসিবে না, তোমার জ্ঞান সম্যক্ প্রতিভাত হইবে। তুমি যে ধর্ম্ম বা অর্থের বিষয় চিন্তা করিবে, সেই বিষয়েই তোমার বুদ্ধি বিশিষ্টরূপে প্রবিষ্ট হইবে। তুমি দিব্যচক্ষু দ্বারা সকল তত্ত্বই পরিস্ফুটরূপে দেখিতে পাইবে।"

সুতরাং ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও মোক্ষধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দান করিয়াছিলেন, যে সকল উপদেশে মহাভারতের মহান্ গৌরব প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণেরই উপদেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অনন্ত বিষয় উপদেশ করিয়াছেন, এদেশের বা বিদেশের

অপর কোনও অবতার বা ধর্ম্ম প্রচারক এত বহুল বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন নাই। বুদ্ধের উপদেশ কেবলই বৈরাগ্যসূচক, তাঁহার জীবনও তদ্রূপ। তাঁহার নিকট যদি সমাজ ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্মের উপদেশের প্রার্থনা করা হইত, তিনি সে সকল উপদেশ দিতে পারিতেন না, তাঁহাকে যদি রাজ্যশাসনের ভার দেওয়া হইত, তিনি তাহা পারিতেন না, যদি যুদ্ধ করার জন্য তাঁহাকে রণস্থলে যাইতে অনুরোধ করা হইত, তিনি রক্ত-পাতের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষ দেখাইয়া বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণে কোনও বিষয়ের অভাব নাই ; কার্য্যে ও উপদেশে তিনি একবারেই পূর্ণতম।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ-গ্রন্থ ভগবদ্গীতা ও উদ্ধবগীতা জগতে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ বলিয়া গণ্য। আমরা শ্রীকৃষ্ণের উক্ত 'কৃষ্ণধর্ম্ম সংবাদ' কামগীতা ও অনুগীতারূপ উপদেশের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে ভাবিশোকে আকুল অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া জগৎ প্রসিদ্ধ যে ভুবন পাবন উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা ভগবদ্গীতা নামে এবং শ্রীভাগবতে উদ্ধবকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধবগীতা নামে প্রসিদ্ধ। সেই দুই উপদেশের তুলনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিষয়েই পাণ্ডবগণের পরিচালক ছিলেন। পাণ্ডবগণের বৈষয়িক অভ্যুদয়ের জন্যও শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজনা ও উপদেশ মহাভারতে অনেক স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। পাণ্ডবগণের শোক-শান্তির নিমিত্ত, তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-উন্মীলনের জন্যও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মহাভারতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির যখন অহংবুদ্ধিতে শোকসন্তপ্ত হইয়া নিজকে মহাপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, তাঁহার জীবন-ধারণ যখন দুর্ব্বিসহ হইল, তখন

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন উহা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণধর্ম্ম সংবাদ নামে প্রসিদ্ধ। এই উপদেশগুলি ভীষ্ম পর্ব্বের কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের ন্যায় গভীর জ্ঞানমূলক। ইহার মধ্যে কয়েকটি শ্লোক আছে, তাহা কামগীতা নামে প্রসিদ্ধ।

যুধিষ্ঠিরের মনে যে শোক হইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে তাঁহারই নিমিত্ত এই মহাবিনাশজনক সংগ্রাম ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, মনে করিলেন তিনিই এই সকল দুর্ঘটনার মূল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার এই অহংজ্ঞান একবারেই অমূলক ও ভ্রান্তিপূর্ণ।

সর্ব্বং জিহ্মং মৃত্যুপদমার্জ্জবং ব্রহ্মণঃ পদম্।
এতবান্ জ্ঞানবিষয়ঃ কিং প্রলাপং করিষ্যতি॥

সর্ব্বপ্রকার কাম কুটিলতাই মৃত্যুর আস্পদ এবং শমদমাদিরূপ সরলতাই ব্রহ্মপদ ইহাই জ্ঞানের বিষয়, ইহা জানিলে প্রলাপ আর কি করিতে পারে? মহারাজ, এখনও আপনার কর্ম্ম নিঃশেষিত ও শত্রুগণ পরাজিত হয় নাই, কেন-না আপনার শরীরে যে আত্মার শত্রু আছে, আপনি তাহা এখনও জানিতে পারেন নাই।

এই কথা বলিয়া ভগবান্ বাসুদেব ইন্দ্র ও বৃত্রের প্রাচীন গাথা বলিলেন,—মায়াবী বৃত্র, ইন্দ্রবজ্রে আহত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চভূতের আশ্রয় লইয়া উহাদের গুণ অপহরণ করিয়াছিল, অবশেষে ইন্দ্র যখন বজ্র দ্বারা উহাকে আহত করিয়া আকাশ হইতে উৎসাদিত করিলেন, বৃত্র তখন ইন্দ্রের দেহে লুকাইয়া তাঁহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন বশিষ্ঠের প্রবোধে ইন্দ্রের মোহ নষ্ট হইল। পরে তিনি বৃত্রকে নিহত করেন।

এই উপাখ্যান শেষ করিয়া বাসুদেব প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া বলিলেন:—আপনার শরীর ও মানস দুই প্রকার ব্যাধি আছে। দুঃখ-মায় এক প্রকার মানস ব্যাধি। পূর্ব্ব দুঃখ স্মরণ করিয়া আপনি

ব্যথিত হইবেন না। একাকী মনের সহিত যে যুদ্ধ করিতে হয়, সম্প্রতি আপনার সেই যুদ্ধকাল উপস্থিত হইয়াছে। এযুদ্ধে শর, ভৃত্য বা অপর কোন সহায়ের প্রয়োজন নাই। আপনার মনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন না করিতে পারিলে আপনাকে অধিক দুঃখভোগ করিতে হইবে। বহিঃশত্রু অপেক্ষা অন্তঃশত্রুই যে মানুষের অতি ভীষণ শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এবার এই নিগূঢ়তত্ত্ব শুনাইয়া বলিলেন :—

"মহারাজ, রাজ-দ্রব্য রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিলেই মোক্ষ হয় না; শারীরদ্রব্য কামাদি ত্যাগ করিলেই মোক্ষলাভ হয়। এদিকে বিষয়াদি ত্যাগ করিয়া বাহ্য-বৈরাগ্য অবলম্বন, আর অপরদিকে কামাদিতে চিত্তবৃত্তি আসক্ত রাখা—এমন বৈরাগ্য আপনার শত্রুদিগের হউক। আপনাকে নিষ্কাম হইয়া ন্যায়ে ও ধর্ম্মে রাজ্যশাসন করিতে হইবে।

বাহ্যদ্রব্যবিমুক্তস্য শরীরেষু চ স্পৃহ্যতঃ।
যো ধর্ম্মো যৎ সুখং চৈব দ্বিষতামস্তু তৎ তথা॥

শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গলীলাতেও শ্রীমৎ রঘুনাথ দাসকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন; যথা;—

স্থির হয়ে ঘরে রহ, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
না কর মর্কট-বৈরাগ্য লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তরেতে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে-লোকাচার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবেন উদ্ধার॥

বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে তত্ত্বকথা শুনাইয়া বলিতেছেন, মহারাজ, অহং-জ্ঞানই মৃত্যু—আমার আমার মনে করাই বন্ধন ও মৃত্যুর হেতু। আর যিনি এই অহন্তা ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং ভোগ বা ভোগ্য ত্যাগে কিছুই নাই, মন জয় করাই প্রকৃত জয়।

লব্ধা হি পৃথিবীং কৃৎস্নাং স তু স্থাবর জঙ্গমং।
মমত্বং যস্য নৈব স্যাৎ কিংতয়া স করিষ্যতি॥

মহারাজ, যদি কেহ স্থাবর জঙ্গমসহ সমুদয় পৃথিবী লাভ করিয়া তাহাতে মমতা না করেন, তাহা হইলে পার্থিব ঝঞ্ঝাটে কি করিতে পারে? আবার বনে বাস করিয়া এবং বন্য-ফলমূলে জীবন ধারণ করিয়াও যদি সেই সকল দ্রব্যে মমতা জন্মে, তবে তাদৃশ অরণ্যবাসও মোক্ষের সাধক হইতে পারে না :—

অথবা বসতঃ পার্থ বনে বন্যেন জীবিতঃ।
মমতা যস্য দ্রব্যেষু মৃত্যোরাস্যে স বর্ত্ততে॥

কামনা মন হইতে উৎপন্ন, উহা সকল প্রকার প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সকল মহাত্মা বহুজন্মের অভ্যাস বশতঃ কামনাকে অধর্ম্ম বলিয়া জানিয়া ফললাভ-বাসনা-বিবর্জ্জিত হইয়া দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যান এবং যোগ আশ্রয় করেন, তাদৃশ নিষ্কাম কর্ম্মীরাই কামজয় করিয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। কামনাবিহীন কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির সহায়—শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানের উদয় হয়, সেই জ্ঞানের উদয় হয়, সেই জ্ঞানেই সিদ্ধিলাভ হয়—ইহাই শ্রীভগবানের সিদ্ধান্ত।

শ্রীভগবান্ নিষ্কাম কর্ম্মের ফল বুঝাইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে কামগীতা শুনাইয়াছিলেন। উহার মর্ম্ম এইরূপ; কাম বলেন :—

"যে আমাকে মনে স্থান দিয়া অন্য যে যে উপায়ে আমাকে নিহত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহাদের সেই সেই সকাম উপায়ের মধ্যে থাকিয়াই আত্ম-প্রভাব প্রকাশ করি। যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, বেদাঙ্গ, ধৃতি, তপ, ব্রত প্রভৃতিতে সকামভাবে, দম্ভাদি ভাব বা অহংকারিত্ব ভাব রাখিয়া যে আমাকে নিহত করিতে প্রয়াস পায়, আমি তাহাদের সেই সকল উপায়কে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় প্রতাপ প্রবল রাখি। এমন কি যে পণ্ডিত মোক্ষ-

রতিতেও সকামভাবে আমাকে নিহত করিতে প্রয়াস পান, আমি তাহার চেষ্টাকেও হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া আহ্লাদে নৃত্য করি।

যো মাং প্রযতে হন্তুং মোক্ষমাস্থায় পণ্ডিতঃ।
তস্য মোক্ষরতিস্থস্য নৃত্যামি চ হসামি চ॥

হে মহারাজ, নির্ম্মমত্বপূর্ব্বক যোগাভ্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন কামজয়ের অন্য উপায় নাই। অতএব আপনি কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা না হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করুন, নিষ্কাম ও ভগবদর্পিত কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধিজনিত জ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।

বলাবাহুল্য শ্রীভগবদ্গীতার কর্ম্মযোগে এই উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। এইস্থানে কেবল পুরাতনী কামগীতাবই উল্লেখ হইল।

অনুগীতা।

অনুগীতা অর্থ ভগবদ্গীতার পরে এই গীতা শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার নাম অনুগীতা। অনু—শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। অর্জ্জুনের বিস্মৃতিই এই অনুগীতা-বচনের হেতু। অর্জ্জুন বলিলেন, 'আপনি যুদ্ধের সময়ে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমি ভুলিয়াছি। সেই সকল কথা শ্রবণ করিতে আমার আবার ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমার এ বিস্মৃতি অপ্রীতিকরী। সেই সকল কথা তোমায় যোগযুক্ত হইয়া বলিয়াছিলাম, এখন আর তেমন ভাবে অশেষরূপে বলিতে পারিব না। এক্ষণে তদ্বিষয়ে পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর।' ইহাই অনুগীতার ভূমিকা।

অনুগীতা অশ্বমেধপর্ব্বের যোড়শ অধ্যায় হইতে আরব্ধ হইয়া এক পঞ্চাশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ৩৬টী অধ্যায়ে অনুগীতা সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আখ্যানান্তর্গত উপদেষ্টাদের মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী বিবৃত হইয়াছে। অনুগীতার প্রথম প্রসঙ্গ কশ্যপব্রাহ্মণ সংবাদ। এই সংবাদ ১৯ অধ্যায়

পর্য্যন্ত ব্যাপী। এই সংবাদে কশ্যপের প্রশ্নে ব্রাহ্মণ নানাবিধ অধ্যাত্ম উপদেশ প্রদান করেন; তন্মধ্যে আত্মার দেহত্যাগ-নিয়ম, পুনর্দেহ গ্রহণ, কষ্টকর সংসার-গতাগতি এবং কি প্রকারেই বা আত্মা শুভাশুভ কর্ম্মভোগ করে, দেহহীন হইলে তাহার কর্ম্মই বা কোথায় অবস্থান করে; ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় এবং মুক্তির উপায় ইত্যাদি প্রশ্নের অবতারণায় গৃহাগত ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ এই সকল প্রশ্নের উত্তর করেন। এই আখ্যান উনবিংশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হয়।

বিংশ অধ্যায়ে অপর আখ্যানের আরম্ভ হয়, তাহার নাম—ব্রাহ্মণগীতা। ব্রাহ্মণগীতা চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীর নিকট অধ্যাত্মযোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী-আখ্যান রূপক। মন,—ব্রাহ্মণ, বুদ্ধিই ব্রাহ্মণী।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পরব্রহ্মের উপদেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ গুরুশিষ্য সংবাদ আখ্যানে এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন। গুরু আবার ব্রহ্মা ও ঋষি সংবাদ বলিয়া শিষ্যের প্রতি উপদেশ করেন। এই আখ্যানেই অনুগীতা পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহাতে স্থাবর জঙ্গমের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়, ব্রহ্মত্ব ও জীবের মুক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবদ্গীতা ও উদ্ধবগীতার ন্যায় এই অনুগীতা গম্ভীর ও পরম সারগর্ভ কিনা তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত।

শ্রীভগবদ্গীতা।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতাসম্বন্ধে যদি অপর কোনও প্রমাণ না থাকিত, তবে কেবল শ্রীকৃষ্ণোক্ত ভগবদ্গীতা ও উদ্ধবগীতা দ্বারাই তাঁহার পূর্ণতমতা প্রতিপাদিত হইত। উদ্ধবগীতার সম্বন্ধে অতঃপরে বলিব। এস্থলে শ্রীভগবদ্গীতাই আমার সংক্ষিপ্ত আলোচ্য বিষয়

ভগবদ্গীতা বিশ্ববিশ্রুত সুবিখ্যাত গ্রন্থ। জগতের প্রসিদ্ধ ভাষামাত্রেই ভগবদ্গীতা অনূদিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই বিদ্বৎসমাজে এই গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় নগরে নগরে বিদ্বৎসমাজে ভগবদ্গীতার আদর হইয়াছে। আমেরিকার সুবিখ্যাত চিন্তাশীল সন্দর্ভ লেখক ইমার্সন শ্রীকৃষ্ণের উক্তি দ্বারা তদীয় জগদ্বিখ্যাত সন্দর্ভের বহুস্থল সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। ল্যাসেন বলেন :—

The Enthusiasm of its European student almost rivals that veneration which in India has assigned it a place not inferior in dignity and authority to the Vedas themselves.

Wilhelm von Humboldt ভগবদ্গীতা পাঠে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি ভগবদ্গীতার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—The most beautiful perhaps properly the only true philosophical song that exists in any known tongue.

আমাদের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল Warren Hastings লিখিয়াছেন,—Sublimity of conception reasoning and diction almost unequalled.

Schlegel লিখিয়াছেন :—Krishna is the unknown prophet Bard whose oracular soul is as it were snatched aloft into Devine and Eternal Mouth with a certain ineffable delight.

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ভাষাতেই যে ইহার অনুবাদ হইয়াছে একথা বলাই বাহুল্য। আকবরের সভাসদ্ সুপ্রসিদ্ধ কবি ফৈয়জী পারস্যভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবদ্গীতার সংস্কৃত টীকার সংখ্যা—৬০ খানিরও বেশী বলিয়া

জানা গিয়াছে। কেবলাদ্বৈতী, বিশিষ্টাদ্বৈতী, দ্বৈতী, বিশুদ্ধাদ্বৈতী, ভেদাভেদবাদী ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বেদান্তিগণ এই গ্রন্থের ভাষ্য করিয়াছেন।

ফলতঃ হিন্দু ও অহিন্দু সকলের নিকটে সর্ব্বকালেই গীতা অতি সমাদরের গ্রন্থ এবং বেদান্তের স্মৃতি-প্রস্থান বলিয়া অভিহিত। কেবল বেদান্ত কেন, ইহাতে সকল দর্শনেরই সার উপদেশ নিহিত হইয়াছে। গীতা মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বান্তর্গত ২৫ হইতে ৪২ অধ্যায়। ইহাতে আঠারটী অধ্যায় আছে। গীতা কি কি বিষয় শিক্ষাদান করেন প্রত্যেক অধ্যায়ের নামেই তাহা প্রকাশ, নিম্নে তাহা লিখিত হইল। ১। অর্জ্জুন-বিষাদ যোগ, ২। সাংখ্যযোগ, ৩। কর্ম্মযোগ, ৪। জ্ঞানযোগ, ৫। কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ, ৬। আত্মসংযমন যোগ, ৭। বিজ্ঞান যোগ, ৮। অক্ষর পরমব্রহ্ম যোগ, ৯। রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ, ১০। বিভূতিযোগ, ১১। বিশ্বরূপ দর্শনযোগ, ১২। ভক্তিযোগ, ১৩। ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ, ১৪। গুণত্রয় বিভাগযোগ, ১৫। পুরুষোত্তম প্রাপ্তিযোগ, ১৬। দৈবাসুর সম্পদ্‌যোগ, ১৭। শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগযোগ ১৮। মোক্ষসন্ন্যাস যোগ।

এই অষ্টাদশ অধ্যায় আবার ছয় ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম ষট্‌কে, পরমাত্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব জানিবার জন্য কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের আলোচনা আছে। মধ্যম ষট্‌কে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞাপনের জন্য জ্ঞানকর্ম্ম নির্ব্বর্ত্তিত ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। শেষ ষট্‌কে প্রধান পুরুষ অব্যক্ত সর্ব্বেশ্বর-বিবেচন, কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি পুনরালোচিত হইয়াছে।

গীতা-মাহাত্ম্য সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ। এস্থলে উহার প্রমাণই উল্লেখ করা যাইতেছে :—

১। গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র-বিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥

২। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ব্বদেবময়োহরিঃ।
সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ব্বদেবোময়ো মনুঃ॥

৩। গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদিস্থিতে।
চতুর্ব্বকার সংযুক্তে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

৪। ষট্‌শতানি সবিশানি শ্লোকানাং গ্রন্থকেশবঃ।
অর্জ্জুনঃসপ্ত পঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিস্তু সঞ্জয়ঃ॥

৫। ভারতামৃত সর্ব্বস্ব গীতায়ামথিতস্য চ।
সারমুদ্ধৃত্য কৃষ্ণেণ অর্জ্জুনস্য মুখে হুতম্॥

৬। সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভুক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং।

৭। সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥

৮। সংসার সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতা নাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥

এইরূপ গীতামাহাত্ম্য পূরক বহুশ্লোক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক প্রতিদিন আহ্নিক কৃত্য কালে পঠিত হইয়া থাকে।

কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ভগবদ্গীতায় সিদ্ধি-লাভের উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়াশক্তিকে নিরস্ত করিয়া মানুষকে কেবল বৈরাগ্যের জন্য প্রস্তুত করাই হিন্দুদের ধর্ম্মশিক্ষার একমাত্র মহামন্ত্র—গীতা পাঠ করিয়া তাঁহাদের সে ভ্রম দূরীকৃত হয়। বুদ্ধদেব, ঋষভদেব, দত্তাত্রেয়, কপিলদেব প্রভৃতি বৈরাগ্যাবতারগণের উপদেশ কেবল বৈরাগ্যাত্মক।

কিন্তু যিনি কুরুক্ষেত্রে ভীষণ সমরের মধ্যে সমাসীন হইয়া বিষাদমগ্ন অর্জ্জুনের কর্ম্মশক্তি-উদ্রেক করিয়া ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের সারগর্ভ উপদেশ করিয়াছিলেন,তাঁহার উপদেশ কেবল বৈরাগ্যমূলক হইতে পারে না।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে স্পষ্টতঃই লিখিয়া গিয়াছেন, গীতাশাস্ত্রে বৈদিক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয় প্রকার ধর্ম্মের কথাই উল্লেখ হইয়াছে। কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়। চিত্ত-শুদ্ধ না হইলে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয় না। জ্ঞান ও ভক্তি ভিন্ন মোক্ষ ও ভগবৎরসাস্বাদন ঘটে না, সুতরাং কর্ম্মই সাধনার প্রথম সোপানরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফল ও বাসনা বিবর্জ্জিত কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধির সহায়। যেখানে স্বার্থ সেইখানে অশুদ্ধি। স্বার্থ-বাসনা-বিবর্জ্জিত-কর্ম্মই মানুষকে পবিত্র করে, ভগবৎরাজ্যের জন্য প্রস্তুত করে; শ্রীভগবান্ গীতার প্রথম সোপানে এই শিক্ষা দান করিয়াছেন। লাভালাভ জয়-বিজয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কর্ত্তব্য জ্ঞানে কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই ভগবানের উপদেশ। তিনি বলেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে তোমার অধিকার নাই। ফলের আশা রাখিয়া কর্ম্ম করিও না। ফলাশা ভিন্ন কর্ম্ম করিতে হইবে বলিয়া তুমি কর্ম্মত্যাগ করিও না। ইহাই ভগবদ্গীতার কর্ম্মযোগের মহামন্ত্র।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন :—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রাকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

কর্ম্ম না করিলে কেহ ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না। মানুষ যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই প্রকৃতির গুণে প্রেরিত হইয়াই তাহাকে কার্য্য করিতে হয়।

সুতরাং নিজের জন্যই হউক, আর অপরের জন্যই হউক, সকলেরই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ফলবাসনাপূর্ব্বক কর্ম্ম, বন্ধের হেতু; আবার

কর্ম্মফল-বাসনা-ত্যাগ,—কর্ম্মসিদ্ধির সোপান ইহা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তাহি ফলং ত্যক্ত্বামনিষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ২।৫১
তস্মাদশক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাহারা জ্ঞানী তাহাদেরও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, জনক প্রভৃতি জ্ঞানীরাও কর্ম্ম করিতেন; তিন লোকে আমার কোনও কর্ত্তব্য নাই, কিছু অপ্রাপ্য নাই, তথাপি লোকধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের জন্য আমিও কর্ম্ম করি।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষুলোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥

লোকদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি রাখা জ্ঞানীদিগের কর্ত্তব্য। অজ্ঞানীরা কর্ম্মে আসক্ত হইয়াও লোকদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখার জন্য তেমনই কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

সক্তা কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাৎ বিদ্বাং স্তথাসক্ত শ্চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহম্॥ ৩।১৫

কর্ম্মযোগ ও সংখ্যযোগের ফল সমান। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

সাংখ্যযোগৌ পৃথক্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতঃ।
একমপ্যাস্থিতং সম্যগ্‌উভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে জ্ঞানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

অর্থাৎ অজ্ঞেরাই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন ফল মনে করে। পণ্ডিতেরা জানেন এই উভয়ের ফলই সমান। যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ের মধ্যে একটার সম্যক্ অনুষ্ঠান করেন, তিনি উভয়ের ফল প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা মোক্ষ নামক যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন। যিনি সন্ন্যাসযোগ ও কর্ম্মযোগকে এইরূপভাবে দর্শন করেন তিনিই প্রকৃত তথ্য দর্শন করেন।

গীতায় সত্ত্ব রজস্তমঃ এই ত্রিগুণ ভেদে কর্ম্ম কর্ত্তা জ্ঞান শ্রদ্ধা আহার্য্য প্রভৃতিরও ত্রৈবিধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। রজস্তম গুণের ক্ষয় করিয়া সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য বৃদ্ধি করাই সাধনার প্রধান লক্ষ্য। পরিণামবিরস ক্ষণস্থায়ী সুখের পরিবর্ত্তে কর্ম্ম দ্বারা নিত্য সুখ লাভ করার জন্য শ্রীভগবান্ কর্ম্ম-যোগের যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সার ও সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, কর্ম্মে স্বার্থ বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে, ভগবানের সেবার জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে, কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। সুখ দুঃখ ধর্ম্মা-ধর্ম্ম লাভালাভ জয়াজয়ের গণনা না করিয়া বিহিত কর্ম্মকে ভগবদাজ্ঞা জনিত কর্ত্তব্য মনে করিয়া কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে ইহকালে ও পরকালে সুখ লাভ হইবে। এই কার্য্যের ফলে কর্ম্মবন্ধন মোচন হইবে ও সিদ্ধি লাভ হইবে; ইহাই শ্রীভগবানের উপদেশ।

কর্ম্মের সমর্থক শ্লোক গীতাতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সকল গুলি প্রমাণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই, এস্থলে আরও কতকগুলি প্রমাণস্থল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি, তদ্ যথা:—৩।৩; ৩।৬; ৩।৭; ১৮।১১; ৩।৮; ৬।১; ৬।২; ৪।৪১; ৫।৭; ৫।২; ৩।১৭-১৮; ১৮।৬; ৪।১৯-২১; ২।৩৮; ২।৪৮; ১৮।২; ১৮।১১; ৪।২২; ৩।২৭; ১৮।১৬; ১৪।১৯ ১৩।২৯; ৩।২৮; ৫।৮—৯।

ভগবানে কর্ম্মার্পণ ও জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মক্ষয়।

ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ জ্ঞান দ্বারা কর্ম্ম দহন ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ দ্বারা কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। ভগবদ্গীতায় ইহার প্রমাণ সূচক নিম্ন চিহ্নিতে প্রমাণ আছেঃ—৩।২৭ ; ১৮।১৬; ১৪।১৯ ; ১৩।২৯ ; ৩।২৮ ; ৫।৮-৯ ; ১৮।১৭ ; ৪।৩৭ ; ২।৭১ ; ২।৬৪ ; ২।৭০ ; ১৮।৫৬ ; ৫।১০; ৪।২৩ ; ৯।২৭—২৮ ; ৪।১৮।

গীতার কর্ম্ম-বিষয়ের শ্লোকগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে উহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ শ্রেণী বিভাগ করা আমাদের এস্থলে উদ্দেশ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ, গীতায় কর্ম্ম সম্বন্ধে যে কিরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, সেই সকল কর্ম্ম আমাদের গার্হস্থ্য-জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপদেশমূলক এবং ইহাই যে আবার যথা-বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত হইলে জ্ঞান ভক্তিরও সাধক হইয়া থাকে,—ইহাই প্রদর্শন করিয়া শ্রীভগবানের এই উপদেশাবলী যে তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানেরই পরিচায়ক, সেই সিদ্ধান্তের অনুসরণ প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য।

ফলতঃ এই সকল কর্ম্মের মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের কর্ত্তব্যতা ঈশ্বর আরাধনা, পঞ্চ যজ্ঞ, দান, আতিথেয়তা প্রভৃতি গার্হস্থ্য জীবনের যাবতীয় কার্য্যের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মান্তর্গত গার্হস্থ্য, কর্ম্মময়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিহিত সর্ব্বপ্রকার গার্হস্থ্য ধর্ম্মের একান্ত কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বেদের গৃহ্য সূত্র, মন্বাদি সংহিতা ও পুরাণাদিতে গৃহস্থ ধর্ম্মের যে সকল উপদেশ আছে, তৎসমস্ত গীতায় গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বুদ্ধের উপদেশ কেবলই বৈরাগ্যমূলক, উহাতে প্রবৃত্তিমার্গের কোনও উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং উহা অসম্পূর্ণ ও অতি সঙ্কীর্ণ! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ মানব সমাজের প্রত্যেক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাতে মানবের আত্মা, সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য রাখিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, গীতায় সেইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

গীতায় দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য।

ভগবদ্গীতায় ন্যূনাধিক পরিমাণে এদেশের দর্শনশাস্ত্রমাত্রেরই সিদ্ধান্তের আলোচনা ও মীমাংসা করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ কোন দর্শনের কোন সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিয়াছেন, কোনও নূতন কথা সংযোগ করিয়া সেই সিদ্ধান্তের দোষ পরিহার করিয়াছেন, কোথাও বা উহাকে পরিস্ফুট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। নাস্তিক সিদ্ধান্ত ও বৌদ্ধসিদ্ধান্ত কোথাও ভগবদ্গীতায় বিচারার্থে পরিগৃহীত হইয়াছে, ন্যায় বৈশেষিক সিদ্ধান্তের নিদর্শনও গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়। মীমাংসা, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তের সিদ্ধান্তের সর্ব্বত্রই প্রচুর প্রসার পরিলক্ষিত হয়। ইহা আমাদের কাল্পনিক নহে। শ্রীভগবান্ স্বয়ংও স্থানে স্থানে প্রাচীন আচার্য্যগণের ধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন ;—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ১৩।৫

বাহুল্যভাবে গীতাশাস্ত্রের আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে ; সুতরাং এস্থলে অতি সংক্ষিপ্তভাবে দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে গীতার অভিপ্রায়ের দিগ্দর্শন করিয়াই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সম্পাদনে অগ্রসর হইব। প্রথমতঃ মীমাংসাদর্শনের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

বৈদিক কর্ম্মফললোভ প্রতিষেধ ও মীমাংসা দর্শনের মত খণ্ডন।

যদিও বৈদিক ধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিয়াই শ্রীভগবান্ গীতায় উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু পাছে লোকগণ, বেদের কর্ম্মফলের পুষ্পিত কার্য্যে প্রলুব্ধ হইয়া কর্ম্মফলকেই বহুজ্ঞান এবং কর্ম্মফলের লোভে কর্ম্ম করিয়া মোক্ষলাভের প্রয়াসী না হয় এজন্য ভগবান্ বাসুদেব ভগবদ্গীতায় সাধকগণকে নিম্নলিখিত উপদেশ সাবধান করিয়া দিয়াছেন :—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচংপ্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াসংহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

এস্থলে শ্রীভগবান্ মীমাংসাদর্শনের কর্ম্মফলবাদের খণ্ডন করিয়া বেদান্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। গীতার এইরূপ কর্ম্মফললাভ-প্রসক্তি-খণ্ডনের আরও অনেক প্রমাণ বচন আছে। বাহুল্যভয়ে আমরা কেবল শ্লোকগুলির স্থান নির্দ্দেশ করিতেছি।

"ত্রৈবিদ্যাং মাং সোমপা."—"তে তংভুক্ত্বা"—৯।২০—২১; যজ্ঞার্থাৎ—৩।৯; "অযুক্তকামকারেণ" ৫।১২; "যান্তি দেবব্রতা" ৯।২৫; "দেবান্ দেবযজো"—৭।২৩; যেহপ্যন্য ৯।২৩ ইত্যাদি।

মীমাংসাদর্শন-সমর্থন।

গীতার কর্ম্মযোগ, বেদের কর্ম্মকাণ্ডের সমর্থক; সুতরাং মীমাংসা দর্শনের সুসঙ্গত সিদ্ধান্তের সমর্থক। শ্রীভগবান্ নিম্নলিখিত বচনে দেব-যজ্ঞের সমর্থন করিয়াছেন; যথা—

যজ্ঞশিষ্টাকৃতি ৩।৩১, যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ ৩।১৩, "সহযজ্ঞা"—৩।১০—১২ এবং প্রবর্ত্তিতং ৩।১৬ ইত্যাদি।

মীমাংসা দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে:—

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যং তদনর্থানাম্—অর্থাৎ বেদ ক্রিয়ার্থমূলক,

যেখানে ক্রিয়া-ব্যাপার নাই তাহা অনর্থক। ভগবদ্গীতায় এই বাক্যের যুক্তিসঙ্গত মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে, কিন্তুঅযৌক্তিক অংশের সমর্থন করা হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ বেদসেবিত কর্ম্মকাণ্ডের যতদূর সম্ভব সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করেন নাই। কর্ম্মজ্ঞান যে প্রয়োজন তাহা বলা হইয়াছে, কিন্তু বেদে যে কর্ম্মফল লোভে যজমানকে প্রযুক্ত্য করা হইয়াছে, শ্রীভগবান্ সেই ফলশ্রুতিরসম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন, অথচ কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ও দেবযজনের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপেই ভগবদ্গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে ভগবদ্গীতায় সর্ব্বদর্শনের ও সর্ব্ব ধর্ম্মমতের সামঞ্জস্য ও সুমীমাংসা করা হইয়াছে।

সাংখ্যযোগ ও সাংখ্যদর্শন।

ভগবদ্গীতার বহু স্থানে সাংখ্যযোগের কথা আছে, সাংখ্যতত্ত্বেরও উল্লেখ আছে। মহাভারত শ্রীভাগবত ও অন্যান্য পুরাণেও সাংখ্যযোগের উল্লেখ আছে। এই সাংখ্যযোগের বক্তা ভগবদবতার কপিল। কিন্তু সাংখ্যদর্শনকার কপিল মুনি পৃথক ব্যক্তি। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামি-মহাশয়, শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত কপিলদেব-অবতরণের অধ্যায়-প্রারম্ভে তদীয় টীকায় পদ্মপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "সাংখ্যযোগ প্রবক্তা কপিল ও দর্শনকার কপিল এক ব্যক্তি নহেন।" সাংখ্যদর্শনের যে অংশে প্রকৃতির আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা প্রাচীন সাংখ্যযোগ সম্মত, তজ্জন্য তত্ত্বাংশে এই মতের পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে প্রধানকেই স্রষ্টা বলা হইয়াছে, সাংখ্যদর্শনের এই সিদ্ধান্ত অভিনব। প্রাচীন সাংখ্যযোগে উহা স্বীকৃত হয় নাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন:—

১। ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ৯।১০

২। অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। ১০।২০
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ১৫।১৬

৩। মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্মতস্মিন্ গর্ভংদধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত॥

৪। সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ১৪।৪—৫

সুতরাং জড়ীয় প্রধান,—জগৎস্রষ্টা নহে—ঈশ্বরই জগৎস্রষ্টা। সাংখ্য-যোগে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি। ভগবদ্গীতার ১৩ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে ইহার প্রমাণ আছে যথা :—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি-সম্ভবান্॥

এই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই ভগবানের শক্তি। পুরুষ বা জীব পরা প্রকৃতি, এবং ভূম্যাদি আটটা অপরা প্রকৃতি ; যথা :—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতি ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

সাংখ্যযোগে অচিৎ প্রকৃতি ও চিৎ প্রকৃতি এই উভয়ই শ্রীভগবানের শক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু কাপিল দর্শনে ইহাদের পার্থক্য স্বীকার করা হইয়াছে।

ফলতঃ ভগবদ্গীতায় সাংখ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রচুর প্রমাণ দৃষ্ট হয়। নিরী-শ্বর সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি কপিল নাম ধারী কোন স্বতন্ত্র মুনির প্রবর্ত্তিত। কিন্তু সাংখ্যযোগ, ভগবদবতার কপিলের সিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মহাভারতে, গীতাতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে কপিল দেবের সাংখ্যযোগের তত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে। সাংখ্যযোগে জ্ঞান নিষ্ঠার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

এই জ্ঞান, দার্শনিক কপিলের সিদ্ধান্তিত জ্ঞান নহে—উহা বেদান্ত প্রতিপাদিত জ্ঞান।—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গীতা-ভাষ্যে স্পষ্টতঃই সাংখ্য জ্ঞানকে বেদান্ত জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যথা অষ্টাদশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকের ভাষ্য—

জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সংখ্যায়ন্তেঽস্মিন্ শাস্ত্রে তৎ সাংখ্য—বেদান্তঃ।

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে জ্ঞাতব্য পদার্থনিচয়ের সম্বন্ধে সবিশেষ রূপে খ্যাপিত করা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রের নাম সাঙ্খ্য অর্থাৎ—বেদান্ত।

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধমে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥

উক্ত শ্লোকের ভাষ্যের উপসংহারে আরও স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ইত্যাত্মজ্ঞানে সঞ্জাতে সর্ব্বকর্ম্মাণাং নিবৃত্তিং দর্শয়তি:—অত স্তস্মিন্নাত্মজ্ঞানার্থে সাংখ্যে কৃতান্তে বেদান্তে প্রোক্তানি কথিতানি সিদ্ধয়ে নিষ্পত্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।" সুতরাং সাংখ্য জ্ঞান ও বেদান্ত একই অর্থবাচক।

গীতা ও পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র।

যোগশাস্ত্র বহু প্রাচীন। বৈদিক গ্রন্থেও যোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন সময় হইতেই এদেশে যোগের অনুষ্ঠান ছিল। মহাভারতের বহুস্থানে সাংখ্য ও যোগের একত্র উল্লেখ আছে। পতঞ্জলি মুনি কোন্ সময়ে যোগ সূত্র রচনা করেন তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে যোগপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে, পতঞ্জলি সূত্রেও সেই সকল কথাই সূত্রাকারে বিবৃত হইয়াছে। সমগ্র পাতঞ্জল দর্শনে এমন অনেক বিষয় আছে, গীতায় শ্রীভগবান্ সেই সকল বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই। বিভূতি পাদের যোগ-সামর্থ্যের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ভগবদ্ভজনের জন্য যোগ শাস্ত্রের যে যে অংশ

বলা প্রয়োজনীয়, গীতায় তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গীতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়ই সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

পাতঞ্জলে যে অষ্টাঙ্গ যোগের লক্ষণ আছে, ভগবদ্গীতাতেও সংক্ষেপতঃ সেই অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ উদ্ধবগীতায় বিস্তারিত-রূপে এই অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার এই অষ্টাঙ্গ যোগ,—সাংখ্য জ্ঞানেরই সাধক। এই যোগ-প্রক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানই সাধিত হয়। এই জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি ভগবৎপাদ লাভের উপায়। যোগও—কর্ম্ম-বিশেষ। তাই বলা হইয়াছে—যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। বলাবাহুল্য এই সকল বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কৃষ্ণের এই উপদেশ যে কেবল সার্ব্বভৌমিক—সর্ব্বশ্রেণীর সাধকের জন্যই যে তিনি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহারই দিগ্দর্শনমাত্র (Suggestion) প্রদর্শন করা হইল।

ন্যায় ও গীতা।

মীমাংসাদর্শন, সাংখ্যদর্শন, ও যোগদর্শনের সাধন প্রণালী যে ভগবদ্গীতায় আছে, ইহা প্রদর্শিত হইল। এখন ন্যায় দর্শনের কথা বলা হইতেছে। কাহারো কাহারো বিশ্বাস ন্যায়-দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় ভগবদ্গীতায় আলোচিত হয় নাই। এ ধারণা অতি ভ্রম। নিম্নে এই ভ্রম-নিরসনের জন্য কয়েকটা প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ন্যায় সূত্রকার গোতম বলেন :—দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বাসুদেব বহু-পূর্ব্বে বলিয়াছেন :—

জন্মমৃত্যুজরা-ব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনং।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তং অজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্ব্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥

ইহা গোতমোক্ত জ্ঞানেরই প্রতিরূপ। গোতম, প্রমেয় পদার্থের মধ্যে যে আত্মার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা গীতার ভোক্তা আত্মা হইতে বিভিন্ন পদার্থ নহেন। ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেন :—"তত্রাত্মা সর্ব্বস্য দ্রষ্টা সর্ব্বস্য ভোক্তা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বানুভাবী।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এইরূপ উপদেশই দেখিতে পাওয়া যায়; যথা :—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন পুরুষঃ পরঃ ১৩।২২

ন্যায়দর্শন হইতে আরও দুইটী সূত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া গীতার উপদেশের সহিত উহার ঐক্য প্রদর্শন করা যাইতেছে :—

১। ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মফল্যদর্শনাৎ—৪।১৯

২। তৎকারিত্বাদহেতুঃ।

ঈশ্বরই কারণ। পুরুষের কর্ম্মফলারাধন,—ঈশ্বরাধীন। জীবের কর্ম্মফলে অধিকার নাই, জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই;—গোতম, সূত্রাকারে এই উপদেশ করিয়াছেন। গীতার বহুস্থানে বহুবার এই কথারই পুনরুক্তি দৃষ্ট হয়; যথা :—

১। প্রকৃতিঃ ক্রিয়মণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩।২০

২। চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়াসৃষ্টং গুণ-কর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ৪।১৩

৩। ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃখংমনোবুদ্ধিরেব চ
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্নাপ্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৭।৪
অপরেয়মিতি স্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৭।৫
এতদ্ যোনিনি ভূতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয় স্তথা ॥ ৭।৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭।৭

৪। বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্

৫। ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতম্
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্
ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুসর্ব্বগতো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপাধরয় ॥
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজামাহম্ ॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্যং বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্ন হ্যবশঃ প্রকৃতেবশাৎ ॥
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূতয়ে চরাচরম্
হেতু নানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরি বর্ত্ততে ॥ ৯।৪—১০।

৬। পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। ৯।১৬

৭। গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়স্থানং নিধানং বাজ মব্যয়ম্ ॥ ৯।১৮

৮। অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।

৯। যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ॥
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম ॥ ১০।৩৯

১০। পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ॥ ১১।৪৩

১১। মম যোনির্মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভদধাম্যহম্
* সর্ব্বঞ্চ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয় সম্ভবন্তীমাঃ
তাসাং ব্রহ্ম মহৎ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ১৪।৩-৪

ভগবদ্গীতার এই সকল শ্লোক দ্বারা সাংখ্য জ্ঞানের পরমতত্ত্ব, যোগ-শাস্ত্রের পরমতত্ত্ব ও ন্যায়শাস্ত্রের পরমতত্ত্ব প্রকাশিত করা হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের পরমতত্ত্ব গীতার স্বকীয় প্রতিপাদ্যতথ্য। সুতরাং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি ব্রহ্মনির্ণায়ক বেদান্ত সূত্র সমূহের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম যে এই সকল শ্লোক দ্বারা উক্ত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু মহর্ষি গোতমের ন্যায়দর্শনের উপদেশের সহিত ভগবদ্গীতার উপদেশের ঐক্য প্রদর্শন করাই এস্থলে প্রয়োজন। সুতরাং সে সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। বেদান্ত সূত্রে ও ন্যায় সূত্রে যাহা সূত্রাকারে অল্পাক্ষরে বলা হইয়াছে, গীতায় সেই তথ্যই বিস্তৃতরূপে পরি-স্ফুট ভাষায় বিবৃত হইয়াছে এই মাত্র প্রভেদ।

যে দুইটী গোতম সূত্র উদ্ধৃত করিয়া এস্থলে ভগবদ্গীতার শ্লোক সমূ-হের অবতারণা করা হইয়াছে, উহার প্রথম সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন :—পুরুষোঽয়ং সমীহমানো নাবশ্যং সমীহাফলমাপ্নোতি ; তেনানুমীয়তে পরাধীনং পুরুষকর্ম্মফলারাধানমিতি। যদধীনং সঃ ঈশ্বরঃ। তস্মাদীশ্বরঃ কারণমিতি।

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, পুরুষ চেষ্টাশীল হইয়াও সর্ব্বদা চেষ্টাফল প্রাপ্ত হয় না সুতরাং পুরুষের চেষ্টাফল যে পরাধীন তাহা অনুমেয়। এই কর্ম্মফল যাঁহার অধীন, তিনিই ঈশ্বর। সুতরাং ঈশ্বরই কারণ।

বাৎস্যায়নের এই ভাষ্যের সহিত শ্রীভগবদ্গীতার বাক্য তুলনা করিয়া দেখা যাউক। গীতা উপদেশ করিতেছেন :—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ।২।৪৭

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥৫।১৪।

এস্থলে বলা হইতেছে :—

১। ফলে তোমার অধিকার নাই।

২। তুমি কর্ম্মফলকে কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু বলিয়া মনে করিও না।

৩। অহঙ্কার বিমূঢ় হইয়া জীব নিজেকেই কর্ত্তা বলিয়া মনে করে।

৪। ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব পূর্ব্বে প্রদান করেন নাই।

৫। ফলাভিলাষ ও তৎকর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া যোগীরা কর্ম্ম করেন।

ন্যায় দর্শনকার গোতম মুক্তিফল-লাভের অনুকূল যে ঈশ্বরানুগ্রহের উল্লেখ করেন, উহা গীতার উপদেশের অনুরূপ। গোতম সূত্রের ভাষ্য করিয়া বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন :—

"পুরুষকারমীশ্বরোঽনুগৃহ্ণাতি ফলায় পুরুষস্য যতমানস্যেশ্বরঃ ফলং সম্পাদয়তি, যদা ন সম্পাদয়তি তদা পুরুষকর্ম্মাফলং ভবতীতি তস্মাৎ ঈশ্বর কারিতত্বাদহেতুঃ।"

অর্থাৎ ঈশ্বর ফলের নিমিত্ত পুরুষকারের প্রতি অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বর যত্নশীল পুরুষের ফল সম্পাদন করেন কিন্তু তিনি ফলপ্রদান না করিলে পুরুষের কর্ম্ম সফল হয় না। ঈশ্বরের অনুগৃহীত কর্ম্মই ফলপ্রসবে সমর্থ।

এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন :—"সঙ্কল্পানুবিধায়ী চাস্য ধর্ম্মপ্রত্যাত্মবৃত্তান ধর্ম্মাধর্ম্ম-সঞ্চয়ান্ পৃথিব্যাদীনিচ ভূতানি প্রবর্ত্তয়তি।" ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, প্রত্যাত্মবৃত্তি সমূহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চয় পৃথিবী প্রভৃতি ভূত সকল একমাত্র ঈশ্বর নিয়মেই প্রবর্ত্তিত হয়। "তৎকারিত্বাদ-হেতুঃ" এই সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন স্পষ্টতঃই এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। গীতার "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" উহারই প্রতিরূপ। উক্তসূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন আরও বলেন :—"আত্মকল্পশ্চায়ং

যথাপিতাহপত্যানাং, তথাপিতৃভূত ঈশ্বরো ভূতানাং।" ঈশ্বরের এই পিতৃত্ব গীতায় বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে ; তদ্‌যথা :—

১। পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।৯।৭

২। পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য।

৩। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।১৪।৩

৪। পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুরিত্যাদি।

আর একটী কথা বলিয়া ন্যায় প্রকরণের উপসংহার করা হইতেছে। বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন :—"তথা পিতৃভূত ঈশ্বরো ভূতানাং ন চাত্মকল্পাদন্য-কল্প সম্ভবতি। ন ভগবদস্য (ঈশ্বরস্য) বুদ্ধিং বিনা কশ্চিদ্ধর্ম্মো লিঙ্গভূতঃ শক্যং উপপাদয়িতুম্‌। আগমাশ্চ দ্রষ্টা বোদ্ধা সর্ব্বজ্ঞাতেশ্বর ইতি বুদ্ধ্যাদিভিশ্চাত্ম-লিঙ্গৈঃ নিরূপাখ্যমীশ্বরং প্রত্যক্ষানুমানাগম বিজয়াতীতং কঃ শক্তঃ উপপাদয়িতুম্‌।"

ফলতঃ ঈশ্বরপ্রেরিত বুদ্ধি দ্বারাই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি। সুতরাং ঈশ্বর বুদ্ধির বিষয়। কিন্তু তিনি আত্মলিঙ্গবুদ্ধি বা ব্যক্তিগত উৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনা বুদ্ধির বিষয় নহেন। ঈশ্বর প্রেরিত বুদ্ধি দ্বারাই ঈশ্বরকে জানা যায়। গীতা অতি স্পষ্টস্বরে তাহাই বলিতেছেন ; যথাঃ—

১। সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চসর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্‌॥

গীতায় আরও স্পষ্ট উক্তি এই :—

১। তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

২। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

এস্থলে ন্যায়দর্শনের কথা প্রসঙ্গে ভগবদ্গীতার ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তৎপ্রাপ্তির পায় একপ্রকার প্রদর্শিত হইল। ভগবৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে গীতায় যে জ্ঞান

ও ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল মাত্র। ফলতঃ জ্ঞান ও ভক্তির তত্ত্ব উক্ত গীতাতেই শ্রীভগবান্ সমুজ্জ্বল ও সুবিশদ-রূপে উপদেশ করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্বসম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইলেও এই বিষয়টা অসম্ভাবিত রূপে সুদীর্ঘ হইয়া পড়িবে। সেই জন্য সে প্রয়াস হইতে বিরত হইলাম।

শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলীর যৎকিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন মাত্র করা হইল। এস্থলে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে এই বিষয়ের আলোচনা অসম্পূর্ণ হইবে। যদিও শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মে তাঁহার গুণাবলীর উদাহরণ কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ঐসকল গুণের প্রত্যেকটিরই উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিবিধ গ্রন্থ হইতে শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণগুণসমূহের উদাহরণ দেওয়া এস্থলে সম্ভবপর হইবে না। কেবল গুণগুলির নাম মাত্র উল্লেখ করা হইল।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নায়কের চূড়ামণি; তাঁহাতে সর্ব্ববিধ মহাগুণ-রাশি অবিনশ্বর হইয়া বিরাজ করিতেছে। ১। এই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ সুরম্যাঙ্গ—যাহার অঙ্গসন্নিবেশ শ্লাঘার্হ। ২। সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত, গুণোত্থ এবং অঙ্কোত্থ ভেদে শারীরিক সল্লক্ষণ দ্বিবিধ। রক্ততা এবং তুঙ্গতাদি গুণযোগে গুণোত্থ সল্লক্ষণ হয়। তন্মধ্যে নেত্রান্ত, পাদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ এই সপ্তস্থানে রক্তিমা। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি এবং বদন এই ছয় স্থানে তুঙ্গতা। কটি, ললাট, এবং বক্ষঃস্থল এই তিন স্থানে বিশালতা। গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন এই তিন স্থানে খর্ব্বতা। নাভি স্বর ও বুদ্ধি এই তিন স্থানে গম্ভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু এবং জানু এ পঞ্চস্থানে দীর্ঘতা। ত্বক, কেশ, লোম, দন্ত এবং অঙ্গুলীপর্ব্ব এই পঞ্চ স্থানে

সুস্মিতা। এইরূপ গুণোত্থ সল্লক্ষণ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার। ইহা মহাপুরুষের লক্ষণ। করতলাদিতে রেখাময় চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্কোত্থ গুণ বলে। তন্মধ্যে করতলে চক্র কমলাদি অঙ্কোত্থ চিহ্ন। পাদতলে অর্দ্ধচন্দ্রাদি চিহ্ন তন্মধ্যে বামপদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ ধনুঃ, অম্বর, গোষ্পদ, মৎস্য এবং শঙ্খ এই অষ্ট চিহ্ন এবং দক্ষিণপদে অষ্টকোণ, ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা, জম্বুফল, চক্র এবং ছত্র এই একাদশ চিহ্ন।

৩। রুচির—যিনি সৌন্দর্য্য দ্বারা নয়নের আনন্দ সম্পাদন করেন। ৪। তেজসান্বিত—তেজোরাশি এবং প্রভাবশালী। ৫। বলীয়ান্—বলাতিশয়শালী, ৬। বয়সান্বিত—নানা বিলাসান্বিত নবকিশোর, ৭। বিবিধাদ্ভুত ভাষাবিৎ—নানাদেশীয় সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, ৮। সত্যবাক্য—যাহার বাক্য কখনই মিথ্যা হয়না, ৯। প্রিয়ংবদ—অপরাধীতেও যিনি সান্ত্ববাদী। ১০। বাবদূক—যাহার বাক্য শ্রবণপ্রিয়, এবং রস-ভাবাদি-সমন্বিত, ১১। সুপণ্ডিত—বিদ্বান এবং নীতিজ্ঞ, ১২। বুদ্ধিমান্—মেধাবী ও সূক্ষ্মধী, ১৩। প্রতিভান্বিত—যাহার জ্ঞান সদ্য নব-নবোল্লেখি, ১৪। বিদগ্ধ যাহার চিত্ত চতুঃষষ্টি বিদ্যা ও বিলাসে দিগ্ধ, ১৫। চতুর—একদা বহুকার্য্য সাধনকারী, ১৬। দক্ষ—দুষ্কর কার্য্যের শীঘ্র সমাধায়ক, ১৭। কৃতজ্ঞ—অন্যকৃত সেবাদি কার্য্যের অভিজ্ঞ, ১৮। সুদৃঢ়-ব্রত—যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম সত্য, ১৯। দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ—দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে তদুচিত ক্রিয়াকারী, ২০। শাস্ত্রচক্ষু—শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মকারী, ২১। শুচি—পাপনাশক ও দোষবর্জ্জিত, ২২। বশী—জিতেন্দ্রিয়, ২৩। স্থির—যিনি ফলোদয় না দেখিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্তি হন না, ২৪। দান্ত—দুঃসহ হইলেও যিনি উচিত ক্লেশ সহন করেন। ২৫। ক্ষমা-শীল—যিনি অন্যের অপরাধ সহন করেন, ২৬। গম্ভীর—যাঁহার অভিপ্রায় অন্যের দুর্ব্বোধ, ২৭। ধৃতিমান্ পূর্ণস্পৃহ এবং ক্ষোভকারণ সত্ত্বে ক্ষোভ-রহিত, ২৮। সম—রাগদ্বেষরহিত, ২৯। বদান্য—দানবীর, ৩০। ধার্ম্মিক

—যিনি স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মাচরণে ব্রতী করেন, ৩১। শূর—যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ, ৩২। করুণ—পরদুঃখাসহিষ্ণু, ৩৩। মান্যমানকৃৎ—গুরু ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধাদির পূজক, ৩৪। দক্ষিণ—সুস্বভাববশতঃ কোমল চরিত, ৩৫। বিনয়ী—ঔদ্ধত্য পরিহারী, ৩৬। হ্রীমান্—অন্য কর্ত্তৃক স্মররহস্য বিদিত হইলে অথবা অন্য ব্যক্তি স্তুতি করিলে যিনি অধাষ্ট্য স্বভাববশতঃ সঙ্কুচিত হন, ৩৭। শরণাগতপালক—শরণাগত ব্যক্তির পালনশীল, ৩৮। সুখী—ভোক্তা ও দুঃখ গন্ধে অস্পৃষ্ট, ৩৯। ভক্তসুহৃৎ সুসেব্য ও দাসদিগের বন্ধুভেদে ভক্তসুহৃৎ দুইপ্রকার, ৪০। প্রেমবশ্য—প্রিয়তামাত্রবশার্হ, ৪১। সর্ব্বশুভঙ্কর—সকলেরই হিতকারী, ৪২। প্রতাপী যিনি স্বায় প্রভাবে শত্রুতাপকতা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ৪৩। কীর্ত্তিমান্ নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা বিখ্যাত, ৪৪। রক্তলোক—সর্ব্ব লোকের অনুরাগের পাত্র, ৪৫। সাধুসমাশ্রয়—সদেক পক্ষপাতী, ৪৬। নারীগণ মনোহারী—সুন্দরীবৃন্দ মোহন, ৪৭। সর্ব্বারাধ্য সকলের অগ্রপূজ্য ৪৮। সমৃদ্ধিমান্—মহা সম্পত্তিযুক্ত, ৪৯। বরীয়ান্—সকলের অতি মুখ্য, ৫০। ঈশ্বর—স্বতন্ত্র ও যাঁহার আজ্ঞা দুর্লঙ্ঘ্য। অনুক্রমে পরিকীর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশৎ প্রকার গুণ সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ।

কোন কোন জীবে বিন্দু বিন্দু রূপে এই সকল গুণের উপলব্ধি হইলেও, এক শ্রীকৃষ্ণতেই এই গুণসকল পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অনন্তর অন্য পাঁচগুণ যথাসম্ভব আংশিকরূপে শ্রীশিবাদিতে সংভাবিত হইয়া থাকে তাহা এই :—১। সদাস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত মায়াকার্য্যের অবশীভূত; ২। সর্ব্বজ্ঞ—পরিচিত্তাস্থিত ও দেশকালাদি ব্যবহিত সমস্ত বিষয়ের অভিজ্ঞ; ৩। নিত্য নূতন—সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইলেও যিনি অননুভূতের ন্যায় স্বায় মাধুরী দ্বারা চমৎকারিতা সম্পাদন করেন; ৪। সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গ—ঘনীভূত চিদানন্দ যাঁহার আকৃতি, এবং ৫। সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত—সমস্ত সিদ্ধি যাহার অধীন।

অপর শ্রীনারায়ণাদির অনুবর্ত্তী পঞ্চগুণের কথা বলা যাইতেছে :— ১। অবিচিন্ত্যমহাশক্তি—দিব্যসৃষ্টাদি-কর্ত্তৃত্ব এবং ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহন ও ভক্ত প্রারব্ধ ধ্বংস প্রভৃতিই অবিচিন্ত্য মহাশক্তি। ২। কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ— যাঁহার শরীরে অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করে। ইহাদ্বারাও মধ্যমাকারেরও শ্রীবিগ্রহের বিভুত্ব কীর্ত্তিত হইল। ৩। অবতারাবলী-বীজ—অবতারী, ৪। হতারিগতি-দায়ক—নিহত শত্রুদিগের গতিদাতা, ৫। আত্মারাম-গণাকর্ষী—যিনি ব্রহ্মরসে নিমগ্ন আত্মারামগণকে আকর্ষণ করেন। এই পাঁচটী গুণ পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ এবং মহাপুরুষাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে বড়ই অদ্ভুত,—অর্থাৎ চমৎকারিতাতিশয় সম্পাদক।

অপর গুণাবলী—১। সর্ব্বাদ্ভুত-চমৎকারলীলাকল্লোলবারিধি ; ২। অতুল্য মধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডল ; ৩। ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলী-কল-কূজিত, এবং ৪। অসমানোর্দ্ধরূপ শ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ ; এই চারিটি গুণ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ অর্থাৎ যিনি সর্ব্ববিধ অদ্ভুত চমৎকার লীলাতরঙ্গের সমুদ্রতুল্য, যিনি অনুপাম মাধুর প্রেম দ্বারা প্রিয় জনকে ভূষিত করেন ; যাঁহার বেণুধ্বনি ত্রিজগতের মন আকর্ষণ করে এবং যাঁহরে সমান বা যাহা হইতে অধিক নাই, এতাদৃশ রূপ দ্বারা যিনি চরাচরকে বিস্মিত করেন, শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ অসাধারণ গুণসম্পন্ন।

লীলা, এবং প্রেমহেতু প্রিয়দিগের আধিক্য, এবং বেণু মাধুর্য্য ও রূপ মাধুর্য্য এই চারিটী শ্রীগোবিন্দ অবধারণগুণ অর্থাৎ এই গুণগণ অন্যত্র নাই। এই সকল গুণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে শ্লোকাকারে লিখিত আছে।

শ্রীরাধার গুণ।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে শ্রীরাধার গুণও লিখিত হইআছে, যথা—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥

চারুসৌভাগ্য-রেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতা মাধবা।
সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্যশালিনী॥
সুবিলাসা মহাভাব-পরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী।
গোকুল-প্রেমবসতির্জ্জগৎ-শ্রেণী-লসদ্‌যশা॥
গুর্ব্বর্পিত গুরুস্নেহা সখী-প্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা॥
বহুনা কিং গুণাস্তস্যা সংখ্যাতীতা হরেরিব॥

শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা পাঠ করিলে ইহা অপেক্ষাও আরও বহুগুণ স্বতঃই ভাবুক হৃদয়ে সমুদিত হয়। ভক্ত মাত্রেরই ভগবদ্‌গুণের মহিমা জানা আবশ্যক। শ্রুতিতে লিখিত আছে—"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মবৎ হন অর্থাৎ তদ্রূপ প্রশান্ত, নির্ব্বিকার, অপাপবিদ্ধ, সর্ব্ববাসনাবিমুক্ত, সর্ব্বভাবে মায়ামুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ ভগবদ্ভক্ত জনগণেও ভগবানের গুণ জীবে যে পরিমাণে সম্ভবপর সেই পরিমাণ প্রাপ্ত হন। মৃগনাভি কস্তুরী পেটিকায় আবদ্ধ রাখিলে তাহার সুগন্ধ দীর্ঘ কাল সেই পেটিকায় বর্ত্তমান থাকে। গুণ-সঞ্চারের নিয়মানুসারে ভগবদ্‌গুণ-ধ্যান-পরায়ণ নিষ্ঠাবান্ ভক্তে ভগবানের বিবিধগুণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। ভক্তি দ্বারা যাহাদের দোষ সমস্ত নির্ধূত হইয়া যায়, সুতরাং যাহারা প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ত, ভাগবতানুরক্ত, রসিকাসঙ্গ-রঙ্গী, শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দ-ভজনানন্দ-পরায়ণ এবং প্রেমের অন্তরঙ্গভূত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহই যাহাদের জীবন-ব্রত, বিভাব-অনুভাব প্রভৃতি দ্বারা যাঁহারা ভগবৎ-রসাস্বাদন করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিবিধগুণ প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ রসাস্বাদনে অধিকারী হন।

"কৃষ্ণ ভক্তে কৃষ্ণ গুণ সকলি সঞ্চরে"।

শ্রীচরিতামৃতে সনাতন শিক্ষায় যে চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভক্তির বিষয় লেখা হইয়াছে তাহাতেও ঐ বিষ্ণুভক্তোচিত বহু সদ্‌গুণের উল্লেখ আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে বলেন—

বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহি কিছু সাধনাঙ্গ সার॥
গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষাপৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণ প্রীতে ভোগ ত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ, বহু শিষ্য না করিবে।
বহুগ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥
হানি লাভ সম, শোকাদির বশী না হইবে।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থ-গৃহে গতি॥
পরিক্রমা, স্তব পাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন।
ধূপ, মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।
নিজ প্রিয় দান ধ্যান, তদীয় সেবন॥

তদীয় তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥
সর্ব্বদা শরণাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব ॥
সাধু-সঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরা বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাচের অল্প সঙ্গ ॥
এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ-বৈষ্ণবতা লাভের যে গুণগণের উপদেশ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ :— সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টত্ব, মৈত্রতা, কারুণ্য, নির্ম্মমত্ব, নিরহংকারত্ব, সমদুঃখ সুখত্ব, ক্ষমা, সতত সন্তোষ, চিত্তসংযম, দৃঢ় নিশ্চয়তা, ভগবানে মনোবুদ্ধি-যোগ, নিরুদ্বিগ্নতা, উদ্বেগ-দানরহিত্ব, হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগমুক্ততা, অনপেক্ষত্ব, শুচিত্ব, দক্ষতা, উদাসীনত্ব, গতব্যথত্ব, সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগিতা, হর্ষ-দ্বেষ-শোক-রহিতত্ব, আকাঙ্ক্ষা রহিতত্ব, শুভাশুভ পরিত্যাগিতা, শীতোষ্ণসুখ-দুঃখমানাপমানে, শত্রুমিত্রে ও নিন্দাস্তুতিতে সমতা, সঙ্গবিবর্জ্জিতত্ব, যদৃচ্ছালাভসন্তোষ, বাক্‌সংযতত্ব, আসক্তিরহিতত্ব, নিয়ত নিবাস-রহিতত্ব, স্থিরমতিত্ব এই সকল গুণাবলম্বী হইয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, সেই ভক্তিমান্ সাধক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হন।

এস্থলে বৈষ্ণবের সাধনার প্রকরণ এবং বৈষ্ণবতার উপযুক্ত নীতি চরিত্র ও মানসিক ভাবচরিত্র-গঠনের এবং বৈষ্ণবের উপাস্য ভগবানের স্বরূপ

সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতনকে শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম। সম্বন্ধ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ব্রহ্ম-তত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ভগবৎ-তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের আলোচনা করা প্রয়োজনীয় কিন্তু এস্থলে সম্বন্ধতত্ত্বের চরম তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই তত্ত্বের উপসংহার করা হইল।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

অভিধেয়-তত্ত্ব

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দেবং তং করুণার্ণবং।
কলাবপ্যতি গূঢ়েয়ং ভক্তি র্যেন প্রকাশিতা॥

সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন, এই ত্রিবিধ বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তত্ত্ব সন্দর্ভ, ভগবৎ সন্দর্ভ, পরমাত্ম সন্দর্ভ ও কৃষ্ণ সন্দর্ভ। এই সন্দর্ভ চতুষ্টয়ে সম্বন্ধ তত্ত্ব নির্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্—পরমতত্ত্বের এই ত্রিবিধ আবির্ভাব উপাসকগণের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা অনুসারে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আদ্য সন্দর্ভত্রয়ে শ্রীপাদ শ্রীজীব অতি উত্তমরূপে ইহার বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই চরমতত্ত্বের পূর্ণতম আবির্ভাব। লঘু ভাগবতামৃতে উপাস্যতত্ত্বের বিচার বিস্তারিতরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীজীব শ্রীপাদ সনাতনের শ্রীমুখে এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহাপ্রভুর নিকটে এই উপদেশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া সম্বন্ধ-তত্ত্ব পরিসমাপ্ত করা হয়। তাদৃশ উপাস্য বস্তুর কথা শুনিয়া চিত্তে স্বভাবতই

এই সম্বাসনার আবির্ভাব হয় যে, হৃদয়ের এমন অভিবাঞ্ছিত বস্তুকে কি প্রকারে লাভ করিতে পারিব? এই জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্তির জন্য যে উপদেশ করা হয়, তাহারই নাম "অভিধেয় তত্ত্ব"। ষট্‌সন্দর্ভের পঞ্চম সন্দর্ভ এই জিজ্ঞাসারই প্রত্যুত্তর; উহার নাম,—ভক্তিসন্দর্ভ। এখানে ভক্তি সন্দর্ভের বিষয়গুলি বিবৃত করিয়া বুঝাইয়া দিলেই অভিধেয় তত্ত্ব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইত। ভক্তি সন্দর্ভেই অভিধেয় তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। শ্রীসংরূপশিক্ষামৃতে ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ধারা অনুসারে এই গ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন-শিক্ষামৃতও লিখিত হইবে। সুতরাং শ্রীচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ অবলম্বনে অভিধেয় তত্ত্ব লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম:—

এইতো কহিল সম্বন্ধতত্ত্বের বিচার।
বেদ শাস্ত্রের উপদেশে কৃষ্ণ এই সার॥
এবে কহি শুন অভিধেয় লক্ষণ!
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ প্রেমধন॥
কৃষ্ণ ভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়॥

শ্রুতি র্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং,
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা।
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর! ভবানেব শরণম্॥

মাতা শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি তোমার আরাধনা করিতে উপদেশ করিলেন। মাতা যাহা বলিলেন, ভগিনী স্মৃতিও তাহাই বলিলেন। ভ্রাতৃবর্গ পুরাণ ইতিহাসাদিও মাতা এবং ভগিনীর অনুগামী অর্থাৎ তাঁহারাও তোমারই ভজন করিতে বলেন। অতএব হে মুরহর, একমাত্র তুমি ই আশ্রয় ইহা আমি সত্যই বুঝিতে পারিতেছি।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ,—স্বরূপে, স্বরূপবিলাসরূপে, স্বরূপশক্তিরূপে, স্বরূপশক্তিবিলাসরূপে, স্বরূপশক্তিবৃত্তিরূপে ও স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিলাসরূপে নিত্য বিরাজিত। স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; স্বরূপবিলাস শ্রীবলরাম ও শ্রীনারায়ণ; স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকা; স্বরূপশক্তি বিলাস শ্রীচন্দ্রাবলী ও শ্রীলক্ষ্মী; স্বরূপশক্তিবৃত্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব; স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিলাস বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রকাশ। অবতার সকল স্বরূপবিলাসের অংশ; পরিকরসকল স্বরূপ শক্তির বা স্বরূপশক্তিবিলাসের অংশ। স্বরূপবিলাসের অংশভূত অবতার সকল শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ বলিয়াই গণ্য হয়েন। তটস্থা শক্তিরূপ জীবসকল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ। এই সকল স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ জীব আবার নিত্যমুক্ত ও নিত্যসংসার ভেদে দুই প্রকার। যাঁহারা নিত্য শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ তাঁহারাই নিত্যমুক্ত। তাঁহারা পার্ষদমধ্যেই গণ্য হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা নিত্য বহির্ম্মুখ, তাঁহাদেরই নিত্য সংসার। তাঁহারা অনাদি বহির্ম্মুখতা বশতঃ সংসারবদ্ধ হইয়া সংসার দুঃখ ভোগ করেন। তাঁহাদিগের বহির্ম্মুখতানিবন্ধনই মায়া তাঁহাদিগকে বন্ধন করিয়া সংসারদুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ সংসার দুঃখ আধ্যাত্মিকাদি ভেদে ত্রিবিধ। এই নিমিত্তই সংসারদুঃখকে ত্রিতাপ বলা হয়। জীব কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়াই ত্রিতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যে জীব সাধুরূপ বৈদ্য লাভ করেন, তিনিই তদুপদেশে সংসার রোগ হইতে মুক্ত হয়েন। সাধু বৈদ্যের উপদেশ-রূপ মন্ত্রের বলেই জীবের মায়াপিশাচীর আবেশ ত্যাগ হইয়া যায় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিতাপেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তখনই জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করেন। সুতরাং জীবের সংসার দুঃখ-নিস্তারের জন্য নিখিল বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি করাই বিহিত। সাধক কবি বলেন :—

কামাদীনাং কতি ন কতিধাপালিতাদুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়তঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

আমি কামাদির কত দুর্নিদেশ কত প্রকারেই না পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল না, অথবা তাহারা আমাকে দয়া করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত বা নিবৃত্ত হইল না। হে যদুপতে, এখন আমার জ্ঞান লাভ হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমার অভয় চরণ আশ্রয় করিয়াছি, তুমি আমাকে নিজদাস্যে নিয়োগ কর।

শ্রীকৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বপ্রধান অভিধেয়। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান, এই তিনটাই ভক্তিমুখাপেক্ষী। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের ফল ভক্তিফলের তুলনায় অতিতুচ্ছ। কর্ম্মাদি এই অতিতুচ্ছ ফলও আবার ভক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে প্রদান করিতে সমর্থ হয় না।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে।
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥

শুভাশুভ-কর্ম্ম-লেপ-রহিত ব্রহ্মের সহিত একাকার বলিয়া জ্ঞানের একটি নাম নৈষ্কর্ম্ম্য। নৈষ্কর্ম্ম্যাভিধেয় জ্ঞান আবার অবিদ্যাখ্য অঞ্জনের অর্থাৎ উপাধির নিবর্ত্তক হয়, তাদৃশ জ্ঞান ও যদি ভগবদ্ভক্তি বর্জ্জিত হয়, তবে তাহা কোন রূপেই শোভা পায় না। অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকার ঘটাইতে পারে না। জ্ঞানেরই যখন ঈদৃশী দশা, তখন সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখপ্রদ যে কাম্য কর্ম্ম ও অকাম্য কর্ম্ম, তাহা ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে, ভক্তির আকারে আকারিত না হইলে, কি কখন শোভা পাইতে পারে?

যোগীর যোগ, কর্ম্মীর কর্ম্ম, জ্ঞানীর জ্ঞান বা মন্ত্রীর মন্ত্র কৃষ্ণার্পণ ব্যতিরেকে কখনই সুফল প্রসব করিতে পারে না।

ভক্তিরহিত কর্ম্ম ও যোগ কিছু কিছু ফল সিদ্ধি করিয়াই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল সিদ্ধিও আবার চিরস্থায়িনী হয় না। ভক্তিরহিত জ্ঞানও তদ্রূপ অকিঞ্চিৎকর! যে স্বসত্তার জ্ঞান নাস্তিকেরও আছে, নাস্তিকেরাও যাহার অপলাপ করিতে সাহসী হয় না, জ্ঞানীর জ্ঞানও সেই স্বসত্তাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে অতিরিক্ত কোন ফলই উৎপাদন করিতে পারে না।

শ্রীভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে আরও লিখিত আছে যে :—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো,
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং,
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ॥

তপস্বী, দানশীল, যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রজ্ঞাপক এবং সদাচারিগণ যাহাতে স্বীয় তপাদি না করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই মঙ্গল যশঃ ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

মহাপ্রভু বলিলেন সনাতন, ভক্তি ব্যতিরেকে কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে সমর্থ নহে। ভক্তি, জ্ঞানের সহায়রূপিণী হইলে জ্ঞান, মুক্তির জন্য সাধককে প্রস্তুত করিতে পারে। চিত্ত যে পর্য্যন্ত ভক্তির অধিষ্ঠানক্ষেত্র না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই চিত্তে জ্ঞানও অঙ্কুরিত হইতে পারে না। শ্রীভাগবতে দশম-স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকটীই ইহার প্রমাণ, তদ্ যথাঃ—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥

যাঁহার প্রসাদে অভ্যুদয় ও অপবর্গ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ মঙ্গলই লাভ করা যায়, হে বিভো, তোমার সেই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান লাভার্থ ক্লেশ স্বীকার করে, তোমার সর্ব্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া যাহারা কেবল আত্মজ্ঞান লাভার্থ চেষ্টা করে, তাহাদের কিছুই লাভ হয় না, নিজের সত্তামাত্রই অবশিষ্ট থাকে ; আর কিছুই সঞ্চয় হয় না, কেবল স্বাভাবিক সত্তাজ্ঞানই থাকে ; স্থূলতুষাবঘাতীর ন্যায় তাহাদের ক্লেশমাত্রই লাভ হয় বলিতে হইবে।

জ্ঞানী যে মুক্তির নিমিত্ত প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করেন, কৃষ্ণোন্মুখ জীব তাহা অনায়াসেই লাভ করিয়া থাকেন।

কেবল জ্ঞানে মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥

এস্থলে মুক্তি ব্যাপারটা কি তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে। মুক্তি শব্দটা বন্ধন-শব্দের বিপরীতার্থক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে :—

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইতো প্রকার।
এক নিত্য মুক্ত, একের নিত্য সংসার॥
নিত্যমুক্ত, নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণহতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, যে আত্মা নিরন্তর ভগবদ্ভাবে বিভোর, সেই আত্মাই স্বরূপে অবস্থিত। জীব এই স্ব-রূপ হইতে মায়ামোহ দ্বারা বিচ্যুত হইয়া বদ্ধ হইয়া থাকে। মায়া বা অবিদ্যা দ্বারা জীব আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হয় কেন, ইহার কারণ এই যে, জীব যতক্ষণ ভগবদ্ভাবে বিভাবিত থাকে, ততক্ষণ মায়া তাহার নিকটবর্ত্তি হইতে পারে না। ভগবৎ সংসর্গের অভাব হইলেই মায়া ছিদ্র পাইয়া থাকে। সেই ছিদ্র ধরিয়া

মায়া জীব আবরিকাবৃত্তি দ্বারা জীবের স্বরূপ জ্ঞানকে সমাবৃত করে। তখন জীব যে ভগবদ্দাস, সে তাহা ভুলিয়া যায়; সে তাহার স্বাভাবিক আনন্দ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় এবং মায়ার বিক্ষেপিকা-বৃত্তি-বলে ত্রিগুণাত্মক দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে। এই অস্মৃতি ও বিপর্য্যয় জ্ঞান হইতেই তাহার সংসার দুঃখ জন্মিয়া থাকে। ত্রিগুণাত্মক রক্তমাংসময় দেহ অশেষ দুঃখের আধার; এই দেহাত্মক জ্ঞানই জীবের বন্ধনের হেতু এবং অশেষ দুঃখের হেতু। তাই বলা হইয়াছে:—

নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হ'তে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে॥
কামক্রোধের দাস হৈয়া তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পালায়।
কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণ নিকটে যায়॥

সনাতন, তুমি যে আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে,—

"কে আমি আমারে কেন জারে তাপত্রয়।
ইহা না জানিলে জীবের কৈছে হিত হয়॥"

তোমার সেই প্রশ্নের ইহাই সংক্ষিপ্ত সদুত্তর। ইহাকেই বলে হেতু-ব্যাধি-বৈপরীত্যচিকিৎসা। স্বভাবতঃ জীব কৃষ্ণনিষ্ঠ; কিন্তু জীব তটস্থ, ভগবৎসংসর্গ বৈমুখ্যই জীবের বন্ধনের কারণ। ইহা হইতেই জীবের অনন্ত সংসার দুঃখ। অপর পক্ষে ভ্রমিতে ভ্রমিতে সাধু বৈদ্যের উপদেশ পাইলে মায়া পিশাচী জীবকে ছাড়িয়া পলায়ন করে, জীব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া প্রকৃতস্থ হয়, স্বরূপে অবস্থান করে এবং ভজনানন্দে চিরমগ্ন হয়। শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়। গীতাশাস্ত্রে

শ্রীভগবানের স্বয়ং শ্রীমুখ বিনিঃসৃত উপদেশ এই যে, আমার মায়া দৈবী। সুতরাং মানুষের শক্তির পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া। মায়া যখন গুণময়ী, তখন তদ্দ্বারা যে জীবের বন্ধন দশা ঘটিবে ইহাতো অতি স্বাভাবিক। মায়া যখন দেখিতে পায়, জীব কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হইয়াছে, সে নিত্য কৃষ্ণ-দাসত্ব ত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, তখন আমার দুরত্যয়া দৈবী গুণময়ী মায়া তাহাকে সংসার শৃঙ্খলে ভীষণভাবে বাঁধিয়া ফেলে।

কৃষ্ণের নিত্য দাসভাব তাহা ভুলি গেল।
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥

ইহাই বন্ধনের প্রকৃত হেতু। শ্রীভগবান্ গীতার একটী শ্লোকে বন্ধন ও বন্ধন-মোচনের উপায় উপদেশ করিয়াছেন, যথা :—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রপন্ন হওয়াই এই গুণময়ী বন্ধন-পটীয়সী দুরন্ত নিদারুণ মায়ার যাতনা হইতে পরিত্রাণের শ্রেষ্ঠতম উপায়।

তাতে কৃষ্ণভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥*

সনাতন, তোমার প্রশ্নের এই উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও অতীব সারগর্ভ। ইহাতে অনন্ত সাধনার বীজ নিহিত আছে। একনিষ্ঠভাবে ভগবানের উপাসনায় নিমগ্ন থাকাই মায়াজনিত দুঃখ হইতে নিস্তারের

* শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর এই উপদেশ অবলম্বন করিয়া ই ষট্-সন্দর্ভান্তর্গত ভক্তিসন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। এই কথাগুলি ভক্তিসন্দর্ভের উপক্রমণিকা-স্বরূপ। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ যত্ন ও শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তিসন্দর্ভ পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর উপদেশের তাৎপর্য্য-পরিজ্ঞানের প্রবেশ-পথ পাইবেন। শ্রীচরিতামৃতের এই পরিচ্ছেদে মূল্যবান্ উপদেশাত্মক শ্লোকগুলির অধিকাংশ ভক্তিসন্দর্ভে দৃষ্ট হইবে।

অতি উৎকৃষ্ট অমোঘ উপায়। উপাসনা অর্থ ভগবানের নিকটে থাকা। উপ—নিকট, অস্ ধাতুর অর্থ থাকা। অর্থাৎ ভগবদ্ভাবে বিভোর থাকাই উপাসনা।

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥
"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥"

বিরাট্ পুরুষের মুখ বাহু উরু ও চরণ হইতে সত্বাদি গুণতারতম্যে পৃথক্ পৃথক্ চারি বর্ণের ও আশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। যাঁহারা উক্ত বর্ণাশ্রম সকলের সাক্ষাৎ জনকস্বরূপ, সেই ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষকে ভজন করেন না, সুতরাং যাঁহারা সেই পুরুষকে অবজ্ঞাই করেন, তাঁহারা কর্ম্মলব্ধ অধিকার হইতে চ্যুত ও অধঃপতিত হয়েন।

কর্ম্মীর ন্যায় জ্ঞানীও আত্মজ্ঞানের উদয়ে আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন; কিন্তু তাঁহার সেই কৃষ্ণভক্তি-বর্জ্জিত জ্ঞান যে চিত্ত-শুদ্ধিও উৎপাদন করিতে পারে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। অতএব তাহারও অধঃপতনই হইয়া থাকে।

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরামানন্দের শিক্ষায় প্রভু সর্ব্ব প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথাই উত্থাপিত করিয়াছিলেন। এখানে সেই বর্ণাশ্রম-নিহিত কর্ম্মের অবতারণ করা হইয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ধর্ম্মসংহিতাগুলির মধ্যে বিশেষ-রূপেই বিবৃত আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম,—মন্বাদি ধর্ম্মসংহিতা মাত্রেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে এই সকল ধর্ম্ম লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই সকল ধর্ম্ম গ্রাহ্য ও প্রতিপাল্য হইলেও ইহারা বাহ্য।

ভক্তির অনুশীলন ভিন্ন কোন ধর্ম্ম সজীব ও সচেতন হয় না। নিষ্প্রাণ দেহ যেমন অকর্ম্মণ্য ও অনাদরণীয় হইয়া পড়ে, ভক্তি-বিহীন হইলে এই সকল ধর্ম্মের অবস্থাও তাদৃশ শোচনীয় হইয়া থাকে। কেবল কতগুলি শুষ্ক আচার নিয়ম আত্মার উন্নতি-বর্দ্ধনে এবং উহার পরিতৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয় না। ইহার পরে জ্ঞানের সাধনার কথা বলা যাইতেছে।

জ্ঞানী জীবনমুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার প্রমাণ এই যে ;ঃ—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দলোচন, যাহারা তোমাতে ভক্তি না থাকায় অবিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা যদি ত্বদীয় চরণে অনাদর করে, তবে বহুকষ্টে পরমপাদ আরোহণ করিয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হয়।

ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়াও কাপিল ও বৌদ্ধমতাবলম্বী সাধকগণ নিজদিগকে কামক্রোধাদি ষড়্‌বর্গ হইতে বিমুক্ত বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বী মায়াবাদী সন্ন্যাসীরাও ভগবদ্‌ভক্তি অঙ্গীকার না করিয়া কেবল বিবেক-বৈরাগ্যাবলম্বনে নিজদিগকে ইহকাল পরকালের আকাঙ্ক্ষারহিত বলিয়া মনে করেন কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ মনে করা ভ্রম-মাত্র ; ভগবানে ভক্তি না থাকিলে প্রকৃত সৎবুদ্ধির উদয় হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ স্বীয় শ্রীমুখে বলিয়াছেন ঃ—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

শ্রীভগবানে চিত্ত সন্নিবিষ্ট না হইলে, তাঁহার ভজনা না করিলে সচ্চিদানন্দময়ী বুদ্ধির উদয় হয় না। সুতরাং বুদ্ধি, ভগবদ্ভক্তিবিহনে অবিশুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় মরীচিকায় জল ভ্রমের ন্যায় অমুক্ত অবস্থাকেও মুক্তাবস্থা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাদের সাধনাতেও বহু প্রকার ক্লেশ হয়। এসম্বন্ধেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।"

এই শ্রেণীর সাধকগণের সাধনায় শম দম তিতিক্ষা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতির সাধনায় সাধকের অনন্ত ক্লেশের কারণ হয়। তাহার ফলে সংসার বাসনা হইতে কতকটা মুক্তিলাভও ঘটিয়া থাকে, কিন্তু শ্রীভগবানে ভক্তি না থাকিলে এতাদৃশ মুক্তির অবস্থায় চিত্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। মানুষের চিত্ত-বৃত্তির প্রধান স্বভাব এই যে, কোন বিষয়ে রুচি না হইলে কেবল শুষ্ক সাধনায় চিত্তের তৃপ্তি হয় না। ভক্তি ভিন্ন সাধনায় সরসতা জন্মে না। সুতরাং ধ্যানী জ্ঞানী বা নিরালম্বযোগী প্রভৃতির ভক্তি-বিহীন সাধন, পরিণামে বিরস ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে।

যাহারা বুদ্ধি পূর্ব্বক ভগবৎ পাদপদ্ম ভজনে অবজ্ঞা প্রকাশ করে, জ্ঞান-দ্বারা তাহাদের পাপকর্ম্ম দগ্ধ হইলেও এই অবজ্ঞা-জনিত অপরাধে আবার তাহাদের সংসার-প্ররোহ ঘটে। তথাহি, বাসনাভাষ্যোদ্ধৃত শ্রীভগবৎ পরিশিষ্ট বচন :—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনাঃ॥
জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে কচিৎ সংসার-বাসনাং
যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ॥

শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ে রসতত্ত্ব-প্রসঙ্গ একটী পুরাণ বচন আছে,যথা :—

নাম্ভ ব্রজন্তি যো মোহাদ্ ব্রজন্তং জগদীশ্বরং
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ-কর্ম্মাপি স ভবেৎ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি ভিন্ন মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই, পূর্ব্বে ইহা বলা হইয়াছে। সাধনায় সাধক যত ক্লেশাবলম্বন করুন না কেন, কৃষ্ণ ভক্তি ভিন্ন সর্ব্ব প্রকার সাধনাতেই মায়ার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

কৃষ্ণ সূর্য্য সম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥
'শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধ মাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো,
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা॥'

মুনিগণ সকল হইতে বৃহত্তমত্ব হেতু যে তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, সেই তত্ত্বই পরমপুরুষ শ্রীভগবানের পদ, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নির্বিকল্প-সত্তারূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের পর বিচিত্ররূপাদি-বিকল্প-বিশেষ বিশিষ্ট শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, শ্রীভগবৎস্বরূপেরই অন্তর্গত ব্রহ্ম, শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের সোপানস্বরূপ। ঐ নির্বিকল্প ব্রহ্ম, জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জড়ের প্রতিযোগিস্বরূপ, অজস্রসুখস্বরূপ অর্থাৎ নিত্য দুঃখের প্রতিযোগিস্বরূপ, আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ সকল আত্মার মূল; কারণ আত্মাই স্বপ্রকাশত্ব হেতু ও নিরুপাধি পরমপ্রেমাস্পদত্ব হেতু তত্তদ্রূপে প্রতীত হয়েন; তিনি নিত্য প্রশান্ত অর্থাৎ নিত্যক্ষোভরহিত, অভয়, বিশোক; তিনি বহু কারকসাধ্য—ক্রিয়াফল প্রকাশক-শব্দ-বর্জ্জিত অর্থাৎ উৎপত্তি বিকার প্রাপ্তি ও সংস্কার এই চতুর্বিধ কর্ম্মফলের প্রকাশ কর্ম্মকাণ্ডরূপ শব্দ তাঁহার বোধক হয় না; তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্যত্বাদি-দোষ-রহিত, সম অর্থাৎ উচ্চনীচভাবশূন্য, সদসতের পর অর্থাৎ কার্য্যসকল ও কারণ সকলের উপরিস্থিত; অধিক কি, স্বয়ং মায়াও তদভিমুখস্থিত জীবন্মুক্ত পুরুষ সকলের সম্মুখে অবস্থান করিতে লজ্জিত হইয়া দূরে পলায়ন করেন।

শ্রীধরস্বামী বলেন, "ভগবানের যে স্বরূপে চিন্তাবধারণে মায়া নিরস্ত হয়" এই পদ্যে তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। ভগবানের সেই স্বরূপ নিত্য সুখস্বরূপ। তাহার হেতু এই যে, ইনি সর্ব্বদা প্রশান্ত। অশোকত্বের হেতু অভয়ত্ব। ইনি ভেদশূন্য, এই নিমিত্ত অভয়। শ্রুতি বলেন,—"দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি"। এই শ্রুতি অবলম্বনে ভাগবতীয় স্মৃতি এই যে, "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ।" ইনি প্রতিবোধ স্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানৈক রস স্বরূপ।

এই প্রকারে শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, জীব ভগবৎ সম্মুখীন হইলে মায়া দূরীকৃত হয়। অপিচ শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকটী এই যে,—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

মায়া যে ভগবানের দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে লজ্জিত হয়েন, দুর্বুদ্ধি ব্যক্তি সকল সেই মায়ায় মোহিত হইয়া 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে। ঐ সকল জীব যদি একবার বলে 'কৃষ্ণ আমি তোমার,' তাহা হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে মায়াবন্ধন হইতে মোচন করিয়া থাকেন।

"কৃষ্ণ তোমার হঙ" যদি বলে একবার।
মায়া-বন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥
"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥"

যে একবার আমার শরণাগত হইয়া বলে, 'কৃষ্ণ' আমি 'তোমার', আমি তাহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি, ইহাই আমার ব্রত।

ভুক্তিকামী কর্ম্মী মুক্তিকামী জ্ঞানী ও সিদ্ধিকামী যোগী যদি সুবুদ্ধি হয়েন, তবে তাঁহারা কৃতার্থতা লাভের নিমিত্ত দৃঢ়ভক্তিযোগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া থাকেন :—

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥" শ্রীভাগ—২।৩।১০

অকাম অর্থাৎ একান্ত ভক্ত অথবা সর্ব্বকাম অর্থাৎ উক্ত ও অনুক্ত সর্ব্ববিধ কামনাশালী, কিংবা মোক্ষকামী ইহারা যদি উদার বুদ্ধি হন, তবে দৃঢ়ভক্তি যোগে পূর্ণ পুরুষ ভগবান্‌কে ভজনা করিবেন।

নরনারীগণের চিত্ত স্বভাবতঃই সকাম ও স্বার্থের জন্য ব্যাকুল। যতদিন পর্য্যন্ত দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির এই স্বার্থাভিলাষ বর্ত্তমান থাকে, ভগবৎ-সাধনাতেও ততদিন চিত্ত স্ব সুখ বাসনা পরিপূরণের জন্য ব্যাকুল হইবে। উপাসনা করিতে বসিয়া উপাস্যদেবতার নিকট তাঁহারই প্রার্থনা করিবে। ইহাই নরনারীগণের স্বভাব, কিন্তু দয়াময় ভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্তের চিত্ত সত্বরেই সংশোধন করেন। সীসকের দ্বারা খাটি সোণার অভাব পরিপূরিত হয় না। ভগবানের ভাব দ্বারা হৃদয় পূর্ণ রাখিতে হইবে, ইহাই সাধনা বা উপাসনার প্রধানতম পবিত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু নশ্বর ধনজন-যশোমান বিষয়-বৈভব ভোগ-বিলাস-লালসায় যদি হৃদয় ব্যাকুল থাকে, তাহা হইলে উপাসনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। দয়াময় ভগবান্ যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহার হৃদয় হইতে বিষয়-ভোগ-বাসনা-লালসা তিরোহিত করিয়া দিয়া স্বচরণামৃত প্রদানে বিষয়-লালসা অপসারিত করেন।

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে আমাভজে মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এত বড় মূর্খ!
আমি বিজ্ঞ এই মূর্খে বিষয় কেন দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥

শ্রীভাগ—৫।১৯।২৮

শ্রীভগবান্ প্রার্থিত হইয়া সকাম মনুষ্যাদিকে প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিলেও সহসা পরমার্থ প্রদান করেন না; কারণ, তাহাদিগের প্রার্থিত লাভের পরও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা দেখা যায়। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কামভাবে শ্রীভগবানের উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রার্থনা না করিলেও, শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে সর্ব্ববিধ কামনার আচ্ছাদক নিজপাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন।

সরল ও ব্যাকুল ভাবে ভগবদ্ভজন করিলে দয়াময় ভগবান্ সকাম সাধকের হৃদয়েও যে নিষ্কাম ভাব প্রদান করেন, সাধকের অনর্থময় বাসনার তুফান প্রশান্ত করেন এবং স্বীয় চরণামৃত প্রদান করিয়া তাঁহার আত্মাকে কৃতার্থ করেন, পূর্ব্বশ্লোকে তাহার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

দয়াময় শ্রীভগবান্ সাধকজীবের হিতের জন্য সততই কৃপাপরায়ণ।

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হ'তে করে অভিলাষে॥

সনাতন, এ দয়া বাস্তবিকই চমৎকার! জীবের চিত্ত অনর্থময় বিষময় বিষয়রসের জ্বালা অহর্নিশ ভোগ করিয়াও মায়ার ছলনায় সেই বিষময় বিষে মজিয়া থাকিতে চাহে। উপাসনা করিতে বসিয়াও সেই বিষের জন্যই প্রার্থনা করে, কিন্তু দয়াময় শ্রীগোবিন্দ তাহার হৃদয়টীকে এমন ভাবে সংশোধিত করিয়া দেন যে, তখন সাধক সে কামনা ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নিষ্কাম দাস হইতে অভিলাষ করে।

পরমভক্ত ধ্রুবের একটী উক্তি হরিভক্তিসুধোদয়ের ৭ম অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্র-গুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

হে প্রভো, লোকে যেমন কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমিও তদ্রূপ উৎকৃষ্ট স্থান পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে করিতে দেবেন্দ্র ও মুনীন্দ্র সকলের পক্ষে দুর্লভ—তদীয় চরণ প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর কোন বর প্রার্থনা করি না।

মানুষের কখন যে কি দশা উপস্থিত হয়, বলা যায় না। নরনারীগণ অবিরাম অবিশ্রান্ত ভাবে ভব-প্রবাহে ভাসিয়া চলিতেছে। কেহ বা ভাসিতে ভাসিতে কাল-সমুদ্রের অতলতলে ডুবিয়া পড়ে,কেহ বা সৌভাগ্যক্রমে কূল প্রাপ্ত হয়। নদীর বক্ষে যেমন তৃণ কাষ্ঠ ভাসিতে ভাসিতে অকূল সমুদ্রের বক্ষে পতিত হয়, তখন জগতে তদ্দ্বারা আর কোনও কর্ম্ম সাধিত হয় না, উহা একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়; আবার কোনটি ভাসিতে ভাসিতে তীরলগ্ন হয়, তখন মানুষের হাতে পড়িয়া উহা জগতের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মানুষের পক্ষেও সেইরূপ ঘটে।

সংসারে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
"মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুত-দর্শনং।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিৎ তরতি কশ্চন॥ ভাঃ ১০।৩৮।৪

মহাভাগ অক্রূর বলিয়াছিলেন—অতি অধম হইলেও আমার কৃষ্ণ দর্শন হইবে। নদীবেগে নীয়মান তৃণাদির মধ্যে কোনটী যেমন কখন তীরে উত্তীর্ণ

হয়, তদ্রূপ কাল-নদীতে ম্রিয়মাণ জীবগণের মধ্যে কেহ কেহ কখন কখন উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শন লাভ করে।

সাধারণতঃ সংসার-বাসনা হইতে জীবের নিষ্কৃতি লাভ বড় সহজ নহে। মহৎ-কৃপা ভিন্ন সংসার ক্ষয় হয় না; পূর্ব্ব সুকৃতি ভিন্ন মহৎ সঙ্গ-লাভও ঘটে না। মহৎসঙ্গ হইলে কৃষ্ণে রতি উপস্থিত হয়। সুতরাং মহৎসঙ্গ লাভও ভাগ্য-সাপেক্ষ।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার-ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত-সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশ ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ভাঃ—১০।৫১।৩৫

হে অচ্যুত, এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোন ব্যক্তির সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন জাতরতি সাধুর সঙ্গ-লাভ হয়। জাতরতি সাধুর সঙ্গ লাভ হইলে, তাঁহার কৃপায় কার্য্যকারণ-নিয়ন্তৃস্বরূপ তোমাতে রতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কখন কখন ভগবান্ তদীয় সাধু সন্তান প্রেরণ করিয়া তাঁহার কৃপা-যোগ্য জীবের সংসারবন্ধন মোচন করেন, কখনও বা তিনি নিজে স্বয়ং অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়ে সে তত্ত্ব প্রকটন করেন। তাঁহার কৃপার অবধি নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে:—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরুঅন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে:—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।

যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥

হে প্রভো, ব্রহ্মবিদ্‌গণ ভবৎকৃত উপকার স্মরণে বর্দ্ধিতপরমানন্দ হইয়া কিছুতেই আপনাকে ঋণ মুক্ত বোধ করিতে পারেন না ; আপনি বাহিরে গুরুরূপে উপদেশ দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা জীবের বিষয়-বাসনা-নিরসন-পূর্ব্বক নিজরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সর্ব্বদুঃখোপশমনী সর্ব্বসুখময়ী ভক্তি,—সাধুসঙ্গের ফল। সাধু-সঙ্গ আবার ভগবৎ কৃপার ফল।

সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তি ফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে বিংশাধ্যায়ের অষ্টমশ্লোকটাই ইহার প্রমাণ ; যথা—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥

হে উদ্ধব, কোন অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ পরম স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ এবং কৃপাজাত ভাগ্যোদয়ে আমার কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে যাহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি অতিশয় নির্বেদযুক্ত নয় ও অতিশয় আসক্ত নয়,—এতাদৃশ পুরুষেরই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ অর্থাৎ প্রেমোৎপাদক হয়।

এস্থলে 'যদৃচ্ছা' শব্দের অর্থ এই যে,—পরম স্বতন্ত্র কোন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ এবং তাঁহার কৃপাজাত পরম সৌভাগ্যের উদয়। এই কৃপার ফলে ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়। সুতরাং শ্রদ্ধালুই ভক্তির অধিকারী। ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—"শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে"—"শ্রদ্ধালুর্মে কথাঃ শৃণ্বন্।" যিনি ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে অত্যন্ত বৈরাগ্যের প্রয়োজন নাই, উহা জ্ঞানাধিকারীর পক্ষেই প্রশস্ত। আবার অপর পক্ষে দেহ-গেহ-পুত্র-কলত্র প্রভৃতিতে অত্যাসক্তিও প্রশস্ত

নহে, উহা ভক্তিযোগের পক্ষে বাধক কিন্তু কর্ম্মযোগের পক্ষে বাধক নহে। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়। উহা জ্ঞানী এবং কর্ম্মী উভয়ের পক্ষেই প্রশস্ত। ভক্তযোগীও নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেন। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাদৌ নির্ব্বিণ্ণ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চগর্হয়ন্॥

এই উপদেশটা আমাদের সকলের পক্ষেই উপযোগী। আমরা চিত্তের অনন্ত কামনায় নিরন্তর ব্যাকুল। সাগরের তরঙ্গের ন্যায় কামনার তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া আমাদের হৃদয়কে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে। আমরা তাহা বুঝিতে পারি কিন্তু পরিত্যাগে অসমর্থ। এ অবস্থায় আমরা বিবেক বৈরাগ্যের অধিকার লাভ করিয়া জ্ঞান পথে চলিতে সমর্থ নহি। সংসারে অত্যাসক্তি-নিবন্ধন ভক্তিযোগেরও অধিকারী হওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু শ্রীভগবানের আশ্বাস বাণী এক্ষেত্রে আমাদের আশার উদ্দীপিকা। তিনি বলিতেছেন, অবিদ্যার মহাপ্রভাবে তোমরা সহসা সংসার কামনা পরিত্যাগ করিতে পার না সত্য. কিন্তু আমার কথাদিতে শ্রদ্ধালু হইয়া দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া এবং প্রীত হইয়া দুঃখপ্রদ কামনা সকলকে ভোগ করার সময়ও উহারা যে নিন্দনীয়, ইহাই মনে করিয়া আমাকে ভজনা করিবে। ভক্তি স্বতন্ত্রা; জ্ঞানের পক্ষে যেমন বিবেক-বৈরাগ্যের আবশ্যক, ভক্তির পক্ষে তেমন কোন পূর্ব্বাবস্থার অপেক্ষা করে না। "ভক্তির্হি স্বতঃ প্রবলত্বাদ্ অন্যনিরপেক্ষা।" যদিও কর্ম্ম ও নির্ব্বেদের কথা বলা হইয়াছে, উহা কেবল ভক্তির অনন্যতাসিদ্ধির জন্য। ঐহিক এবং পারলৌকিক বিষয়-প্রতিষ্ঠাসুখে বিরক্ত চিত্ততাই—নির্ব্বেদ। জ্ঞানযোগ সিদ্ধির জন্য ইহা প্রয়োজন। শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃশ্রেয়োভবেদিহ ॥

ভক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে নির্বেদ বা বৈরাগ্য স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। বলেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রবর্ত্তিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥

যদিও কর্ম্ম ও জ্ঞানের পক্ষে শ্রদ্ধার অপেক্ষা আছে, কেননা শ্রদ্ধা ভিন্ন সম্যক্ প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয় না কিন্তু ভক্তিস্থলে সম্যক্ প্রবৃত্তির জন্য শ্রদ্ধার বিশেষ আবশ্যকতা। শ্রদ্ধা ভিন্ন অনন্যাভক্তির প্রবর্ত্তন প্রায়শঃ সম্ভবপর হয় না, হইলেও উহা স্থায়ী হয় না। কর্ম্ম-পরিত্যাগের অধিকার দুই প্রকারে হয়, জ্ঞানীর পক্ষে বৈরাগ্যের উদয়ে কর্ম্মত্যাগ, এবং ভক্তের পক্ষে শ্রদ্ধার উদয়ে কর্ম্মত্যাগ প্রশস্ত। কিন্তু শ্রদ্ধা ভিন্নও ভক্তি সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রে নাম মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

সকৃদেব পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥

সুতরাং শ্রদ্ধা ব্যতীতও ভক্তি সিদ্ধ হয়। কিন্তু মহৎকৃপার অত্যন্ত আবশ্যক :—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয় ॥

"রহূগণৈ তত্তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্‌বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥ শ্রীভাগ—৫।১২।১২

জড়ভরত বলিয়াছিলেন,—হে রহূগণ, মহৎপাদরেণুর অভিষেক ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চতুর্থাশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা এবং তত্তৎ

কর্ম্মের তত্তৎ দেবতার উপাসনা দ্বারা এবং জল, অগ্নি, সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা এই ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ শ্রীভাগ—৭।৫।৩২

মহাত্মা প্রহ্লাদ তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, হে পিতঃ, বিষয়াভিমান রহিত মহত্তমদিগের চরণরেণুদ্বারা যাবৎ অভিষেক না হয়, তাবৎ ইহাদিগের মতি ভগবচ্চরণ স্পর্শ করিতে পারে না, যাহার ফল সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি।

সনাতন, সাধুসঙ্গের প্রভাবের কথা আর কি বলিব। সকল শাস্ত্রেতেই কেবল সাধুসঙ্গ কর, সাধুসঙ্গ কর, এইরূপ উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। সুদীর্ঘকাল সাধু-সঙ্গ করা তো মহাসৌভাগ্যের কথা, ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গে ও মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"সাধু-সঙ্গ, সাধু-সঙ্গ" সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ভাঃ—১।১৮।১৩

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত, যখন হরিদাসগণের সহিত যৎকিঞ্চিৎকাল সঙ্গই স্বর্গাপবর্গের সহিত তুলনা করিতে পারি না, তখন তাহা মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির সহিত যে তুলনা হয় না তৎসম্বন্ধে আর কি বলিব?

সনাতন, এই সম্বন্ধে আমি তোমায় আরও কিছু বলিতেছি:—

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

হে অর্জ্জুন, সকল গূহ্যের মধ্যে সাতিশয় গুহ্যতম এবং সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত গীতা-শাস্ত্রের সারভূতা কথা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার হিত বলিতেছি।

গীতাশাস্ত্র অতীব গম্ভীর। এই শাস্ত্রের সমগ্র পর্য্যালোচনা করিয়া উহার তাৎপর্য্য অবধারণ করা সহজ নহে। স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক উহার সার সংগ্রহ করিয়া অর্জ্জুনকে এই উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, তুমি আমার সখা, আমাতে তোমার দৃঢ়মতি, আমি তোমাকে "সর্ব্বগুহ্যতম" উপদেশ বলিতেছি।" গুহ্যতম বলিলেই যথেষ্ট হইত। 'সর্ব্ব' শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য কি? ভজন-ভূমিকার তারতম্যানুসারে পরম রহস্যময়ী ভজনভূমিকা প্রদর্শনার্থ এস্থলে 'সর্ব্ব গুহ্যতম' এইরূপ বাক্য বিন্যাস করা হইয়াছে। প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণ বাসুদেব পরব্যোমাধিপতি প্রভৃতির ভজন অতিক্রম করিয়া ভজনীয় রসময়ী মূর্ত্তি-বিশেষের সর্ব্বোত্তমা উপাসনার জন্যই এইরূপ বলা হইয়াছে। সুস্নিগ্ধ কুঞ্চিত কুন্তল কলাপ-কলাবিশিষ্ট শুভ্রবলী মধুর কৃপাকটাক্ষামৃতবর্ষী বদন চন্দ্র সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময় আমার সুন্দর শ্যামসুন্দর রূপ সর্ব্বদা মনে ধ্যান কর, আমার সেই রূপের ভক্ত হও— শ্রবণ কীর্ত্তন-আমার মূর্ত্তি-দর্শন, মন্মন্দির-মার্জ্জন-লেপন-পুষ্পাহরণ-মন্মালালঙ্কার-ছত্র-চামরাদি দ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিয়োগরূপ আমার ভজনা কর অথবা গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপ-নৈবেদ্যাদি দ্বারা আমার যজন কর। অথবা ভূমিতে পড়িয়া অষ্টাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কর। এই চতুরাঙ্গ সেবা একতর বা চারি প্রকার ভাবেই আমার সেবা কর; তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবে। অথবা মনঃপ্রদান, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-প্রদান বা গন্ধপুষ্পাদি-প্রদান

কর। তুমি আমায় এইরূপ সেবা করিলে আমি তোমাকে আত্মদান করিব ; ইহা সত্য করিয়া বলিতেছি কিম্বা শপথ করিয়া বলিতেছি। (সত্য শব্দের এক অর্থ শপথ, অপর অর্থ তথ্য—"সত্যং শপথতথ্যয়োঃ ইত্যমরঃ")

• শ্রীকৃষ্ণভজন জীবের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্যব্রত। বেদবিধিপ্রতিপাদিত বহুল বৈদিক কর্ম্মের উপদেশ শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহাও ভগবদাজ্ঞা। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলেরই কর্ত্তব্য। শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি এই যে,—

শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥

ইহা শ্রীভগবানের আজ্ঞা। তিনি শ্রীভগবদ্গীতাতেও বহুল স্থানে কর্ম্ম-কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। আবার সেই ভগবদ্গীতায় উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন :—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

এখানে আবার সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগের উপদেশ করা হইল। স্পষ্টতঃই উপদেশ-সঙ্কর দৃষ্ট হইতেছে। এরূপ স্থলে কি কর্ত্তব্য এই প্রশ্ন হইতে পারে ; তজ্জন্যই বলিতেছি :—

পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ কর্ম্ম ধর্ম্মযোগ জ্ঞান।
সব সাধি, শেষে এই আজ্ঞা বলবান্॥
এই আজ্ঞা বলে ভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥

অধিকার ভেদে কর্ম্ম কর্ত্তব্যতা ও কর্ম্মত্যাগের উপদেশ আছে। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, :—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
• মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ শ্রীভাগ—১১।২০।৯

বিষয়ে নির্ব্বেদবিশিষ্ট ত্যাগী পুরুষ জ্ঞানযোগের অধিকারী। আর সকাম পুরুষ সকলই কর্ম্মাধিকারী। কর্ম্মাধিকারী কর্ম্ম করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত না বিষয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় বা আমার কথা প্রভৃতিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্তই কর্ম্ম করিবেন। বিষয়ে নির্ব্বেদ জন্মিলে, তিনি জ্ঞানযোগীর সঙ্গে জ্ঞানী হইয়া জ্ঞানানুসরণ করিবেন ; আর বিষয়ে নির্ব্বেদ না জন্মিয়া যদি আমার কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে, তবে ভক্তি যোগীর সঙ্গে ভক্ত হইয়া আমার ভজন করিবেন। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিশ্বাস বা সুদৃঢ় নিশ্চয়। যাহার বিশ্বাস হয়, তিনি আর কর্ম্ম করেন না, কৃষ্ণে ভক্তিই করিয়া থাকেন। কৃষ্ণে ভক্তি করিলে কর্ম্মত্যাগ জন্য প্রত্যবায় হয় না ; কারণ, কৃষ্ণে ভক্তি করিলে, সকল কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয়। সকাম কর্ম্ম সকল বন্ধজনক বলিয়া হেয়। নিষ্কাম কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভুক্তি মুক্তির সহায় হয় বলিয়া উপাদেয়। স্ত্রী পুত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া দেবগণের সেবা পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের সেবনই নিষ্কাম কর্ম্ম। সর্ব্বভূতের সেবাও শ্রীভগবানেরই সেবা হইলেও সাক্ষাৎ নহে, পরম্পরায়। পরম্পরায় সেবা হইতে সাক্ষাৎ সেবাই গরীয়সী। গরীয়সী ভগবৎ সেবা দ্বারা সকল সেবাই, সকল কর্ম্মই সিদ্ধ হইয়া যায়।

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

শ্রদ্ধা সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধার চিহ্ন শরণাপত্তি লক্ষণে প্রকাশ পায়। "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্প, ব্যবহারে অকার্পণ্যম্" ইত্যাদি শরণাপত্তির লক্ষণ। এক্ষণে অর্চ্চন-নিষ্ঠার কথা বলা যাইতেছে :—

যথাতরোর্ম্মূল নিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং,
তথৈব সর্ব্বার্হণ ম্যচ্যুতেজ্যা॥ ভাঃ-৪।৩১।১২

যেমন তরুমূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, ভুজ এবং উপশাখা সকলেরই তৃপ্তি হয় এবং প্রাণকে উপহার দিলে অর্থাৎ আহার করিলে ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ অচ্যুতের আরাধনা করিলে সকল দেবতার আরাধনা হয়।

নানা কর্ম্মের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক দেবতার অর্চ্চনা করা হয়। একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে বৃক্ষের মূলে জল না দিয়া উহার স্কন্ধে, উহার উপশাখায়, উহার পত্র-পুষ্প ফলে জল দিলে কখনও বৃক্ষের বৃদ্ধি পাইতে পারে না এবং তাহাতে স্কন্ধ ভুজাদিরও কোন উপকার হয় না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, যাহারা অশক্ত ও সকাম তাহারা বৈদিক প্রথা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মফলদাতা দেবতার অর্চ্চনা করিতে পারেন। মূলে জল না দিয়া বৃক্ষের স্কন্ধে জল সেচন করিলে সে জল মূল পর্য্যন্ত হয় ত পৌছিতে পারে। কিন্তু অপর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ও ইন্দ্রিয়াদির পোষণ জন্য খাদ্য দ্রব্য নয়নে ও কর্ণে অনু-লেপন করিলে তাহা চক্ষু কর্ণাদির পোষণ ও উন্নতি না করিয়া তদ্বিপরীত অন্ধতা ও বধিরতারই সৃষ্টি করিয়া দেয়; সুতরাং স্কন্ধ ভুজাদির পৃথক্ উপাসনা বা ইন্দ্রিয়াদির পৃথক্ অনুলেপন পোষক না হইয়া যেমন ক্ষতিকর হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীগোবিন্দের উপাসনা ভিন্ন অন্যদেবতার উপাসনায় নিত্যানন্দ লাভের সম্ভাবনা নাই; অথচ শ্রীগোবিন্দ-উপাসনাতেই অন্যান্য দেবতার পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দের উপাসনা করিলে তাহাতে সর্ব্বোপাসনার ফল হয় এবং প্রেমপর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে অনন্যা ভক্তির জন্য শ্রদ্ধার আবশ্যকতা আছে। বেদসংহিতায় ও উপনিষদে সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও বিনা শ্রদ্ধাতেও কেবল ভগবানের নাম বলেই জীবের পরম পুরুষার্থতা সিদ্ধ হয়, তথাপি অনন্যা ভক্তি লাভের জন্য শ্রদ্ধার প্রয়োজন। সেই জন্যই বলিতেছি :—

শ্রদ্ধাবান্ লোক হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী তিঁহো তারয়ে সংসার॥*
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেও মহাভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবেন উত্তম॥
রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত তরতম।
একাদশ স্কন্ধে সবার করিয়াছে লক্ষণ॥
"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষাঃ যঃ করোতি সঃ মধ্যমঃ॥
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু সভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

হরি যোগীন্দ্র নিমিরাজাকে কহিলেন, মহারাজ, যে ভগবান্ মশকাদি সর্ব্বভূতে নিয়ন্তৃরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; তাঁহার নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য সর্ব্বভূতে যে জন অবলোকন করেন কিন্তু তারতম্য দেখেন না,—এবং যিনি সেই ভগবানে সর্ব্বভূত অবলোকন করেন, কিন্তু জড় মলিন ভূতের আশ্রয় বলিয়া ঐশ্বর্য্য-প্রচ্যুতি দেখেন না,—তাঁহাকে উত্তম ভাগবত বলা যায়,

* He who knows the most, be sure, it is he who worships Him with the trust and most hert-felt gratitude and admiration.—The Marvels of Nature.

কিম্বা আপনার যেমন ভগবানে প্রেম তাহা সর্ব্বভূতে যিনি অবলোকন করেন, তিনি উত্তম ভাগবত।

যিনি পরমেশ্বরে প্রেম, হরিভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি এবং নিজের বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তাঁহাকে মধ্যম ভাগবত বলে।

যিনি লোক পরম্পরা প্রাপ্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিমাতে হরি পূজা করেন, কিন্তু সর্ব্বাদর-লক্ষণ, ভক্তগুণ উদয় না হওয়ায় হরিভক্ত বা অন্যের সৎকার করেন না, তাহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলে অর্থাৎ তিনি সংপ্রতি ভক্তির আরম্ভ করিয়াছেন।

মূল শ্লোকে যে 'প্রাকৃত' শব্দ আছে, শ্রীধর স্বামী তাহার অর্থ করিয়াছেন 'প্রকৃতি অর্থাৎ প্রারম্ভ'। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, অধুনা যাহার ভক্তি প্রারব্ধ হইয়াছে, তিনিই প্রাকৃত ভক্ত। এমন যে প্রাকৃত ভক্ত তিনিও ক্রমে ক্রমে উত্তম হইবেন (শনৈরুত্তমঃ ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ"— ইতি ভাবার্থদীপিকায়াম্) * কনিষ্ঠভক্তের কেবল ভগবানের প্রতিমাতেই ভক্তি থাকে কিন্তু ভগবদ্ভক্তে বা অন্যান্য লোকের প্রতি তাহার তাদৃশ

* শ্রীমৎ রাধিকানাথ গোস্বামিমহাশয় সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, "ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবেন উত্তম।" এই বাক্যটী মধ্যম অধিকারীকে বুঝাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এ কথাটী কনিষ্ঠ অধিকারীর সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। কেননা, শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যাবলম্বনে যে এই কথাটী লিখিত হইয়াছে তাহা অতিস্পষ্ট। সেইজন্য আমরা শ্রীধর স্বামীর উক্তিটী তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কনিষ্ঠ অধিকারীর লক্ষণের পরেই ঐ ছত্রটী বিন্যস্ত করা সুসঙ্গত। উক্ত সম্পাদক মহাশয় অন্য পাণ্ডুলিপিতে উক্ত ছত্রটী যথাস্থলেই সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি পাদ-টিপ্পনীতে তাহা স্বীকার করিয়াছেন, অথচ মূলে ঐ ছত্রটীকে অস্থানে সন্নিবিষ্ট করায় যথার্থ অর্থবোধের বিকৃতি ঘটিয়াছে। ঐ কথাটী মধ্যম অধিকারীর জন্য নহে;—কিন্তু কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য। ভাবার্থদীপিকা টীকানুসারে শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও শেষের শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

আদর দৃষ্ট হয় না। ভগবৎ প্রেমাভাব, ভক্তমাহাত্ম্য জ্ঞানাভাব এবং সর্ব্বজীবের প্রতি আদর-লক্ষণ গুণ-বিশিষ্ট ভক্তগুণরাশির অনুদয়ই ইহার হেতু। অধুনা যাহার ভক্তি প্রারব্ধ হয় তাহার পক্ষে এই সকল গুণের উদয় সহসা সম্ভবপর নহে। ক্রমে ক্রমে এই কনিষ্ঠ ভক্তও উত্তম ভক্ত হইতে পারেন।

ইতঃপূর্ব্বে যে ত্রিবিধ ভক্তি অধিকারীর বিষয় পয়ারে লিখিত হইয়াছে উহা সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভু এতৎ সম্বন্ধে যে উপদেশ করেন, শ্রীপাদ শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উহা নিম্নলিখিত রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন :—

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ় শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ সভক্তাবুত্তমোমতঃ॥
যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ।
যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধ সঃ কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রেতে ও যুক্তিতে নিপুণ এবং সর্ব্ব প্রকারে তত্ত্ববিচারের দ্বারা দৃঢ় নিশ্চয়, এই প্রকার প্রৌঢ় শ্রদ্ধ ব্যক্তি উত্তম অধিকারী। শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসই,—শ্রদ্ধা ; শ্রদ্ধার তারতম্যেই ভক্তি অধিকারীর তারতম্য নির্ণয় হইয়া থাকে। "সর্ব্বথা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ" এই পদের অর্থ তত্ত্ববিচারে, সাধন বিচারে এবং পুরুষার্থ বিচারে যিনি দৃঢ় নিশ্চয় তিনিই,—সর্ব্বথা দৃশ্চয়ঃ" পদ বাচ্য।

এস্থলে যে যুক্তির কথা বলা হইয়াছে তাহা শাস্ত্রানুগতা যুক্তি বলিয়াই বুঝিতে হইবে। যুক্তির স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ। যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ, অথচ শ্রদ্ধাবান্ তিনিই মধ্যম অধিকারী। 'অনিপুণ' শব্দের 'অর্থ এই যে, তাহার শ্রদ্ধার প্রতিকূলে বলবৎ তর্ক উপস্থিত হইলে তাহার সমাধান করিতে তিনি অসমর্থ ; অথচ আপন মনে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্। যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ অথচ যাহার শ্রদ্ধা শাস্ত্র বা অপর যুক্তি দ্বারা সহসা বিনষ্ট

হয় না, বহির্মুখ কৃত কুতর্ক দ্বারা ক্ষণ কালের জন্য চিত্ত দোলায়মান হইলেও নিজের বিবেক দ্বারা গুরুর উপদিষ্ট অর্থেই বিশ্বাস করেন এতাদৃশ ভক্তই কনিষ্ঠ ভক্ত। কুতর্কে তাহার চিত্তের ক্ষণিক দোলায়মানত্বই কোমলত্ব। কুতর্কে যাহার বিশ্বাস একবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাকে ভক্ত বলা যায় না।

শ্রীভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বিধ ভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

হে অর্জ্জুন, সুকৃতি ব্যক্তিরাই আমাকে ভজনা করে। এইরূপ ভজনকারিগণ চতুর্ব্বিধ যথা—আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। যাঁহারা দুঃখ মোচনের জন্য ভগবদ্ভজন করেন তাঁহারা আর্ত্ত; সুখপ্রাপ্তির জন্য যাঁহারা ভজন করেন তাঁহারা অর্থার্থী; ইহারা আবার দুই প্রকার—পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি ও অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি। যাহাদের দৃষ্টি চিরদিনই অবিদ্যা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন থাকে, তাহারা ইহকালের এবং পরকালের সুখের জন্য প্রার্থী হন। অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিবিশিষ্ট ভক্তগণ ইহকালের সুখের জন্য তত কামনা করেন না। তাহারা পরকালের সুখেচ্ছু হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই

সংসারের অনিত্যতা জানিয়া এবং পরলোকের সুখ ও অনিত্য জ্ঞান করিয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন। আর জিজ্ঞাসু ভক্তগণ আত্মতত্ত্ব জ্ঞানেচ্ছু হইয়া ভগবদ্ভজন করেন। জ্ঞানীভক্ত ত্রিবিধ; ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর জ্ঞানী ভগবদৈশ্বর্য্য জ্ঞানে ভগবদ্ভজন করেন। অপর শ্রেণীর ভগবন্মাধুর্য্য-জ্ঞানে ভজন করেন। তৃতীয় শ্রেণীর জ্ঞানিগণ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের মিশ্র জ্ঞানে ভজন করেন। এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে আর্ত্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু—এই তিন প্রকার ভক্ত সকাম। যাঁহারা কোন প্রকারে বিপদে পড়িয়া আত্ম-রক্ষার্থ ভগবানের শরণাপন্ন হন, তাহারাই আর্ত্ত ভক্ত। এই আর্ত্ত ভক্তের সংখ্যা এ জগতে খুবই অধিক তথাপি ইহারা সুকৃতি। সুগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতি অর্থার্থী ভক্তের উদাহরণ। মুচকুন্দ,রাজর্ষি জনক ও শ্রুতদেব প্রভৃতি জিজ্ঞাসু ভক্ত। উদ্ধব এই শ্রেণীর ভক্ত কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীদের মধ্যে সনক, সনন্দ, শুকাদির নাম উল্লেখযোগ্য। নিষ্কাম শুদ্ধ প্রেমভক্তগণের মধ্যে গোপীকারাই উৎকৃষ্টতম উদাহরণ।

অতঃপরে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিতরূপে বলা হইবে। উল্লিখিত চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে মদেকনিষ্ঠ ও একমাত্র মদ্ভক্তিপরায়ণ জ্ঞানিগণই শ্রেষ্ঠ। আমিও সেই জ্ঞানিগণের প্রেমাস্পদ এবং তাদৃশ জ্ঞানিগণও আমার পরম প্রিয়। শ্রুতিতে লিখিত আছে—"লোকে আত্মা প্রিয়ো ভবতি।"

উল্লিখিত চারি প্রকার ভক্তই উৎকৃষ্ট তন্মধ্যে জ্ঞানী—আত্মস্বরূপ ইহাই আমার মত। কারণ জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমারই আশ্রিত হইয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে, অপরাপর সকাম ভক্তের অন্যান্য বিষয়-লাভের বাসনা আছে কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আমা ভিন্ন আর কিছুই চাহে না, আমিই তাঁহাদের নিরতিশয় প্রীতির বিষয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রীতির বিষয়। আবার অন্যত্র বলিয়াছি :—

১। ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

২। "নাহমাত্মানমাসংসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্ব্বিনা।"

বহু জন্মার্জ্জিত পুণ্য-প্রভাবে জ্ঞানবান্ এই বিশ্ব চরাচর বাসুদেবাত্মক দর্শন করিয়া আমার ভজনপরায়ণ হইয়া থাকেন; তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্লভ।

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বত্র হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
যথা যথা দৃষ্টি চলে তথা কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি॥

এই লক্ষণ ইতঃপূর্ব্বে কথিত উত্তম অধিকারীর শ্রীভাগবতোক্ত লক্ষণের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে, উত্তম ভক্ত সর্ব্বত্রই বাসুদেবময় দর্শন করেন। এই বাসুদেব নামটী শ্রীকৃষ্ণেরই নামান্তর কিন্তু জ্ঞানিগণ ইহার যে নিরুক্তি করিয়াছেন তাহাও জ্ঞাতব্য। সনৎকুমার বলেন :—

১। বাসঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
স চ দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরীতঃ॥
বাসুদেবেতি তন্নাম বেদেষু চ চতুর্ষু চ।
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু যাত্রাদিষু চ দৃশ্যতে॥
ব্রঃ বৈঃ পুঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৮৭ অঃ

২। সর্ব্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠ্যতে॥ বিষ্ণুঃ পুঃ ১ম ২ অঃ

৩। ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্ব্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতং বাসুদেবস্ততঃ প্রভু॥ বিঃ পুঃ ৭ম ৫ অঃ

৪। বাসনাদ্দ্যোতনাচ্চৈব বাসুদেবং ততো বিদুঃ। মোক্ষধর্ম্মে।
ইন্দীবর-দল শ্যামঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ।
চতুর্ভুজঃ সুন্দরাঙ্গো দিব্যাভরণভূষিতঃ॥

শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কো বনমালাবিভূষিতঃ।
বসুদেবস্য জাতৎসৌ বাসুদেবঃ সনাতনঃ॥

পদ্ম পুরাণ উত্তর খণ্ড ৬০ অধ্যায়

বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল পদার্থে অণুতে পরমাণুতে যাঁহারা এই বাসুদেব শ্যাম সুন্দরমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আনন্দ-নিমগ্ন হন তাঁহারাই প্রকৃত ভক্ত। কিন্তু সকাম ভক্তগণ সেরূপ নহেন। তাহারা স্বার্থময় ফলাভিসন্ধানে বিব্রত হইয়া নানারূপ কামনার প্রাবল্যে তত্তৎ বাসনা-সিদ্ধি-বিষয়ক দেবারাধনোপযোগী নিয়মপরিপালনপূর্ব্বক স্ব-স্ব-স্বভাবের বশবর্ত্তিতায় মত্তিয় অন্যান্য দেব পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ভক্তগণ নিখিল সদ্গুণের আধার। স্বার্থাভিসন্ধান তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এই যে ভজনশীল বৈষ্ণবগণের হৃদয় সর্ব্বপ্রকার মহাগুণের আধার।

সর্ব্বমহাগুণগণ বৈসে বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণ-ভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চরে॥

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথোনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

যাঁহার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, তাঁহাতে সকল দেবগণ সকল গুণের সহিত বাস করেন। আর যে জন অভক্ত, তাহার মহদ্গুণ কোথায়? যে হেতু মনোরথের দ্বারা অসৎ পথে সে সদা ধাবমান হয়।

যাঁহারা শ্রীহরি-চরণে জীবনের অশেষ ক্রিয়া সমর্পণ করেন, সমগ্র আত্মা তাঁহার চরণে উৎসর্গ করেন, সমগ্র জীবের মধ্যে তাঁহারা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথা পুনঃপুনঃই বলা হইয়াছে।

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সব কহা নাহি যায় কহি দিগ্দরশন॥

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক শরণ।
অকাম নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবিদক্ষ, মৌনী॥

ইহা শ্রীমদুদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উপদেশ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে সাধু ভক্তের গুণ সম্বন্ধে ইহাই বলেন, যথা :—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণোমুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্পো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে ভক্ত-সাধুর আরও কতকগুলি গুণ লিখিত আছে, যথা :—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ।

কৃপালু—পরদুঃখসহিষ্ণু, তিতিক্ষু—ক্ষমাবান্, অকৃতদ্রোহ—নিজদ্রোহিজনেও যিনি দ্রোহ করেন না। সত্যসার—সত্যই যাঁহার বল। সম—সুখদুঃখে যাঁহার সমান জ্ঞান, নির্দ্দোষ, অনবদ্যাত্মা—অর্থাৎ অসূয়াদিদোষরহিত, বদান্য—দানশীল, মৃদু—অকঠিনচিত্ত, শুচি—সদাচারশীল, অকিঞ্চন—অপরিগ্রহ, সর্ব্বোপকারক—যথাশক্তি সকলের উপকার কর্ত্তা, শান্ত—নিয়তান্তঃকরণ, নিরীহ—ব্যাবহারিক ক্রিয়াশূন্য, স্থির—নিজকার্য্যে ফলো-

দয় যে পর্য্যন্ত না হয় সেই পর্য্যন্ত অব্যাগ্র; জিতষড়্‌গুণ,—ক্ষুৎ পিপাসা শোকমোহজরা মৃত্যু এই ষড়ুর্ম্মি যিনি জয় করিয়াছেন; মিতভুক্ লঘু আহারী, অপ্রমত্ত—সাবধান, মানদ—অন্যের মানদাতা, অমানী—সম্মানের অনাকাঙ্ক্ষী, গম্ভীর—নির্ব্বিকার, করুণ—করুণাদ্বারাই যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, মৈত্র—অবঞ্চক, কবি—বন্ধমোক্ষজ্ঞ, দক্ষ—পরবোধনে নিপুণ—এই গুলি ভক্তি-প্রবর্ত্তক সাধুগণের গুণ। তিতিক্ষু অর্থাৎ শীত উষ্ণাদিতে যাঁহার তুল্য জ্ঞান, কারুণিক সর্ব্ব প্রাণীর উপকার কর্ত্তা, অজাত শত্রু শমদমাদি সম্পন্ন এবং সাধুদিগের সম্মান কর্ত্তা, ইত্যাদি গুণশালীকে সাধু বলে।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে লিখিত আছে :—

মহৎসেবাং দ্বারমাহু র্বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গি সঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা,
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥

ঋষভদেব কহিলেন, হে পুত্রগণ, পণ্ডিতেরা মহৎসেবাকেই ভগবৎ প্রাপ্তির এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গকে নরক-প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। যাঁহারা সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধবিহীন, সর্ব্বভূতের হিতকারী তাঁহারাই মহান্। সাধু-সঙ্গেই কৃষ্ণ-ভক্তির উদয় হয়।

কৃষ্ণ ভক্তি জন্ম মূল হয় সাধু-সঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গ-সেবধি র্নৃণাম্॥

শ্রীভাগ—১১।২।২৮

নিমি রাজা কহিলেন, আপনারা অনঘগণ, এই হেতু আপনাদিগের নিকট আত্যন্তিক ক্ষেম জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে হেতু এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধকাল সৎসঙ্গও মনুষ্যদিগের পক্ষে সেবধি অর্থাৎ নিধি।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তি রনুক্রমিষ্যতি॥

কপিলদেব কহিলেন, মা, সাধুজনের সহিত সম্মিলন হইলে আমার প্রভাবপ্রকাশক যে সকল কথা উপস্থিত হয়, তাহা হৃদয় ও কর্ণের রসায়ন; সেই সকল সেবনে আমাতে আশু অবিদ্যানিবর্ত্তক শ্রদ্ধা, রতি এবং প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীধর স্বামী বলেন, সৎসঙ্গ যে ভক্তির অঙ্গ এই শ্লোক দ্বারা তাহাই উপপন্ন হয়। সৎসঙ্গ সেবনে প্রথমতঃ অবিদ্যা-নিবৃত্তির পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে শ্রদ্ধা রতি ও তৎপরে ভক্তি অনুক্রমানুসারে জন্মিয়া থাকে। ভক্তিরত্নাবলীকার বলেন, পরম কৃপালু শ্রীমন্নারায়ণচরণারবিন্দ-করুণা-কল্পবল্লী-ফললাভের জন্য সৎসঙ্গই প্রধান; ইহাই ভাগবতের অভিপ্রায়। যেমন সৎসঙ্গে সুফল লাভ করা যায়, অসৎসঙ্গও সেইপ্রকার কুফলপ্রদ। বৈষ্ণব মাত্রেই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবেন। বৈষ্ণবদের যত কিছু সদাচার আছে, তন্মধ্যে অসৎসঙ্গ-ত্যাগই অতি প্রয়োজনীয় সদাচার। এই অসৎসঙ্গ যে কি, সংসক্ষেপতঃ তাহা তোমায় বলিতেছি,—

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক, অসাধু কৃষ্ণ-অভক্ত আর॥
"ন তথাস্য ভবেন্মোহোবন্ধশ্চান্য-প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥"

শ্রীভাগ—৩।৩১।৩৫

যোষিৎসঙ্গ, এবং তাহার সঙ্গি-সঙ্গ, এই দুইটি পুরুষের যাদৃশ মোহ এবং বন্ধনের হেতু, অন্যপ্রসঙ্গ তাদৃশ নহে।

সনাতন, ইতঃপূর্ব্বেও "তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্" এই কথা তোমায় বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, স্ত্রীগণের সঙ্গিগণের সঙ্গও নরকের দ্বার। যোষিৎসঙ্গের এইরূপ অনর্থতা শাস্ত্রে বহুবার বহুস্থানে বলা হইয়াছে। যাহারা গৃহাদি বিষয়বার্ত্তা লইয়া সময় যাপন করেন তাঁহারই স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া খ্যাত। শ্রীভাগবতে "মহৎসেবাং দ্বারমাহু র্বিমুক্তে" শ্লোকের পরে লিখিত আছে :—

> যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
> জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
> গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
> ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥

এই দুই শ্লোকদ্বারা সুবিমল পারমহংস্যধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। স্ত্রীসঙ্গীদের সঙ্গপর্য্যন্ত অসৎসঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা অতি সুস্পষ্টই হইয়াছে। শ্রীঋষভদেব বলিতেছেন, যাহারা আমাতে সৌহৃদ্যভাবে চিত্ত সমর্পণ করেন, তাঁহারা দেহমাত্রপোষক বিষয়বার্ত্তাশীল ও স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধবশীল জনে এবং গৃহে প্রীতি লাভ করিতে পারেন না। দেহম্ভর বিষয়-বার্ত্তা,—পারমহংস্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। গৃহস্থগণ গার্হস্থ্য-ব্যাপারে মগ্ন থাকায় ভগবৎপ্রসঙ্গে বঞ্চিত থাকেন। স্ত্রীভিন্ন গার্হস্থ্য হয় না। শাস্ত্র বলেন,— "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে," সুতরাং প্রাধান্যেন ব্যাপদেশঃ" এই ন্যায়-অনুসারে গৃহিণী বা স্ত্রীই গার্হস্থ্যের মুখ্য অঙ্গ। সুতরাং "যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গঃ" এই বাক্যের অর্থ গৃহস্থব্যক্তির সঙ্গ। স্বামিপাদের টীকায় তাহা স্পষ্টতর হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, "দেহং বিভর্ত্তীতি দেহম্ভরা বিষয়াবার্ত্তৈব ন ধর্ম্মবিষয়া যেষু তেষু জনেষু, জায়াদি যুক্তেষু গৃহেষু চ (পাঠান্তরে জায়াদি প্রদেষু)।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মে শাস্ত্রবিহিত পত্নীগ্রহণ প্রশস্ত কিন্তু পারমহংস্য ধর্ম্মে স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গও অর্থাৎ

গৃহস্থলোকের সঙ্গও দোষণীয়। কেন এইরূপ দোষ ঘটে, তাহার কারণ এই যে, গৃহস্থগণ বিষয়বার্ত্তায় সর্ব্বদাই বিব্রত থাকেন। তাহারা সাধুর সমীপে উপস্থিত হইলেও সাধুগণকে সাংসারিক বার্ত্তায় বিব্রত করিয়া তোলেন। কিসে দেহের শান্তি ও গার্হস্থ্যের মঙ্গল হইবে,—এই সকল প্রশ্নের দ্বারা সাধুগণের ভগবচ্চিন্তার সময় বিনষ্ট করেন। এইজন্য স্ত্রীসঙ্গ-সঙ্গিগণের সঙ্গ পরমহংসগণের পরিত্যাজ্য।

শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী 'তুলয়াম লবেনাপি' শ্লোকের ব্যখ্যায় লিখিয়াছেন, 'যোষিৎসঙ্গাদপি যোষিদ্‌সঙ্গিণাংসঙ্গো যথাতিনিন্দ্য উক্ত-স্তথৈব ভগবৎ সঙ্গাদপি ভগবৎ সঙ্গিনাং সঙ্গোঽতিবন্দ্যোঽতিপ্রশংস্যোঽত্য-ভিলষণীয়ঃ"—অর্থাৎ যোষিৎসঙ্গ হইতেও যোষিৎসঙ্গিগণের সঙ্গ যেমন অতিনিন্দনীয় বলিয়া শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, সেইরূপ ভগবৎ সঙ্গ অপেক্ষাও ভগবৎসঙ্গি সাধুগণের সঙ্গ অতীব বন্দনীয়, প্রশস্ত ও অভিলষণীয়।

সঙ্গ কি প্রকারে ঘটে, শাস্ত্রে তাহারও প্রমাণ আছে যথা—"আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহ ভোজনাৎ"। এই প্রকারে বিষয়-বার্ত্তা-পরায়ণ গৃহস্থগণের সঙ্গ সাধুগণের পক্ষে অহিতকর হয়।

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিনচিত্তে নাহি হয় কৃষ্ণের স্ফুরণ॥

উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে সাধুগণকে "যাবদর্থ" বলা হইয়াছে। স্বামিপাদ অর্থ করিয়াছেন, দেহ-নির্ব্বাহের অধিক ধন-স্পৃহাশূন্য। ফলতঃ যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গঃ" বাক্যের অর্থ বিষয়ী গৃহস্থ সঙ্গ বলিয়াই অর্থ করা সুসঙ্গত। যেখানে ভগবৎপ্রসঙ্গ নাই, কেবলই বহির্ম্মুখতা,—সেইস্থলে কৃষ্ণভক্তির উদয় অসম্ভব। তৃতীয় স্কন্ধের ৩১ অধ্যায় হইতে যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই ৩১ অধ্যায়ের ৩৩ হইতে ৪২ শ্লোক পর্য্যন্ত স্ত্রী সঙ্গের বহুল দোষ লিখিত হইয়াছে। এস্থলে তৎসকল বলা যাইতেছে:—

অভিধেয়-তত্ত্ব

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ম্‌॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎ ক্রীড়ামৃগেষু চ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌ যথা পুংসো যথাতৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥
প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং দৃষ্ট্বা তদ্রূপধর্ষিতঃ।
রোহিদ্ভূতাং সোঽন্বধাবদৃষ্যরূপী হতত্রপঃ॥
তৎসৃষ্ট সৃষ্ট সৃষ্টেষু কো ন্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্‌।
ঋষিং নারায়ণমৃতে যোষিন্ময্যেহ মায়য়া॥
বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্‌।
যা করোতি পদাক্রান্তান্‌ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্‌॥

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
মৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য॥

যোপযাতি শনৈর্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্‌॥
যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্‌।
স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্‌॥
তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্যগৃহাত্মকম্‌।
দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা॥

স্ত্রী-স এবং স্ত্রী-সঙ্গিসঙ্গদ্বারা সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য, লজ্জা, যশ ক্ষমা, শম, দম, ভগ; শ্রী; কীর্ত্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল উক্ত অসৎসঙ্গেই নষ্ট হইয়া যায়।

যাহাদিগের বুদ্ধির স্থিরতা নাই এবং দেহাত্মবুদ্ধি, সেই মূঢ় অসাধু ও শোকার্হ এবং ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামস্ত্রীর অধীন ব্যক্তিদিগের সঙ্গ করিবে না। এমনকি স্বয়ং ব্রহ্মা মৃগীরূপধারিণী স্বীয় কন্যাকে দেখিয়া স্বয়ং মৃগরূপ ধারণ করিয়া নির্লজ্জভাবে তৎপশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মারই যখন এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল তখন তাহা হইতে ক্রমিক অধস্তন সৃষ্টের সৃষ্ট মনুষ্যাদিতে এমন কে আছে যে নারায়ণ ঋষি ভিন্ন যোষিন্ময়ী মায়া হইতে নিস্তার পাইতে পারে। আমার এই স্ত্রীময়ী মায়ার প্রভাব দেখ। যে সকল বীর ভ্রূবিজৃম্ভণ মাত্র ভুবন-বিজয়ী বীর দিগকে পদানত করিতে সমর্থ হয়, আমার এই স্ত্রীময়ী মায়া তাহাদিগকেও পদদলিত করে। যিনি যোগের পরম পারে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, যিনি সৎসেবা দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি যেন কখনও প্রমদা-সঙ্গ করেন না। কেননা, সাধুগণ প্রমদাসঙ্গকেই নরকদ্বার বলিয়া অভিহিত করেন।

এস্থলে একটু বিশেষ বিবেচ্য আছে। শ্রীভাগবত-টীকাকার বিশ্বনাথ ঋষভদেবের উপদেশে স্ত্রীসঙ্গ-দোষ প্রসঙ্গোপদেশে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষ বিচার করিয়াছেন; যথা উক্ত অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোক-ব্যাখ্যায়,—জন সাধারণ মিথুনীভাবে সুখ সাধনান্বেষণায়াসে গার্হস্থ্য করিতে গিয়া কেবল তাপই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু শাস্ত্রে ইহাও দেখা যায় যে, কুটুম্বি শুচৌদেশইত্যাদ্যুক্তা" "ন চ পুনরাবর্ত্তত" ইতি কুটুম্বিনো অপাবৃত্তি লক্ষণোর্মুক্তিবচনাৎ কথং স নিন্দামর্হতীতি চেন্নঃ প্রায়িকত্বাত্তস্য;

ব্রহ্মাদ্যাযাজ্ঞবল্ক্যাদ্যা মুচ্যন্তে স্ত্রীসহায়িনঃ
বধ্যন্তে কেচনৈতেষাং বিশেষঞ্চ বিদো বিদুঃ॥ ইতিবচনাৎ।

অর্থাৎ গৃহস্থ শুচিদেশে আসনাদি করিয়া ধ্যানযোগে সমাধি দ্বারা অপুনরাবৃত্তি লক্ষণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার একটা নিন্দা কি? কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সার্ব্বত্রিক বা সার্ব্বভৌমিক নহে; প্রায়িক। ব্রহ্মাদি ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্ত্রী সহায় সম্পন্ন হইয়াও মুক্তি লাভ

করিয়াছেন। আবার ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ স্ত্রী সংসর্গী হওয়ায় সংসার বন্ধনে বদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই "টীকাকারই সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু" শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"অনেন স্বজ্ঞানদানযোগ্য পুরুষেষু যুক্তো নিয়ত ভার্য্যাসু চ সঙ্গমন্তরেণ ইতরসঙ্গবর্জ্জনীয়" ইতি প্রকাশিতম্ তদুক্তং :—

> সৎপুংসো চ তথা স্ত্রীষু ন সঙ্গোদোষনাবহেৎ।
> যথাযোগ্যগুণায়েব দোষকৃৎ দুষ্টজন্তুষু॥

সুতরাং ইহার সঙ্গে কি দোষ? বস্তুতঃ কামুকের পক্ষে স্ত্রী সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

> অঙ্গারসদৃশীনারী ঘৃতকুম্ভ সমঃপুমান্।
> তস্মান্নারীষু সংসর্গং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
> গৌড়ী মাধ্বী তথা পৈষ্টী বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
> চতুর্থী প্রমদাজ্ঞেয়া যয়েদং মোহিতং জগৎ॥
> নাস্তি প্রমদা দৃষ্টা সুরা পীত্বৈব মাদ্যতি।
> যস্মাৎ দৃষ্টিমদা নারী তস্মাত্তাং নাবলোকয়েৎ॥

নারী-সঙ্গমাত্রই যে দোষ তাহা নহে; কিন্তু কামভোগানুরাগময় প্রমদাসঙ্গই দোষময়। তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন;—নারী অঙ্গারসদৃশী, পুরুষচিত্ত ঘৃতকুম্ভের ন্যায় কোমল; উভয়ের একত্রাবস্থান অত্যন্ত দোষণীয়। গৌড়ীমাধ্বী ও পৈষ্টী এই ত্রিবিধ সুরা অত্যন্ত মত্ততাজনক। ইহা অপেক্ষাও অত্যন্ত মত্ততাকারিণী আর একটী সুরা আছে, এই চতুর্থী সুরাই,—প্রমদা। এই প্রমদা দ্বারা সকল জগৎ মোহিত হইয়া থাকে। সুরা পান করিলে মত্ততা জন্মে কিন্তু প্রমদা-দর্শনেই মত্ততা জন্মে। সুতরাং দৃষ্টিমদা প্রমদার অবলোকন সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। প্র শব্দের এক অর্থ তত্ত্ব; দো ধাতুর অর্থ খণ্ডন। যাহাদ্বারা তত্ত্ববিস্মরণ ঘটে সেই প্রমা-খণ্ডন-সাধনরূপিণী প্রমদা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্যা। অথবা প্রকৃ

মদজনকত্বহেতুই ইহার নাম প্রমদা ; প্র+মদ—স্ত্রীলিঙ্গে আ—প্রকৃষ্ট মদজনকত্বহেতু ইহার নাম প্রমদা। সুতরাং যিনি যোগের পরপার প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে প্রমদাসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। মনু বলেন,—

"মাত্রাস্বস্রা দুহিত্রা বা নৈবেকাত্রাসনোভবেৎ।
বলবদিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংস মপি কর্ষতি।"

মাতা, শাশুড়ী কন্যা ইহাদের সহিতও একাসনে উপবেশন করিবে না। যেহেতু ইন্দ্রিয়-প্রভাব অতি বলবান্ ; অতি বড় সুসংযত ব্যক্তির চিত্তেও ইন্দ্রিয়-প্রভাবে বিক্ষুব্ধ হয়। শ্রীমহাপ্রভু নিজেও বলিয়াছেন :—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগিমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণাং তথা যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণাদপ্যসাধু॥

শাস্ত্রে এইরূপ যোষিৎসঙ্গের অপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীসঙ্গী অর্থ কামস্ত্রী সঙ্গী বুঝিতে হইবে ; কিন্তু ধর্ম্মস্ত্রীসঙ্গীকে স্ত্রীসঙ্গী বলা যায় না।' এইরূপ ব্যাখ্যা সুসঙ্গত বা শোভনীয় নহে। ধর্ম্ম-স্ত্রী গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের মুখ্য অঙ্গ। ধর্ম্মস্ত্রীর গর্ভে পুত্রকন্যা উৎপাদিত হয়। এই সকল লইয়া ধর্ম্মপত্নী-সঙ্গীকেও গার্হস্থ্যে বিব্রত হইতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে ভক্তিময় পারমহংস্য ধর্ম্মের জন্যই উপদেশ করিতেছেন। গার্হস্থ্য যে পারমহংস্য ধর্ম্মের বাধক তাহাতে সন্দেহ কি। সাংসারিক নিখিল চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দ-চরণে দেহেন্দ্রিয়প্রাণ-মন-বুদ্ধি ও আত্মা সমর্পণই ভাগবত পরমহংস ভক্তগণের একমাত্র সাধনা। সুতরাং ধর্ম্ম-পত্নী লইয়া গার্হস্থ্যের উপদেশ এস্থলে সুসঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীসঙ্গ গার্হস্থ্যকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু যে গৃহস্থ গৃহে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণপদে প্রাণ মন অর্পণ করেন, গার্হস্থ্য চিন্তা করেন, পত্নীরসঙ্গে কেবল ধর্ম্ম-চর্চ্চা করেন এবং পত্নীও সহধর্ম্মিণী হইয়া

স্বামীর ধর্ম্মভাবই বিবর্দ্ধন করেন, তাদৃশ স্ত্রী বা স্ত্রী-সঙ্গিসঙ্গ দোষাবহ নহে। কামের মাদকতা অতি ভয়ানক; অর্থের মাদকতাও প্রায় তাদৃশ। এইজন্য কামিনী ও কাঞ্চন ভগবদ্ভজনোন্মুখজনের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

এইরূপ বিচারে স্ত্রী-সঙ্গিসঙ্গ এক প্রকারের অসৎসঙ্গ এবং কৃষ্ণের অভক্তের সঙ্গও অনুরূপ অসৎসঙ্গ। তাই কাত্যায়নসংহিতাকার বলিয়াছেন :—

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজন-সংবাসবৈশসম্॥

প্রজ্বলিত হুতাশনের শিখাযুক্ত পঞ্জরের মধ্যে অবস্থিতি করাও ভাল, তথাপি যেন শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় বিমুখ জনের সহবাস জনিত পীড়া না হয়। অপিচ ভক্তিহীন মনুষ্যদিগের সঙ্গ কুত্রাপি করিবে না।

"মদ্রাক্ষাঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্॥"

এস্থলে ভক্তিহীন অপর সম্প্রদায়ের সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির সহবাসও পরিত্যাজ্য। জৈন, বৌদ্ধ কিম্বা মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা প্রায়শঃই শ্রীগোবিন্দ-চরণে শ্রদ্ধাভক্তিবিহীন; সুতরাং তাহাদের সঙ্গও ভক্তি-সাধনের বিঘাতক।

এ সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" গীতা ১৮।৬৬

শ্রীভগবানের আদেশ এই যে, ভগবানের কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা উপজাত হওয়া মাত্রই স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা হওয়ামাত্র সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও। আমার শরণাপন্ন হইলে আমি তোমার কর্ম্ম-ত্যাগজনিত সকল পাপ হইতে রক্ষা করিব। সেই জন্য দুঃখ

করিও না।' এস্থলে নিত্য নৈমিত্তিক স্বধর্ম্মনিষ্ঠা-পরিত্যাগে ভক্তির উপদেশ করা হইয়াছে। শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া যদি কেহ হরিভজন করেন এবং সেই ভজন যদি অপরিপক্বও হয় এবং সেই অবস্থায় মৃত্যু হয়, তাহাতে স্বধর্ম্মত্যাগ-জনিত অনর্থ বা প্রত্যবায় হইবে না। ভক্তিবাসনা সদ্ভাবে তাহার সকল দোষই মার্জ্জনীয় হইবে।

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য ;
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।
"কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদোভজতোঽভিকামা,
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥ শ্রীভাগ ১০।৪৮।২২

হে প্রভো, ভক্তপ্রিয়, সত্যসঙ্কল্প, ভক্তসুহৃৎ এবং কৃতজ্ঞ তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ অন্যের শরণাগত হইবে? যাঁহার বিষয়ের লাভে বৃদ্ধি অলাভে হ্রাস নাই, সেই তুমি ভজমান সুহৃৎকে তাহার অভীষ্ট বিষয় এবং আপনাকে পর্য্যন্তও প্রদান কর।

শ্রীকৃষ্ণের যে কি দয়া তাহা স্মরণ করিলে তৎপ্রতি ভক্তিরসে চিত্ত অভিভূত হয়। পুতনা স্তনে বিষ মাখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে আগমন করিয়াছিলেন; পরম দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ মাতৃবেশধারিণী পুতনাকে মাতার ন্যায় সদ্গতি দান করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবের বাক্যই তাহার প্রমাণ স্বরূপ। ভক্ত প্রবর শ্রীউদ্ধব বলেন :—

অহোবকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়া পায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং
কংবা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

দুষ্ট পুতনা প্রাণ বিনাশের অভিসন্ধিতে যাঁহাকে স্তন সংযুত কালকূট

বিষ পান করাইয়া ধাত্রীযোগ্য গতি লাভ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণ ভিন্ন আর এমন দয়ালু কে আছে যে তাঁহাকে ভজন করিব ?

কৃষ্ণের দুই ধাত্রী—অম্বিকা ও কিলিম্বা। "অম্বিকা চ কিলিম্বাচ ধাত্রিকে স্তন্যধাত্রীকে" ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রী ও গোলোকবাসিনী। এই পূতনা কৃষ্ণ-বিদ্বেষিণী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে গোলোকে স্থান দিয়াছিলেন। সুতরাং অন্যান্য দেবতা ত্যাগ করিয়া এমন পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ কে না করিবে ? শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়াই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। এ স্থলে শরণাগতের লক্ষণ জানা প্রয়োজন।

শরণাগত আকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম সমর্পণ॥

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপঃ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতি॥ বৈষ্ণবতন্ত্রং

শরণাগতি ছয় প্রকার যথা—ভগবানের আনুকূল্যের সঙ্কল্প অর্থাৎ কর্ত্তব্যতারূপে নিয়ম, প্রাতিকূল্যের বর্জ্জন, তিনি আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করিবেন বলিয়া বিশ্বাস, রক্ষা কর্তৃত্বরূপে স্বীকার বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা, আত্মনিবেদন এবং কার্পণ্য অর্থাৎ হে প্রভো, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর বলিয়া কাতরতা :—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥ তত্রৈব।

হে প্রভো, আমি তোমার হইলাম, এই বাক্য বলিয়া মনেও সেইরূপ অভিমান করিয়া এবং শরীর দ্বারা তাঁহার ধাম মথুরাদি আশ্রয় করিয়া শরণাগত ব্যক্তি পরমানন্দ অনুভব করেন।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে তৎকালে করেন আত্মসম॥

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥" শ্রীভাগ—১১।২৯।৩২

মনুষ্য যে কালে সমস্ত কর্ম্ম পরিহার করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে জীবন্মুক্ত হইয়া আমারসদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভের যোগ্য হয়।

সনাতন, এখন তোমায় সাধন ভক্তির কথা বলিতেছি। এই সাধন ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির সাধনা। যে সকল কর্ম্মের অনুশীলনে শ্রীভগবানে পরা ভক্তির উদয় হয় তাহাই সাধন ভক্তি। শ্রীভাগবতে বলা হইয়াছে—

সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহেতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

পরম ধর্ম্ম বলার জন্যই শ্রীভাগবতের প্রতিজ্ঞা। ধর্ম্ম অনেক প্রকার; যথা— দৈহিক, ঐন্দ্রিয়িক, মানসিক—প্রাণ-মন-বুদ্ধিও আত্মা সম্বন্ধীয়। এতদ্ব্যতীত শ্রুতি-স্মৃতি প্রণোদিত নানাবিধি ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে। কিন্তু সেই সকল ধর্ম্ম,—পরম ধর্ম্ম নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্র সংবাদে ভাগবত ধর্ম্মের উল্লেখ আছে যথাঃ—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥

স্বামিপাদ ইহার টীকায় বলেন, মন্বাদি স্মৃতি-সংহিতাকারগণ দ্বারা শ্রীভগবান্ বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম প্রকটন করিয়াছেন। কিন্তু ভাগবত ধর্ম্ম অতি রহস্যপূর্ণ। তাহা ঋষিগণের দ্বারা প্রকটন না করিয়া ভগবান্ অজ্ঞ লোকদিগের হিতার্থে আত্মবোধের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ স্বয়ং এই নিমিত্ত যে সকল উপায় বলিয়াছেন তাহাই ভাগবত ধর্ম্ম। এই ভাগবত ধর্ম্মই প্রথমযোগেন্দ্র নিমিমহারাজের নিকট প্রকটন করেন।

দ্বিতীয় যোগেন্দ্র হবিঃ আরও বিশেষরূপে উহা বিবৃত করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারী-নির্ণয়ে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বলা হইয়াছে। প্রহ্লাদও দৈত্য বালকদিগকে এই ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে যে বিশেষরূপে পরমধর্ম্মের কথা বলা হইল, শ্রীভাগবতের প্রারম্ভেই মহর্ষি সেই পরম ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। নির্ম্মৎসর সাধুগণের জন্য সমস্ত কামনা বিবর্জ্জিত এমনকি মোক্ষফলাভি-সন্ধানরহিত যে ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই পরম ধর্ম্ম। যাহা হইতে অধোক্ষজ শ্রীগোবিন্দে অহেতুকী ও অপ্রতিহতা পরাভক্তির উদয় হয় তাহাই পরম ধর্ম্ম। এই পরম ধর্ম্ম হইতেই পরাভক্তি প্রকটিত হয় এবং সেই ভক্তি বলেই আত্মা প্রসন্নতা লাভ করেন।

এই পরাভক্তিই আত্ম প্রসাদের জননী, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞারও জননী। এখন এই পরম ধর্ম্ম কি তাহাই বলা যাইতেছে। এই সাধন ভক্তিই পরম ধর্ম্ম। কেননা,—

> কৃতিসাধ্যাভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
> নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

ইন্দ্রিয় প্রেরণারদ্বারা যাহা সাধ্য এবং প্রেমাদি যাহার ফল,—তাহাকে সাধন ভক্তি বলে। নিত্য সিদ্ধ ভাবের হৃদয়ে অভিব্যক্তির নাম সাধ্যতা। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তিই সাধন ভক্তি; এইরূপ সাধন ভক্তি ৬৪ প্রকার; ইতঃপূর্ব্বে শ্রীরূপ-শিক্ষায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই সাধনভক্তি হইতে যে প্রেমভক্তির উদয় হয়, সে সকল বিষয়ও রাগাত্মিকা ও কামাত্মিকা প্রভৃতি ভক্তির বর্ণনে বিবৃতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে পুনর্ব্বার বাহুল্য ভয়ে তাহার আলোচনা করা হইল না।

শ্রীভগবৎপ্রেম—নিত্যসিদ্ধবস্তু। ইহা আত্মার নিত্য ধর্ম্ম। আগুনের দাহিকাশক্তির ন্যায়, ফুলে সুগন্ধের ন্যায় আত্মার সহিত ইহার সমবায় সম্বন্ধ; সুতরাং ইহা নিত্য বস্তু। এই নিত্য সিদ্ধ-বস্তু উৎপাদ্য নহে,

তবে শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা যখন হৃদয়ে ইহা উদিত হয়, তখনই ইহাকে সাধ্য বলা যাইতে পারে। এইরূপ ভাবে সাধনভক্তি ও সাধ্য ভক্তির বিচার করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীপাদরূপ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে বিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলার দ্বাবিংশ অধ্যায়ে শ্রীপাদ সনাতন শিক্ষায় উহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিখিত হইয়াছে। শ্রীমৎরূপ-শিক্ষাগ্রন্থে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর ও হরিভক্তিবিলাসের প্রতিপাদ্য বিষয়-আলোচনায় সেই সকল কথা বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে সে আলোচনা বাহুল্য ও দ্বিরুক্তি ভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

যদিও সাধন ভক্তি সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে বহুল আলোচনা হইয়াছে, বৈধী ও রাগানুগাভক্তিভেদে সাধন-ভক্তি দুই প্রকার, তাহাও বলা হইয়াছে, এবং উজ্জ্বল নীলমণিতে আলোচিত গোপী-প্রেমের সাগরতরঙ্গ দূর হইতে যৎকিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু একটী রহস্যময় তথ্য উক্ত গ্রন্থে বলা হয় নাই; তাহা এই যে, বৈধীভক্তি ও ভাগবত ধর্ম্মের মধ্যে একটী বিপুল ব্যবধান আছে। ভাগবত পরমহংসগণের ধর্ম্মটীকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া সে আলোচনা না করিলে গোপী প্রেমের উচ্চতম মধুময় রাজ্যে প্রবেশ করা অসম্ভব। উত্তমাভক্তির বা পরা ভক্তির মধ্য দিয়া আমাদিগকে সে পথে যাইতে হইবে।

এই স্থলে গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট পরাভক্তির কথা মনে হয়। সেই নিষ্কাম পরা ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের পরে উদিত হয়। ভগবানের শ্রীমুখে উক্তি এই যে,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পরাভক্তি

উত্তমা ভক্তি লাভ করিতে হইলে তজ্জন্য যে সাধন ভক্তির অনুশীলন করিতে হয়, সেই অনুশীলনটী অন্যাভিলাষিতা শূন্য হওয়া যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ স্মৃতি আদি উক্ত সকাম কর্ম্মের ভাব এবং তদ্বিপরীত শুষ্ক ব্রহ্ম-জ্ঞানের ভাবও সেই অনুশীলনে থাকিবে না। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, নিখিল বাসনা পরিহার পূর্ব্বক কেবল শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। এই মহানুশীলনের অপর অর্থ শ্রীকৃষ্ণের জন্য সর্ব্ব স্বার্থ-পরিবর্জ্জন, অথবা শ্রীকৃষ্ণ-সাগরে একবারেই আত্ম-বিসর্জ্জন। নিজের বলিয়া বিন্দুমাত্র বাসনা থাকিতেও উহা উত্তমাভক্তির লক্ষণে আসিতে পারিবে না। প্রবৃত্তি মার্গে স্বকীয় কামনা ধ্রুব মন্ত্রের ভক্তির ন্যায় ধনধান্যের বহুল কামনা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সেইরূপ ভাবে ভগবানের অর্চ্চনা বন্দনাদি করিলে নিশ্চয়ই তাহা ভক্তির অঙ্গ হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা উত্তমা ভক্তি হইবে না। আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন উত্তমাভক্তি হয় না। এই অনুশীলনের আর একটী বিশেষণ আছে—সে বিশেষণটী "জ্ঞান কর্ম্মাদি-অনাবৃত"। জ্ঞান শব্দের বহুল অর্থ আছে। এই জ্ঞান শব্দটী ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম"—(তৈত্তিরীয় উপনিষৎ)। এস্থলে জ্ঞানটী দ্রব্য পদার্থ (Substance), গুণ বা কর্ম্ম নহে। অপর স্থলে জ্ঞানটী মানসিক ক্রিয়ারূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন প্রপঞ্চ পদার্থের জ্ঞান (Phenomenal consciousness); কিন্তু এই জ্ঞানটী সেই মানসিক ক্রিয়াও নহে। এটি আত্মনিষ্ঠ গুণ বিশেষ। ইহার সহিত মনের বা চিত্ত বৃত্তির কোন সম্বন্ধ নাই। চিত্ত-বৃত্তির দ্বারা সম্বিৎ বা Phenomenal consciousness জন্মে।

কিন্তু এস্থলে যে জ্ঞানের কথা হইতেছে সেটী ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান নহে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম জ্ঞানই এস্থলের উদ্দেশ্য। কেন না, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তির বিরোধী। জ্ঞানাদি দ্বারা অনাবৃত যে কৃষ্ণ-অনুশীলন তাহাই ভক্তি। অর্থাৎ যদি এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে মিশ্রিত হইতে চাহে, তাহা হইলে উহা ভক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া ভগবৎতত্ত্ব যে জ্ঞান, সে জ্ঞানের নিষেধ করা হয় নাই। কেন না, ভগবৎতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান ভক্তির বাধক না হইয়া ভক্তির সাধকই হইয়া থাকে। এই প্রকার স্বর্গাদি জনক যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মও ভক্তির বাধক। সুতরাং কৃষ্ণানুশীলনে তাদৃশ কর্ম্মের সংশ্রবও থাকিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত কর্ম্মের বাধকতা এই শব্দের তাৎপর্য্য নহে। যে হেতু ভগবৎপরিচর্য্যাও কর্ম্ম বিশেষ। তাদৃশ কর্ম্ম ভক্তির বাধক না হইয়া সাধকই হইয়া থাকে। 'জ্ঞান কর্ম্মাদ্যনাবৃত' এই পদে যে 'আদি' শব্দের প্রয়োগ আছে, ইহার অর্থ,—বৈরাগ্য যোগ ও সাংখ্য অভ্যাস প্রভৃতি। যে শুষ্ক বৈরাগ্যের দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সাধনা হয়, এখানে সেই বৈরাগ্য পরিত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ভোগবিলাস-পরিহার রূপ বৈরাগ্য বাধিত হয় নাই। এখানে টীকাকার "আদি" পদের অর্থে যে যোগ শব্দের বাধকতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আত্মা পর-মাত্মার যোগ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তিযোগ সম্বন্ধে নহে।

এইরূপে দেখা যায় যে উত্তমা ভক্তির এই লক্ষণটী এমন সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে যে, বেদান্তবিদ্যার চরম প্রান্তে উপস্থিত না হইলে ঐরূপ ভক্তি সাধনার জ্ঞান অতি দুর্লভ। ফলতঃ বেদান্ত বিদ্যার যাহা চরম লক্ষ্য, এই ভক্তি ইহার সাধককে সেই সুবিশাল সুন্দর সরস রাজ্যে উপস্থিত করিয়াছেন। বেদান্ত, ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত করিতে গিয়া যখন "রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" এই মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ভক্তিই যে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য শ্রেষ্ঠতম সাধক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

ঋগ্বেদের বহুস্থলে জীবের সহিত ভগবানের মধুর সম্বন্ধসূচক মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হে অগ্নি, তুমি আমার পিতা; হে অগ্নি, আমরা তোমার। তুমি আমাদের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল কর। এই সকল মন্ত্র দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মতত্ত্বকে মধুময় বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" এই ঋঙ্‌মন্ত্র স্পষ্টই প্রকাশ করিতেছেন যে,যাহা হইতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, তিনি মধুময়। তিনি মধুময়, বলিয়াই বায়ু মধু বহন করে, সিন্ধু মধু ক্ষরণ করে, আমাদের অন্ন মধুময়, পৃথিবীর রজগুলিও মধুময়। ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি সেই অতি সুপ্রাচীন সময়ে আর্য্য ঋষিগণ ভগবান্‌কে আধুনিক বৈষ্ণবদিগের ন্যায় রসময়, প্রেমময় ও মধুময় ভাবেই উপাসনা করিতেন। এমন কি ঋক্ শ্রুতিতেও পরমতত্ত্বকে বন্ধু বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য সে স্থলে "বন্ধনাৎ বন্ধুঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় উক্ত 'বন্ধু' শব্দের সায়ণ-ভাষ্য অপেক্ষাও শ্রীপাদ চণ্ডী দাসের ভাষ্য অধিকতর মনোরম, এবং অধিকতর স্পষ্টার্থদ্যোতক। চণ্ডী দাসের বর্ণনায় উপাসিকা-শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকা বলিয়াছেন:—

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে, জনমে জনমে
প্রাণ নাথ হইও তুমি।

এই যে এখানে 'বঁধু' বলিয়া সম্বোধন করা হইল, ইহার বন্ধনটা কোথায়? চণ্ডীদাস তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

আমার পরাণে, তোমার চরণে
লাগল প্রেমের ফাঁসি।
সব তেয়াগিয়া এক মন হৈয়া
ওপদে হইনু দাসী॥

সুতরাং 'বন্ধু' শব্দের ভাষ্যটা সায়ণাচার্য্য অপেক্ষা চণ্ডীদাস আরও পরি-

স্ফুট করিয়াছেন। এই মধুময় বন্ধুকে আরাধনা করিতে হইলে জ্ঞানের আরাধনা অপেক্ষা প্রেমভক্তির আরাধনা যে অধিকতর উপাদেয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ফলতঃ প্রাচীন বৈদিক সময় হইতে এই বিংশ শতাব্দীর মহা বৈজ্ঞানিকতার দিনে আস্তিক সম্প্রদায় শ্রীভগবানের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া তাহাকে প্রেমস্বরূপ বলিয়াই বুঝিয়াছেন।

কিন্তু এই মধুময়ী প্রেম ভক্তির সোপান সম্বন্ধে একটুক সবিশেষ আলোচনার প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমৎ রূপ সনাতন ও শ্রীপাদ রামানন্দ রায়মহোদয়কে যে নিরুপাধি গোপীপ্রেম ও তদুপরি রাধাপ্রেমের সন্ধান দিয়াছিলেন, এবং যাহা পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া আদর্শরূপ ইঁহাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার সাধনা বা সোপান অতীব অসাধারণ। শ্রীভাগবত পাঠে একটি শব্দ সর্ব্বদাই আমার মনে হয়, সে শব্দটী ‘প্রসাদ’। অমরকোষে লিখিত আছে “প্রসাদস্তু প্রসন্নতা”। আমি চিত্তের প্রসন্নতার কথা বলিতে চাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম অধ্যায়ে ঋষিকথিত সংবাদে এই বিষয়ে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। শৌনকাদি ঋষিগণ সূতের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া বলেন :—

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥ ১০
ভূরীণি ভূরিকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ভাঃ—১।১

এইটী একটি জিজ্ঞাসার মত জিজ্ঞাসা। মানব-জীবন দেখিতে দেখিতে নদীর স্রোতের মত কোথা হইতে কোথায় চলিয়া যায়—সংসারী জীব প্রতি নিয়ত এখানকার সুখ দুঃখ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে তনুত্যাগ করে—সুদীর্ঘ জীবনেও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারে না। নানা প্রকার দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার ভয় বিহ্বল জীব অনবরত চিত্তের সংকোচে কাল

যাপন করে, তাহার হৃদয় সম্প্রসারিত হয় না, কুণ্ঠা-বিমোচন হয় না, বৈকুণ্ঠ ভাব লাভ করিতে সে পারে না—কেবল সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে ভীত-ভীত ভাবে জীবনকাল অতিবাহিত করে। সে সংসার-জীবনে কোনও সময়ে চিত্ত প্রসাদ জনিত আনন্দ অনুভব করিতে পারে না। স্বাস্থ্য হানির ভয়, মানহানির ভয়, যশো হানিরও ধনহানির ভয় ও প্রিয়জন-বিরহের ভয়, এই প্রকার শত শত ভয়ে জীব কখনও প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না। ভগবদ্ভাব-বিবর্জ্জিত জীবের প্রসন্নতা-লাভের উপায় জিজ্ঞাসা অতিশয় প্রয়োজনীয়।

এই প্রয়োজন-বোধে ঋষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"হে সত্ত্য, আপনি দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, আপনার নিকটে প্রশ্নের সদুত্তর পাইব, যেহেতু আপনি সত্তার উপযুক্ত, আপনি দেশকালপাত্র বুঝিয়াই আমা-দের কথার উত্তর দিবেন—আপনি দেখিতেছেন, এই তো কলিকাল উপ-স্থিত হইয়াছে—এই কালে মানুষের আয়ু সাধারণতঃ অতি অল্প। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে দুই একটীও শত বর্ষ বাঁচে কি না সন্দেহ। তাহাতে আবার তাহারা মন্দ, পরমার্থ বিষয়ে অলস, ধর্ম্মসাধনে অলস। কেবল অলস নয়—অসুন্দরমতি, অতি নির্ব্বোধ—আত্মোন্নতি সাধনের কিছু মাত্র বুদ্ধি বিচার নাই—যদিও কাহারো কাহারো কিঞ্চিৎ বুদ্ধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু অনেকে মন্দভাগ্য—সাধুসঙ্গরূপ সৌভাগ্যবিহীন। আবার যদিও বা কেহ কেহ সাধুসঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহাদিগকেও আবার রোগাদি দ্বারা উপদ্রুত হইতে দেখা যায়। জনসাধাধণের অবস্থা তো এইরূপ। ইহার উপরে সাধন-কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আবার বহু প্রকার, শ্রোতব্য শাস্ত্র ও বহুপ্রকার। অল্পায়ু সাধনালস, মন্দবুদ্ধি, সাধুসঙ্গবিহীন, শোকাদি দ্বারা উপদ্রুত ইহাদের হিতের উপায় কি? আপনি যদি বলেন "আমি আর কি বলিব, শাস্ত্রই তো এবিষয়ে প্রমাণ। শাস্ত্র-উপদেশই যথেষ্ট।" আমরা বলি, তাহা সম্ভবপর নহে, সাধনানুষ্ঠান অনেক প্রকার তাদৃশ; জীবের পক্ষে স্বকর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিয়া লওয়া

অসম্ভব। অতএব হে সাধো, পরদুঃখ-মোচন তৎপর, আপনি নিখিল শাস্ত্র-সমুদ্রের সার-উপদেশ সঙ্কলন করিয়া এমন একটি উপদেশ করুন, যাহা অনুষ্ঠান করিলে জীবের চিত্ত-প্রসাদ লাভ হয়।

প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্ম্ম-মীমাংসায় ইহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে, এই শ্রীভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রজ্ঝিত কৈতক পরম ধর্ম্ম বলা হইবে। এই পরমধর্ম্ম সর্ব্ব প্রকার কৈতকনির্ম্মুক্ত। অন্যান্য ধর্ম্মে স্বার্থফলাভিসন্ধাননিমিত্ত কৈতক বর্ত্তমান থাকে। এমন কি মোক্ষ ফলাভিসন্ধানও কৈতক-বিশেষ। কেন না সর্ব্বপ্রকার দুঃখসম্বন্ধ পরিহার-পূর্ব্বক নিত্যানন্দ সাক্ষাৎকরাই মোক্ষ। শ্রীধর স্বামী বলেন, এই মোক্ষ-কামনা,—এক মহাকৈতব। কিন্তু শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার কৈতব-বিবর্জ্জিত। সেই ধর্ম্ম কি, তাহার লক্ষণ কি,—প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহা বলা হইয়াছে, এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে আত্ম প্রসাদ লাভ হয়, তৎসঙ্গে সে উপদেশও প্রদত্ত হইয়াছে, উহা এই :—

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

যাহাতে বা যে সকল কার্য্যের সমষ্টি হইতে অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির উদয় হয় তাহাই পরম ধর্ম্ম। এই ভাবে ভক্তি করিলে আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

এখানে অধোক্ষজ শব্দের অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণ। তুচ্ছীকৃত হয় ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ব্যাপার যাহা হইতে,—তিনিই অধোক্ষজ। ফলতঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলে জাগতিক নিখিল পদার্থই তুচ্ছীকৃত হইয়া পড়ে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা শাস্ত্রেও একথা বলিয়াছেন :—

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যেত নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

যে সকল ক্রিয়ার সমষ্টি হইতে এতাদৃশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তির উদয় হয়, তাহাই পরমধর্ম্ম। এই ভক্তিকেই শ্রীভাগবতে নির্গুণা ভক্তি বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি, পরাভক্তি নামে অভিহিতা হইয়াছে। শাণ্ডিল্য সূত্রে এই ভক্তিই "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" অর্থাৎ ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি নামে অভিহিতা হইয়াছে।

১। অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুচ্যতে॥

২। অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ॥

৩। সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা॥

৪। দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কর্ম্মনাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥

শেষোক্ত শ্লোকটীও ভক্তির উত্তম লক্ষণ।

এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য—কোন্ কোন্ কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তে এতাদৃশী ফলাভিসন্ধানরহিতা অচলা নির্গুণা প্রেমলক্ষণা পরাভক্তির উদয় বা প্রকাশ হয়? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার উত্তর এই যে,—

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করায় উদয়॥

ইহা শ্রীপাদ শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-বর্ণিত ভক্তিরই প্রতিধ্বনি।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং সখ্যং দাস্যমাত্ম-নিবেদনম্॥

বৈধীভক্তির এই সকল অঙ্গই পরাভক্তির সাধক, এবং ইহাদের সমষ্টিই পরমধর্ম্ম।

শ্রীভাগবতে আলোচ্য মূল শ্লোকের পরের শ্লোক এই যে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে যোগ শব্দটাকে বহুল অর্থে ব্যবহৃত করিয়াছেন। ইহার একটি অর্থ "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"—কর্ম্মসমূহে কৌশলই যোগ। ভক্তিযোগ শব্দের অর্থও এখানে পরাভক্তি প্রকাশক ক্রিয়াকুশলতা (পরা-ভক্তি-ঘটক নহে—নিত্যসিদ্ধা ভক্তি উৎপাদ্যা নহে)। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম সকলের সমষ্টিই পরম ধর্ম্ম। এই পরম ধর্ম্মানুষ্ঠানেই পরাভক্তির উদয় হয়।

সমালোচ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন :—ধর্ম্মঃ পরঃ পরমঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণঃ যদুক্তম্—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামশ্রবণাদিভিঃ॥

এই শ্লোকের প্রারম্ভে যে 'এতাবান্' পদটা আছে উহাতে মতুপ্ প্রত্যয় আছে। তাহার সহিত একটা 'এব' শব্দ আছে। এই এব শব্দ দ্বারা ইহা ব্যতীত অপরের পরম ধর্ম্মবাচ্যত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং মন্বাদি স্মৃত্যুক্ত যে ধর্ম্ম লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা ধর্ম্ম বটে,—কিন্তু পরম ধর্ম্ম নহে।

'এব' শব্দটী শুনিতে অতি ছোট, কিন্তু ইহার বিক্রম অতি বিশাল। ইহার প্রয়োগ পদ-পদার্থের ব্যাখ্যানে বিপুল পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ অবধারণব্যবচ্ছেদ ও অন্যযোগব্যবচ্ছেদ এই দুই অর্থে এব শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। অযোগব্যবচ্ছেদ আবার দ্বিবিধ, যথাঃ—(ক)

কেবলাযোগব্যবচ্ছেদ (খ) অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ। ন্যায়শাস্ত্রে ইহা লইয়া বিপুল তর্ক ও তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। আমাদের এ প্রবন্ধে তাহা অপ্রাসঙ্গিক। শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় স্বাক্ষরে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমরা একমাত্র বৈধী ভক্তির অঙ্গসমষ্টিরই পরম ধর্ম্মপদবাচ্যত্ব সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের ব্যাখ্যায় আরও জানা যায় যে, তিনি অহৈতুকী পদের অর্থ করিয়াছেন—'হেতুং বিনৈব উৎপাদ্যমানা'। অর্থাৎ এই ভক্তি হেতু-ব্যতীত উৎপাদ্যমানা। নির্গুণা ভক্তিকে "উৎপাদ্যমানা" বলা ঠিক খাটি দার্শনিক উক্তি বলিয়া মনে হয় না। যাহা নিত্য, তাহা উৎপাদ্যমান নয়। নির্গুণা ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি; সুতরাং নিত্যা। আমরা এখানে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না, কেন না, এ প্রসঙ্গে তাহার অবকাশ নাই।

সাধনভক্তি দ্বারা সাধ্যভক্তির উদয় হয়। এই ভক্তিযোগ বা সাধন-ভক্তি, পরাভক্তি নহে—ইহা পরম ধর্ম্ম। এই পরম ধর্ম্ম একদিকে যেমন পরাভক্তির প্রকাশক, তেমনি ঔপনিষদ জ্ঞানেরও প্রকাশক। ঔপ-নিষদ জ্ঞান—শুষ্ক তর্কাদির অগোচর।

এই সাধনভক্তি,—পরমধর্ম্ম। শ্রীধরস্বামী বলেন :—"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যেন দানেন তপসা অনাশকেন" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যো ধর্ম্মস্য জ্ঞানাঙ্গত্বং প্রসিদ্ধং ততঃ কুতঃ ভক্তি-হেতুত্ব-মুচ্যতে ? সত্যম্ তত্ত জ্ঞানদ্বারেণ ইতি আহ বাসুদেবে ইত্যাদি।

প্রকৃত কথা এই যে, এই ভক্ত্যঙ্গ ক্রিয়াগুলিই পরম ধর্ম্ম। ইহাই ভক্তি যোগ। এই ভক্তি যোগই জ্ঞানের প্রকাশক।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ অহৈতুক জ্ঞানের ব্যাখ্যার্থ লিখিয়াছেন—"ভগবদ্রূপ-গুণমাধুর্য্যানুভবময়মেব জ্ঞানমায়াতম্।" চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে :—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
[illegible] ॥

আবার অন্যত্র লিখিত আছে,—

সোঽচিরাদেব রাজর্ষে স্যাদচ্যুত কথাশ্রয়ঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য নিত্যদাস্যাদধীয়তে॥

এবঞ্চ ভক্তেঃ করণং প্রয়োজনঞ্চ ভক্তিরেবেতিব্যবহিতম্।

ভক্তিযোগে অর্থাৎ সাধন ভক্তিতে ঔপনিষদ জ্ঞানেরও উদয় হইয়া থাকে। উহার পরিপক্ক দশায় সাধ্য ভক্তি বা প্রেম-লক্ষণা ভক্তি প্রকটিত হন। এই পর্য্যন্ত যেটুকু আলোচনা করা হইল, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, সাধন ভক্তিময়ী উপাসনায় আত্মপ্রসাদ প্রাপ্তির উপায় লাভ করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার কিঞ্চিৎ সন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

রাগদ্বেষাবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈঃ স্মরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

পাঠক মহোদয় এস্থলেও শ্রীমদ্ভাগবতের "যয়াত্মা সুপ্রসীদতি" বাক্য স্মরণ করুন। রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত আত্মবশ্যইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়-বিচরণকারী বিধেয়াত্মা প্রসাদ লাভ করেন। শ্রীপাদ শঙ্কর 'প্রসাদ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"প্রসন্নতা" ও "স্বাচ্ছ্যম্"। অনাবিল গভীর হ্রদের জল যেমন প্রসন্ন এবং আপন প্রকৃতিতে আপনি স্থির, নির্ম্মল—এই অবস্থায় আত্মাও তেমনি সর্ব্ববিক্ষেপ ও সর্ব্বাবিলতাপরিশূন্য হইয়া নিস্তরঙ্গ অনাবিল সুগভীর হ্রদের জলের ভাব ধারণ করেন। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন,—"নির্ম্মলান্তঃকরণো ভবতি।" শ্রীধর বলেন,—"শান্তিং প্রাপ্নোতি"। শ্রীমদ্‌বলদেব বলেন,—বিষয়াসক্ত্যাদিমলানাগমাদ্বিমলমনস্তমধিগচ্ছতি"।

শ্রীমন্মধুসূদন বলেন,—"প্রসাদং প্রসন্নতাং চিত্তস্যস্বচ্ছতাং পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার যোগ্যতামধিগচ্ছতি।"

শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলেন,—"প্রসাদং সঙ্কল্পবিকল্পপঙ্কলেপ-প্রক্ষালনেন মনসঃ স্বাচ্ছ্যমধিগচ্ছতি। মনসঃ স্বাচ্ছ্যমেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বাচ্ছ্যমিত্যাদি।

অতঃপর শ্রীভগবান্ আত্ম-প্রসাদলাভের শুভ ফলের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥

চিত্ত প্রসন্ন হইলে যতির আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্বদুঃখের হানি হয়। স্বচ্ছ চিত্তশীল যতির বুদ্ধি আকাশের ন্যায় প্রশান্ত ও স্থির ভাবে অবস্থান করে। ইহা শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায়।

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন :—অস্য পুরুষস্য মনঃ প্রসাদে সতি প্রকৃতি সংসর্গযুক্তসর্ব্বদুঃখানাং হানিরূপজায়তে। প্রসন্নচেতসঃ আত্মাবলোকন-বিরোধিবিবিধদোষরহিতস্যমনসঃ তদানীমেব হি বিবিক্তাত্মবিষয়া বুদ্ধির্মন্নি পর্য্যবতিষ্ঠতে।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন :—"বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে সর্ব্বতোভাবেন স্বাভীষ্টং প্রতি স্থিরীভবতি ইতি বিষয়-গ্রহণা-ভাবাদপি সমুচিত বিষয়গ্রহণং তস্য সুখমিতি ভাবঃ। প্রসন্নচেতস ইতি চিত্তপ্রসাদ ইতি প্রথম স্কন্ধে এব প্রপঞ্চিতম্। কৃতবেদান্তশাস্ত্রস্যাপি ব্যাসস্যাপ্রসন্নচিত্তস্য শ্রীনারদোপ-দিষ্টয়া ভক্ত্যৈব চিত্তপ্রসাদঃ দৃষ্টঃ।

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ সর্ব্বাপেক্ষা খাটী কথা বলিয়াছেন,—ভক্তি ভিন্ন চিত্তপ্রসাদ হয় না। ব্যাসদেব কত জ্ঞান চর্চ্চা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি, "নাতিপ্রসীদদ্ হৃদয়ং সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ভক্তি ব্যতীত চিত্তপ্রসাদ ঘটেনা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বহুবিধ তত্ত্ব চিন্তা করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে তদীয় স্বীয়োক্তিতে লিখিত হইয়াছে,—

"অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চ্চস্য সত্তমঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীমদ্ভগবদগীতায় আত্মপ্রসাদের যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং এস্থলে উহার যৎটুকু আলোচনা করা হইল, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন

হইল যে, চিত্তে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হইলে সর্ব্বদুঃখের হানি হয়, চিত্ত অতি নির্ম্মল হয়—স্বচ্ছ হয়। বৈশারদ্যপ্রাপ্ত যোগীর চিত্ত সেরূপ নহে। উহাতে যুগপৎ সর্ববিষয়জ্ঞান পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পায়। যোগদর্শনেও চিত্তপ্রসাদ ও আত্মপ্রসাদের সূত্র দৃষ্ট হয়। একটা সূত্র এই :—"মৈত্রীকরুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখ পুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্। ১।৩৩

অর্থাৎ সুখসম্ভোগশীল সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব রাখিবে, দুঃখিতের প্রতি করুণা, পুণ্যবান্ লোকদিগের প্রতি হর্ষভাব, এবং অপুণ্যবান্‌দের প্রতি উপেক্ষাভাব প্রদর্শন করিবে। যিনি এইরূপ ভাবসম্পন্ন তাঁহার হৃদয়ে শুক্ল ধর্ম্মের উদয় হয়। শুক্ল ধর্ম্ম শব্দের অর্থ সাত্ত্বিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হইতে চিত্ত প্রসন্ন হয়। (ততশ্চ চিত্তং প্রসীদতি) প্রসন্নচিত্ত একাগ্র হইয়া স্থিতিপদ লাভ করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সহিত ইহার কোন পার্থক্য নাই। গীতায় যাহা সবিস্তাররূপে ও বিশদরূপে বলা হইয়াছে, এই সূত্রে তাহাই সংক্ষিপ্তরূপে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে—

স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

অর্থাৎ সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণকি? স্থিতপ্রজ্ঞ কি বলেন, কিরূপে থাকেন, এবং কি প্রাপ্ত হন?

উক্ত অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকে ইহারই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। পাতঞ্জল সূত্রভাষ্যে ব্যাসদেবও তাহাই বলিয়াছেন "প্রসন্নমেকাগ্রং চিত্তং স্থিতিপদং লভ্যতে" ইহা শ্রীভগবানের বাক্যেরই (প্রসন্ন চেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে) প্রতিধ্বনি।

স্থিতি পদটীর কি অর্থ, গীতায় তাহা আরও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যথা—

"এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।"

স্থিতি অর্থে ব্রাহ্মী স্থিতি। উক্ত সূত্রের ভোজরাজের ব্যাখ্যান অধিক-

তম বিবৃত। এই টীকায় সূত্রের উদ্দেশ্য বিশদীকৃত হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, মৈত্র্যাদি পরিকর্ম্ম দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হইলে সহজে সমাধির আবির্ভাব হয়। রাগদ্বেষ দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। বিক্ষিপ্ত চিত্তে একাগ্রতা আসিতে পারে না। সুতরাং চিত্ত-প্রসাদনও একাগ্রতা লাভের একটী উপায়।

আরও একটী সূত্রে প্রসাদের কথা আলোচিত হইয়াছে। সূত্রটী এই :—

নির্ব্বিচারবৈশারদ্যে অধ্যাত্ম প্রসাদঃ ১।১।৪৭

নির্ব্বিচার সমাধি সুসম্পাদিত হইলে অধ্যাত্ম-প্রসাদের আবির্ভাব হয়। অর্থাৎ চিত্ত সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত ও প্রসন্ন হয়।

বৈশারদ্য পদটীর ব্যাখ্যার্থ ভাষ্যকার ব্যাসদেব লিখিয়াছেন :— অশুদ্ধ্যাবরণমলাপেতস্য প্রকাশাত্মনো বুদ্ধি-সত্ত্বস্য রজস্তমোভ্যামনভিভূতঃ স্বচ্ছঃ স্থিতি-প্রবাহঃ—বৈশারদ্যম্।

অর্থাৎ প্রকাশাত্মক বুদ্ধি-সত্ত্বের অশুদ্ধিরূপ আবরণ থাকে না। উহা রজস্তম দ্বারাও অভিভূত হয় না। এতাদৃশ নির্ম্মল বুদ্ধি-সত্ত্বের স্বচ্ছ স্থিতি প্রবাহই বৈশারদ্য নামে অভিহিত। নির্ব্বিচার সমাধির অবস্থায় এই বৈশারদ্য উপস্থিত হইলে যোগীদের অধ্যাত্ম প্রসাদ পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় ক্রমানুরোধী বিষয়-জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। আমরা যেমন একটির পর একটি করিয়া বস্তু-জ্ঞান লাভ করি, কেন না, আমাদের মন অণু ও সঙ্কীর্ণ, উহা যুগপৎ বহু বিষয়ের ধারণা করিতে সমর্থ হয় না, বৈশারদ্য-প্রাপ্ত যোগীর চিত্ত সেরূপ নহে। উহাতে যুগপৎ সর্ব্ববিষয় জ্ঞান পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ পায়। তথাচোক্তম্—

প্রজ্ঞা-প্রসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতো জনান্।
ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥

পর্ব্বতশিখরস্থ ব্যক্তি যেমন মেঘ ঝটিকা প্রভৃতির ক্রীড়াস্থল হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থান করিয়া ভূমিস্থ জনগণকে ক্লেশাদি দ্বারা ক্লিষ্ট দেখিতে পায়,

সেইরূপ যিনি প্রজ্ঞাপ্রাসাদে আরূঢ় হইয়াছেন তিনি স্বয়ং শোকমুক্ত হন, এবং অপরাপর জনগণকে শোকক্লিষ্ট দেখিয়া থাকেন। ভোজরাজ ইহার ব্যাখ্যায় বলেন—চিত্তং,—ক্লেশ-বাসনারহিতং স্থিরপ্রসাদযোগ্যং ভবতি।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাবেই এ সূত্রও বিভাবিত।

"প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে"।

চিত্ত-প্রসাদ হইলে সকল দুঃখই তিরোহিত হয়। এই পর্য্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, পাতঞ্জল দর্শনের এই সূত্র ভগবদ্গীতারই প্রতিধ্বনি। ফলতঃ পাতঞ্জল দর্শনও সাংখ্যশাস্ত্র। ইহা সেশ্বর সাংখ্য-জ্ঞান ও সাংখ্য-যোগেরই সূত্র-গ্রন্থ। অতঃপর ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার কথা বলা যাইতেছে :—

"ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা"

অর্থাৎ সেই সমাহিত চিত্তে যে প্রজ্ঞার উদয় হয়, তাহার নাম ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। ঋত শব্দের অর্থ সত্য। যে প্রজ্ঞা কেবল শুদ্ধ সত্যকে ধারণা করে তাহা ঋতম্ভরা। ইহাতে বিপর্য্যয়ের লেশমাত্রও থাকে না। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ
ত্রিধাপ্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্ ইতি।

অর্থাৎ আগম অনুমান ও ধ্যানাভ্যাস এই ত্রিবিধভাবে প্রজ্ঞাকে প্রকল্পিত করিয়া উত্তমযোগ লাভ করা যায়।

রাগ-দ্বেষ বিবর্জ্জিত চিত্ত,—অনাবিল নিস্তরঙ্গ প্রসন্ন সলিল হ্রদের ন্যায় অনাবিল স্বচ্ছ ও প্রশান্তভাব ধারণ করে; এতাদৃশ চিত্তে বিশুদ্ধ সত্য ভিন্ন মিথ্যার লেশাভাসও প্রতিফলিত হয় না। এই অবস্থায় চিত্তে যে প্রজ্ঞার উদয় হয়, তাহা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা নামে অভিহিত হয়। আগম বা অনুমান হইতে যে প্রজ্ঞার উদয় হয়, তাহা হইতে ইহা ভিন্ন। কেন না, আগম ও অনুমানজনিত প্রজ্ঞার বিষয় ভিন্ন। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা কাহারও অপেক্ষা রাখে না, উহা আপনার ভাবে আপনি পূর্ণ, আপনার ভাবে

আপনি বিভোর। সুগম্ভীর, সুনীল, সুপ্রসন্নসলিল বিশাল বিপুল হ্রদের ন্যায় শান্তস্থিরা প্রজ্ঞা মানব আত্মার এক মহা মহীয়সী অবস্থা। এই অবস্থার পরে প্রেমরসময় বৃন্দাবনানন্দ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দচরণারবিন্দে যে প্রেম-লক্ষণা পরাভক্তির উদয় হয়, তাহাই সমুন্নত মানব সমাজের পরম পুরুষার্থ। ইহাই সাধ্য ভক্তির সার। সাধন ভক্তি হইতে সাধ্য ভক্তির উদয় হয়, সাধ্য ভক্তি, প্রেমফলে পরিণত হয়। সাধ্য ভক্তিই সাধন ভক্তির ফুল; প্রেম উহার ফল। শ্রীচরিতামৃতের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বৈধী ও রাগানুগা নামে যে সাধন ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, শ্রীরায় রামানন্দ গ্রন্থে ও শ্রীরূপ-শিক্ষামৃত গ্রন্থে আমি তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে উহার উল্লেখ পুনরুক্ত মাত্র হইবে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

ভক্তির প্রকার-ভেদ

ভক্তিসন্দর্ভে সাধন-ভক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। সেই সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে তদ্রূপ আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। শ্রীচরিতামৃতে উহা হইতে বহুল সারগর্ভ প্রমাণ-বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ভক্তি সন্দর্ভে লিখিত আছে, রুচি প্রভৃতি দ্বারা শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করার পর উপাসনার পূর্ব্বাঙ্গস্বরূপ উপাস্ত-সাম্মুখ্য লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। সাম্মুখ্য, উপাসনার পূর্ব্বাঙ্গ; উহা দ্বিবিধ—নির্ব্বিশেষময় ও সবিশেষময়। নির্ব্বিশেষময় সাম্মুখ্য,—জ্ঞান; আর সবিশেষময় সাম্মুখ্য,—যোগ ও ভক্তি। জ্ঞান—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সাধন। শ্রবণ

মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতি ইহার সাধনাঙ্গ। ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব-সাধনই এই সাধনার লক্ষ্য। ইহা হইতে জীবের সংসার-মুক্তি হয়। জ্ঞানিগণ মহৎ কৃপা প্রাপ্ত হইলে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ জ্ঞান লাভ করিয়া ভজনানন্দ প্রাপ্ত হন। অহংগ্রহোপাসনাশীল ব্যক্তিগণ সবিশেষ শক্তিশালী ঈশ্বরের চিন্তা করেন এবং "আমিই ঈদৃশ ঈশ্বর" এইরূপ চিন্তায় সিদ্ধিলাভ করেন। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত নাগপাশাদি যন্ত্রিত শ্রীপ্রহ্লাদ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ইনি বিষ্ণুভাবে বিভাবিত হইয়া তাদৃশ সাধন-ফলে নাগপাশাদি হইতে নিজকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার অন্তিম ফল—স্বারূপ্য মুক্তি।

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম সাম্মুখ্য-উপায়,—ভক্তি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির যে সকল বিভাগ করা হইয়াছে,—প্রথম খণ্ডে তাহা আলোচিত হইয়াছে। ভক্তিসন্দর্ভে অপর তিন প্রকার বিভাগ দৃষ্ট হয়, যথা,—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপ সিদ্ধা। ভক্তিত্বের অভাব সত্ত্বেও ভগবানে অর্পণাদি দ্বারা যে সকল কর্ম্ম ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ম্মাদি বা ভক্তি আরোপসিদ্ধা ভক্তি নামে অভিহিত। অর্থাৎ সে সকল কর্ম্মাদি ভগবানের আরোপিত হওয়ায় সেই আরোপে কর্ম্মাদিরও ভক্তিগন্ধ প্রাপ্তি ঘটে; আবার ভক্তির পরিকররূপে যে সকল কার্য্য কৃত হয়, তাহা সঙ্গসিদ্ধাভক্তি নামে কথিত হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম ভক্তির সঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহাকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলে। শ্রীভাগবতে ১১।৩ ২৩-২৪ শ্লোকদ্বয় ইহার দৃষ্টান্ত। প্রবুদ্ধ যোগীন্দ্র নিমিরাজকে বলিয়াছিলেন, গুরুর নিকটে গমন করিয়া আত্মপ্রদ হরির সন্তোষসাধক ভাগবত ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিবে, গুরুকে দেবতারূপে জ্ঞান করিয়া নিষ্কপট সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ভাগবত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিবে। সমস্ত বিষয় হইতে চিত্ত বিমুক্ত করিয়া প্রথমতঃ সাধু-সঙ্গ তৎপরে দীনজনের প্রতি দয়া, সমানের সহিত মিত্রতা এবং শ্রেষ্ঠ জনের প্রতি সম্মানদান শিক্ষা করিবে। শ্রীভাগবতের এই প্রকরণে কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তির অঙ্গরূপে স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্ম এরূপ স্থলে

সম্বন্ধসিদ্ধা ভক্তি বলিয়া অভিহিতা। স্বরূপসিদ্ধাভক্তি এই যে, যাহা স্বতঃই ভক্তিরূপে প্রসিদ্ধা। এমন কি, মূঢ় ও উন্মত্ত প্রভৃতিও যদি সেই সকল কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহারাও ভক্তির ফল পাইবে। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি—স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। কেন না, স্বরূপানুবন্ধ-প্রকৃতি সর্ব্বদায়ই স্বীয় ফল প্রদান করে। এই তিন শ্রেণীর ভক্তি আবার সকৈতব ও অকৈতব ভাবে দ্বিবিধ। ভক্তি সন্দর্ভে এতদ্ব্যতীত কর্ম্মমিশ্রা, জ্ঞান মিশ্রা, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা প্রভৃতি বিবিধরূপ ভক্তির প্রকার ভেদ বর্ণনা করা হইয়াছে। ফলতঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তি সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করা হইয়াছে, বহুল শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে এবং কর্ম্ম যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহার মুখ্যফল,—শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম-প্রাপ্তি।

ভগবদ্গীতায় বর্ণিত পরাভক্তি,—যোগসূত্রে কথিত ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা লাভের পরে উদিত হয়। পরা ভক্তির পরে সাধক-চিত্তে সমুদিত প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণস্বরূপ ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি সম্বন্ধে শ্রীরূপশিক্ষামৃত নামক প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীচরিতামৃতের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় যে অভিধেয় তত্ত্বের সূত্র লিখিত হইয়াছে তাহার সারগর্ভ আলোচনার সংক্ষিপ্ত ভাব ইহা হইতেই জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের মধ্যে রাগাত্মিকা ভক্তি দৃষ্ট হয়। যাহারা ব্রজবাসীর ভাবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দাসদাসী, সখা-সখী ও মাতাপিতার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন এবং সেইরূপ ভজনে প্রবৃত্ত হন তাহাদিগকে রাগানুগাভক্তির সাধক বলা হয়।

লোভে ব্রজবাসীর ভাবের করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসি জনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥"

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরগণের মধ্যে যে ভক্তিভাব বিদ্যমান তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তি। যে ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকরণে প্রলুব্ধ হয় এবং সেইরূপ ভাবে সাধককে পরিচালিত করে, তাহাই রাগানুগা ভক্তি কিন্তু রাগানুগা ভক্তির সাধক নিজকে রাগাত্মিকা ভক্তির সাধক বলিয়া মনে করিতে পারেন না। রাগানুগা সাধকের চিত্তে সখ্যরসের বা অন্য কোন ব্রজরসের উদয় হওয়া সম্ভবপর কিন্তু তন্নিমিত্ত তিনি নিজকে শ্রীদাম, ললিতা বিশাখা শ্রীরাধা কি নন্দযশোদা ইত্যাদি রূপে অভিমান করিতে পারেন না। তাহা হইলে অহংগ্রহোপাসনা হয়।

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্য্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি-লক্ষণম্॥

শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণে সেই সেই ভাবাদি মাধুর্য্য অনুভব গোচর হইলে সাধকের চিত্ত বিধিবাক্য এবং কোনরূপ যুক্তিকে অপেক্ষা করে না, স্বতঃই তাহাতে প্রবৃত্ত হয় সেইটা লোভোৎপত্তির লক্ষণ।

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাব লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানু সারতঃ॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌকুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥'

এই সকল বচন-প্রমাণের তাৎপর্য্যার্থ এই যে :—সেই রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠ ব্রজবাসিজনাদির ভাবাদির মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া বুদ্ধি তাহা অপেক্ষা করে না ; "অর্থাৎ আমি সেইরূপ ভাব কবে পাইব",—এই বাসনাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ ; এই লোভোৎপত্তি বিষয়ে শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা থাকে না। যাঁহার ব্রজজনের ভাবে লোভ হইয়াছে, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী ইহাই ফলিতার্থ। এতাদৃশ রাগানুগা-সাধন-ভক্তির অধিকারী জনের কর্ত্তব্যও গ্রন্থকার বলিয়াছেন।

রাগানুগা সাধনভক্তিতে স্মরণই মুখ্য সাধন। এই কারণে নিজ ভাবোচিত লীলা-বিলাসী শ্রীবৃন্দাবননাথ কৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে এবং নিজাভিলষণীয় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীললিতা, বিশাখা ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতিকে স্মরণ করিতে করিতে সেই সেই কথায় (অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী প্রভৃতির সহিত শ্রীবৃন্দাবননাথের লীলা কথায়) রত হইয়া সামর্থ্য থাকিলে শরীরের দ্বারা সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবে এবং অসামর্থ্যে মনের দ্বারা ব্রজে বাস করিবে। কি প্রকারে সেবা করিবে তাহাও বলা হইয়াছে :—নিজ প্রিয়তম, কৃষ্ণ-বিষয়ক এবং নিজ অভীষ্ট শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী, ললিতা, বিশাখা ও শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদি-বিষয়ক ভাবলাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সাধকরূপে (যথাবস্থিতদেহে) সমুচিত দ্রব্যাদি দ্বারা এবং সিদ্ধরূপে অন্তশ্চিন্তিত তৎসাক্ষাৎ সেবোপযোগিদেহে মানসিক উপচারে ব্রজলোকানুসারে—অর্থাৎ সাধকরূপে ব্রজলোকরূপ শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভৃতির অনুসারে এবং সিদ্ধরূপে ব্রজলোকরূপ শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির অনুসারে সেবা করিবে।

যাঁহারা মধুররসের রাগানুগীয় সাধক তাঁহারা কি প্রকারে সিদ্ধদেহ চিন্তা করিবেন তাহা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন। শ্রীললিতা-বিশাখা-শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতির আজ্ঞায় শ্রীরাধামাধবের সেবাকরা এবং শ্রীকৃষ্ণের মনোহর-রূপে ভূষিত এবং শ্রীরাধিকার নির্ম্মাল্য বসনভূষণে ভূষিতা সখীগণের সঙ্গিনীরূপে আপনার মনোময়ী মূর্ত্তি চিন্তা করিবে।

সনৎকুমার তন্ত্রও বলিয়াছেন,—রাগানুগীয় সাধক-ভক্ত সখীদিগের মধ্যে আপনাকে রূপযৌবনসম্পন্না কিশোরীরূপে চিন্তা করিবেন।

আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাগ্রন্থে রাগানুগা ভক্তি বিবৃত হইয়াছে। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থের ভাব দুরূহ। স্থানে স্থানে গুরূপদেশ ব্যতীত যথাযথ অর্থ পরিগ্রহ যায় না। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহাশয় কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা নামক পুস্তকেও রাগানুগা ভক্তি বিবৃত হইয়াছে; যাঁহাদের এ বিষয়ে জানার প্রয়োজন হইবে, তাঁহারা এই গ্রন্থ অনুশীলন করিবেন। রাগানুগা-সাধকভক্তিনিষ্ঠগণের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিবার ক্রম বিশদরূপে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ব্যাখ্যার প্রারম্ভে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভক্তগণের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্ত লিখিত হইল। এ সম্বন্ধে মৎকৃত শ্রীকৃষ্ণমাধুরী গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

রাগানুগামার্গে অনুৎপন্নরতি সাধক ভক্তগণ আপনার বাঞ্ছিত সিদ্ধদেহ মনোমধ্যে পরিকল্পনা করিয়া তাহাদ্বারা ভগবানের সেবাদি করিয়া থাকেন; এবং জাতরতি সাধকদিগের সিদ্ধদেহ স্বয়ং স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকে।

এই রাগানুগা সাধনভক্তি যাঁহার হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তিনি সিদ্ধদেহে শ্রীরাধামাধবের কুঞ্জসেবা করিয়া নিরতিশয় পরমানন্দে নিমগ্ন থাকেন। তাদৃশ সাধকগণ সাধনরাজ্যের ভূষণস্বরূপ। যোগীন্দ্রগণদুর্ল্লভা রাগানুগা ভক্তি বহু সাধন-লভ্য।

এইভাবের যে সাধনার পদ্ধতি আছে, উহা সিদ্ধপ্রণালীর সাধনা নামে খ্যাত। সাধকদেহ এবং সিদ্ধদেহ এই দুইরূপ দেহ পরিকল্পিত হইয়াছে। আমাদের এই যথাবস্থিত দেহই সাধনাবলম্বনে সাধকদেহ নামে খ্যাত। কিন্তু প্রত্যেক জীবের সাধনা-সৌভাগ্যফলে অপর একরূপ সিদ্ধদেহের অনুভব হয়;

সে দেহ এই রক্তমাংসপূর্ণ জড় দেহ নয়, সাংখ্যকার কপিল ঋষির উপদিষ্ট সূক্ষ্মদেহ বা কারণ দেহও নয়,—উহা আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত নিত্যশুদ্ধ সুচারুসমুজ্জ্বল সচ্চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি। বৈষ্ণব সাধনায় এই সকল সচ্চিদানন্দময়ী মূর্ত্তি ব্রজরস-ভজন-সাধনার মঞ্জরী দেহ নামে খ্যাত। ইঁহারা সখীদিগের আজ্ঞানুসারে শ্রীরাধাগোবিন্দসেবায় নিযুক্তা হন এবং ভজনানন্দ লাভ করেন। এই দেহ নিত্য, চিরসুন্দর, চিরমধুর ও চিরসমুজ্জ্বল। ইঁহাদের উপরে দেশ-কাল প্রভৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ভজননিষ্ঠ সাধক, সাধনার পরিপাক দশায় এই সিদ্ধদেহের স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হন। পাঞ্চভৌতিক দেহ সর্পের খোলসের ন্যায় পরিত্যক্ত হয় কিন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহময়ী ব্রজসুন্দরীগণ স্বীয় ধ্যানে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া শ্রীযুগল সেবায় নিরত হইয়া থাকেন। এইরূপ উপাসনার আভাসমাত্র সনৎকুমার তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ভজনে শ্রীমূর্ত্তি সমূহের বর্ণ, বস্ত্র বয়স ও সেবাকার্য্যের একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

দিক্	নাম	বর্ণ	বস্ত্র	বয়স	সেবা
	শ্রীনন্দনন্দন	ইন্দ্রনীলমণি	পীত	১৫।৯।৭	—
	শ্রীমতীরাধিকা	গলিত কাঞ্চন	মেঘবৎ	১৪।২।১৫	—
উত্তর	শ্রীললিতা	গোরোচনা	ময়ূরপিচ্ছ	১৪।৩।১২	তাম্বূল
ঈশান	শ্রীবিশাখা	তড়িৎ	তারাবলী	১৪।২।১৫	বস্ত্রাদি
পূর্ব্ব	শ্রীচিত্রা	কাশ্মীর	কাঁচবর্ণ	১৪।১।১৯	চিত্র
অগ্নি	শ্রীইন্দুলেখা	হরিতাল	দাড়িম্ব পুষ্প	১৭।২।১২	অমৃতাসন
দক্ষিণ	শ্রীচম্পকলতা	ফুল্লচম্পক	চাষপক্ষী	১৪।২।১৪	চামর
নৈঋত	শ্রীরঙ্গদেবী	পদ্মকিঞ্জল্ক	জবাপুষ্প	১৪।২।৮	চন্দন
পশ্চিম	শ্রীতুঙ্গবিদ্যা	কাশ্মীর	পাণ্ডুবর্ণ	১৪।২।২০	গানবাদ্য
বায়ু	শ্রীসুদেবী	পদ্মকিঞ্জল্ক	জবাপুষ্প	১৪।২।৮	জল

মঞ্জরী-নির্ণয়

দিক্	নাম	বর্ণ	বস্ত্র	বয়স	সেবা
উত্তর	শ্রীরূপমঞ্জরী	গোরোচনা	শিখিপিঞ্ছ	১৩।৬।০	তাম্বুল
ঈশান	শ্রীমঞ্জুলীলামঞ্জরী	তপ্তহেম	কিংশুকপুষ্প	১৩।৬।৭	বস্ত্র
পূর্ব্ব	রসমঞ্জরী	ফুল্লচম্পক	হংসপক্ষা	১৩।০।০	চিত্র
অগ্নি	রতিমঞ্জরী	বিদ্যুৎ	তারাবলী	১৩।২।০	চরণ
দক্ষিণ	গুণমঞ্জরী	তড়িৎ	জবাপুষ্প	১৩।১।২৭	জল
নৈঋত	বিলাসমঞ্জরী	স্বর্ণকেতকী	ভ্রমরবর্ণ	১৩।০।২৬	অঞ্জনসিন্দুর
পশ্চিম	লবঙ্গমঞ্জরী	বিদ্যুৎ	তারাবলী	১৩।৬।১	মালা
বায়ু	কস্তুরীমঞ্জরী	হেমবর্ণ	কাঁচবর্ণ	১৩।০।০	চন্দন

সিদ্ধপ্রণালার মধ্যে এইরূপ ধ্যানও ভাবনার প্রথা দেখা যায়। এই ভাবের উল্লেখ করিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥
"পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃ পিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তা স্তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ॥"

যাঁহারা উদ্যমের সহিত পতি, পুত্র, সুহৃদ্ ভ্রাতা, পিতা এবং মিত্রের ন্যায় হরিকে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে প্রণাম করি।

অতঃপরে শ্রীচরিতামৃতে শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি যে উপদেশে লিখিত হইয়াছে তাহা এইরূপ,—

এইমত করে যেবা রাগানুগাভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥
প্রেমাঙ্কুরে রতিভাব, হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্॥

যাহা হৈতে পাই এই কৃষ্ণ-প্রেমধন।
এই ত কহিল অভিধেয় বিবরণ ॥

এই স্থলে অভিধেয়তত্ত্ব বর্ণনে শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলা দ্বাবিংশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। অতঃপরে প্রেম বা প্রয়োজন তত্ত্বের উপদেশ ত্রয়োবিংশ অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

প্রয়োজন-তত্ত্ব

ইহ সংসারে প্রয়োজন ভিন্ন কেহ কোন কার্য্য করেন না। ভগবৎ-সাধনারও প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজন,—প্রেম। এই প্রেমের পূর্ব্বাবস্থার নাম,—ভাব বা রতি। ভূ ধাতুর উত্তর অন্ প্রত্যয় করিয়া ভাব শব্দ নিস্পন্ন হয়। ভাবয়তি করোতি রসান্ ইতি ভাবঃ। বিকারো মানসো ভাবোঽনুভাবো ভাববোধক ইত্যমরঃ। সাধন ভক্তির পরিপাকে অথবা ভক্তের কৃপায় ভাবভক্তির উদয় হয়। যখন শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে মন সংলগ্ন থাকিতে চাহে, তখন ভাবই রতি নামে কথিত হয়। এই ভাব মনের বিকার-বিশেষ। তাই কোষকার অমর বলিয়াছেন, "বিকারো মানসো ভাবঃ"। বিকার্য্য শব্দের অর্থ এই যে,—বিক্রিয়তে বিদ্যমানং বস্তু অবস্থান্তরং নীয়তে ইতি বিকার্য্যম্।

এই বিকার্য্য আবার দুই প্রকার,—প্রকৃতির উচ্ছেদক এবং প্রকৃতির গুণান্তর আধায়ক। গুণান্তরা আধায়কের একটী দৃষ্টান্ত দেওয় যাইতেছে—যাহা বর্ত্তমানে একরূপ ছিল, তাহা যদি গুণান্তর প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাকে গুণান্তর আধায়ক বিকার বলা যাইতে পারে। বিষয়-রস-নিমগ্ন

ব্যক্তির চিত্ত যখন ভগবদুন্মুখ হয় এবং ভগবদ্ভাবে বিভাবিত হয়, শ্রীভগবান্‌কে ভাবিতেই যদি ভালবাসে, তাহা হইলে বলিতে হইবে তাঁহার ভাব জন্মিয়াছে।

শ্রীরাধিকার চিত্ত অন্যান্য বালিকাদের ন্যায় বাল্য ক্রীড়ায় রত ছিল। সহসা তিনি একদিন চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরলীধরী ভুবনমোহনী শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; শুনিলেন, তাঁহার নাম শ্যামসুন্দর। দূরাগত বংশীধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার মনে বিকার জন্মিল; শৈশব ক্রীড়ায় মন রহিল না, মুহূর্ত্তের মধ্যে চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। যোগিনীর ন্যায় তিনি সেই শিখিপুচ্ছ চূড়ালঙ্কৃত বংশীবদন শ্যামসুন্দরের ধ্যানে বসিয়া গেলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা দূরে গেল, সখীজনের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ হইল। তিনি ঘরের কোণে বসিয়া শ্যামের রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইহারই নাম,—ভাব। ইহাই প্রেমের প্রথম অবস্থা।

বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ভাবের উদাহরণস্বরূপ বহু বহু পদ আছে। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ভাব ও প্রেমের লক্ষণের বহু আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে পুনর্ব্বার উল্লেখ নিস্প্রয়োজন। এই ভাবই চিত্তকে রঞ্জিত করে, চিত্তের কঠোরতা দূর করিয়া চিত্তকে কোমল করে। ইহা হ্লাদিনী শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। কিন্তু ফলতঃ তাহা হইতে ইহা কোটিগুণিত আনন্দরূপাহ্লাদিনী শক্তির সারবৃত্তি বলিয়া ইহার নাম,—রতি। ভাব, রতি ও প্রেম সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে বহুল আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এস্থলে দ্বিরুক্তির আশঙ্কায় পুনর্ব্বার আলোচনা করা হইল না।

যাঁহার হৃদয়ে প্রীতির অঙ্কুর উপজাত হয়, প্রাকৃত দুঃখে তাঁহার কোনও দুঃখবোধ হয় না। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণ পরিচিন্তনে কাল যাপন করেন।

হৃদয়ে প্রেমাঙ্কুর উপজাত হইলে যে নয়টী লক্ষণের উদয় হয়, ইতঃ-

পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। এখানে সেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত না করিয়া সেই নবলক্ষণের নাম মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম লক্ষণ,—ক্ষান্তি; ক্ষোভের হেতু থাকা সত্ত্বেও চিত্তের অক্ষোভিত অবস্থার নাম ক্ষান্তি। ক্ষান্তি, তিতিক্ষা, ক্ষমা, অমর্ষ এবং সহন—এই সকল, ক্ষান্তিরই পর্য্যায়। "ক্ষমূইভ্যমর্ষে মর্ষঃ সহনং। মৃষংক্ষান্তৌ।" ক্ষম্ ধাতুর অর্থ মর্ষ বুঝায়; মর্ষশব্দের অর্থ সহন। দ্বিতীয় লক্ষণ—অব্যর্থ কালত্ব, অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত কৃষ্ণ-বিষয় ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে ক্ষণকালের জন্যও চিত্ত নিয়োগ করিতে পারেন না। তৃতীয়—বিরক্তি, ইহার অর্থ ভগবদ্বিষয় ভিন্ন অপর বিষয়ে চিত্তের অরোচকতা। চতুর্থ—মানশূন্যতা, পঞ্চম—আশাবন্ধ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনায় আশাবন্ধাবস্থায় থাকা। ষষ্ঠ—সমুৎকণ্ঠা। সপ্তম—নামগানে সদারুচি, অষ্টম—ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি, নবম—তদ্বসতি-স্থলে প্রীতি।

প্রেমাঙ্কুরের এই নব লক্ষণের উদাহরণ ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। ক্ষান্তির উদাহরণ;—রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপের পরে শ্রীভাগবত শ্রবণ সময়ে এই ভাবের উদয় হইয়াছিল। তিনি তখন শান্ত সানন্দ চিত্তে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণকে বলিয়াছিলেন, এখন আর আমি কোন চিন্তা করিনা। বিপ্রগণ, আপনারা আমায় অঙ্গীকার করুন, গঙ্গাদেবীও আমায় অঙ্গীকার করুন। আমি এখন শ্রীভগবানে চিত্ত ধারণ করিয়াছি, এখন আর আমার কোনও নিরানন্দ নাই। জীবনের যাহা প্রয়োজন তাহা পাইয়াছি। ব্রাহ্মণ-শাপ-প্রেরিত তক্ষক এখন আমায় দংশন করে করুক, আমার এখন আর কোনও চিন্তা নাই। ব্রাহ্মণগণ, আপনারা এখন আমার নিকট বিষ্ণু গুণ-গাথা কীর্ত্তন করুন

অব্যর্থ কালত্বের উদাহরণ হরিভক্তি সুধোদয় গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

বাগ্‌ভি স্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত,

স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।

ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥

নিরন্তর বাক্যদ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ এবং শরীর দ্বারা প্রণতি করিয়াও অবিতৃপ্ত সাধুগণ নয়ন জলাভিষিক্ত হইয়া হরির উদ্দেশেই সমস্ত পরমায়ুঃকাল অর্পণ করেন।

৩। বিরক্তির উদাহরণ—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃ শ্লোক লালসঃ ॥

মহারাজ ভরত ভগবৎ-প্রাপ্ত্যভিলাষী হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজমান স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ এবং রাজ্যকে যৌবনাবস্থাতেই মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥

প্রেমই যে জীবনে প্রয়োজন, আসমুদ্র ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ রাজর্ষি ভরতের জীবন তাহারই উদাহরণ।

৪। মানশূন্যতার উদাহরণ :—

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥

সমস্ত ভূপতির শিখামণি স্বরূপ এই মহারাজ ভরত ভগবানেতে একান্ত রত হইয়া ভিক্ষা নিমিত্ত শত্রুপুরীতে গমন করিয়া চণ্ডাল পর্য্যন্ত বন্দনা করিয়াছেন।

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি জানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে ॥

৫। আশাবন্ধের উদাহরণ :—

ন প্রেম শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো,
জ্ঞানংবা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তিবা।

হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজন বল্লভ! ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্॥

আমার প্রেম নাই, প্রেমের কারণ যে শ্রবণাদি সাধনভক্তি তাহাও নাই, ধ্যান ধারণাদিময় বৈষ্ণবযোগেরও কোন অনুষ্ঠান নাই এবং জ্ঞান বা কোন শুভকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করি নাই, অধিক কি বলিব সমস্ত সাধনের মূল যে সজ্জাতি তাহাও নাই; অতএব হে গোপীজন বল্লভ, তোমাতে যে আমার অচ্ছেদ্যমূলা আশা, সেই আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

৬। সমুৎকণ্ঠার উদাহরণ:—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্॥

তোমার নিত্য নবকিশোর মধুরমূর্ত্তি ত্রিভুবনে অদ্ভুত; ইহা যদি তুমি না জান, তবে জেনে রাখ। আমার চপলতার আর কথা কি? সেত চির প্রসিদ্ধ! তাহাতো আমিও জানি, তুমিও জান। মুরলীধর, এখন তোমার ঐ বিরল মুখ-কমলখানি নয়ন ভরিয়া ভাল করিয়া দেখিতে সাধ হয়। এখন তুমিই ব'লে দাও—কি করিলে তোমায় প্রাণভরিয়া দেখিতে পাই।"

ফলতঃ যাঁহারা রসময় ভগবানের সাধনা করেন, আত্মরাম বা আপ্তকাম হইয়া বসিয়া থাকার অবসর আদৌ তাঁহাদের হয় না। প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রেমময়ের সহিত যাঁহাদের দেনা-পাওনার হিসাব লইয়া দিন-রজনী যাপন করিতে হয়, তাহাদের স্থির হইয়া বসিবার অবকাশ কোথায়! এক মুহূর্ত্ত না দেখিলেই নয়ন চঞ্চল হইয়া উঠে, হৃদয়ের চাপল্য, সাগর-তরঙ্গে আত্মাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে;—কেবল দেখা,—আর কেবলই সেই মনোহর মধুর মুরলীধরের মোহন মুখাম্বুজের দিকে চেয়ে থাকা;—একটু না হইলেই প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। এ এক বিষম সমস্যার উপাসনা!

ইহার নাম মাধুর্য্যের উপাসনা—ইহা মধুর কি, কি বিষময়,—কে বলিবে ?

রসময় প্রেমিকভক্ত কবিরাজ মহাশয় ইহার এক সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিয়াছেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হইলেও উহাতে অনেক কথা আছে। তিনি বলেন, এটা উদ্‌ঘূর্ণা দশার শ্লোক। প্রেমাবিষ্ট চিত্তের উচ্চতম দশায় নানা প্রকার বিবশভাবের আবির্ভাব হয়। এইদশায় বাহ্যজ্ঞান থাকে না। গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থে এবং নীলাচলে ব্রজমাধুরী গ্রন্থে এই দশার বিবৃতি আছে। এই শ্লোকটার ভাবার্থ এই যে, শ্রীমতী যেন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়া চিত্তের উদ্বেগে বলিতেছেন, একে তো আমার নয়ন তোমায় দেখিবার জন্য এত ব্যাকুল, তাহার উপরে তুমি দেখা না দিয়া আরও আকুল করিয়া তোল। বল দেখি, এ তোমার কেমন ভাব ?

ইহার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন:—তোমার এই নয়ন-চাপল্য কেবলই চিত্তের লঘুতার জন্যইতো হইয়াছে। তুমি সাধ্বী-প্রবরা অতি গম্ভীরা, তোমার অতি প্রিয় সখীরাও তো তোমায় ইহা বুঝাইয়া থাকে। আপনার মন বই তো নয়, বুঝাইলে তো হয়।

শ্রীকৃষ্ণের এই উপহাস-বাক্য মনে কল্পনা করিয়া উহার প্রত্যুত্তরেই যেন শ্রীমতী উদ্বেগ সহকারে বলিতেছেন, তুমি আমায় চপলা বলিয়া উপহাস করিতেছ—আচ্ছা বল দেখি ইহাতে আমার দোষ কি ? ত্রিভুবনে কে না জানে যে তোমার কিশোর ভাব ত্রিজগতে নিদারুণ অদ্ভুত। উহার মাধুর্য্য একদিকে যেমন মাদক অপরদিকে তেমনই আকর্ষক। আমি অবলা আভীরা বালিকা—তোমার কৈশোর মাধুরীর মাদকতার প্রবল আকর্ষণে আমি কি স্থির থাকিতে পারি ? যাহাতে যোগীর চিত্ত চপল করিয়া তোলে তাহাতে আমার নয়ন চপল হইবে, ইহাতে অসম্ভবপর কি ? তোমার নিজের কৈশোরের ব্যাপারটা একবার স্মরণ করিয়া দেখ। আর

ত্রিভুবনে আমার চাপল্যও অদ্ভুত—ইহা আমিও জানি তুমিও জান—একথাটাও স্মরণ রাখিও।

তুমি বল সখীরা আমায় প্রবোধ দেয়। “তা বটে, তারা আমার উদ্বেগের কি জানে? একে কি অপরের বেদন জানে?—জানিলে কি আর তারা আমায় ধৈর্য্য ধরিতে বলে? আর যখন তাহারা আমায় ধৈর্য্য ধরার জন্ত উপদেশ দেয়, তখন তারাও এ চাপল্যের কথা জানে। না জানিলে এইরূপ উপদেশই বা দিবে কেন? কিন্তু তারা তো আমার হৃদয়ের বেদনা বোঝে না।”

এই কথা বলিতে বলিতে উদ্বেগ-তরঙ্গ আরও উথলিয়া উঠিল। তখন দীন ভাবে শ্রীমতী বলিলেন—এখন বল দেখি কি করিয়া আমি তোমায় প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইব? তুমিই তা ব'লে দাও—এভাবে আর যে আমি থাকিতে পারি না!

যদি বল মনের উদ্বেগ শান্ত কর। উদ্বেগ বাড়াইলেই বাড়ে। আমায় নাইবা দেখ্‌লে, দে'খে কি ফল?” আমি বলি, ফল নাই কেন? তোমায় দেখা চোখের সুফল, যাহারা তোমায় দেখে না, তাদের চোখ কি চোখ? যারা তোমার কথা শুনে না, তাদের কাণ কি কাণ?”

যদি বল এখন না হয় নাই দেখিলে—ধৈর্য্য ধর। ইহার পরে দেখিতে পাইবে। আমি বলি, আমি কুলবধু—সব সময় কি তোমায় দেখিতে আমার সুযোগ হয়। নির্জ্জনে না হইলে আমি কি সততই তোমায় দেখিতে পারি? এখনই আমার সুবিধা! তুমি এখন একবার দাঁড়াও; আমি এই অবসরে একবার প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখিয়া লই—ওকি! কোথা যাও, তিলেক দাঁড়াও, একবার তোমায় দেখিয়া লই—আমার মত তোমার শতেক আছে, কিন্তু মুরলীমোহন, তোমার মতন আমার যে ত্রিজগতে আর কেহ নাই। একবার ওখানে তিলেক দাঁড়াও, আর আমি প্রাণ ভরিয়া তোমার ঐ মুরলী-মুখের অতুল মাধুরী দেখিয়া লই।”

এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই মত ভাবের অনন্ত কথা এই শ্লোকের ভিতরে বিরাজমান। রসিক ভাবুক প্রেমিক পাঠকগণ জীবন ভরিয়া মুহুর্মুহুঃ এই ভাব-রস পান করুন।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায় কর্ণামৃতের উক্ত শ্লোকটী মহাপ্রভু বিশেষ ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন। কবিরাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই—

তোমার মাধুরী বল তাতে মোর চাপল
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করোঁ কাহা যাঙ কাঁহাগেলে তোমা পাঙ
তাহা মোরে কহত আপনি॥
নানা ভাবের প্রাবল্য হৈল সন্ধি শাবল্য
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোষামর্ষ আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ॥

নামগানে সদারুচির উদাহরণ :—

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা॥

হে গোবিন্দ, অদ্য অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া চন্দ্রকান্তি নামক গন্ধর্ব্বা বালা মধুরস্বরে তোমার নাম-পরম্পরা গান করিতেছেন।

৮। ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তির উদাহরণ :—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।

মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥

লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্য্য অনুভব করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন—রাস লীলায় যুগপৎ সর্ব্বত্র ব্যাপনশীল এই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ অতি সুমধুর,—আবার শ্রীমুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক চালন করিয়া বলিলেন, এই শ্রীমুখমণ্ডল আবার অতি মধুর। শ্রীমুখমণ্ডলের মৃদু হাসি দেখিয়া চীৎকার পূর্ব্বক ওদিকে তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া,—তর্জ্জনী চালন পূর্ব্বক বলিলেন, এই যে মধুগন্ধিযুক্ত মৃদু মধুর হাসি টুকু, ইহা আবার মধুর মধুর মধুর মধুর— সর্ব্বাপেক্ষা মধুর।

এইরূপ আর একটা শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

চিত্রং তদেতৎ চরণারবিন্দং
চিত্রং তদেতৎ নয়নারবিন্দম্।
চিত্রং তদেতৎ বদনারবিন্দং
চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্ ॥

শ্রীপাদ লীলাশুক সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের চিহ্নিত কবি। কিন্তু এত বড় কবি হইয়াও তিনি ভাষায় সে শ্রীমুখ-বর্ণনের ও শ্রীঅঙ্গ-বর্ণনের উপায় পাইলেন না, তাই তিনি অবশেষে লিখিলেন,—"চিত্রংচিত্রমহো বিচিত্র মহহো চিত্রং বিচিত্রং মহঃ"।

উক্ত শ্লোকেও তিনি শ্রীভগবৎপ্রত্যক্ষ-বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইয়া কেবল "চিত্রং" পদ দ্বারাই মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আবার মাধুর্য্যের বর্ণন করিতে প্রয়াসী হইয়া কবীন্দ্র শ্রীল লীলাশুক কেবল মাত্র "মধুর" শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ মাধুর্য্যের বর্ণন পরিসমাপ্ত করিয়াছেন।

ইহা ভিন্ন আর উপায় কি? কবিবর লীলাশুকের শব্দ-বৈভব বা

সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বর্ণনের শব্দ-সম্পৎ যে কম ছিল, তাহা নহে। তিনি আরও কত প্রকার শব্দের সাহায্যে শ্রীভগবানের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বর্ণন করিতে পারিতেন, কিন্তু সমগ্র শব্দের যোজনা করিলেও তাঁহার চিত্তের চরিতার্থতা হইত না। তিনি যে সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সাগরে নিমজ্জিত, সেখানে ভাষার সর্ব্বপ্রকার সম্পদই অল্প,—ভাষা সেখানে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকরী—অথচ ভাষার পথে ভাবের প্রবাহ স্বভাবতঃই বাহিরে আসিতে চায়—কিন্তু সে বেগ ধারণ করার সামর্থ্য ভাষার নাই। ভাষা তখন স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, জড় ভাব প্রাপ্ত হয়। তখন নিরুপায়া ভাষা ভাবের চাপে পড়িয়া আত্মহারা হয়। এ অবস্থায় ভাব যাহা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে স্ফীত হয়, সেই অবলম্ব্য বস্তুর স্বরূপের কেবল লেশাভাস বা কণা বিন্দু লইয়াই নিরুপায়া ভাষা ভাবুকের নিকটে দীনাবেশে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই দীনা ভাষাই ভাব-গ্রাহী শ্রোতার হৃৎকর্ণে প্রকৃতির ভীষণ শক্তি স্বরূপ জল-প্রপাতের বিশাল বেগময় প্রবাহের ন্যায় ভাব-প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া ভাবুকের ভাব প্রকটনে সাহায্য করে। ভাবের শক্তি ভাষায় সঞ্চারিত হয়। তাহার ফল, প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনন্ত ও অফুরন্ত। এস্থলেও "চিত্র" "বিচিত্র" পদগুলি দ্বারা ভাবগ্রাহী পাঠক অবশ্যই কৃতার্থ হয়েন; তাহাদের চিত্তে ভাব-রাজ্য প্রস্ফুরিত হয়।

৯। তদ্বসতিস্থলে প্রীতির উদাহরণ :—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥

কোনও জাত-ভাবব্যক্তি দূর হইতে প্রার্থনা করিতেছেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, কবে আমি যমুনা তীরে সজল নয়নে তোমার নামাবলী কীর্ত্তন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিব।

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণ নাম॥

কৃষ্ণ গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা-স্থান করে সর্ব্বদা পীরিতি॥
কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণ-প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥

মহাপ্রভুর এই উপদেশের মর্ম্ম এই যে, ভগবৎপ্রেম-লাভই মানব জীবনে প্রয়োজন,—ইহাই মানবাত্মার বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা। জড়ায় জীবন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মানুষ প্রেমের প্রেরণায় নিখিল কার্য্য সম্পন্ন করে। প্রেমই মানুষের নিখিল কর্ম্মশক্তির মূল। মানব দেহের প্রত্যেক স্পন্দনই প্রেমের প্রেরণা,—অনুকূলের জন্য প্রযত্ন, ও প্রতিকূলের বিনাশনের প্রয়াস,—জান্তব জীবনের ও যান্ত্রিক কার্য্য (Function of organism) মানুষে জন্মের পূর্ব্ব হইতেও এই নিয়মে জীবন-কার্য্য আরম্ভ হয়। অবিদ্যা পরিচালিত জীবনেও প্রেমশক্তির কার্য্য-দক্ষতাই পরিলক্ষিত হয়। মানুষ যাহা ভালবাসে তাহাই করিতে চায়; যাহাকে ভালবাসে তাহাকেই দেখিতে চায়, তাহাকে পাইতে চায় এবং তাহার সঙ্গসুখ লাভে কৃতার্থ হয়। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত জীব অনিত্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া প্রকৃত প্রেমের লক্ষ্যহারা হয়,—প্রেমের প্রকৃত বস্তু কি এবং খাঁটি প্রেমই বা কি, সে তাহা জানে না কিন্তু প্রেমই যে তাহার জীবনের পরিচালক এবং প্রেমের বস্তু-লাভই যে তাহার পুরুষার্থ বা জীবনের প্রয়োজন সেই বিচার না করিয়াও স্বভাবতঃ (automatically) স্বীয় প্রকৃতির প্রভাবে মানুষ কার্য্য করিয়া থাকে। এই ভাবে জীব জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে প্রেমের আস্পদ বলিয়া মনে করে। দেহ-গেহ, জনক-জননী, ভাই-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বিষয়-বৈভব, যশো-মান-গৌরব প্রভৃতি সংসারের বহুল বিষয়কে প্রীতির বস্তু বলিয়া মনে করে এবং সেই সকল বস্তু লাভ করাই জীবনের প্রয়োজন বলিয়া তৎপ্রাপ্তির

জন্য কর্ম করে। কিন্তু কাল অতি দুরন্ত শিক্ষক। কাল বুঝাইতে চেষ্টা করে,—সাংসারিক বস্তু মাত্রই নশ্বর, চঞ্চল এবং পরিবর্ত্তনশীল।

মানুষ ভবের বাজারে খাঁটি সোণা ক্রয় করিতে যাইয়া অজ্ঞানতায় গিল্‌টি দ্রব্য ক্রয় করে, অল্প সময় পরেই গিল্‌টি নষ্ট হয়, প্রবঞ্চিত মানুষ বুঝিতে পারে যে সে অজ্ঞানতাবশে প্রবঞ্চিত হইয়াছে। একদিন যাহাকে সে আপন বলিয়া মনে করে, দুইদিন পরে সে পর হয়, শুধু পর নয়,—প্রাণঘাতক ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহার বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হয়; প্রীতিরস্থলে অপ্রীতি ও বিশ্বাস-ঘাতকতা দেখিয়া মানুষ হাহাকার করে। এই অবিদ্যার জগতে কিছুই ঠিক নয়। ইহার উপরে নশ্বরতার প্রভাব; স্ত্রী-পুত্র-ধনজন সকলই নশ্বর—কিছুই স্থায়ী নয়; সংযোগ ক্ষণিক, আনন্দও ক্ষণিক; বিয়োগে,—হাহা-কার। অনিত্য বস্তুতে প্রেম স্থাপন করিলে পরিণাম যে বিষম হয়, মানুষ তখন তাহা বুঝিতে পারে। সুতরাং দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্র, ধনজন বৈভব বা যশোমানগৌরব-লাভ জীবনের প্রকৃত পুরুষার্থ বা প্রয়োজন নহে, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে। গুরুর কৃপায়, শাস্ত্রের উপদেশে, ভগবৎ সাধনার প্রভাবে অবিদ্যার কুহেলিকা ঘুচিয়া যায়, অজ্ঞান-তিমির তিরো-হিত হয়, তখন মানুষ বুঝিতে পারে প্রেমের প্রকৃত বস্তু,—প্রেমানন্দ রসময় বিগ্রহ,—শ্রীভগবান্‌। তিনিই নিত্যসিদ্ধ প্রেমানন্দ রসময় করুণাসিন্ধু। তাঁহার প্রতি হৃদয়ের ষোল আনা প্রীতি সংস্থাপন করাই সুদুর্ল্লভ মানব জীবনের একমাত্র মুখ্যতম প্রয়োজন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে সম্বন্ধতত্ত্ব ও অভিধেয় তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া অবশেষে এই প্রেমরূপ প্রয়োজন তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করেন। প্রত্যেক বিষয়েরই এক একটা পূর্ব্বরূপ থাকে। আকাশে যখন পূর্ণজ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহার পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে উষার কনক-কিরণ দিক্‌সকলকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, নিশার নীরবতা তিরোহিত

করিয়া বিহঙ্গগণ সুকণ্ঠে সুতানে সুমধুর কূজনে জগৎপ্রকাশক বিভাবসুর মঙ্গল আরতি কীর্ত্তন করে, জগতের নিদ্রিত কর্ম্মশক্তি সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠে, জীবনের বিবিধ চিহ্ন পরিস্ফুট হয়—ইহাই জ্যোতির্ম্ময়ের প্রকাশের পূর্ব্বরূপ। এইরূপ প্রেম সূর্য্যাংশু প্রকাশেরও পূর্ব্বরূপ আছে। পরম করুণাময় প্রেমানন্দরসবিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে প্রেমাঙ্কুরের পূর্ব্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া এখন প্রেমের চিহ্ন সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন :—

যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥
ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥

যে ধন্যজনের চিত্তে এই নবীন প্রেমার উদয় হয়, তাহার বাক্য ও ক্রিয়ার পরিপাটী শাস্ত্রবেত্তারাও বুঝিতে পারেন না।

শ্রীভাগবতে এসম্বন্ধে অতি সুন্দর একটী প্রমাণ আছে; তাহা এই যে,—

"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতিগায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥"

পূর্ব্বোক্ত সাধন-প্রণালী অনুসারে সাধনা করিতে করিতে স্বপ্রিয় শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীভগবানে অনুরক্ত হইয়া দ্রবীভূত চিত্ত সাধক কখনও হাস্য করেন, কখনও রোদন করেন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে হা গোবিন্দ, হা গোপাল, হা কৃষ্ণ, হা মধুসূদন ইত্যাদিনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, কখনও বা গান করেন, কখনও বা নৃত্য করেন

সাধক জনসাধারণের আচরণ-ব্যবহার-বহির্ভূত ভাবে উন্মত্তবৎ এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন।

ফলতঃ মানুষ যখন ভগবৎপ্রেম প্রাপ্ত হয় তখন তাঁহার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই প্রেমে মানবচিত্ত লোকধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম ও বৈদিক ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া এক আনন্দময় রাজ্যে উপস্থাপিত হয়। সুতরাং সংসারাবদ্ধ জনসাধারণ তাহার ভাব ও অনুভাবজনিতকার্য্য সমূহকে উন্মাদবৎ বলিয়া মনে করে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

কাশীতে প্রেম-প্রবাহ

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং জগতে এইভাব প্রকটন করেন। যখন কাশীধামের মায়াবাদী সন্ন্যাসিগুরু শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত তাঁহার প্রথম দেখা হয়, তখন তিনি তাঁহাকে ছল পূর্ব্বক এই কথাই বুঝাইয়াছিলেন। এখানে অবশ্যই তাহা উল্লেখযোগ্য। মহাপ্রভু যখন কাশীতে উপস্থিত হইলেন, তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ দেখিলেন, বঙ্গদেশ হইতে জ্ঞানবৈরাগ্যের সুপ্রসিদ্ধ পবিত্র মহাপীঠে একজন তরুণ যুবক বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। সুঠাম সমুন্নত সুদীর্ঘ আকার, কষিত-কাঞ্চনের ন্যায় গৌরকান্তি, পদ্মপলাশবৎ আকর্ণবিশ্রান্ত ঢলঢল সজল নয়নযুগল,—সে আকার, সে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য দেখিয়া কঠিন হৃদয় সন্ন্যাসীর চিত্তও বিচলিত হয়। বাঙ্গালী তরুণ যুবক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীতে আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাসের কোন কার্য্য নাই; মুখে অবিরাম হরিনাম, সে নাম যে শুনে, সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তনে যোগ দেয়। এইরূপে এই

তরুণ সন্ন্যাসীর শত শত অনুচর তাঁহার সঙ্গে যোগ দিয়া কাশীর পথ ঘাট, অলি গলি, বাজার ও দেবস্থান হরিনাম কীর্ত্তনের বন্যাতরঙ্গে প্লাবিতকরিয়া ফেলিলেন। শ্রীনাম-কীর্ত্তনে ও উদ্দণ্ড নৃত্যে জন সাধারণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসিগণ ইহা দেখিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন; যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন।
না করে বেদান্ত পাঠ, করে সঙ্কীর্ত্তন॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে॥

ভক্তগণ সন্ন্যাসীদের নিন্দাবাদ দুঃখিতান্তঃকরণে প্রভুকে জানাইলেন। ইহা শুনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলেন, আর কোন উত্তর করিলেন না। প্রভু শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুনর্ব্বার কাশীধামে আগমন করিয়া কায়স্থ চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিগণ আবার প্রভুর দর্শন পাইলেন, আবার পূর্ব্ববৎ তাঁহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রশেখরের ও তপনামিশ্রের হৃদয়ে সেই নিন্দা শেলের মত প্রবিষ্ট হইল। তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রভুকে বলিলেন :—

কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে এবে, ছাড়িব জীবন॥
তোমাকে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীরগণ।
শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ॥

গম্ভীর হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎহাস্য করিলেন, আর কিছুই বলিলেন না।

ইতোমধ্যে এক ব্রাহ্মণ এক সন্ন্যাসি-সভা আহ্বান করিয়া প্রভুকে তথায় পদার্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহা ভক্তদুঃখ অপনোদনকারী প্রভুরই চক্র। তিনি নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। দলে দলে মায়াবাদী সন্ন্যাসীর দল সেখানে আগমন করিলেন। তাঁহাদের নেতা মায়াবাদী সন্ন্যাসীগুরু শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী অতীব জাকজমকে সে সভায় আগমন করিলেন। মহাপ্রভু অতি দীনভাবে সন্ন্যাসি-সভায় পদার্পণ করিয়া সকলকে নমস্কার করিয়া আঙ্গিনার এক কোনে গিয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন এবং সেই খানেই দিনাতিদীন ভাবে বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু অগ্নি কখনও লুক্কায়িত থাকে না এবং জগৎ-প্রকাশক দিবাকরেরও আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিতে হয় না; উদয় মাত্রই সে আলোক সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে। তেজঃপুঞ্জ সমুন্নত সুদীর্ঘ স্বর্ণকান্তি তরুণ সন্ন্যাসীর অরুণ কিরণে উপস্থিত সন্ন্যাসিমাত্রই বিমুগ্ধ হইয়া পরিলেন;

বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ।
মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্য্যাভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন॥

শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ অতি সম্ভ্রমে প্রভুকে আহ্বান করিলেন এবং সভামধ্যে সম্মানজনকস্থানে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। তৃণাদপি নম্রতা ও তুচ্ছতা স্বজীবনে প্রদর্শন করিয়া লোকশিক্ষা দেওয়াই যাঁহার এই অবতারের প্রধান নীতি, তিনি দাম্ভিক গর্ব্বদর্পদৃপ্ত সন্ন্যাসীদিগকে সেই সুশিক্ষা দিবার জন্য অতি বিনীতভাবে বলিলেন, গিরি, পুরী, সরস্বতী, তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, কানন পর্ব্বত ও ভারতী এই দশ নামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে আমি সম্প্রদায় গৌরবে অতি হীন; ইহার উপরে শাস্ত্র জ্ঞানে একবারেই দরিদ্র। আপনাদের সহিত একত্র উপবেশন আমার পক্ষে শোভনীয় নহে। এই বলিয়া প্রভু নীরব হইলেন, প্রকাশা-

নন্দ তাঁহাকে অতীব সম্মান সহকারে হস্ত ধরিয়া সভামধ্যে বসাইয়া বলিলেন, আপনার নামই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ? আপনি সুবিখ্যাত কেশব ভারতীর শিষ্য। আপনি আমাদের সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী। ইহাতেও আপনি ধন্য। কিন্তু আপনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন না কেন ? সন্ন্যাসী হইয়া ভাবুকদিগকে সঙ্গে লইয়া নর্ত্তন-সঙ্কীর্ত্তন করেন কেন ? সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, বেদান্ত পাঠ, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন—তাহাই বা না করেন কেন ? নৃত্য কীর্ত্তন করা, নামকীর্ত্তন করিতে করিতে রোদন করা, এসকল সন্ন্যাসীর কার্য্য নহে,—ভাবুকের কার্য্য। আপনার তেজঃ-পুঞ্জ আকার প্রভাব দেখিয়া যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ভাবুকের অনাচার কর্ম্ম করিয়া বেড়ান কেন ?

মহাপ্রভু করযোড় পূর্ব্বক অতীব বিনীতভাবে বলিলেন, শ্রীপাদ, তবে শুনুন। আমি অতি মূর্খ, শাস্ত্র না জানিয়া সন্ন্যাস লইলাম। ইহাতে গুরুদেব কৃপা করিয়া আমায় বলিলেন :—

মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র-সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনে কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব মন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥

এই বলিয়া গুরুদেব আমাকে হরিনাম মন্ত্র জপ করিবার উপদেশ করিলেন। সেই নাম জপ করিতে করিতে উন্মত্ত হইলাম। নামকীর্ত্তন করিতে করিতে কখনও হাসিতে লাগিলাম, কখনও কাঁদিতে লাগিলাম এইরূপে অধীর অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম, গুরু-চরণে উপস্থিত হইয়া বলিলাম,—

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন।

গুরুদেব আমার কথা শুনিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ঠিক হয়েছে"। ইহাই ঐ মন্ত্রের প্রকৃত ফল।

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

সরল ব্যাকুল অন্তরে দিন যামিনী শ্রীনাম মহামন্ত্র জপিতে জপিতে হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়। এই প্রেমই পুরুষার্থ-শিরোমণি, এই প্রেমই জীবের পরম প্রয়োজন, এই প্রেমানন্দসিন্ধুই পঞ্চম পুরুষার্থ। ব্রহ্মানন্দাদি যত কিছু আনন্দ আছে, ইহার তুলনায় উহারা সিন্ধুর তুলনায় বিন্দুমাত্র। ইহাই কৃষ্ণ নামের ফল। তোমার অতি সৌভাগ্য, তুমি সেই প্রেম পাইয়াছ।

কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥

গুরুদেব আরও বলিলেন :—

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ততনুক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি উতি ধায়॥
স্বেদকম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদগদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥

এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥
ভাল হৈল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ॥

তুমি এই পরম পুরুষার্থ পাইয়াছ, ভালই হইয়াছ। শ্রীপাদ গুরুদেবের এই মহা উপদেশের মূলে শ্রীমদ্ভাগবতের "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা" ইত্যাদি বচন-প্রমাণ রহিয়াছে। আমি শ্রীগুরুর উপদেশে উৎসাহিত হইয়া মহাপ্রেমসাধক শ্রীকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করি এবং তাঁহার বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করি। আমি আপন ইচ্ছায় কীর্ত্তন করিনা, আপন ইচ্ছাতে নৃত্যও করি না ; শ্রীনামের প্রভাবে আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে।

কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম॥"

মহাপ্রভু স্বীয় লীলায় যে প্রেমানন্দ আস্বাদন করিয়াছেন, শ্রীপাদ রূপ-সনাতনকে তাহারই উপদেশ প্রদান করিয়া প্রেমের পঞ্চম পুরুষার্থতা-সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিয়াছেন।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

গোপী-প্রেম

অতঃপরে প্রেম ক্রমে গাঢ় হইয়া যেরূপে স্নেহ-মান-প্রণয়-রাগ-অনুরাগ ভাব-মহাভাবের উদয় হয়, তিনি তাহাই বলিয়াছেন। শ্রীপাদরূপকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, এস্থলেও আবার সেই সকল উপদেশই তেমন ভাবেই বলিয়াছেন। এখানেও শান্ত দাস্যাদি পঞ্চ প্রকার রতির কথা,

বিভাব অনুভাব, স্থায়ীভাব, ব্যভিচারি ভাব, সাত্ত্বিক ভাব, আলম্বন উদ্দীপন প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। এই সকল বিষয় ভক্তিরসামৃত সিন্ধু-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরূপ-শিক্ষামৃতে ও তৎপূর্ব্বে শ্রীরায় রামানন্দগ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে মধুর রসের রূঢ় ও অধিরূঢ় ভাবের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা না করিলে প্রেমতত্ত্বের পরিস্ফুটতা হইবে না। সুতরাং যদিও ইতঃপূর্ব্বে গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থাদিতে রূঢ়ভাব ও অধিরূঢ় ভাবের সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরা লীলায় কি প্রকারে গোপীভাব এবং রাধাভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া মাদন মোহন প্রভৃতি ভাবের যে উজ্জ্বল উদাহরণ দেখাইয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস উক্ত গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে তথাপি এস্থলে আবার উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থানিহিত প্রেমতত্ত্বের এই সকল ভাবের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রসঙ্গক্রমে প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে ব্রজরসের অন্যান্য রস সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পরে ভাব ও মহাভাবের কথা উল্লেখ করেন। মধুরা রতিতে ভাব ও মহাভাব উচ্চতর ও উচ্চতম অবস্থা। অনুরাগ ভাবের চরমসীমা প্রাপ্ত হয়। অনুরাগের মহাআশ্রয় ভাব। এই অনুরাগের কথা বলিতে হইলে গোপী-প্রেমের কথা বলিতে হয়। গোপী প্রেম কি বস্তু, তাহা বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। সুরসিক প্রেমিক ভক্তগণ আদি পুরাণ হইতে গোপী-প্রেমামৃতের দুই একটী কথা তুলিয়া ভক্তগণকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতের চতুর্থ অধ্যায়ে গোপীপ্রেমের মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিৎ বর্ণিত হইয়াছে।

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥
কৃষ্ণের সহায় গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা, সখী, দাসী॥

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেম-সেবা-পরিপাটি ইষ্ট-সেবা-সমাহিত॥

তথাহি গোপীপ্রেমামৃতে :—

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবা স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥
মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতং।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ॥

গোপিকাগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্য, ভোগ্যা, বান্ধব, স্ত্রী। হে পার্থ, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, গোপিকাগণ আমার যে কি নয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। অর্থাৎ আমার সকলই।

হে পার্থ, গোপিকাগণ আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমাতে শ্রদ্ধা এবং আমার মনোগত তত্ত্বতঃ জানেন; অন্য কেহ জানে না।

শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ বহুবার বহুস্থলে গোপীপ্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দশমস্কন্ধে শ্রীরাসলীলার ৩২ অধ্যায়ে প্রেমিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি এই যে,—

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হত তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥

হে অবলাগণ, যে তোমরা আমার জন্য লোক বেদ পরিত্যাগ করিয়াছ, আমি তোমাদিগের নিরন্তর সেই ধ্যান-প্রবাহ-সম্পাদনার্থ ও প্রেমালাপ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিকটে থাকিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। অতএব হে প্রিয়াগণ, আমি তোমাদির প্রিয়; আমার প্রতি দোষারোপ করিও না।

তা মন্মস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেবং দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ॥

মথুরানগরে উদ্ধবকে শ্রীভগবান্ কহিলেন, গোপিকাদিগের মন আমাতে, গোপিকাগণের প্রাণ আমি; গোপিকাগণ আমার জন্য পতি পুত্রাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহারা ব্রজে থাকিয়াও পরম প্রিয় আমাকে মনের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; প্রকৃত প্রেমিকের মুখে গোপী-প্রেম মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। জগতে এ প্রেমের তুলনা নাই। যদি শ্রীভগবানের উপাসনার জগতে কোন শ্রেষ্ঠ পদার্থ থাকে তবে তাহা —প্রেম।*

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

মহাভাব

কিন্তু এই প্রেমের প্রকৃত আশ্রয় গোপী-হৃদয় ভিন্ন অন্যত্র প্রসিদ্ধ নয়। প্রেমের পরাকাষ্ঠা নাটকে নভেলেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কামগন্ধ-হীন প্রেম অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ প্রেমের উদাহরণ কেবল ব্রজগোপীতেই সম্ভবপর। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে যাহা মহা-

* কবিবর বাইরন লিখিয়াছেন;—

"Yes, Love indeed is Light from heaven :
A spark of that immortal fire
With angels shared, by Alla given
To lift from earth our low desire.
Devotion wafts the mind above,
But Heaven itself descends in love :
A feeling from the Godhead caught,
To wean from self each sordid thought ;
A Ray of him who form'd the whole ;
A Glory circling round the soul !

ভাব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তাহা প্রেমের অতি উচ্চতম অবস্থা। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :—

মুকুন্দ মহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতি দুর্ল্লভঃ
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে ॥

উল্লিখিত এই ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সকলে অতিশয় দুর্ল্লভ, কেবল ব্রজসুন্দরীগণেরই সম্বেদ্য অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীসকলেই সম্ভব হয়, ইহা মহাভাব নামে কথিত হইয়া থাকে।

এই মহাভাব রূঢ় এবং অধিরূঢ় নামে দুই প্রকার।

বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ।
স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ ॥

এই মহাভাব শ্রেষ্ঠ, অমৃতের তুল্য, স্বরূপসম্পত্তি ধারণ করিয়া চিত্তকে নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত করায়। পণ্ডিতগণ এই ভাবকে রূঢ় এবং অধিরূঢ় নামে দুই প্রকারে ভেদ করিয়া থাকেন।

যে মহাভাবে সাত্ত্বিক ভাবে সকল উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকেই রূঢ়ভাব কহে। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে ইহার যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, রাসরসনিমগ্না গোপীগণের স্বরভঙ্গ, কম্প, রোমাঞ্চ, বাষ্প, স্তম্ভ ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। উহা হইতেই গোপীপ্রেমে রূঢ় ভাব পরিলক্ষিত হয়। অনুভবের দ্বারা এই ভাবের প্রকাশ জানা যায়। এই রূঢ় ভাবের অনুভব (expression of feelings) সমূহে এই :—

নিমেষাসহতাসন্নজনতাহৃদ্বিলোড়নং।
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া।
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদি-সর্ব্ববিস্মরণং সদা।
ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ ॥

যাহাতে নিমেষের অসহিষ্ণুতা, আসন্নজনসমূহের হৃদয় বিলোড়ন কল্পক্ষণত্ব, শ্রীকৃষ্ণের সখ্যেও আর্ত্তি আশঙ্কায় ক্ষীণত্ব, মোহাদির অভাবেও

আত্মাদি সর্ব্ব বিস্মরণ, ক্ষণকল্পতা ইত্যাদি অনুভাবের যোগ ও বিয়োগে রূঢ়-ভাব যথাযথ হইয়া থাকে।

অতঃপরে অধিরূঢ় ভাবের লক্ষণ বলা যাইতেছে—

রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥

যাহাতে রূঢ় ভাবোক্ত অনুভাবসকল হইতে সাত্ত্বিক ভাবসকল কোন বিশিষ্ট দশা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধিরূঢ় বলে। ইহার একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

লোকাতীতমজাণ্ডকোটিগমপি ত্রৈকালিকং যৎসুখং।
দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাং॥
নৈবাভাসতুলাং শিবে তদপি তৎকূটদ্বয়ং রাধিকা।
প্রেমোদ্যৎসুখদুঃখসিন্ধুভবয়ো র্বিন্দেত বিন্দোরপি॥

এক দিবস পার্ব্বতী শ্রীরাধার প্রেমবিশিষ্টতার বিক্রম জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ মহেশ্বর কহিলেন, হে শিবে, লোকাতীত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ গত তথা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত ত্রিকাল সম্বন্ধীয় সুখদুঃখ যদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে রাশীকৃত হয়, তাহা হইলে এই দুই—শ্রীরাধার প্রেমোদ্ভব সুখদুঃখসিন্ধুর বিন্দুও ধারণ করিতে পারে না।

এই অধিরূঢ় মহাভাব দুই প্রকার—মোদন ও মাদন। মোদনের লক্ষণ এই যে, যে অধিরূঢ় ভাবে শ্রীরাধামাধবের সাত্ত্বিক ভাব সকলের উদয় হয়, তাহারই নাম মোদন। মোদন ও মাদন উভয়েই সম্ভোগে পরিলক্ষিত হয়। মাদনের লক্ষণ এই যে,—

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎ পরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

হ্লাদিনীসার অর্থাৎ প্রেম সর্ব্ববিধ ভাবের উদ্গমে উল্লাসী হইলে

তাহাকে মাদন বলে। যে মাদন পরাৎপর অর্থাৎ উৎকর্ষের চরমসীমায় উপস্থিত, যাহা একমাত্র শ্রীরাধিকাতে বিরাজমান।

মদী ধাতুর অর্থ হর্ষ; মাদন ও মোদন শব্দ দুইটা মদী ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুতরাং এই উভয়ই সম্ভোগের ব্যাপার। কিন্তু ইহারা শ্রীরাধিকাযূথ ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবপর হয় না। এই শ্রীমান্মোদনই হ্লাদিনীশক্তির প্রিয়বর শ্রেষ্ঠ বিলাস। চন্দ্রাবলীতেও মোদন-বিলাস পরিলক্ষিত হয় না।

রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো নতু সর্ব্বতঃ।
যঃ শ্রীমানা হ্লাদিনী শক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়োবরঃ॥

সম্ভোগে যেমন মোদন ও মাদন, বিরহে আবার তেমনি মোহন দশার আবির্ভাব হয়। সম্ভোগে যাহা মোদন, বিশ্লেষে বা বিরহে আবার তাহাই মোহন, যথা :—

মোদনোহয়ং প্রবিশ্লেষ-দশায়াং মোহনো ভবেৎ।
যস্মিন্ বিরহ বৈবশ্যাৎ সুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥

বিশ্লেষ অবস্থায় এই মোদনকে মোহন বলে। যাহাতে বিরহ বৈবশ্যাত-হেতু সাত্ত্বিক ভাব সকল সুদ্দীপ্ত হয়।

এই মোহন অবস্থার অনুভাবগুলি নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্লিষ্টেঽপি মূর্চ্ছনা।
অসহ্যদুঃখ স্বীকারাদপি তৎসুখ কামতা।
স্বভূতেরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণা মৃত্যুপ্রতিশ্রবাৎ।
দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যন্যে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ।
প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি।
সমাপ্লিলক্ষণং যস্য কার্য্যং সঞ্চারি মোহতঃ।

এই মোহনভাবে কান্তালিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্চ্ছা, অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ-সুখের কামনা, ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিতা, পক্ষিপ্রভৃতির রোদন, মৃত্যুস্বীকারপূর্ব্বক নিজ শরীরস্থ ভূত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে তৃষ্ণা এবং

দিব্যোন্মাদাদি বহু বহু অনুভাব পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনেশ্বরীতেই এই মোহন ভাব প্রকাশ পায়, সঞ্চারি মোহেতেও ইহার কার্য্য বিলক্ষণ হইয়া থাকে।

অসহ্য দুঃখস্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণসুখ-কামনার উদাহরণ, যথা :—

স্যান্নঃ সৌখ্যং যদপি বলবদ্গোষ্ঠমাপ্তে মুকুন্দে
যদ্যল্পাপি ক্ষিতিরুদয়তে তস্য মাগাৎ কদাপি।
অপ্রাপ্তেঽস্মিন্ যদপি নগরাদার্ত্তিরুগ্রে ভবেন্নঃ
সৌখ্যং তস্য স্ফুরতি হৃদিচেত্তত্র বাসং করোতু॥

ব্রজ হইতে মথুরায় আগমন কালীন উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন, রাধে, তোমার প্রিয়কে কি সন্দেশ উপহার দিব, এতৎ শ্রবণে শ্রীরাধা হাস্যবদনে উদ্ধবের প্রতি কহিলেন, হে উদ্ধব, যদিও শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিলে আমার সুখ হয় বটে, তাহাতে যদি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি হয় তবে তিনি যেন কখনই না আইসেন। আর তিনি মথুরা নগর হইতে না আসিলে যদিও আমাদের গুরুতর পীড়া হয়, কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার চিত্তে সুখোদয় হয়, তবে সেই স্থানেই চিরকালবাস করুন।

ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভকারিত্বের উদাহরণ, যথা :—

নারং চুক্রোশ চক্রং ফণিকুলমভবদ্ব্যাকুলং শ্বেদমূহে
বৃন্দং বৃন্দারকাণাং প্রচুরমুদমুচন্নশ্রুবৈকুণ্ঠভাজঃ।
রাধায়াশ্চিত্রমীশ ভ্রমতি দিশি দিশি প্রেম-নিশ্বাস-ধূমে
পূর্ণানন্দেঽপ্যুষিত্বা বহিরিদমবহিশ্চার্ত্তমাসীদজাণ্ডম্॥

ব্রহ্মাণ্ড পদটী উদাহরণে আছে। এতদ্দ্বারা বৈকুণ্ঠ লোকেরও উপলক্ষণ জানিতে হইবে, মোহনরস চিচ্ছক্তিসার। এইজন্য ইহা চিদ্বিভূতিতেও বিক্রম প্রকাশ করে।

ব্রজস্থিতা শ্রীরাধা প্রোষিতভর্ত্তৃকা অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যখন তাঁহার মোহভাবের উদ্রেক হইল, তখনই প্রাকৃতাপ্রাকৃত লোক সমূহের ক্ষোভ

অবলোকন করিয়া এবং আপনিও সেই ভাব অনুভব পূর্ব্বক নান্দীমুখী শীঘ্র দ্বারকা গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া কহিলেন হে ঈশ, শ্রীরাধার প্রেমনিশ্বাসধূম চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে, যে আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহা বলি শ্রবণ কর,—তদ্দর্শনে নরসমূহ উচ্চরূপে রোদন করিতে লাগিলেন, ফণিকুল ব্যাকুল হইল, দেববৃন্দ স্বেদ বহন করিতে লাগিলেন এবং বৈকুণ্ঠস্থিতা লক্ষ্মী প্রভৃতিরও অশ্রু মোচন হইল, এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বাহ্য সমুদায় পূর্ণানন্দে বাস করিয়াও অতিশয় পীড়িত হইয়াছিল।

ঔর্ব্বস্তোমাৎ কটুরপি কথং দুর্ব্বলেনোরসা মে
তাপঃ প্রৌঢ়ো হরিবিরহজঃ সহ্যতে তন্ন জানে।
নিষ্ক্রান্তা চেদ্ভবতি হৃদয়াদ্যস্য ধূমচ্ছটাপি
ব্রহ্মাণ্ডানাং সখি কুলমপি জ্বালয়া জাজ্বলীতি॥

শ্রীরাধা কহিলেন, হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের বিরহানল বাড়বানল হইতেও কটুতর, কিরূপে যে সহ্য করিতেছি, তাহা জানিতে পারিতেছিনা। বোধ করি যদি ঐ তাপের ধূমচ্ছটাও আমার হৃদয় হইতে বহির্গত হয়, তবে এ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয়ই ঐ জ্বালাতে জ্বলিয়া যাইবে।

তির্য্যক্ জাতির রোদন যথা পদ্যাবলীতে :—

যাতে দ্বারবতী পুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুল লতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া॥
উদ্গীতং গুরু বাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎ কূজিতম্॥

নান্দীমুখী অশ্রুমোচন করিতে করিতে শ্রীরাধার চেষ্টিত পৌর্ণমাসীকে নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবি, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা গমন করিয়াছেন-এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক কালিন্দীকূলস্থ কুঞ্জের মনোহর লতা অবলম্বন করিয়া বাষ্পমোচন

পুরঃসর গদগদ উচ্চৈঃস্বরে এরূপ গান করিয়াছিলেন যে, যাহার শ্রবণে জলমধ্যচারী মৎস্য মকর প্রভৃতি জলজন্তুগণও অতিশয় ধ্বনি করিয়াছিল।

মৃত্যু স্বীকার পূর্ব্বক নিজদেহস্থ ভূতদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গতৃষ্ণা যথা পদ্যাবলীতে :—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং।
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥

শ্রীরাধা ললিতাকে কহিলেন, সখি, শ্রীকৃষ্ণ যদি না আগমন করেন, তবে নিশ্চয় আমি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব না এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না, অতএব অতি কষ্টে এতনু রক্ষা করার কোন প্রয়োজন নাই, আমি ইহা পরিত্যাগ করিলে তুমিও আর যত্ন করিয়া এদেহ রক্ষা করিওনা, ইহা পঞ্চত্ব লাভ করিয়া স্পষ্টরূপে আকাশাদি স্বস্বভূতে গিয়া প্রবিষ্ট হউক। আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম পূর্ব্বক বিধাতাকে এই একটী বর প্রার্থনা করিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহার-দীঘিকাতে এই দেহের জল, তাঁহার দর্পণে ইহার অনল, তাঁহার প্রাঙ্গনাকাশে ইহার আকাশ, তাঁহার গমনাগমন পথে ইহার পৃথিবী এবং তদীয় তালবৃন্তে যেন ইহার বায়ু প্রবেশ করে।

দিব্যোন্মাদের উদাহরণ যথা :—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ
স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানা বৈবশ্যচেষ্টিতম্॥

কোন অনির্ব্বচনীয়া বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত এই মোহন ভাবের ভ্রম সদৃশ বৈচিত্রীদশা লাভ হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকেই দিব্যোন্মাদ বলিয়া থাকেন। ইহাতে চিত্রজল্প প্রভৃতি বহু বহু প্রকার ব্যাপার হইয়া থাকে। এই

দিব্যোন্মাদে উদ্‌ঘূর্ণা ও নানা প্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্যচেষ্টাকেই উদ্‌ঘূর্ণা বলে ; উদাহরণ যথা :—

শয্যাং কুঞ্জগৃহে কচিদ্বিতনুতে সা বাসসজ্জায়িতা
নীলাভ্রং ধৃতখণ্ডিতা ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী কচিত্তর্জ্জতি
আঘূর্ণত্যভিসার-সংভ্রমবতী ধ্বান্তে কচিদ্দারুণে
রাধা তে বিরহোদ্‌ভ্রম-প্রমথিতা ধত্তে ন কাং-বা দশাম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইলে উদ্ধব কহিলেন, হে বন্ধো, শ্রীরাধা তোমার বিরহোদ্‌ভ্রমে ব্যথিতা হইয়া কোন্ কোন্ দশাই বা ধারণ না করিলেন ? তিনি ভ্রান্তা হইয়া কখন বাসকশয্যার ন্যায় কুঞ্জগৃহে শয্যা রচনা করিতেছেন, কখন খণ্ডিতাভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অতিশয় কোপনা হইয়া নীল মেঘকে তর্জ্জন করিতেছেন, কখন বা অভিসারিকা হইয়া নিবিড়ান্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন, তাই বলি প্রেমের গতি অতি বিচিত্রা।

ললিত মাধবের তৃতীয়াঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পর শ্রীরাধার এই উদ্‌ঘূর্ণা ভাব স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এখন চিত্রজল্পের কথা বলা হইতেছে :—

চিত্রজল্প।

প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভি জৃম্ভিতঃ।
ভূরি ভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ।
চিত্রজল্পো দশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতং।
বিজল্পোজ্জল্পসংজল্পা অবজল্পোঽভিজল্পিতং।
আজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্ত্তিতাঃ।
এষ ভ্রমরগীতাখ্যো দশমে প্রকটীকৃতঃ ॥

প্রিয়তম ব্যক্তির সুহৃদের সহিত দেখা হইলে গূঢ়রোষ বশতঃ যে ভূরি ভাবময় জল্প হয়, তাহার নাম চিত্রজল্প। ইহার অন্তে তীব্র উৎকণ্ঠা

হইয়া থাকে। এই চিত্রজল্পের অঙ্গ দশ প্রকার। প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প এবং সুজল্প।

এই দশাঙ্গ চিত্রজল্প দশমস্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ভ্রমরগীতে প্রকটিত আছে। যদিও এই চিত্রজল্পের ভাব অসংখ্য এবং ভাববৈচিত্রী চমৎকার বলিয়া সুদুস্তর তথাপি কিঞ্চিৎ বর্ণন করা হইতেছে।

অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া।
প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্ত্যতে॥

অসূয়া, ঈর্ষ্যা এবং মদযুক্ত অবজ্ঞামুদ্রা দ্বারা প্রিয়ব্যক্তির যে অকৌশলোদগার তাহার নাম প্রজল্প। যথা দশমে ৪৭ অধ্যায়ে ১০—১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত চিত্রজল্পের উদাহরণ দৃষ্ট হয়। এস্থলে প্রজল্পের উদাহরণ এই যে—

মধুপ কিতববন্ধো মাস্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালা কুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ (১)॥

স্বীয় কান্তের পরম সুহৃদ্ অথচ তদীয় সন্দেশহারী উদ্ধব মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আগমন করিলে, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত দূতবোধে তাঁহাকে নির্জনে লইয়া গিয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন. পরে বিবিধ সৎকার দ্বারা সম্মানিত করিলে পর তন্মধ্যে উদ্ধবদর্শনে বৃষভানুজার গূঢ় অসূয়া, গর্ব্ব, ঈর্ষ্যা, অনাদর এবং উপহাসাদিময় দিব্যোন্মাদরূপ চিত্রজল্প ভাব উদিত হইল। তাহাতে শ্রীরাধা অধীরা হইয়া উদ্ধবকে ভ্রমররূপে অনুমান করিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন, এই ভ্রমর আমার চরণ কমলের সৌরভ লোভে ভ্রমণ করিতেছে, বোধ করি আমার কান্ত আমাকে উপেক্ষা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা মার্জ্জনাভিলাষে আমাকে অনুনয় করিবার নিমিত্ত এই দূত প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতেই এই দূত প্রণাম

করিতেছে। দিব্যোন্মাদবশতঃ শ্রীরাধা এই অবধারণ করিয়া উদ্ধত মনে কহিতে লাগিলেন :—

ওহে মধুপ, তুমি কিতবের অর্থাৎ ধূর্ত্তের বন্ধু, যদি বল শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে কিতব হইলেন, তাহার কারণ এই যে, যৎকালীন রাসগোষ্ঠীতে তিনি আমাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কহিয়াছিলেন, "এবং মদর্থোজ্ঝিতলোক বেদ" অর্থাৎ তোমরা আমার নিমিত্ত লোকবেদ সকল বিসর্জ্জন দিয়াছ ইত্যাদি পদ্যে এবং "ন পারয়েহং নিরবদ্যসংযুজাং" এবং মথুরা প্রস্থানে আয়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ" এই সকল পদ্যে যে সত্য কহিয়াছিলেন, তাহার ব্যভিচার করিয়াছেন এইজন্য তিনি বঞ্চক, তুমি তাহার বন্ধুতারূপ দৌত্যকরণে আসিয়াছ, অতএব আমার চরণ স্পর্শ করিও না। যদি বল আমাকে চরণ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছ কেন? তাহার কারণ এই, তুমি মধুপ অর্থাৎ মদ্যপায়ী ; মদ্যপের স্পর্শে চরণের অপবিত্রতা ঘটিবে অতএব তোমার যদি প্রণাম করিতে অভিলাষ থাকে তবে দূরে গমন করিয়া প্রণাম কর। যদি বল আমি নির্দ্দোষ আমার প্রতি কেন মিথ্যা মদ্যপ-পরিবাদ করিতেছ? ওহে ইহা পরিবাদ নয়, কিন্তু যথার্থই বলিতেছি, আমার সপত্নীর কুচদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল সঙ্ঘর্ষণ হেতু বিলুলিতা যে শ্রীকৃষ্ণের বনমালা আছে, তুমি তাহাতেই বসিয়া মকরন্দ পান করিয়াছ, তাহাতেই তোমার শ্মশ্রু পীতবর্ণ হইয়াছে, অতএব স্পর্শ করিও না, আমি মানিনী, আমাকে অনুনয় করিতে আসিয়াছ, তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমার মানের বৃদ্ধি ভিন্ন উপশম হইতেছে না। যদি বল, যাহা তাহা হউক, তুমি প্রসন্ন হও, ইহাতে বক্তব্য এই, তুমি মধুপ অর্থাৎ মদ্যাপালক, তথায় গমন করিয়া আপনার প্রভুর মদ্য পালন কর। তুমি ঐ কার্য্যেই পটু ; দৌত্য কর্ম্মে তোমার পটুতা নাই, অতএব তুমি নির্ব্বুদ্ধি।"

ভ্রমরের অভিপ্রায় এই যে "যদি এই প্রকার হইল, তবে সম্প্রতি আমি মথুরা গমন করি, সেই গোপেন্দ্রনন্দন স্বয়ং আগমন করিয়া তোমাকে প্রসন্ন

করিবেন।" তাহাতে শ্রীরাধা কহিলেন, ওহে এক্ষণে তিনি মধুপতি অর্থাৎ যাদবগণের পতি হইয়াছেন, ব্রজেশ্বরীর গর্ত্তজাতত্ব প্রযুক্ত গোপজাতি হইয়াও ভাগ্যক্রমে ক্ষত্রিয়তা লাভ করিয়াছেন; এতএব সেই মানিনী ক্ষত্রিয় স্ত্রীগণের প্রসাদ বহন করুন। আমরা নিকৃষ্ট জাতি—গোপ স্ত্রী, আমাদিগকে প্রসন্ন করিলে কি হইবে? মধুবংশীয় স্ত্রীগণের বহুত্বপ্রযুক্ত সকলগুলিই তাঁহার উপভুক্তা,একজনকে প্রসন্ন করিলে অন্যজনের ক্রোধোৎপত্তি হইবে। এইরূপ অনবরত প্রসন্ন করিতে করিতে তাঁহার কালক্ষেপণ হইতে পারে,আমার নিকট আসিতে তাঁহার অবকাশ কই। ওহে ভ্রমর, যদি এরূপ বল, তিনি সর্ব্বসৌভাগ্যনিধি, তাঁহাকে এরূপ কথা বলিতে হয় না, যদি তোমাতে মান না থাকিত তবে কেন আমাকে দূত করিয়া প্রেরণ করিলেন?

ওহে ভৃঙ্গ, ইহার বৃত্তান্ত শুন, যাঁহার দূত এই প্রকার অর্থাৎ ক্ষত্রিয় স্ত্রীগণের স্মরত চিহ্নধারী তাঁহার যদুসভায় বিড়ম্বন, অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক যদুস্ত্রীগণের ধর্ম্মলোপ হওয়াতে তত্তৎ পতিগণ দ্বারা তাঁহাব বিড়ম্বনা ঘটিবার সম্ভব, অথবা নারীগণকে উপভোগ করায় যদুদিগের সর্ব্বত্র নিন্দাই উদ্‌ঘাটন হইবে। তিনি মদ্যপ, মত্ততা প্রযুক্ত তোমার সদৃশ ভ্রমরকে দূত করিয়াছেন।

এই উদাহরণে, 'কিতব' এই পদে অসূয়া, 'সপত্নী' শব্দে ঈর্ষ্যা; চরণ স্পর্শ করিও না'—এই প্রয়োগ হেতু মদ,'ক্ষত্রিয় স্ত্রীগণের প্রসাদ বহন করুন' ইহাতে অবজ্ঞা, 'যদুসভায় তাঁহার বিড়ম্বন,' এতদ্দ্বারা অকৌশলের উদ্‌গার।

পরিজল্প।

প্রভোর্নির্দ্দয়তা শাঠ্য চাপল্যাদ্যুপপাদনাৎ।
স্ববিচক্ষণতা ব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্॥

প্রভুর নির্দ্দয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদি দোষের প্রতিপাদক পূর্ব্বক যাহাতে আপনার বিচক্ষণতার প্রকাশ থাকে তাহাকে পরিজল্প বলে।

পরিজল্পের উদাহরণ যথা :—

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং নু পদ্মা
অপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ ॥

ওহে ভ্রমর, তুমি যদি এরূপ বল, আমি ভ্রমর জাতি, স্বভাবতঃই আমার শ্মশ্রু পীতবর্ণ, ইহা সুরত সম্বন্ধীয় কুঙ্কুম নয়। আর তোমাতেই শ্রীকৃষ্ণ একান্ত অনুরক্ত, স্বপ্নেও মধুপুরীতে কোন স্ত্রীকে অবলোকন করেন না, তাঁহার অপরাধ কি, যেহেতু তুমি এতাদৃশ মান প্রকটন করিলে। ভ্রমরের এই উক্তিতে শ্রীরাধা কহিলেন, ওহে, তিনি একবার মাত্র অধর সুধা পান করাইয়া ছিলেন, তাহাতেই আমরা ঐরূপ সন্তাপে প্রাণ পরিত্যাগ করি নাই, শ্রীকৃষ্ণও পূর্ব্বে মনোমধ্যে এরূপ বিচার করিয়াছিলেন, আমি যে গোপীগণকে কষ্ট দিতেছি, যদি এতদ্দ্বারা তাহাদের মৃত্যু হয়, তবে আর কাহাদিগকে কষ্ট দিব, অতএব মরণের অভাব নিমিত্ত ইহাদিগকে অধর সুধা পান করাই, এই ভাবিয়া একবারমাত্র পান করাইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার যদি সুখ দানই তাৎপর্য্য হইত তাহা হইলে বারম্বার আমাদিগকে অধরসুধা পান করাইতেন। অপর তুমি যদি এরূপ মনে কর, ওহে গোপীগণ, তোমরা পরম সাধ্বী, পুনরায় কি প্রকারে তাঁহাকে স্পৃহা করিতেছ, অতএব তাহার কারণ শুন,—ঐ অধরসুধা মোহিনীস্বরূপা, তদ্দ্বারা আমাদের বুদ্ধি ভ্রংশিত হইয়াছে; এই কারণে আমরা দুই লোক হইতেই ভ্রষ্ট হইলাম। অপর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি ও অপ্রীতি উভয়ই বিচিত্র, তাহার কারণ এই তিনি আমাদিগকে অধর সুধা পান করাইয়া,—ভ্রমর জাতি যেমন মালতী পুষ্প পরিত্যাগ করে তদ্রূপ তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। আর যদি বল তোমাদের কোন দোষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ওহে, তুমি বিচার কর দেখি, ভ্রমর জাতি যে মালতী পরিত্যাগ করে তাহাতে কাহার দোষ ঘটে? আর যদি বল, সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দোষিত্ব প্রসিদ্ধ আছে, এই হেতু শাস্ত্রজ্ঞ গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণতুল্য গুণশালী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ওহে ভ্রমর, প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান প্রবল প্রমাণ নহে। তাঁহাতে পরবঞ্চনাদি দোষসকল প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, কি প্রকারে তাহার অপনয়ন করিবে? এতৎ শ্রবণে তুমি যদি বিস্ময়প্রকাশপূর্ব্বক এরূপ বল, শ্রীকৃষ্ণ যদি দোষান্বিত হইলেন, তবে কেন তাঁহার পাদপদ্ম পদ্মা পরিচর্য্যা করেন, তাহার কারণ শুন,— উত্তমঃশ্লোকজল্পদিগের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্তাবকদিগের স্তুতিবাক্যে ঐ লক্ষ্মীর চিত্ত হৃত হইয়াছে, অতএব কমলা অতি কোমল স্বভাবা; আমরা সেরূপ নহি, আমরা অতি বিচক্ষণা, কি প্রকারে কমলার সদৃশী হইব?

উক্ত উদাহরণে "মোহজনিকা অরসুধা পান করাইয়া" উক্তি হেতু শ্রীকৃষ্ণের শঠতা, "সদ্যঃত্যাগ হেতু নির্দ্দয়ত্ব." তোমার মত ইহাতে চপলতা, "কমলার সরলতা প্রকাশ" হেতু আপনার বিচক্ষণতা। মূল শ্লোকে যে আদি শব্দ প্রয়োগ আছে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা ও প্রেমশূন্যত্ব জানিতে হইবে (২)।

বিজল্প।

ব্যক্তয়াস্যূয়য়া গূঢ়মানমুদ্রান্তরালয়া।
অঘদ্বিষি কটাক্ষোক্তির্বিজল্পোবিদুষাং মতঃ॥

গূঢ় রূপে মানমুদ্রা যাহার মধ্যবর্ত্তিনী, ঈদৃশী সুস্পষ্ট অসূয়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে কটাক্ষোক্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকে বিজল্প বলেন।

বিজল্পের উদাহরণ যথা:—

কিমিহ বহুষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধি পতি মগৃহাণামগ্রতো নঃপুরাণম্

বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎ প্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ (৩) ”

নীচজাতি-স্বভাব-বশতঃ মধুকর ঝঙ্কার করিতেছিল, শ্রীরাধার বোধ হইল, আমি যে তিরস্কার করিয়াছি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া এই ভ্রমর স্বীয় গানবিষয়ে গুণিতা প্রকাশ করিতেছে, এই অভিপ্রায়ে কহিলেন, হে ষট্‌পদ, তুমি এই গোপীসভায় গান করিতেছ, তুমি অজ্ঞ, তোমার গানে এই গোপীসকল প্রসন্ন হইবে না, তাহাতে আবার বারম্বার গান করিতেছ, তাহাতে আবার যদুপতির,—তাহাতে কিনা আবার আমাদের অগ্রে,—আমরা অগৃহা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের গৃহ পরিত্যাগ করাইয়াছেন, আমরা এই বন প্রদেশে উপবিষ্ট আছি, তোমাকে মুষ্টি মাত্র চণকভিক্ষা দিতেও সমর্থ নহি।

হে ভ্রমর, যদি বল, হে দেবি, স্বীয় অঙ্গোত্তীর্ণ পুরাতন বস্ত্র মাল্যাদি কিঞ্চিৎ প্রদান করুন, তাহাতে শ্রীমতী উত্তর করিলেন, তুমি পুরাণ গান অর্থাৎ তাঁহার যদুপতিত্বে পুরাণ শাস্ত্র প্রমাণ করিতেছ। হে ষড়ঙ্ঘ্রে, পশুমাত্রেই চতুষ্পদ, কিন্তু তুমি ষট্‌পদ অর্থাৎ সার্দ্ধপশু, কোন্ স্থানে কি গান করা উচিত, বুদ্ধির অভাববশতঃ তাহাই জানিতে পারিতেছ না, কি প্রকারে পুরাণ জানিবে, কি প্রকারেই বা ভিক্ষা প্রাপ্ত হইবে? ওহে, তুমি পশু। একারণ আমরা তোমার প্রতি কোপ করিতেছি না, পরন্তু গানোপজীবী যে তুমি তোমার গানের স্থান উপদেশ করিতেছি শ্রবণ কর, কামযুদ্ধে যাহাদের কর্ত্তৃক তিনি পরাজিত হইতেছেন, তাঁহারা সেই সখীগণের অগ্রে গিয়া গান কর; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কুচরোগ খণ্ডন করিতেছেন, অবশ্য তাঁহারা তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন।

এই উদাহরণে শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে মানগর্ভ অসূয়া এবং উত্তরার্দ্ধে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপহাসাত্মক কটাক্ষ প্রকাশিত হইতেছে (৩)।

।

হরেঃ কুহকতাখ্যানং গর্ব্বগর্ভিতয়ের্ষ্যয়া।
সাসূয়শ্চ তদাক্ষেপো ধীরৈরুজ্জল্প ঈর্য্যতে ॥

যাহাতে গর্ব্বগর্ভ ঈর্ষা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কাঠিন্য কীর্ত্তন ও অসূয়াসহ সর্ব্বদা আক্ষেপ থাকে, পণ্ডিতগণ তাহাকে উজ্জল্প বলেন।

উজ্জল্পের উদাহরণ যথা :—

দিবি ভুবি চ রসায়াং কা স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ
কপট রুচিহাস-ভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপি চ কৃপণ পক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ ॥

ভ্রমর যদি বলে, ভোঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীশিরোমণে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় অবস্থিত হইয়া দিবারাত্র তোমাকে ধ্যান করিতে করিতে কামশরে অর্দ্দিত হইয়া খেদান্বিত হইতেছেন, তুমি যদি প্রসন্ন হও, তবেই তাঁহার নিস্তার ; এই আশঙ্কায় শ্রীমতী কহিলেন, ওহে মধুকর, স্ত্রী ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণের কালক্ষেপণ হয় না, ইহা আমাদের সুন্দররূপে বিদিত আছে, সেই মথুরায় যদি স্ত্রী প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে ধ্যান করিতেন বা প্রসন্ন করাইতেন, অথবা তথায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত তোমার সদৃশ দূত প্রেরণ করিতেন। আর যদি বল শ্রীকৃষ্ণ গোপজাতি, মথুরাঙ্গনা সকল ক্ষত্রিয় জাতি, কেন তাহারা তাঁহাকে অঙ্গীকার করিবে, এ কথা বলিও না। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কোন্ স্ত্রী তাঁহার দুরাপা অর্থাৎ তিনি যদি স্বর্গে গমন করেন, তাহাতেও দেবী সকল তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, রসাতলে গমন করিলে নাগপত্নীগণ স্ব স্ব পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হয়, ইহাতে মথুরাঙ্গনার কথা কি ? আর যদি বল, ঐ সকল অঙ্গনালাভার্থ মূল্যের প্রয়োজন হয়। একথা বলিও না, তদীয় মনোহর কপট হাস্য এবং ভ্রূবিক্ষেপে দেবাঙ্গনাগণও স্ব স্ব পতি পরিত্যাগ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের

কপটতা এই যে, তিনি নব প্রিয়,—একবার মাত্র উপভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অপর আমরা পৌর্ণমাসীর মুখে শুনিয়াছি, দেবী প্রভৃতি ত দূরে থাকুন, সাক্ষাৎ নারায়ণপ্রেয়সী লক্ষ্মীদেবীও তদীয় অঙ্গসঙ্গার্থ তাঁহার চরণরজের উপাসনা করেন। অতএব হে ভ্রমর, তখন আমরা কোথাকার কে? একে ত আমরা মানুষী, তাহাতে আবার গোপজাতি, তাহাতেও আবার বনচরী; অতএব আমরা কোন্ গণনায় থাকি? আর উত্তমঃশ্লোক শব্দে কৃপণজনের পক্ষ। যিনি সমস্ত দীনহীন জনকে সুখী করেন, তাঁহাকে উত্তমশ্লোক বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণের ঐ বিষয় অভাব হেতু মিথ্যা উত্তমশ্লোকতা।" ইহার অর্থ এই যে,—যদি তিনি আমাদের মত দুঃখিত জনকে সুখ প্রদান না করেন তবে কি প্রকারে তাঁহার উত্তমশ্লোকত্ব গুণ সিদ্ধ হইবে?

উক্ত উদাহরণে 'আমরা কোথাকার কে', ইহাতে দৈন্যপ্রকাশ, 'কা' শব্দে কাতর স্বরপ্রযুক্ত গর্ব্বগর্ভি ঈর্ষ্যা প্রকাশ, ঐ ঈর্ষ্যা লক্ষ্ম্যাদি হইতে প্রেমাধিক্য এবং রূপলাবণ্যের আধিক্য প্রকাশক, উত্তমঃশ্লোক শব্দে আক্ষেপ; পূর্ব্বার্দ্ধে 'দিবিভুবি' পদে কুহকতাখ্যান; তৃতীয় চরণে 'চরণরজ উপাস্তে' ইহাতে গর্ব্ব আর ঈর্ষ্যা, চতুর্থ চরণে অসূয়ার সহিত আক্ষেপ প্রকাশ পাইতেছে। ৪।

সংজল্প।

সোল্লুণ্ঠয়া গহনয়া কয়াপ্যাক্ষেপমুদ্রয়া।
তস্যাকৃতজ্ঞতাদ্যুক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতো বুধৈঃ॥

দুর্গম সুল্লুণ্ঠ আক্ষেপ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে অকৃতজ্ঞতার উক্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকে সংজল্প বলেন। উদাহরণ যথা:—

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্ম্যহং চাটুকারৈ—
রনুনয় বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।

স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টা পত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্ ।৫॥

সৌরভলোভে চরণতলে পতিত ভ্রমর কহিল, হে দেবি, তোমার চরণ-নখরের দ্যুতি কোটি কোটি লক্ষ্মীকেও নির্ম্মঞ্ছন করে, সত্যই তোমার নিকট শ্রীকৃষ্ণ অপরাধী হইয়াছেন, আপনি করুণা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা করুন, এই বলিয়া প্রণামকারী ভ্রমরকে শ্রীরাধা কহিলেন, ওহে ভ্রমর, তুমি যে আপনার মস্তকে আমার চরণধারণ করিয়াছ তাহা পরিত্যাগ করিয়া দূরীভূত হও, ইহা কি মুকুন্দের নিকট শিক্ষা করিয়া আসিয়াছ? দৌত্যকর্ম্ম ও প্রিয়বচন দ্বারা প্রার্থনা বিষয়ে তুমি বিলক্ষণ চতুর, তোমার সকল বিষয় জানিলাম। যদি বল মুকুন্দের অপরাধ কি, একথা বলিওনা, আমরা পতিপুত্রাদি ইহলোক ও ধর্ম্মসাধ্য,পরলোক সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তিনি এমন অব্যবস্থিত চিত্ত যে অনায়াসে আমাদিগকে বিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহার বিষয় কি আবার অনুসন্ধান করিতে হয়?

এই উদাহরণে পূর্ব্বার্দ্ধে সোল্লুণ্ঠ আক্ষেপমুদ্রা, উত্তরার্দ্ধে অকৃতজ্ঞতা, আদিশব্দে নির্দ্দয়ত্ব, পরদ্রোহিত্ব এবং প্রেম শূন্যত্ব প্রকাশ পায়। ৫ ॥

অবজল্প।

হরৌ কাঠিন্যকামিত্ব ধৌর্ত্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা।
যত্র সের্ষ্যং ভিয়েবোক্তা সোঽবজল্পঃ সতাং মতঃ॥

যাহাতে হরিরপ্রতি কাঠিন্য, কামিত্ব এবং ধূর্ত্ততা তথা ভয়হেতুই যেন ঈর্ষ্যার সহিত আসক্তি অযোগ্যতা বর্ণিত হয়, তাহাকে অবজল্প বলে। উদাহরণ যথা:—

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাং।
বলিমপি বলিমত্ত্বাঽবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ য
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎ কথার্থঃ ॥৬॥

ভ্রমর কহিল, হে দেবি, শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত অতিশয় কোমল, আমরা দেখিতে পাই সততই তিনি তোমাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। এই কথায় শ্রীরাধা কহিলেন, 'ওহে মধুকর, তুমি শ্রীকৃষ্ণের ইদানীন্তন দাস, তাঁহার তত্ত্ব অবগত নও, আমি পৌর্ণমাসীর মুখে শুনিয়াছি শ্রীকৃষ্ণ যে এই জন্মেই কঠিন তাহা নয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও সেইরূপ ছিলেন। দেখ ক্ষত্রিয়-কুলে দাশরথি রাম রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্যাধবৎ বালি রাজকে বিদ্ধ করেন, আর স্ত্রী জাতি অর্থাৎ সীতাপরতন্ত্র হইয়া সূর্পনখার নাসিকা ও কর্ণছেদন করিয়াছিলেন। সেই অবলা কামপরবশা হইয়া নিকটে গিয়াছিল এই মাত্র তাহার অপরাধ। আরও দেখ, বামনাবতারে বলি রাজার পূজোপহার আহার করিয়া কাকবৎ তাঁহাকেই বন্ধন করিয়াছিলেন অর্থৎ কাক যেমন গৃহস্থের গৃহে অন্নাদি ভোজন করিয়া আপনার জাতীয় কাকগণকে আহ্বান করিয়া ঐ গৃহ বেষ্টন করে, ইহার কার্য্যও তদ্বৎ হইয়াছিল। অতএব সেই কৃষ্ণবর্ণটীর সখ্যে প্রয়োজন নাই, এরূপ মনে করি ; কিন্তু তাঁহার কথা-রূপ অর্থ দুস্ত্যজ, সুতরাং ত্যাগ করিতে পারি না।

উক্ত উদাহরণে 'বালিকে বধ করিয়াছিলেন' ইহাতে কঠিনতা, 'স্ত্রীজিত' এই শব্দে কামিত্ব, 'বলির পূজোপহার আহার' ইহাতে ধূর্ত্ততা, আর 'অসিতের সখ্যে প্রয়োজন নাই,' ইহাতে আসক্তির অযোগ্যতা এবং ভয় হেতুই যেন ঈর্ষ্যা প্রকাশ পাইতেছে।৬।

অভিজল্প।

ভঙ্গ্যা ত্যাগৌচিতী তস্য খগানামপি খেদনাৎ।
যত্র সানুশয়ং প্রোক্তা তদ্ভবেদভিজল্পিতম্॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন পক্ষিগণকেও খেদান্বিত করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে ত্যাগ করা উচিত ;—ভঙ্গিদ্বারা এইরূপ অনুতাপ বচন যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে অভিজল্প বলে।

অভিজল্পের উদাহরণ যথা :—

যদনুচরিতলীলাকর্ণপীযূষবিপ্রুট্‌
সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইব বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি॥ ৭

ওহে মধুকর, আমরা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সখ্য করিয়া যে দুঃখিনী হইয়াছি, তাহা বিচিত্র নয়। তদীয় লীলা কথা সমস্ত জগৎকে দুঃখিত করিয়া থাকে, আমরা নিশ্চয় জানি ; তাঁহার কথাও ত্রিবর্গ লতার উন্মূলনী, কারণ তদীয় চরিত্ররূপ যে লীলা, যাহা কর্ণপথের অমৃতস্বরূপ, তাহার কণামাত্র একবার পান করিয়া তদ্দ্বারা যাঁহাদের রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম নিরস্ত হইয়াছে, অতএব যাঁহারা বিনষ্টতুল্য ;—তাদৃশ বহু বহু ব্যক্তি হঠাৎ দুঃখিত গৃহ কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া ভোগহীন বিহঙ্গবৎ কেবল প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন অতএব সর্ব্বতোভাবেই তাহা ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু আমরা তদ্বিষয়ে সমর্থ হইতেছি না।

উক্ত উদাহরণে 'বিহগবৎ' ইহাতে পক্ষিগণকে খেদান্বিত করণ, 'তদীয় কথা শ্রবণে সদ্যঃ দুঃখিত গৃহকুটুম্বকে পরিত্যাগ করে', ইহাতে ভঙ্গি দ্বারা ত্যাগ করা উচিত। 'আমরা তদ্বিষয়ে সমর্থ হইতেছি না,' এতদ্দ্বারা অনুতাপ প্রকাশিত হইয়াছে। ৭।

আজল্প।

জৈহ্ম্যং তস্যার্ত্তিদত্বঞ্চ নির্ব্বেদাদ্‌যত্র কীর্ত্তিতং।
ভঙ্গ্যান্যসুখদত্বঞ্চ স আজল্প উদীরিতঃ॥ ৮॥

যাহাতে নির্ব্বেদ হেতু শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা এবং দুঃখপ্রদত্ব বর্ণিত থাকে, এবং ভঙ্গি দ্বারা অন্যের সুখদাতৃত্ব কীর্ত্তন হয়, তাহাকে আজল্প বলে।

আজল্পের উদাহরণ যথা :—

বয়মৃত মিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানা,
কুলিকরুত মিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ
দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শ তীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্য বার্ত্তা।

ওহে ভ্রমর, যদি বল শ্রীকৃষ্ণ যখন এইরূপ হইলেন, তখন তোমরা পরম বিজ্ঞ হইয়া কেন তাঁহার সহিত সখ্য করিয়াছিলে? অতএব তাহার কারণ শুন,—হে উপমন্ত্রিন্, এ কথা থাকুক, যেমন অনভিজ্ঞ হরিণাঙ্গনা-গণ ব্যাধের কৃত্রিম গীত না বুঝিয়া সত্যবৎ বিশ্বাস করিয়া শর দ্বারা ক্ষত হইয়া যাতনা ভোগ করে, তেমনি আমরা সেই কুটিল শ্রীকৃষ্ণের কথা সত্য-বৎ বিশ্বাস করিয়া বারম্বার মনঃপীড়া পাইতেছি। এই পীড়া তাঁহার নখ-স্পর্শ জন্য তীব্রশরে জন্মিয়াছে, অতএব উহা ত্যাগ করিয়া অন্য কথা বল।

উক্ত উদাহরণে দুঃখপ্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা এবং 'নখাঘাত দ্বারা পীড়াপ্রদত্ব', 'অন্যবার্ত্তা বল', ইহাতে অন্যের সুখদত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ৮।

প্রতিজল্প।

দুস্ত্যজদ্বন্দ্ব ভাবেঽস্মিন্ প্রাপ্তির্নার্হেত্যনুদ্ধতং।
দূতসম্মাননেনোক্তং যত্র সঃ প্রতিজল্পকঃ॥

যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের দ্বন্দ্বভাব দুস্ত্যজ, প্রাপ্তিঅনুচিতত্ব ও দূতের সম্মান বর্ণিত হয়, তাহাকে প্রতিজল্প বলে।

প্রতি জল্পের উদাহরণ যথা :—

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে। ৯॥

শ্রীরাধা উন্মাদ বশতঃ তথায় ভ্রমণকারি ভ্রমরকে অনুসন্ধান না করিয়া অথবা ক্ষণকাল তাহার অদর্শন বশতঃ দেখিতে না পাইয়া খেদ প্রকাশ পূর্ব্বক আশঙ্কা করিলেন, হায়। আমি তীক্ষ্ণ বাক্য দ্বারা দূতকে সন্তপ্ত করিয়াছি, সে মথুরায় গিয়া বৃত্তান্ত সমুদায় বলিয়াছে, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করিলেন, এই বিবেচনায় কলহান্তরিতাদশাপ্রাপ্তা শ্রীরাধা মনে করিলেন, আমার কান্ত প্রেমসমুদ্র এবং সদ্‌গুণশালী, অতএব তিনি পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করুন, যাহাতে সে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়, এই আকাঙ্ক্ষায় ভ্রমরের পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া সাদর পূর্ব্বক কহিলেন, ওহে মধুকর, তুমি আমার প্রিয়তমের সখা, আমার বাক্যশরে তাড়িত হইয়াও স্বীয় সাদ্‌গুণ্য বশতঃ অপকার গণনা না করিয়া আগমন করিয়াছ। আমি জানিলাম আমার প্রিয়তম আমার প্রতি অতিশয় প্রেমবান্, আমার কোটি কোটি অপরাধ গণ্য না করিয়া তোমাকে কি প্রেরণ করিয়াছেন? যাহা হউক তোমার প্রার্থনা কি? বর গ্রহণ কর। ভ্রমর কহিলেন, আপনি মথুরায় চলুন। ইহাতে শ্রীরাধা বলিলেন ওহে ভৃঙ্গ, এরূপ বলিওনা, তিনি অনবরত পুরস্ত্রীগণে বেষ্টিত থাকেন, আমি যদি তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করি, তাহা হইলে অবশ্যই মান উপস্থিত হইবে, অতএব আমায় লইয়া যাইওনা, তিনি মিথুনী ভাব কখনও ত্যাগ করিতে পারিবেন না। ভ্রমর কহিলেন, দেবি, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তিনি নিরন্তর একাকী অবস্থান করেন। এতৎ শ্রবণে শ্রীরাধা কহিলেন, ওহে সৌম্য, তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান, তিনি যে সতত শ্রীনাম্নী বধুর অর্থাৎ শ্রীবৎসচিহ্নস্বরূপা কমলার সহিত অবস্থান করিতেছেন।৯।

সুজল্প।

যত্রার্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলং।
সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্পোনিগদ্যতে॥

যাহাতে সরলতা নিবন্ধন গাম্ভীর্য্য, দৈন্য ও চপলতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ সকল জিজ্ঞাসা থাকে, তাহাকে সুজল্প বলে।১০

সুজল্পের উদাহরণ যথা :—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীনাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যাধাস্যৎ কদা নু। ১০।

শ্রীরাধা মনে মনে কহিলেন, হায়! আমি উন্মত্তা হইয়া প্রলাপ করিতেছি; শ্রীকৃষ্ণের কিছুই কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম না, এই অভিপ্রায়ে কহিলেন, হে সৌম্য, আর্য্যপুত্র শ্রীকৃষ্ণ গুরুকুল হইতে আসিয়া এক্ষণে কি মধুপুরাতে আছেন? তিনি কি পিতৃগৃহ ও বন্ধুদিগকে স্মরণ করেন? আমার তাঁহার কিঙ্করী ছিলাম, আমাদের কথা কি কখন বলেন? তিনি কবে আসিয়া অগুরুবৎ সুরভিশালা হস্ত আমাদের মস্তকে বিনস্ত করিবেন?

উক্ত উদাহরণে প্রথম চরণে সরলতা, দ্বিতীয় চরণে স্বীয় প্রসঙ্গ উত্থাপনে গাম্ভীর্য্য, তৃতীয় চরণে দৈন্য, চতুর্থ চরণে চাপল্য এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে।১০।

এস্থলে বিপ্রলম্ভ বা বিরহ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাইতেছে। বিপ্রলম্ভের লক্ষণ এই যে,—

যুনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যোমিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥

যুক্ত অথবা অযুক্ত নায়ক ও নায়িকার আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিনিবন্ধন উৎকর্ষ সাধক এবং সম্ভোগের উন্নতিসাধক ভাবকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বলে।

এই বিপ্রলম্ভ আবার চারিপ্রকার যথা :—

১। রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবনাদিযা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

সঙ্গমের পূর্ব্বে নায়ক নায়িকার দর্শন ও শ্রবণাদি জনিত যে রতি উদ্বুদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলেন।

২। দম্পত্যো র্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥

পরস্পর অনুরক্ত নায়ক এবং নায়িকা একস্থানে বিদ্যমান থাকিলেও যে ভাব পরস্পরের আলিঙ্গন এবং দর্শনাদির বিরোধী তাহাকে মান বলে।

৩। পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যুনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥

মিলনের পর যুবক যুবতীর দেশান্তরাদি ব্যবধানকে পণ্ডিতেরা প্রবাস বলেন।

৪। প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

প্রিয়তমের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষ স্বভাব বশতঃ বিশ্লেষ বুদ্ধিতে যে আর্ত্তি তাহাতে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে।

এখন পূর্ব্বরাগাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে বলা যাইতেছে। দর্শন শ্রবণাদিজাতা রতি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে—দর্শন আবার ত্রিবিধ,—সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপট দর্শন এবং স্বপ্নে দর্শন। শ্রবণেরও বিভাগ আছে—স্তুতি পাঠক, দূতী ও সখীদের মুখ হইতে শ্রবণ এবং গীত হইতে শ্রবণ। পূর্ব্বরাগে নিম্নলিখিত সঞ্চারিভাবের আবির্ভাব হয়। যথা ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম, নির্ব্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু প্রভৃতি।

এই পূর্ব্বরাগ রতি লালসাভেদে প্রৌঢ় সমঞ্জস এবং সাধারণ ভেদে তিন

প্রকার। প্রৌঢ় রতির অপর নাম সমর্থ রতি। প্রৌঢ় লালসায় মরণ পর্য্যন্ত দশা উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহার দশ দশা বর্ণিত

লালসোদ্বেগজাগর্য্যাতানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্য ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

লালসা, উদ্বেগ, জাগর্য্যা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু এই দশ দশা।

অভীষ্ট প্রাপ্তির ইচ্ছা দ্বারা যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা তাহাকে লালসা বলে। ইহাতে ঔৎসুক্য চপলতা ঘূর্ণা ও শ্বাসাদি লইয়া থাকে। ইহার যে উদাহরণটী উজ্জ্বল নীলমণিতে আছে তাহার বঙ্গানুবাদ এই :—ললিতা শ্রীরাধাকে কহিলেন, হে কিশোরি, তুমি কেন ঘটিকার মধ্যে শতবার গৃহ হইতে নির্গত হইয়া ব্রজসীমায় গমন করিয়া তথা হইতে পুনরাগমন করিতেছ? কেনই বা অগণ্য গুরুতর ত্রাসহেতুনিশ্বাসত্যাগ করিতে করিতে কদম্ব কাননের দিকে দৃষ্টিদ্বয় নিক্ষেপ করিতেছ? পদাবলীতে "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে এসে যায়" এই পদটী উহার উত্তম উদাহরণ, উহা প্রথমখণ্ডে দ্রষ্টব্য।

ইহার পরিপাক অবস্থায় ঔৎসুক্যের অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মনের চঞ্চলতার নাম উদ্বেগ। ইহাতে দীর্ঘনিশ্বাস, স্তব্ধতা, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি হইয়া থাকে। নিদ্রাক্ষয়ের নাম জাগর্য্য। ইহাতে স্তম্ভ, শোষ প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়। শরীরের কৃশতার নাম তানব; ইহাতে দৌর্ব্বল্যও ভ্রমাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ তানবস্থলে বিলাপ পদ পাঠান্তরে প্রয়োগ করেন কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইহার পরে জড়িমা। জড়িমায় ইষ্ট অনিষ্টের পরিজ্ঞান থাকে না; প্রশ্ন করিলে অনুত্তর এবং দর্শন শ্রবণের অভাব হয়। বৃথা হুঙ্কার, স্তম্ভ, শ্বাস, ভ্রমাদি ইহার লক্ষণ।

বৈরাগ্যের লক্ষণ এই যে, ইহাতে সহিষ্ণুতার অত্যন্ত অভাব ঘটে। ইহাতে বিবেক, নির্ব্বেদ, খেদ ও অসূয়া প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। অতঃপরে ব্যাধি,—অভীষ্টের অভাব হেতু শরীরের বৈবর্ণ্য ও উত্তাপ জন্মে। ব্যাধিতে শীত, স্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস ও পতনাদি হইয়া থাকে। অতঃপরে উন্মাদ—ইহার লক্ষণ এই যে, সর্ব্বত্র সকল অবস্থাতে এবং সকল কালে তন্মনস্কতা বিদ্যমান থাকে। ইহার ফলে ভ্রান্তি জন্মে, ইহাতে কেহ ভাল করিলেও তাহার প্রতি দ্বেষ, ভাল বস্তুর প্রতি দ্বেষ, নিশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মোহে চিত্তের বিপরীত গতি হয়; মোহে নিশ্চলতা ও পতনাদি ঘটে। ইহার পরে মৃত্যু।

এই সকল লক্ষণ সমর্থা রতির বিপ্রলম্ভে ঘটিয়া থাকে। ব্রজবালাগণের—সমর্থা রতি, দ্বারকার মহিষীগণের সমঞ্জসা রতি এবং সাধারণের রতিকে সাধারণী রতি বলে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে কুব্জা ও সাধারণ ভক্তগণের কথা বলা যাইতে পারে। এস্থলে গোপীদিগের পূর্ব্বরাগের লক্ষণই লিখিত হইল। ইহার পরে মান, প্রবাস এবং প্রেম বৈচিত্ত্য প্রভৃতিও অনেক প্রকার আছে। এই সকল বিষয় আমার প্রণীত গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদর গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচরিতামৃতে দ্বারকার মহিষীগণের প্রেম বৈচিত্ত্যের একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবতিতম অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোক। উহার বঙ্গানুবাদ এই,—শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতে করিতে মহিষীগণ তদ্গতচেতা হইয়া প্রেমবৈবশ্য হেতু বিরহ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় তাঁহাকেই চিন্তা করিয়া উন্মত্তের ন্যায় কুররীকে বলিতেছেন, হে কুররি, এই জগতে তুমিই একাকিনী নিদ্রাশূন্য হইয়া শয়নের ইচ্ছাও করিতেছ না, যেহেতু উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছ। আমাদিগের পতি দ্বারকানাথ সম্প্রতি এই রাত্রিকালে কোন নিভৃত স্থলে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিদ্রা

যাইতেছেন ; হে সখি, বোধ করি, আমাদের ন্যায় সহাস্য কটাক্ষ দ্বারা তোমার চিত্তও তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন।"

এইরূপে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ বিষয়ের আলোচনার উপসংহার করা হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে প্রেম-তত্ত্বের যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তাহার বিন্দুমাত্রেরও সন্ধান পাইলাম না। শ্রীচরিতামৃতের মধ্য লীলা ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, সেই কয়েকটী কথা লইয়াই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। যাহা বিশুদ্ধ রসময় চিত্তের একমাত্র অনুভবগম্য, সাধারণ লোকের ভাষায় তাহার প্রকাশ অসম্ভব।

ব্রজের নির্ম্মল প্রেম বা অকৈতব প্রেমকেই পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া ভক্তি শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু সেই অকৈতব প্রেম মানুষের ধারণার অতীত। কবিরাজাধিরাজ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস প্রাকৃত ভাষায় একটি কবিতার বঙ্গানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন :—

অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম　　যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ　　না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥

অপর কবি বলিয়াছেন, "মরণ মানিয়ে বহু ভাগি"। এ প্রেমের কুল কিনারা কোথায় তাহা বলা যায় না। শ্রীরাধিকার উক্তিতে শ্রীরায় রামানন্দের একটি পদে লিখিত আছে।

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ্যা ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
নাসো রমণ-নাহাম রমণী।
দুঁহোমন মনোভব পেশল জানি।

ইহার অর্থ ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব, ভাবে ধারণা করাও অসম্ভব। শ্রীপাদ কবিরাজ আরও লিখিয়াছেন :—

নিরুপাধি প্রেম যাহা তাহা ঐ রীতি।

ইহা ছাড়া আরও কয়েকটী বড় কথা আছে এই,—এস্থলে তাহা না বলিলে প্রেমতত্ত্বের কোন কথাই বলা হয় না।

গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম,—কভু নহে কাম॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা, তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য,—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য হয়,—প্রেম মহাবল॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ সুখ আত্মসুখমর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ আর্য্য পথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥
আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার॥

কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

গোপীপ্রেমের প্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অসমর্থ হইয়াই বলিয়াছিলেন, "ন পারয়েঽহং" ইত্যাদি। রাস লীলার অবসানে শ্রীভগবান্ স্বীয় শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাদের প্রেমের ঋণ শোধ করিতে পারিব না।" এই প্রেমই বিশুদ্ধ রসময় আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্মের চরম পরিণতি; ইহাই প্রয়োজন তত্ত্ব বা প্রেমতত্ত্ব। *

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনকে প্রয়োজনতত্ত্বের যে কত সূক্ষ্ম তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন সেই সকল শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এবং শ্রীমৎ রূপ-সনাতনের কৃপায় প্রেমিক ভক্তগণের হৃদয়ে স্ফূর্ত্ত হইবে। এই প্রয়োজন তত্ত্বের উপদেশ-সূচক শ্রীচরিতামৃতের মধ্য লীলার ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দগুণাবলী লিখিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে এবং শ্রীরাধিকার গুণাবলী উজ্জ্বল নীলমণি হইতে শ্রীচরিতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীরূপশিক্ষামৃতে

* সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-কবি Shelly তদীয় "Episychidion" নামক কাব্যে প্রেমের এক মহাগভীর তথ্য প্রকটন করিয়াছেন, উহা এই :—

"One hope within twowills, one will beneath.
Two over,—shadowing minds, one life, one death.
One Heaven, one Hell, one immoratlity.
And one annihilation. . . . ."

প্রেমে যে দুইটি হৃদয় সর্ব্বথা একভাবাপন্ন হয়, ভবভূতি উত্তররামচরিতে "অদ্বৈতং সুখদুঃখযো" পদ্যে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের অতি প্রাচীন বৈদিক বিবাহ মন্ত্রেও ইহার উল্লেখ আছে :—

"মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মমচিত্ত মনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচা মেকমনা জুষস্ব, বৃহস্পতিস্ত্বাং নিযনক্তু মহ্যম্।" "যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম" বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চতে; ইত্যাদি। প্রেমের মহারাসায়নিক আকর্ষণের ইহাই অনিবার্য্য অমৃতময় ফল।

আমিও তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি। উহা সম্বন্ধ-তত্ত্বে' শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া পাঠ করাই সুসঙ্গত হইবে। এই অধ্যায়ের শেষে গোলোক বর্ণন ভগবৎদেহসম্বরণ, কেশাবতার, কৃষ্ণমহিষী হরণ প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। বিগ্রহ-নিত্যত্ব সম্বন্ধে অবতারবাদে আলোচনা করা হইয়াছে। শুক্ল-কৃষ্ণ কেশ-অবতারের বিস্তৃত সমাধান শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে দ্রষ্টব্য। শুষ্ক বৈরাগ্যের উপদেশ জন্য শ্রীভাগবতের একটী শ্লোক উদাহরণ স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐরূপ উপাসনা প্রেম-লাভের অনুকূল নহে বলিয়া তাহা ত্যাজ্য ; অথবা ভগবৎসেবা ভিন্ন অন্য কাহারও সেবা একান্ত ভক্তের পক্ষে অশোভনীয় ইহাই উক্ত শ্লোকের লক্ষ্য।

ফলতঃ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনন্ত। হরিভক্তি বিলাসের সাধন-ভক্তির ব্যাপার এবং ভাগবতামৃতের আলোচ্য বিষয় শ্রীপাদ সনাতনের গ্রন্থ সমালোচনায় সামান্যাকারে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতনই ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে প্রাচীনতম। গোস্বামি-শাস্ত্রে শ্রীপাদ রূপ ও শ্রীজীব যাহা লিখিয়াছেন তাহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীপাদ সনাতনের কৃপা হইতে লব্ধ। "শ্রীসনাতনশিক্ষামৃত" নামে গ্রন্থ লিখিতে হইলে এই অবয়বের শত সহস্র গ্রন্থ লিখিলেও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। যদি বলি যে ইহা দিগ্‌দর্শন মাত্র, একথাও দম্ভ বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে ; কেন না, দিগ্‌দর্শন করিতে হইলেও ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক লিখিতে হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের শেষে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করার প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না ; উহা এইরূপ :—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণ গুচ্ছ লঞা॥
নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে যাহা ব্রহ্মার অগোচর॥

তুমি যে কহিলে এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার একবিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে পার, যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥
"মুঞি যে শিক্ষাইনু তোরে স্ফুরুক সকল।"
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে॥
সংক্ষেপে কহিল প্রেম প্রয়োজন সংবাদ।
বিস্তারি কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ॥

এইরূপে মধ্যলীলার ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ হইয়াছে।

প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন॥

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

আত্মারাম শ্লোকব্যাখ্যা

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ॥ ইত্যাদি।

"যিনি আত্মারাম ইত্যাদি শ্লোকরূপ প্রভাকরের অর্থরূপ কিরণাবলি প্রকাশ করিয়া জগতের তমোনাশ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যরূপ উদয়গিরি আমাদিগকে রক্ষা করুন।" সেই পরমেশ্বর দয়ারসাগর ভগবান্ চৈতন্যদেবকে

আমি বন্দনা করি। যিনি কৃপা করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে আত্মারাম ইত্যাদি শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ শুনাইয়াছিলেন।

মধ্যলীলার ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীপাদ সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ বাক্য সমূহের যৎ কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। আমিও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া শ্রীসনাতনশিক্ষামৃতের অংশকণা স্পর্শ করিয়াছি কিন্তু শ্রীপাদ সনাতনের তখনও জানিবার ইচ্ছা-নিবৃত্তি হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সার্ব্বভৌমের নিকট আত্মারাম শ্লোকের আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, দয়াময়, শুনিয়াছি শ্রীপাদ সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আপনি আত্মারাম শ্লোকের আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য আমার চিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া তাহা বলিলে আমার শ্রবণ সার্থক হয়; যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

তবে সনাতন, প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌমস্থানে।
এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ॥

সনাতনের বিনতিপূর্ণ কৌতুহলময় বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক মহাপ্রভু বলিলেন, আমি এক বাতুল,—কখন যে কি বলি তাহার ঠিক থাকে না, কিছু মনেও থাকে না। সার্ব্বভৌম আমার সেই বাক্যগুলি গ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। তখন কি যে প্রলাপ করিয়াছিলাম তাহাও স্মরণে আনিতে পারিতেছি না :—

কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক স্মরণে।
তোমার সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে॥

সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমা সবা সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাক্যে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের একটী উক্তি আমাদের মনে হইতেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অবসানের পরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, দয়াময়, আপনি যুদ্ধের সময় যে পরাবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এখন সেই সকল কথা আমার মনে হইবে না, তবে তোমার শুনিতে কৌতুহল হইয়াছে; যতটুকু পারি বলিতেছি।

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা অনুগীতা নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথাটাও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু সর্ব্বভৌমের নিকট তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা আঠার প্রকার কিন্তু সনাতনের নিকট যে ব্যাখ্যা করেন তাহা একষট্টি প্রকার। মহাপ্রভু নিজেই ব্যাখ্যান্তে বলিয়াছেন,—একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে।

তোমার ভক্তিবলে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥

সার্ব্বভৌমের নিকট যে বিষয়ের উপলক্ষে এই আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা হয় এখানে প্রসঙ্গতঃ তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ভক্তিকে পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন না। মহাপ্রভু যখন সার্ব্বভৌমের নিকটে ভক্তির পুরুষার্থতা সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছিলেন, তখন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের এই দশম শ্লোকটী প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করিয়া ইহার নানা প্রকার ব্যাখ্যা করেন। তাহাতে সার্ব্বভৌমের ভ্রম নিরস্ত হয়, ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানের উদয় হয় এবং তিনি পরম বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হন; যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয় ॥

আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥
"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাঃপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহেতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥

মহাপ্রভু এই শ্লোক বলিলেন; ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্রীমুখে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে বাঞ্ছা করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন, আপনি অশেষ শাস্ত্রদর্শী, ষড়দর্শনাচার্য্য, আপনিই ইহার অর্থ করুন। আমি যাহা কিছু বুঝি তাহা পাছে বলিব। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত, তিনি তর্ক শাস্ত্রানুসারে নানাপ্রকার বাক্যচ্ছটায় তর্ক-প্রণালী অনুসারে এই শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলেন। মহাপ্রভু, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আপনি তর্কশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, সাক্ষাৎ বৃহস্পতি তুল্য বিদ্বান্, আপনার ন্যায় এইরূপ পাণ্ডিত্য প্রতিভায় শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে আর কাহারও শক্তি নাই কিন্তু এই নয় প্রকারের অর্থ ছাড়াও এই শ্লোকের আরও পৃথক্ অভিপ্রায় আছে। যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্ক শাস্ত্র মত উঠায় বিবিধ বিধান॥
নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র মত লঞা।
শুনি প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥
ভট্টাচার্য্য জানি তুমি সাক্ষাৎবৃহস্পতি।
শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহিশক্তি॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায়॥

তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনুনয়পূর্ব্বক বলিলেন, আমি এই শ্লোকটীর

যে নববিধ অর্থ করিয়াছি, ইহার পরে আর কি অভিপ্রায় থাকিতে পারে, আপনার মুখে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

তখন মহাপ্রভু শ্রীপাদ সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার উপরে আরও আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা ঘুণাক্ষরও স্পর্শ করিলেন না :—

ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তার নবঅর্থ মধ্যে এক না ছুইল ॥

আত্মারাম শ্লোকে একাদশটী পদ আছে। প্রত্যেকটী পদ পৃথক্ পৃথক্ লইয়া তিনি অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন। ইহাতে তাঁহার শক্তি এবং তাঁহার গুণগণের অচিন্ত্য প্রভাব ব্যাখ্যাচ্ছলে প্রদর্শিত হইল। অন্যান্য সাধ্যসাধন,—ভক্তির তুলনায় যে অকিঞ্চিৎকর, ভগবানের শক্তিতে এবং তাঁহার গুণে সিদ্ধ এবং সাধকগণের মনও যে আকৃষ্ট হয়, তাহাও তিনি বুঝাইয়া দিলেন, শুকদেব ও শনকাদি যে ইহার প্রমাণ তাহাও প্রকৃষ্ট রূপে বুঝাইলেন। ফলতঃ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে অভিনব অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহোদয় চমৎকৃত হইলেন এবং প্রভুকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে :—

আত্মারাম শ্লোকে একাদশ পদহয়।
পৃথক্ পৃথক্ কইল অর্থের নিশ্চয় ॥
তৎতৎ পদ প্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া।
অষ্টাদশ অর্থ কইল অভিপ্রায় লইয়া ॥

শ্রীভাগবতের এই শ্লোকটীতে যে গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত ছিল, তাহা কেবল তর্কশাস্ত্রের ব্যাখ্যার অধিগম্য নহে। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে তাঁহার অচিন্ত্য গুণগণ-প্রভাবে সিদ্ধসাধকগণের চিত্তও আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ধ্যান প্রভৃতি হইতে যে ভক্তির সাধনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই এক শ্লোকের বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু

তাৎকালিক পণ্ডিত রাজচক্রবর্ত্তী ষড়্‌দর্শনাচার্য্য শ্রীমৎ বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে তাহা বুঝাইয়াছিলেন।

শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আত্মধিক্কার॥
ইঁহতো সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিয়া।
মহা অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া॥

এই বলিয়া সার্ব্বভৌম প্রভুর পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌমের প্রতি কৃপা করিয়া প্রভু তাঁহাকে অদ্ভুত রূপ দেখাইয়াছিলেন :—

দেখাইলা তারে আগে চতুর্ভুজরূপ।
পাছে শ্যাম বংশীরূপ স্বকীয় স্বরূপ॥
প্রভুর কৃপায় তার স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেম দান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে॥

সার্ব্বভৌম তখন করযোড়ে বলিতে লাগিলেন,—

জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্প কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এসব আশ্চর্য্য॥
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥

যে আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই বিপুল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, শ্রীপাদ সনাতনের সেই ব্যাখ্যা শুনিতে কৌতূহল হওয়া অতীব স্বাভাবিক। সনাতনের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ বলিলেন, এই শ্লোকে একাদশটী পদ আছে, যথা :—১। আত্মারাম, ২। চ, ৩। মুনয়ঃ, ৪। নির্গ্রন্থাঃ,

৫। অপি, ৬। উরুক্রমে, ৭। কুর্ব্বন্তি, ৮। অহৈতুকীং, ৯। ভক্তিং, ১০। ইত্থম্ভূত গুণঃ, এবং ১১। হরিঃ।

প্রথমতঃ আত্মা শব্দের অর্থ করা যাইতেছে, তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

অত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু ; প্রযত্নেচ।

অপর একখানি কোষ গ্রন্থে লিখিত আছে :—

আত্মা পুমান্ স্বভাবেচ প্রযত্নে ধৈর্য্যচিত্তয়োঃ।
বুদ্ধৌ দেহে পরব্যবর্ত্তনে ব্রহ্মণি কীর্ত্তিতঃ॥

অমরকোষে নানার্থ বর্গে লিখিত আছে :—

"আত্মা যত্ন ধৃতিবুদ্ধিঃ স্বভাবো ব্রহ্মবর্ষ্মচ।"

ইহার টীকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্ যথা :—যত্নে—মহাত্মা পুরুষঃ। ধৃতৌ—গুপ্তাত্মা পুরুষঃ সদেতি। স্বভাবে—দুষ্টাত্মা। ব্রহ্মণি—অত্মেবেদং সর্ব্বং। বর্ষ্মশরীরম্।

আত্ম পুংসি স্বভাবে চ প্রযত্নমনসোরপি।
ধৃতাবপি মনীষায়াং শরীরব্রহ্মণোরপীতি মেদিনী।
আত্মা কলেবরে যত্নে স্বভাবে পরমাত্মনি।
চিত্তে ধৃতৌচ বুদ্ধৌচ পরব্যবর্ত্তনেপি চ॥ ইতি ধরণিঃ
আত্মা পুংসি স্বভাবেচ প্রযত্ন মনয়োরপি
ধৃতাবপি মনীষায়াং শরীরঃ ক্ষণয়োরপি॥

ভাগবতে লিখিত আছে :—

"যয়া সংমোহিতো জীবঃ আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্" ইতি।
স চিন্ময়ঃ প্রকাশাত্মা উৎপাদ্যাত্মানমাত্মনা।
পুরুষাখ্যমনন্তঞ্চ প্রকাশপ্রসরং মহৎ ইত্যাদি॥
অন্তর্য্যামী সা, তেষাং বৈ তারকানামিবাম্বরং॥
সেন্ধনঃ পাবকো যদ্বৎ স্ফুলিঙ্গনিচয়ং দ্বিজ॥

অনিচ্ছাতঃ প্রেরয়তি তদ্বদেষ পরঃ প্রভুঃ
প্রাগ্বাসনাবিবদ্ধানাং বদ্ধানাঞ্চ বিমুক্তয়ে ॥
তস্মাদ্বিদ্বিস্তদংশাংস্তান্ সর্ব্বাংশস্তমজং প্রভুমিতি ॥

দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি এবং প্রযত্ন আত্মাশব্দের এই সাত সাত প্রকার অর্থ করিয়া ইহার প্রত্যেকের সহিত আরাম শব্দ-যোগে আত্মারাম পদ উৎপন্ন করিয়া উহার পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করা হইবে। আবার মুনি শব্দের—মননশীল, মৌনী, তপস্বী, ব্রতী, যতি, ঋষি ও মুনি এই সাত অর্থ। নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ অবিদ্যা গ্রন্থিহীন, শাস্ত্র জ্ঞান-বিহীন, মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শাস্ত্র বহির্ভূত ব্যক্তিগণ, ধনসঞ্চয়ী এবং নির্ধন। এই শব্দটী যৌগিক, ইহা নিঃ এবং গ্রন্থিঃ এই দুইটা শব্দের যোগে উৎপন্ন; ইহা যৌগিক পদ। নিঃ উপসর্গের অর্থ বিশ্বাভিধানে "নি নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নি নির্ম্মাণ-নিষেধয়োঃ।" অর্থাৎ নিশ্চয়ে, নিষ্ক্রমার্থে, নির্ম্মাণ ও নিষেধার্থে নিঃশব্দ ব্যবহৃত হয় এবং গ্রন্থ শব্দটার নানা অর্থ এই যে :—

"গ্রন্থো ধনেচসন্দর্ভে বর্ণসংগ্রথনেঽপি চ।"

অর্থাৎ গ্রন্থ শব্দটা ধনার্থে, সন্দর্ভার্থে এবং বর্ণসংযোগে প্রযুক্ত হয়। নির্গ্রন্থি শব্দের পূর্ব্ব লিখিত নানা অর্থ সাধিত হইয়াছে।

উরুক্রম পদটার যৌগিক। উরুশব্দের অর্থ বৃহৎ এবং ক্রম শব্দের অর্থ পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্তি ও শক্তির দ্বারা আক্রমণ। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

'উরুক্রম' শব্দে কহে বড় যার ক্রম।
'ক্রম' শব্দে কহে তার পাদ-বিক্ষেপণ ॥
শক্তি, কম্প, পরিপাটী, যুক্ত, শক্ত্যে আক্রমণ।
চরণ চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন ॥

এই উরুক্রম শব্দটা বিষ্ণুকে বুঝাইতেছে। শ্রীভাগবতে একটী শ্লোক আছে, তাহা এই :—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবি র্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসা স্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ, যে ব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণু ও গণিতে পারে সেও কি বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে সমর্থ হয়? যে বিষ্ণু প্রতিঘাতশূন্য পাদবেগদ্বারা প্রকৃতির আবরণ পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন, কে তাহার বীর্য্যের পরিমাণ করিবে?

ঋগ্বেদ সংহিতায় এই উরুক্রম অবতারের বীজ মন্ত্র দৃষ্ট হয় যথা :—

ওঁ বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যো পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কম্ভ যদুত্তরং সধস্থং বি চক্রমাণ স্ত্রিধোরুগায় ইতি।

সুতরাং ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীভাগবতোক্ত এই শ্লোকটী বেদমন্ত্রমূলক। শ্রীচরিতামৃতে উরুক্রম শব্দের যে ব্যাখ্যা আছে তাহা এই:—

বিভুরূপে ব্যাপে শক্ত্যে ধারণ পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম॥
মায়া শক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন।
'উরুক্রম' শব্দের এই অর্থ নিরূপণ।

অর্থাৎ "ব্যাপ্নোতি বিশ্বং ইতি বিষ্ণু" এই অর্থে ইনি বিভু রূপে এই বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, শক্তির দ্বারা বিশ্বকে ধারণ পোষণ করিতেছেন। গোলোকে তাঁহার মাধুর্য্য শক্তির প্রকাশ, পরব্যোমে ঐশ্বর্য্য শক্তির প্রকাশ এবং মায়া শক্তির দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডাদির পরিপাটী সৃষ্টি,—ইহাই উরুক্রম শব্দের অর্থ। বিশ্ব নামক অভিধানে ক্রম শব্দের যে নানার্থ লিখিত হইয়াছে তাহা এই :—

"ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যং ক্রম শ্চালনকম্পয়োঃ।"

ইহার বঙ্গানুবাদ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। 'কুর্ব্বন্তি' পদটী কৃ ধাতু লটে নাম পুরুষের বহুবচন। এস্থলে ইহা পরস্মৈপদী। পাণিনি বলেন,—

"স্বরিতঞিতোঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে।"

ইহার অর্থ এই যে, যেখানে ক্রিয়া ফলে কর্ত্তার অভিপ্রায় আছে, সেখানে পরস্মৈপদী হইয়া থাকে।

অহৈতুকী শব্দের অর্থ—হেতু-অভিসন্ধান-বিবর্জ্জিত। এই হেতু এস্থলে তিন প্রকার—ভুক্তি, সিদ্ধি ও মুক্তি। এক ভুক্তিতেই যে কত প্রকার ফল-কামনা ঘটে, তাহা বলা যায় না। সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার। শ্রীভাগবতের ১১ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ভক্ত প্রবর উদ্ধবকে বলিয়াছেন:—

সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণাযোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতবঃ॥

এই অষ্টাদশ সিদ্ধির মধ্যে আটটী মুখ্য এবং দশটী গুণজ। অষ্ট মুখ্য সিদ্ধি এই:—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব।

অণিমা মহিমা চৈব লঘিমা প্রাপ্তিরেব চ
প্রাকাম্যঞ্চ তথেশিত্বং বশিতঞ্চ তথাপরম্॥
যত্র কামাবসায়িত্বং গুণানেতানথেশ্বরান্।
প্রাপ্নোত্যষ্টৌ নরব্যাঘ্র পরনির্ব্বাণসূচকান্॥

ইহার আর একটী সংক্ষিপ্ত লক্ষণ আছে, তাহা এই:—

অনিমা মহিমা প্রাপ্তিঃ প্রকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥

গুণহেতু অপর দশ প্রকার সিদ্ধি এই যে,—অনূর্ম্মিমত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষুৎপিপাসারহিতত্ব, দূরদেশান্তরে শব্দশ্রবণ (clairoaudiance) দূরদর্শন (clairovoiance) মনোবেগে দেহের গতি, কামিতরূপপ্রাপ্তি, পরকায়ে

প্রবেশ (obsesson) স্বেচ্ছামৃত্যু, দেবতাগণ সহ অপ্সরাদিগের ক্রীড়া দর্শন, সঙ্কল্পসিদ্ধি, আজ্ঞাসিদ্ধি, অপ্রতিহতা গতি। এতদ্ব্যতীত আরও পাঁচটী ক্ষুদ্রসিদ্ধি আছে যথা—ত্রিকালজ্ঞত্ব, অদ্বন্দ্ব অর্থাৎ শীতোষ্ণাদির অনভিভবত্ব, অগ্ন্যাদির সংস্তম্ভন, পরচিত্তাদি-অভিজ্ঞতা (thought-reading)।

মুক্তি পাঁচ প্রকার,—সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, সাষ্টি। অনন্ত ভোগ বা ভুক্তি, অষ্টাদশ সিদ্ধি ও পাঁচপ্রকার মুক্তি, এই সকল প্রাপ্তি-কামনা যে ভক্তিতে নাই তাহারই নাম অহৈতুকী ভক্তি। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে :—

এই যাহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥

অতঃপরে ভক্তির নানা প্রকার বিভাগের কথা বলা হইয়াছে। তাহাও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পয়ার উদ্ধৃত করিয়াই প্রকাশ করা যাইতেছে। সাধন ভক্তি একপ্রকার এবং প্রেম ভক্তি নয় প্রকার। এতৎসম্বন্ধে বিশেষ কথা শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে যথা :—

রতিলক্ষণা, প্রেমলক্ষণা, ইত্যাদি প্রকার।
ভাবরূপা, মহাভাব লক্ষণরূপা আর॥
শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস্য-ভক্তের রতি হয় রাগ দশাঅন্ত॥
সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব-সীমা।
'ভক্তি'শব্দের এই সব অর্থের মহিমা॥

অতঃপরে 'ইত্থম্ভূত' পদের অর্থ করা যাইতেছে। ইত্থম্ভূত পদটী দুইটী শব্দে রচিত। ইত্থম্ভূত একটী এবং অপরটী 'গুণঃ' শব্দ। ইত্থম্ভূত

শব্দের এখানে তাৎপর্য্যার্থ,—পূর্ণানন্দময়। এস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এই পূর্ণানন্দের সমক্ষে ব্রহ্মানন্দও তৃণতুল্যতুচ্ছ। এসম্বন্ধে প্রমাণ এই যে,—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥

হে ভগবন্‌, যে প্রকার মহাসাগরে বিচরণকারী জন্তু সকলের গোষ্পদ জল অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকার আপনার দর্শনরূপ আনন্দ-সমুদ্রে বিহরণশীল আমার ব্রহ্মসম্বন্ধি সুখ অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ কি প্রকার তাহা প্রকাশের জন্য বলা হইতেছে:—

সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব বিস্মারণ॥
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণকৃপায় বান্ধে॥

অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণ, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পূর্ণানন্দস্বরূপ, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কারুণ্য-ভক্ত-বাৎসল্যশীল, ও আত্মপর্য্যন্ত বদান্য, তিনি অলৌকিক রূপরস-সৌরভাদিগুণ-সম্পন্ন। তাঁহার এক এক গুণে এক এক শ্রেণীর ভক্তের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তাঁহার পদারবিন্দের কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসীমকরন্দ-বায়ুব সৌরভে সনকাদি মহর্ষিগণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; যথা শ্রীভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোক:—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ,
কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসী-মকরন্দ-বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

কমলনয়ন ভগবানের চরণার্পিত পদ্মকিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর বায়ু নাসারন্ধ্র দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদির চিত্ত এবং

তনুতে সম্যক ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল, অর্থাৎ চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চ করিয়াছিল।

শ্রীভগবল্লীলা শ্রবণে শুকদেবেরও মন আকৃষ্ট হইয়াছিল।

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥ ভাঃ—২।১।৯

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, আমি নির্গুণ ব্রহ্মে অবস্থিত ছিলাম সত্য কিন্তু উত্তমঃশ্লোক ভগবানের লীলা শ্রবণে আকৃষ্ট চিত্ত হইয়াছিলাম, তাহাতেই আমার এই আখ্যান অধ্যয়ন করা হইয়াছে।

শ্রীভাগবতে আরও লিখিত আছে,—

স্বসুখ-নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ
প্যজিতরুচির-লীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়াছিল এবং তজ্জন্য দ্বৈতস্ফূর্ত্তিবিরহিত হইয়াছিল, তাদৃশ হইয়াও যিনি শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ হইতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া, কৃপাবশতঃ সর্ব্বতত্ত্ব প্রকাশক ভাগবত পুরাণ বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সমস্ত বৃজিনহন্তা ব্যাসনন্দন শুকদেবকে আমি প্রণাম করি।

ভগবানের শ্রীঅঙ্গ-রূপে গোপিকাদিগের মন আকৃষ্ট হয়।

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥

গোপীগণ কহিলেন, হে সুন্দর, যাহাতে কুণ্ডল শ্রীযুক্তগণ্ডস্থল, সুধাময় অধর এবং হসিতাবলোকন রহিয়াছে, সেই এই অলকাবৃত তোমার মুখ

দেখিয়া অভয়প্রদ ভুজদণ্ডযুগল এবং লক্ষ্মীদেবীরও রতিজনক বক্ষঃস্থল দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইলাম।

রূপগুণাদি শ্রবণে রুক্মিণ্যাদির আকর্ষণ যথা :—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

গোপীগণ কহিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ, ত্রিলোকীতে এতাদৃশী স্ত্রী কে আছে যে, তোমার অমৃতময় বেণুর কলগীতে বিমোহিত হইয়া এবং ত্রৈলোক্যের নিখিল সৌন্দর্য্য যাহাতে অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তোমার তাদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? স্ত্রীদিগের কথা দূরে থাকুক, যে বেণুগীত শ্রবণ এবং রূপ দর্শন করিয়া গো, দ্রুম, পক্ষী এবং মৃগগণ পর্য্যন্ত পুলকিত হয়।

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য সখ্যাদি ভাবে পুরুষাদিগণ।
পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা, চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্তকরি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ॥

অতঃপরে 'হরি' শব্দের অর্থব্যাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

হরি শব্দে নানার্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন॥

অমরকোষ অভিধানের নানার্থ বর্গে হরিশব্দের বহুল অর্থ দৃষ্ট হয়; যথা :—

যমানিলেন্দ্রচন্দ্রার্কবিষ্ণুসিংহাংশুবাজিষু।
শুকাহিকপিভেকেষু হরির্ণা কপিলে ত্রিষু॥

হরি—যম, বায়ু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য বিষ্ণু, সিংহ, কিরণ, ঘোটক, শুকপক্ষী, সর্প, ভেক্, পুং, কপিল বর্ণ,। হরি শব্দের যদিও এই সকল অর্থ আছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী অর্থ এস্থলে গ্রাহ্য। ইহার এক অর্থ যিনি সর্ব্ববিধ অমঙ্গল হরণ করেন তিনিই হরি। হরতি নিখিলা দুঃখান্ ইতি হরিঃ; অপরার্থ এই যে, যিনি প্রেম দ্বারা সকলের চিত্ত হরণ করেন, তিনিই হরি। প্রেম্না হরতি চিত্তানি সর্ব্বেষামিতি হরিঃ।

অমঙ্গল হরণ সম্বন্ধে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :—

যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ॥
যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তি রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

পাকাদির জন্য প্রজ্জলিত অনল যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, হে উদ্ধব, সেইরূপ মদ্বিষয়িনী ভক্তি সমস্ত পাপরাশিকে নিঃশেষে দগ্ধ করে।

হরিনামে ভক্তিবাধক কর্ম্ম এবং তাহার বীজ অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া যায়। অতঃপরে শ্রবণাদি সাধন ভক্তির পরিপাকে প্রেমের উদয় হয়। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক গুণে তাঁহার প্রতি সাধকগণের দেহেন্দ্রিয় চিত্ত প্রভৃতি আকৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ এমনই কৃপাময় এবং তাঁহার গুণের প্রভাবও এতাদৃশ। ইহার প্রমাণ এই যে :—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণ বিবরৈ র্হরতোহঙ্গ তাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥

হে অচ্যুত, হে ভুবনসুন্দর, তোমার সেই গুণসমূহ কর্ণবিবর দ্বারাশ্রোতৃবর্গের অন্তরে প্রবেশ করিয়া নিখিল-তাপ হরণ করে, এবং চক্ষুষ্মান্ গণের চক্ষু যাহাতে সমস্ত মাধুর্য্য আস্বাদন করে, তোমার তাদৃশ রূপরাশি শ্রবণ

করিয়া, আমার মন লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তোমাতে আবিষ্ট হইয়াছে।
বংশীগীতে এবং রূপে শ্রীকৃষ্ণহরি লক্ষ্যাদিরও মনহরণ করেন।

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা॥

নাগপত্নীগণ কহিলেন, হে দেব, এই মহানীচ কালীয়নাগের তোমার চরণরেণু স্পর্শে যে অধিকার দেখিতেছি, তাহা তপঃ প্রভৃতি সর্ব্বসুকৃত দুর্লভ; যেহেতু ব্রহ্মাদি ভক্ত সকল হইতেও অধিকতমা লক্ষ্মী তোমার ললনা হইয়াও তোমার গোপালরূপের চরণ স্পর্শকামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন কিন্তু স্পর্শাধিকারিণী হন নাই। আর এই কালীয় নাগ নিজ মস্তকে তোমার চরণদ্বয়ের স্পর্শ-লাভ করিয়াছে, ইহার মহিমা আর কি বলিব?

চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।
'হরি' শব্দের এই মুখ্যার্থ করিল লক্ষণ॥

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ। শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভক্তগণের চিত্ত হইতে এই চারি পুরুষার্থের বাসনা তিরোহিত করিয়া দেন এবং সকলের চিত্ত হরণ করেণ এই নিমিত্ত তিনি হরিনামে উক্ত হইয়া থাকেন।

অতঃপরে এই শ্লোকস্থ আরও দুইটা শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই দুইটী অব্যয়শব্দ একটি "অপি" আর একটি "চ"। ইহাদের নানা-প্রকার অর্থ আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্নরূপে ইহার অর্থ আছে। এস্থলে প্রথমতঃ "চ" কারের কয়েকটী মুখ্য অর্থ বলা যাইতেছে, যথা বিশ্বপ্রকাশে;—

"চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে।"

একতরের প্রাধান্যে, সমাহারে, পরস্পরার্থ প্রাধান্যে, সমুচ্চয়ে, মতান্তরে, পাদপূরণে এবং অবধারণার্থে চ শব্দের প্রয়োগ হয়।

অন্বাচয় অর্থ এই যে, কোন একটীকে প্রধানরূপে বলিয়া অপর বাক্যটী যদি গৌণভাবে বলা যায় তবে এই দুই বাক্যের মধ্যে বাক্যদ্বয় সংযোগার্থ চ শব্দের প্রয়োগ হয়, যেমন—"ভো বটো ভিক্ষামট, যদি পশ্যসি গাঞ্চানয়" অর্থাৎ হে বটো, তুমি ভিক্ষা করিতে যাও এবং যদি দেখিতে পাও তবে গরুটাকেও নিয়া আইস।" এস্থলে ভিক্ষা করাই প্রধান কার্য্য, গো আনয়ন গৌণী ক্রিয়া। এরূপস্থলে অন্বাচয় অর্থে চ শব্দের প্রয়োগ হয়। তিরোহিত অবয়ব ভেদই সমাহার (collective combination) যেমন,—হস্তিনশ্চ অশ্বাশ্চ হস্ত্যশ্বং, পাণিচ পাদৌ চ পাণিপাদং। অন্যোন্যার্থে ইতরেতর যোগঃ (Mutual connection) যেমন,—প্লক্ষশ্চন্যগ্রোধশ্চ প্লক্ষন্যগ্রোধৌ, সমুচ্চয় একত্রানেক প্রচয়ঃ (aggregation) যথা :—"তৌ গুরুগুরুপত্নী চ প্রীত্যা প্রতিননন্দতুঃ। এতদ্ব্যতীত পাদপূরণে ও অবধারণে চ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। "কিন্তু" "তথাপি" এই অর্থেও চ শব্দের ব্যবহার হয় (Disjunction) যথা—"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতিচ বাহুঃ" অবধারণার্থ (Ditermination) যথা :—

"অতীতঃপন্থানাং তবচমহিমা বাঙ্‌মনসয়োঃ।"

চেদর্থে চ (condition) জীবিতুম্ চেচ্ছসে মূঢ় হেতুং মে গদতঃ শৃণু লোভশ্চাপি গুণেন কিম্ এস্থলে চেদর্থে চকারের প্রয়োগ হইয়াছে। পাদপূরণার্থে (expletively) যথা :—ভীমঃ পার্থস্তথৈবচ ইত্যাদি।

এখন অপিশব্দের অর্থ করা যাইতেছে। অপি শব্দের মুখ্য অর্থ বিশ্বপ্রকাশে ও মেদিনী কোষে সাতটী যথা :—

অপি সম্ভাবনা প্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামাচারক্রিয়াসুচ॥

সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সমুচ্চয়, যুক্তপদার্থ এবং কামাচার ক্রিয়া

এই সকল অর্থে অপি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। সম্ভাবনায় যথা,—অপি শিরসা পর্ব্বতং ভিন্দ্যাৎ, প্রশ্নে—অপি প্রসন্নেন মহর্ষিণা ত্বং সম্যগ্‌বিনীয়ানুমতো গৃহায়, শঙ্কায়াং—অপি চৌরো ভবেৎ, নিন্দায়াং—অপি সিঞ্চেৎ পলাণ্ডুন্ ব্রাহ্মণকঃ, সমুচ্চয়ে—প্রকৃতিরপামি পরোঽপি ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত ইহার আরও প্রয়োগ আছে, যথা:—

অনুজ্ঞায়াঞ্চাব্যয়ংস্যাদহংপিতুব্যয়ং মতং।
কিন্তর্থেঽপি চ যত্ত্বর্থেঽপিধানং ছাদনেঽপিচ ॥

সংস্কৃত ভাষায় যদিও অব্যয় শব্দ শুনিতে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয় কিন্তু ইহারা বিবিধ অর্থ প্রকাশ করে।

এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৈচিত্র্যময়ী অতি অদ্ভুত বিবিধ ব্যাখ্যা আরম্ভ করার পূর্ব্বে এই শ্লোকটীর সম্বন্ধে ভাগবতের কতিপয় প্রধান টীকাকার মহোদয় কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীধরস্বামী 'নির্গ্রন্থা' পদের অর্থ করিয়াছেন, গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ ক্রোধ ও অহঙ্কাররূপ গ্রন্থি যাহাদের নিবৃত্ত হইয়াছে তাহারাই নির্গ্রন্থ। তাহা হইলে মুক্তগণের কি প্রয়োজন তাহাই দেখাইবার জন্য সর্ব্বাক্ষেপ পরিহারার্থ বলা হইয়াছে,—হরি এমনই গুণশীল যে, নির্গ্রন্থ আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরির প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

ক্রমসন্দর্ভে লিখিত হইয়াছে, যাহারা বিধি নিষেধের অতীত তাহারাই নির্গ্রন্থ। 'অহৈতুকী শব্দের অর্থ ফলাভিসন্ধান রহিতা। 'ইত্থম্ভূত গুণ' পদের অর্থ, আত্মারামগণেরও আকর্ষণ স্বভাব গুণাবিশিষ্ট। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন, 'উরুক্রম' শব্দের অর্থ এই যে, ভক্তির দ্বারা জ্ঞান জন্মে, জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। সেই মুক্তি হইতেও ভক্তি শ্রেষ্ঠ। যাহা হইতে এই ক্রমের সৃষ্টি হইয়াছে, তিনিই উরুক্রম ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের গুণ যে আত্মারামগণের চিত্তাকর্ষী এই শ্লোকে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মানন্দানুভবী আত্মারামগণও শ্রীগোবিন্দ-

পদারবিন্দ ভজনানন্দে অধিকতর আনন্দ লাভ করেন এই শ্লোকে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে এই ভাবাত্মক শ্লোক আছে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্ব সন্দর্ভে ও ভগবৎসন্দর্ভাদিতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার অতি বিস্তৃত ও বিশদ্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে লিখিত আছে,—

মনোব্রহ্মণি যুঞ্জানো যৎ তৎ সদসতঃপরং
গুণাবভাসে বিগুণ এক ভক্ত্যানুভাবিতে।
নিরহংকৃতি র্নির্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্ব সমদৃক্ সদৃক্
প্রত্যক্‌শান্তধীর্ধীর প্রশান্তোর্ম্মিরিবোদধীঃ॥
বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বজ্ঞো প্রত্যগাত্মনি
পরেণ ভক্তি ভাবেন লব্ধাত্মামুক্তবন্ধনঃ।
আত্মানং সর্ব্বভূতেষ্যু ভগবন্তমবস্থিতং
অপশ্যৎ সর্ব্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি॥
ইচ্ছাদ্বেষ বিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা
ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতীগতিঃ।

এই শ্লোক কয়েকটীতে পরমহংসনিসেবিত সাধন প্রণালীনিবদ্ধ রহিয়াছে। আত্মারামগণও অশেষকল্যাণগুণগণনিলয় শ্রীগোবিন্দের চিন্তা-কগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

আত্মা শব্দের প্রধান অর্থ ব্রহ্ম :—

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ব-বৃহত্তম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যায় সম॥

শ্রীবিষ্ণু পুরাণোক্ত প্রমাণ এই যে—

"বৃহত্তাৎবৃংহণাত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমংবিদুঃ।"

ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এক পরমতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন আবির্ভাব।

শ্রীভাগবতের 'বদন্তি তত্ত্ববিদঃ' শ্লোকটী এই সম্বন্ধে মহাপ্রমাণ। সেই অদ্বয়তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ইনিই ত্রিকাল সত্য। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ যে কালত্রয়ী বস্তু তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে।

> সেই অদ্বয়তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্।
> যাহা বিনু কালত্রয় বস্তু নাহি আন॥

শ্রীভাগবত বলেন,—

> অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদযৎ সদসৎ পরম্।
> পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।

সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম, অন্য কিছুই ছিলনা। কার্য্যকারণ ও তদতীত যাহা কিছু, সে সকল আমিই। কার্য্যভূত জগৎ,—আমার গুণ মায়ার প্রকাশ। কারণভূত আধার,—আমার জীবমায়ার প্রকাশ। কাল,—আমার ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ। তদুভয়ের অতীত জীবসকল আমার প্রকাশাপ্রকাশ-সামর্থ্যরূপা তটস্থাশক্তি। স্বরূপ শক্তিসকল আমার প্রকাশ-সামর্থ্যরূপা অন্তরঙ্গা শক্তি। ব্রহ্ম সূর্য্যস্থানীয়,—আমার মণ্ডল স্থানীয় নির্ব্বিশেষ প্রকাশ; পরমাত্মা আমার সবিশেষ প্রকাশাংশ। আমার মণ্ডলবহিশ্চরপরমাণু স্থানীয় জীব সকলের অন্তরালবর্ত্তিনী ছায়ারূপা মায়া আমার আবরণ সামর্থ্য বা স্বরূপাপ্রকাশ-সামর্থ্য। কেহই আমা হইতে অতিরিক্ত নহে। প্রলয়ের পরও কেবল আমি থাকি, অপর কিছুই থাকে না। পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বও আমিই। আবার প্রলয়ে যাহা অবশেষ থাকে, তাহাও আমিই; কারণ, আমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় দেশ ব্যাপিয়া ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করিয়া থাকি; আমার দেশতঃ পরিচ্ছেদ নাই। আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়ের পর এবং তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত কাল ব্যাপিয়া অবস্থান করি, আমার কালত পরিচ্ছেদ নাই। মায়াদি শক্তিসকল আমার বিভূতি। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা

আমার আবির্ভাব-বিশেষ। আমি মধ্যমাকার হইয়াও বিভু। আমার কর্ম্ম সৃষ্টিলীলায়, দেবলীলায় ও নর লীলায় নিত্য পরিব্যক্ত।

আত্মা শব্দ কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্ব-স্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক সাক্ষী পরম স্বরূপ॥
আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মাহি পরমোহরিঃ॥

সর্ব্বব্যাপক এবং সকলের প্রমাপক হরিই পরমাত্মা শব্দ বাচ্য।

উপাস্যতত্ত্বের উপাসনার জন্য ত্রিবিধ সাধনার উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়. উহারা,—জ্ঞান, যোগ, ও ভক্তি :—

তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, প্রকাশে॥

জ্ঞানমার্গের সাধ্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আর যোগমার্গের উপাস্য পরমাত্মা ও ভক্তিমার্গের উপাস্য ভগবান্। এই ভক্তি বিধিও রাগ ভেদে দ্বিবিধ। স্বয়ং ভগবান্ দুই স্বরূপে প্রকাশ পান। যাহারা রাগমার্গে ভজনা করেন, তাঁহাদের প্রাপ্য শ্রীনন্দনন্দন। বিধিমার্গের উপাসকগণ পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণকে প্রাপ্ত হন।

রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠকে যায়॥
নায়ং সুখপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

গোপীকানন্দন ভগবান্ ভক্তিমান্জনগনের যেরূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানী তাপসাদির এবং নিবৃত্তাভিমানী আত্মভূত জ্ঞানীদিগের সেরূপ সুলভ নহেন।

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে যমাহ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্য-বাষ্প-কলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥

যাহারা কদাচ কাল প্রভাবের আয়ত্ত হন না, শ্রীহরি-সেবা করিয়া যাঁহারা যমকে দূরে উৎসারিত করিয়াছেন, যাঁহাদিগের কারুণ্যাদি স্বভাব আমাদিগের বাঞ্ছনীয়, এবং যাঁহারা পরস্পর নিজ প্রভু ভগবানের উপাদেয় যশোরাশি কীর্ত্তনে অনুরাগ-ভরে বিবশ হইয়া অশ্রুর সহিত পুলক ধারণ করেন, তাঁহারাই আমাদিগের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সক্ষম।

ভক্তির উপাসক ত্রিবিধপ্রকার,—আকাম, সর্ব্ব কাম ও মোক্ষকাম।

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধী।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

অকাম অর্থাৎ একান্ত ভক্ত অথবা সর্ব্বকাম অর্থাৎ উক্ত ও অনুক্ত সর্ব্ববিধ কামনাশালী কিংবা মোক্ষকামী ইঁহারা উদার বুদ্ধি হইবেন, এবং দৃঢ়ভক্তি যোগে পূর্ণ পুরুষ ভগবানকে ভজনা করিবেন।

বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥
অজাগলস্তন স্তায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন॥

যদিও বহুবিধ সাধনার প্রণালী শাস্ত্রে লিখিত আছে কিন্তু ভক্তি ভিন্ন কোনও সাধনায় ফল লাভ হয় না। ছাগলের গলদেশের স্তন যেমন চিরদিনই শুষ্ক, কখনও তাহা হইতে বিন্দুমাত্রও দুগ্ধ নিঃসৃত হয় না, অন্যান্য সাধনাও সেইরূপ অজাগলস্তনের ন্যায় নিষ্ফল। সেই সকল সাধনে প্রকৃত আনন্দ লাভ হয় না কিন্তু শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তির সাধনা আরম্ভ হইতেই আনন্দ প্রদান করে। এইজন্যই বুদ্ধিমান্ ও পুণ্যবান্ সুকৃতি লোকেরা শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্ত হন। শ্রীভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসু রর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ॥

হে ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতীজন আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন।

আর্ত্ত, অর্থার্থী, দুই সকাম ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী, দুই মোক্ষকাম মানি॥
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি মাগে শুদ্ধ ভক্তিদান॥
সাধুভক্তসঙ্গ, কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধ ভক্তি পায়॥

ইহাতে জানা যায় যে, প্রথমতঃ যাহারা কোন কামনা লইয়া ভগবানের ভজনায় প্রবৃত্ত হন, তাহারা ক্রমশঃ ভগবানের কৃপায় ভজন প্রভাবে শুদ্ধ ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবদ্গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা অন্যত্র বিস্তারিতরূপে করা হইয়াছে। শুদ্ধভক্তি অর্থ এই যে, উহা কর্ম্মজ্ঞানাদি দ্বারা আবিল নহে। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণে শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণই প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং" "সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং" প্রভৃতি ভক্তি লক্ষণের আলোচনা করিলে প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তি বুঝা যাইবে।

প্রকৃত ভক্ত সহ ভক্তির অনুষ্ঠানে যে সত্বরেই সবিশেষ সাফল্য লাভ করা যায়, তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে—

সৎসঙ্গান্মুক্ত দুঃসঙ্গোহাতুং নোৎসহতেবুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥

সৎসঙ্গ প্রভাবে যিনি বিষয়াদিরূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বুদ্ধিমান জন সাধুকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান রুচিকর ভগবদ্যশঃ একবার শ্রবণ করিয়া আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না।

সৎসঙ্গের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দুঃসঙ্গের কথাও ইতঃপূর্ব্বে সংক্ষেপতঃ কথিত হইয়াছে। স্ত্রীসঙ্গসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত এই উভয় রূপ দুঃসঙ্গ ভজনোন্মুখ ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য ত্যাজ্য। এখানে আরও অন্য প্রকারে দুঃসঙ্গের কথা বলা হইতেছে।

'দুঃসঙ্গ' কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি-কৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

এই শ্লোকের শ্রীধরী টীকায় লিখিত হইয়াছে, মুক্তির বাঞ্ছা পর্য্যন্ত কৈতব। "মোক্ষবাঞ্ছা হয় সর্ব্ব কৈতব প্রধান":—শ্রীপাদ স্বামীর এই ভাবের উক্তি অতি যথার্থ। মানুষ যখন আত্মসুখের কামনায় ধর্ম্মকর্ম্ম করে, তাহা পরম ধর্ম্ম নহে; স্বার্থ ত্যাগই মানব ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থা। ধন-জন-স্ত্রীপুত্র যশোমান, রাজত্ব ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যদি আত্মসুখের হেতুমূলক হয় এবং কৈতব বলিয়া গণ্য হয় তবে মোক্ষবাঞ্ছা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম কৈতব, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির কামনাই মোক্ষ-কামনা। তাদৃশ সাধনে অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয় কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে অথচ মোক্ষসাধনার প্রথম হইতেই তীব্র ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু ভক্তি সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ; পরিণামে প্রেমভক্তিতে যে আনন্দ উপজাত হয়, ব্রহ্মানন্দ হইতেও তাহা কোটিগুণে অধিক, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। শুদ্ধা ভক্তিতে কোনও স্বার্থ কামনা থাকেনা বলিয়া উহা কৈতববর্জ্জিতা। মোক্ষে আনন্দ লাভ হইলেও উহার বাসনার নিদানই স্বার্থদুষ্ট। তাই শ্রীস্বামিপাদ মোক্ষাভিসন্ধানকে কৈতব

বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীভাগবতে নিষ্কাম, নিষ্কিঞ্চন, নির্ম্মৎসর সাধুগণের প্রোজ্ঝিতকৈতব পরম ধর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে।

'প্র' শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধর স্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান॥

মূল শ্লোকের 'প্রোজ্ঝিতকৈতব' পদের প্র শব্দে শ্রীধর স্বামী ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু অবিদ্যোপহিত নরনারীগণের পক্ষে কামনা একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ধর্ম্ম সাধনা করিতেও মানুষ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবলে ভগবানের নিকট কোন-না কোন কামনা লইয়া উপস্থিত হয়। শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছাময় ও করুণাময় হইলেও তিনি জীবের সকল বাসনা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা ফলবতী করেন না। প্রার্থনা,—বৈষয়িকী বাসনা ময়ী হইলে নানা দোষ ঘটায়। প্রথমতঃ উহা স্বার্থ-কলুষিতা। ভগবানকে ভজনা করিতে যাইয়া আমাদের সাংসারিক ধনজনযশোমান প্রভৃতির প্রতি প্রীতির আতিশয্য প্রদর্শন অতি জঘন্য কৈতবপূর্ণব্যাপার। অতঃপরে প্রার্থনা ফলবতী না হইলে শ্রীভগবানের প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। আমি মাথা কুটিয়া যাঁহার চরণে আমার প্রার্থনা জানাইলাম, তিনি কি নিষ্ঠুর! তিনি তাহা পূর্ণ করিলেন না,—এইরূপে অভিমান, ক্রোধ এবং তাঁহার দয়ায় অবিশ্বাস জন্মে। এমন কি, তাঁহার অস্তিত্বেও অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। সাধক জীবনে ইহা সর্ব্বনাশের মূল। সুতরাং স্বার্থ-বাসনা-বিজড়িত প্রার্থনা আদৌ হৃদয়ে স্থান দেওয়া অকর্ত্তব্য।

কিন্তু শ্রীভগবান্ দয়াময়, তিনি সাধকের স্বার্থবাসনাময়ী প্রার্থনা তিরোহিত করিয়া দিয়া তাঁহার চিত্তে শুদ্ধা ভক্তি প্রকট করেন।

সকাম ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালুভগবান্।
স্বচরণ দিয়া করেন ইচ্ছার পিধান॥
সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥ শ্রীভাগ-৫।১৯।২৮

যদিও ভগবান্ প্রার্থিত বস্তু প্রদান করেন সত্য, তথাপি তাহাতে তিনি প্রকৃত অর্থদ হন না। যেহেতু সে দানের পর আবার অন্য বাসনা জনিত প্রার্থনার উদয় হয়। কিন্তু তিনি দয়াময়। বিষয় প্রার্থনার চরম নিবৃত্তির জন্য ভজমানেরা ইচ্ছা না করিলেও ভগবান্ সর্ব্ববিধ কামনার আচ্ছাদক নিজ পাদপল্লব তাহাদিগকে প্রদান করেন। তাহাতে তাহাদের সর্ব্ব কামনা নিবৃত্ত হইয়া যায়।

সাধু সঙ্গ কৃষ্ণ কৃপা ভক্তির স্বভাব।
এই তিনে সব ছাড়ায় করে কৃষ্ণভাব ॥
আগে যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব।
শ্লোক ব্যাখ্যা লাগি এই কহিল আভাস।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় পাঠকগণ বহুবিধ উপাসকের বহু প্রকার উপাসনার বিবরণ জানিতে পারিবেন। কিন্তু ভক্তিই যে উপাসনা প্রণালীর মধ্যে পরম সার তাহাও সবিশেষরূপে সপ্রমাণ হইবে।

জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার।
কেবল ব্রহ্ম-উপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥

জ্ঞানমার্গের উপাসক সাধারণতঃ দুই প্রকার। কেবল ব্রহ্মোপাসক এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। ইহার অর্থ এই যে, আত্মার ব্রহ্মপ্রাপ্তি নিবৃত্তির জন্য যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহারা কেবল ব্রহ্মোপাসক। ইঁহাদের লক্ষ্য,—সোহহংত্ব-প্রাপ্তি। আর মোক্ষাকাঙ্ক্ষা জ্ঞানিগণ মোক্ষ মাত্র আকাঙ্ক্ষা করেন।

কেবল ব্রহ্ম-উপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্তব্রহ্মলয়॥

কেবল ব্রহ্মোপাসক আবার তিন ভাগে বিভক্ত,—সাধক, ব্রহ্মময় ও প্রাপ্তব্রহ্মলয়। যাহারা ব্রহ্ম তাদাত্ম্য লাভ করেন নাই কিন্তু তৎপক্ষে সাধন করিতেছেন, তাঁহারাই সাধক। যাঁহারা ব্রহ্ম-তাদাত্ম্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মময়, আর যাঁহারা ব্রহ্মে স্বীয় অস্তিত্ব লীন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাপ্তব্রহ্মলয় নামে অভিহিত। এই সকল সাধক মুক্তির জন্য সাধনশ্রম করেন; সুতরাং এস্থলে মুক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। শ্রীভাগবত বলেন:—

"মুক্তি র্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।"

জীব যখন অন্যথা রূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থা করেন, তাহার সেই অবস্থার নাম মুক্তি। জীবের স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতিই মুক্তি। এখন বিচার্য্য এই যে, জীবের স্বরূপটি কি? মায়াবাদি-গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন জীব অণু নহে,—বিভু অর্থাৎ "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"; জীব ব্রহ্মই বটে অপর কিছুই নয়। বৈষ্ণব বেদান্তগণ বলেন, শ্রুতিতে বহুত্র ও স্পষ্টতঃ জীবকে অণু বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জীব যে কৃষ্ণ-দাস ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত; ইহাই জীবের স্বরূপ। সুতরাং জীব যদি বাসনার দাসত্ব না করিয়া খাটি কৃষ্ণ-দাস হইতে পারেন, তাহা হইলেই জীবের মুক্তিলাভ ঘটে।

নিত্য কৃষ্ণদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
একারণে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥

মায়ার হাত হইতে নিস্তারের উপায়,—জ্ঞান ও ভক্তি কিন্তু ভক্তিই মুখ্যতম।

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয়॥

ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য-দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥

শ্রুতি এই যে, "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহংকৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে। ইতি। এই বাক্য শঙ্করভাষ্যেও আছে।

জন্ম হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণের ভজয় ॥
সনকাদ্যে কৃষ্ণকৃপা সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হইয়া করে নির্ম্মল ভজন ॥
ব্যাস কৃপায় শুকদেবের লীলাদি শ্রবণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥ শ্রীভাগ-১।৭।১১

সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্ত যাঁহার অতীব প্রিয়, সেই ভগবান্ শুকদেব গোস্বামী হরিগুণশ্রবণে আক্ষিপ্তচেতা হইতে এই বিস্তীর্ণ আখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

নবযোগেশ্বর জন্ম হইতে সাধক জ্ঞানী।
বিধি শিব নারদ মুখে কৃষ্ণ গুণ শুনি ॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশ স্কন্ধে তার ভক্তি বিবরণ ॥

শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নব যোগেন্দ্রের উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহাদের কথা নিম্ন লিখিত শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতজ্ঞাঃ

উত্তুঙ্গং যদুপুর-সঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো ন বাপ্যবাপুঃ।

ব্রহ্মার সভায় পঞ্চবিধ ক্লেশবর্জ্জিত বেদান্ত বেত্তা নবযোগীন্দ্র উপস্থিত হইয়া উপনিষৎ শ্রবণ করিতে করিতে নয় ভ্রাতাই পুলক ধারণ করিয়া কৃষ্ণ দর্শনার্থ যদুপুর-গমনে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এই সকল উদাহরণ দ্বারা কেবল জ্ঞানিগণের নানাবিধ ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীদের কথা বলা যাইতেছে। এই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী আবার তিন প্রকার—মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত ও প্রাপ্ত স্বরূপ। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা মুক্তি লাভের ইচ্ছা করিয়া ভজন করেন, তাঁহারা মুমুক্ষু। সংসারে মুমুক্ষু অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কেহবা সংসারের বিবিধ ক্লেশ, প্রিয়জন বিয়োগ, অপ্রিয় সংযোগ প্রভৃতি দেখিয়া সংসার হইতে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণ করেন, এই জন্য বৈরাগ্যাদি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কেহবা স্বভাবতঃই উপাসনা প্রিয়; তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ মুক্তিলাভের বাঞ্ছা করেন। ইহারাও মুক্তির জন্য কৃষ্ণ ভজন করিয়া থাকেন। ভজন ইহাদের প্রয়োজন নহে, মুক্তিই প্রয়োজন।

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

মুমুক্ষুগণ ঘোরস্বভাব পিতৃগণ, ভূতগণ এবং প্রজাপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অসূয়াশূন্য অর্থাৎ দেবান্তরের অনিন্দক হইয়া শান্ত স্বভাব নারায়ণ কলার ভজনা করিয়া থাকেন।

এতাদৃশ ব্যক্তিগণেরও সাধুসঙ্গের প্রভাবে মুক্তির বাঞ্ছা দূরীভূত হয় এবং বিশুদ্ধ ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে। সৎসঙ্গের প্রভাব অতীব আশ্চর্য্য।

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।

সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাস্ম নো যেন কৃশা মুমুক্ষা॥

হে মহাত্মন্, এই সংসার বহুদোষে দুষ্ট হইলেও সুখাবহ সৎসঙ্গরূপ এক গুণ, সকল দোষ আবরণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, যে গুণ অদ্য আমাদিগের প্রবলতর মুমুক্ষাকে বিনাশ করিল।

সৎসঙ্গের দৃষ্টান্ত এই যে, শৌনকাদি মুনিগণ, ভক্ত নারদের সঙ্গ পাইয়া মুক্তির ইচ্ছা ছাড়িয়া কৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কেহবা কৃষ্ণের দর্শনে, কেহবা কৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আত্মারাম ভাবে যাহারা জীবন যাপন করেন, ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে যাহাদের সৌভাগ্যের উদয় হয় তখন তাহাদের হৃদয়ে সুখঘনমূর্ত্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি উদিত হয়। তখন তাহারা মনে করেন, আত্মারাম অবস্থায় তাহাদের জীবন বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ভজনে যে আনন্দসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়, ব্রহ্মানন্দ তাহার বিন্দুতুল্যও নহে। এতাদৃশ সাধকগণের স্বমুখোক্তি এই যে :—

অস্মান্ সুখঘনমূর্ত্তো পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ॥

এই আনন্দঘন মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজধানী দ্বারকা নগরে স্ফুরিত থাকিতে আত্মারাম এই অভিমানে আমার চিরকাল অনর্থক গত হইয়াছে।

জীবন্মুক্ত অনেক প্রকার আছে। ইহারা সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত। ইহারা প্রধানতঃ দুইপ্রকার,—ভক্তজীবন্মুক্ত ও জ্ঞানীজীবন্মুক্ত। ভক্ত জীবন্মুক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে আনন্দ প্রাপ্ত হন; অপর পক্ষে শুদ্ধ জীবন্মুক্তগণ ভগবানে ভক্তি না রাখায় অপরাধী হইয়া থাকে।

ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত যেই গুণে কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্ক জ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে মজে॥

শ্রীভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে :—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

হে অরবিন্দলোচন, যাহারা তোমাতে ভক্তি না থাকায় অবিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা যদি তদীয় চরণে অনাদর করে তবে বহুকষ্টে পরমপদ আরোহণ করিয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হয়।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, এই শ্লোকে যে 'অরবিন্দাক্ষ' বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীভগবানের কৃপাবলোক মাধুর্য্য প্রকাশের জন্যই এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভক্তির অভাবে অতি কষ্টকর সাধনাতেও অধঃপতন হয় তাহার প্রমাণ শ্রীভাগবতের বাসনা ভাষ্যোদ্ধৃত পরিশিষ্ট বচন যথা :—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যন্তি কর্ম্মভিঃ
যদ্যচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধীনঃ।
জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে কচিৎ সংসার-বাসনাং
যোগিনো বৈ ন লিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ ॥

ইহা হইতেই প্রাগুক্ত পয়ারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ভক্তির মাহাত্ম্য স্বয়ং ভগবানই গীতায় বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন, যেজন ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ক্লেশ কর্ম্ম-বিপাকাদির বিগমে অতি স্বচ্ছ, তিনি আমা ভিন্ন কোন বস্তুর নিমিত্ত শোক করেন না, আর আকাঙ্ক্ষাও করেন না এবং আমা ভিন্ন ভালমন্দ সমস্ত ভূতে সম হইয়া আমার পরাভক্তি অর্থাৎ মদনুভব লক্ষণা মদ্বিলক্ষণ সমানাকারা সাধ্যাভক্তি লাভ করেন।

এ সম্বন্ধে বিল্বমঙ্গলোক্ত শ্লোকটীও প্রমাণ স্বরূপ ; যথা :—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈ রুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধ-দীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥

'আমরা অদ্বৈত পথের পথিকগণের আরাধ্য ছিলাম এবং নিজানন্দ সিংহাসনে পূজা লাভ করিতাম। অহো! কোন গোপবধূলম্পট শঠ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে দাস করিয়াছে।

ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণ গুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ পায় ॥
নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহশক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥

অবিদ্যা কর্ত্তৃক আরোপিত দেহাদিতে অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাংশরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলে।

এস্থলে এই বঙ্গানুবাদ শ্রীজীবপাদ-সম্মত। তিনি ক্রমসন্দর্ভে লিখিয়াছেন, গর্ভোদশায়ী নারায়ণ ব্রহ্মাকে উপদেশ করিতেছেন যে,—

যদারহিত মাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্য স্বারাজ্যমিচ্ছতি ॥

এখানে স্বরূপ অর্থ পরমাত্মা। সূর্য্যের রশ্মি-পরমাণুর ন্যায় জীব পরমাত্মার অংশ। এস্থলে তিনি শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"রসোবৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

কিন্তু শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, সাধনবলে মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই দেহ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধজীবরূপে অর্থাৎ ভগবৎপার্ষদরূপে জীবের যে ব্যবস্থিতি তাহাই মুক্তি।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-দোষে মায়া হৈতে ভয়।
কৃষ্ণোন্মুখ-ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্ত হয়॥

ইহার প্রমাণের জন্য "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ" শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহা বহুস্থানে বহুবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অতঃপরে ভগবদ্গীতার "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী" শ্লোকটীও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।" ভক্তি ভিন্ন মুক্তি লাভও হয় না, ভাগবতের টীকাকারগণ বহুস্থানে লিখিয়াছেন,—ভক্তিং বিনা মুক্তির্নসিদ্ধেৎ; ভক্তিং বিনা জ্ঞানং ন ভবতি। এই কথার প্রমাণের জন্য শ্রীভাগবতের "শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তি মুদস্য তে বিভো," "যেহন্যেরবিন্দাক্ষ" "মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইহাতে আমরা ছয় প্রকারের আত্মারাম পাইঅেছি। ১ সাধক বা অপ্রাপ্তব্রহ্মতাদাত্মা, ২। ব্রহ্মময় বা প্রাপ্তব্রহ্মতাদাত্মা, ৩। প্রাপ্যব্রহ্মলয় অর্থাৎ ব্রহ্মলীন, ৪। জ্ঞানী মুমুক্ষু, ৫। জীবন্মুক্ত, ৬। প্রাপ্ত-স্বরূপ বা স্থূল সূক্ষ্ম দেহবিবর্জ্জিত বা বিদেহ। সর্ব্ব সাকল্যে জ্ঞানী ষড়্বিধ।

শ্রীহরির এমনই গুণ যে, পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিধ জ্ঞানী নিগ্রর্ন্থ হইয়াও উরুক্রম শ্রীহরিকে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ চকার ইহা অপির অর্থ হয়॥
আত্মারামাশ্চ অপি করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।
'মুনয় সন্ত ইতি' কৃষ্ণ-মননে আসক্তি॥

এস্থলে আরও একটি অর্থ এই হইতেছে যে, আত্মারামগণ মননশীল হইয়া হরিতে অহৈতুকী ভক্তি করেন,—হরি এমন গুণ সম্পন্ন। এই হইল সাত প্রকারের অর্থ। নিগ্রর্ন্থ আবার দুই প্রকার অবিদ্যাহীন ও বিধিহীন। অতঃপরে "চ" শব্দের ইতরেতর অর্থ হয়। আত্মারামাশ্চ,

আত্মারামাশ্চ এইরূপ করিয়া ছয়টা আত্মারাম করার জন্য এক চকারে ইতরেতর অর্থে উক্ত উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। উহার সহিত চকারের সমুচ্চয়ার্থে 'মুনয়ঃ' পদটী বিন্যস্ত করিলে সাত অর্থ হয়। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে:—

'চ' শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ॥
আত্মারামাশ্চ আত্মারামশ্চ করি বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম ছয় চকারে লুপ্ত হয়॥
এক আত্মারাম শব্দ অবশেষে রহে।
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জন কহে॥

ব্যাকরণের অনুশাসন এই যে, "স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ। রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতি বৎ।" অর্থাৎ স্বরূপশব্দ সমূহের অবশেষে এক বিভক্তিতে সমস্ত অর্থ প্রযুক্ত হয়।

তবে যে চকারে সেই সমুচ্চয় কয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণকে ভজয়॥

"নিগ্রর্ন্থা অপি" এই অপির সম্ভাবনা অর্থ করিয়া প্রথম ব্যাখ্যানে এই সাতরূপ অর্থ হইল।

শ্রীহরির এমনই গুণ যে আত্মারাম যোগিগণও নিগ্রর্ন্থ হইয়াও তন্মনন-পরায়ণ এবং তদ্গুণাকৃষ্ট হইয়া উরুক্রম শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

যোগিগণ অন্তর্য্যামি-উপাসক। ইঁহারাও আত্মারাম। সগর্ভ. নির্গর্ভ-ভেদে ইঁহারা দুই প্রকার। ইঁহাদের মধ্যে সগর্ভ যোগী তিন প্রকার এবং নির্গর্ভ যোগী তিন প্রকার। সগর্ভ ও নির্গর্ভ শব্দ দুইটীর অপর পর্য্যায়ও আছে, যেমন—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প, সবীজ ও নিবীজ, সোপাধি ও নিরুপাধি, সাবলম্ব ও নিরালম্ব; ইহাদের প্রত্যেকে আবার তিন প্রকার যথা—যোগরুরুক্ষ.·যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধি। সুতরাং সাকল্যে আত্মারাম

যোগী ছয় প্রকার। পূর্ব্বের সাত প্রকারের সহিত এই ছয় প্রকারের মিশ্রণ সাকল্যে তের প্রকারের আত্মারাম পাওয়া যাইতেছে।

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি। শ্রীভাগ-২।২।৮

কতিপয় মহাত্মা স্বদেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াবকাশস্থ প্রাদেশপরিমিত চতুর্ভুজ এবং পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদাধারী পুরুষকে ধারণায় স্মরণ করিয়া থাকেন।

এই প্রকারের যোগ-সমাধি সবীজ ও নির্বীজ ভেদে দ্বিবিধ। নির্বীজ সমাধির প্রণালী ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

এই প্রণালীর সমাধিকে নির্বীজ বলে। উহা দুষ্কর। সবীজ সমাধি কিন্তু সুখসাধ্য। পরমানন্দ মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দে ধ্যানস্থ হইলে সহজে সাধকের চিত্তের উপরম হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্র বলেন,—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্যমান
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে॥

এইরূপ যোগমিশ্র ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা যিনি হরিতে ভাব লাভ করিয়াছেন, শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে যাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হয়, প্রমোদভরে যাঁহার অঙ্গে পুলকের উদ্গম হয় এবং উৎকণ্ঠা-প্রবৃত্ত অশ্রু কলায় যিনি আনন্দ সংপ্লবে ডুবিয়া যান, তাঁহার তাদৃশ চিত্ত বড়িশও ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় বস্তু হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ লিখিয়াছেন এই শ্লোকস্থ 'অপি' শব্দটী সর্ব্বত্রই সমন্বয় করিতে হইবে যথা—"প্রতিলব্ধভাবোঽপি, উৎপুলকোঽপি, ঔৎকণ্ঠ্যহেতুকয়া বাষ্পকলয়াশ্রুভাগেন মুহুরর্দ্দ্যমানোঽপি তচ্চাপি তস্মাদপি স্বরূপাৎ চিত্তবড়িশং বিযুঙ্‌ক্তে বিযুজয়তি।" এস্থলে জ্ঞানঞ্চ ময়ী সন্ন্যসেৎ ইত্যাদি বিধি বাক্যের ন্যায় ভক্তি সমর্পণের শাস্ত্রবিধি নাই। মন্দবুদ্ধি যোগী নিজের ইচ্ছা পূর্ব্বকই মাধুর্য্যশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ভগবন্মূর্ত্তি হইতে চিত্তকে বিযুক্ত করেন। মূল শ্লোকে বিযুক্ত করিতে হইবে এরূপ বিধি প্রয়োগ নাই, তাহা হইলে "বিযুঙ্‌ক্তে" এই ক্রিয়াপদস্থলে "বিযুঞ্জ্যাৎ' এই ক্রিয়া পদ হইত। এই শ্লোকের অর্থ এই যে, এই সাধকের চিত্ত বড়িশ তাদৃশ হইয়াও তাদৃশ মাধুর্য্যময় ভগবদ্বিগ্রহে বিষয়-রসের উৎকণ্ঠ দূরীকরণের জন্য নিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে ভগবান্মাধুর্য্যের উৎকণ্ঠা হইতেও নিবৃত্ত হয়। এতাদৃশ যোগীর চিত্ত অতি কঠিন; ইহা বড়িশ তুল্য। বড়িশ অতি কঠিন লৌহে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। স্বর্ণ রৌপ্যের মত উহা দ্রবীভূত হয় না কিন্তু অত্যধিক অগ্নিতাপ বশতঃ কিঞ্চিৎ কালের জন্য উহা অল্প দ্রবীভূত হয় আবার তৎক্ষণাৎ কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্যই মূল শ্লোকে "দ্রবদ্‌হৃদয়ং" লেখা হইয়াছে কিন্তু "দ্রুতহৃদয়ং" লেখা হয় নাই

বড়িশ গঙ্গাদিতীর্থ জলে নিত্য স্নানপরায়ণ হইলেও উহা স্বভাবতঃ কুটিল এবং অরসজ্ঞ,—মৎস্য-প্রলোভনের জন্য ইষ্ট পিষ্টান্ন খণ্ড দ্বারা উহার মুখ আবৃত। ইহাতে উহার দাম্ভিকত্বই প্রকাশ পায়। যোগীদিগের চিত্তও এইরূপ। উহা তীর্থীভূত হইলেও কঠোর, কুটিল এবং ভগবদাকর্ষক; ধ্যান ভক্তির দ্বারা আবৃতমুখবিশিষ্ট। সুতরাং এতাদৃশ যোগীরও স্বভাবতঃই দাম্ভিকত্ব বর্ত্তমান থাকে। এই জন্যই শ্রীধর স্বামী মোক্ষাভিসন্ধানকে কৈবল্যেচ্ছা-জনিত কৈতব-দোষ দুষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ধ্যানরূপা ভক্তিদেবীকে প্রথমতঃ যোগাঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পরিত্যাগ করেন। এই যোগি-চিত্তবড়িশের স্পর্শও

ভগবানের পক্ষে কষ্টকর। এইজন্য ভগবান্ যোগীদিগকে একবিংশতি প্রকার দুঃখনিবৃত্তি পূর্ব্বক প্রত্যগাত্মা অনুভবরূপ মোক্ষ দিয়া দূরে রাখেন। কিন্তু ভক্ত যোগিগণ কখনও ভগবদ্ধ্যান ভিন্ন অন্য কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহার হৃদয় কখনও ভগবান্‌কে ত্যাগ করেন না।

যে তিন প্রকার যোগের কথা বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে শ্রীভগবদ্গীতা বলেন :—

আরুরুক্ষো মুনে যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

ধ্যাননিষ্ঠারূপ যোগপর্ব্বতে আরোহণে অভিলাষী যোগাভ্যাসীর তদারোহণে কর্ম্মই কারণ, যেহেতু কর্ম্মের দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ হয় এবং যোগারূঢ় মুনির চিত্তবিক্ষেপক কর্ম্মের উপরতিরূপ শমই ধ্যানদার্ঢ্যের কারণ।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাসী যোগারূঢ় স্তদোচ্যতে॥

যে কালে যোগাভ্যাসরত সাধক ভোগও কর্ম্মবিষয়ক সঙ্কল্পশূন্য হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি এবং তাহার সাধন,—কর্ম্মে অনাসক্ত হন, সেই কালে তাঁহাকে যোগারূঢ় বলে।

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া॥
"চ" শব্দে অপি অর্থ ইহাও কহয়।
মুনি, নির্গ্রন্থ, শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয়॥
'উরুক্রমে' 'অহৈতুকী' কাহা কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ॥

এই সকল শান্তভক্ত যখন ভগবান্‌কে ভজনা করেন, তখন তাঁহারা শান্ত ভক্ত নামে অভিহিত হন। 'আত্মা' শব্দের আর একটী অর্থ মন।

যে কোন ব্যক্তি নিজের মন লইয়া রমণ করেন, তিনিও সাধু সঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণ চরণে ভজনাধিকার প্রাপ্ত হন।

এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্।
শান্ত ভক্ত করি তবে কহি তার নাম॥
'আত্মা' শব্দে মন কহে, মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে॥

শ্রীভাগবতে ইহার প্রমাণ এই যে :—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসর পদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়োদহরং।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥

ঋষিসম্প্রদায়ের মধ্যে স্থূলদৃষ্টি ঋষিগণ উদর মধ্যে মণিপূরস্থ ধ্যেয় বস্তুর ধ্যান করিয়া থাকেন, এবং আরুণি ঋষিগণ নাড়ীগণের প্রসরণ-স্থান হৃদয়স্থ দহরে অর্থাৎ সূক্ষ্মতত্ত্বের উপাসনা করেন। যেহেতু হে অনন্ত, সেই হৃদয় হইতে তোমার উপলব্ধি-স্থান জ্যোতির্ম্ময় সুষুম্না নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে উদ্গত হইয়াছে, যাহাকে লাভ করিলে আর সংসারে পতন হয় না।

এই পর্য্যন্ত চৌদ্দ প্রকারের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

'আত্মা' শব্দে যত্ন কহে, যত্ন করিয়া।
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণ ভজে নিগ্রন্থ হইয়া॥

ইহার প্রমাণ এই যে,—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এবং নিম্নে স্থাবর যোনি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া

জীবগণ যাহা লাভ করিতে পারে না, বুদ্ধিমান্ লোক তাহারই জন্য যত্ন করিবে। যত্ন না করিলেও যেমন দুঃখ আপনিই উপস্থিত হয়, তদ্রূপ যাহার বেগ কাহারই বুদ্ধির গোচর হয় না, সেই প্রাচীন কর্ম্ম বশতঃ নরকাদিতেও সুখের প্রাপ্তি হইয়া থাকে; সুতরাং ঐহিকের নিমিত্ত কর্ম্ম করা উচিত নয়।

এইরূপ ভাবের আর একটা শ্লোক আছে, তাহা এই :—

অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাং।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে॥

প্রযত্ন সম্বন্ধে আর একটী শ্লোক আছে, তাহা এই :—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥

সদ্ধর্ম্ম অববোধের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হই যে অচিরেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আসঙ্গ-রহিত সাধনরাশি দ্বারা চিরকালেও ভক্তিলাভ করা যায় না, এবং আসঙ্গ থাকিলেও যাবৎফলভূত সাক্ষাৎ ভক্তিযোগে গাঢ় আসক্তি না জন্মে, তাবৎ উহা হরি কর্তৃক অদেয়। অতএব সুদুর্লভা ভক্তি দুই প্রকার।

চতুর্দ্দশ ব্যাখ্যানে বলা হইয়াছে সূক্ষ্ম শরীরে মননশীলগণই আত্মারাম-শব্দের এস্থলের অর্থ। এস্থলে বলা হইতেছে "আত্মারামাঃ" অর্থাৎ যত্নশীলাঃ। তাহা হইলে মূল শ্লোকের অর্থ এই যে, যত্নশীল ব্যক্তিগণও মুনিগণও নির্গ্রন্থ হইয়া শ্রীহরিতে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন,—তাঁহার এমনই গুণ। এই পর্য্যন্ত পঞ্চদশ প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

"চ" শব্দের অপি অর্থ এবং 'অপি' শব্দের অবধারণ অর্থ ধরিয়া এবং আত্মা শব্দের যত্নাগ্রহ ধরিয়া আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

'চ' শব্দ অপি অর্থে, 'অপি' অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎসুদুর্লভা॥

রুচিবিহীন ও প্রযত্নবিহীন বহুল সাধনে বহু কালেও সিদ্ধি সুদুর্লভা। কিন্তু রুচি ও প্রযত্ন পূর্ব্বক সাধন ফলে শ্রীহরি আশু সিদ্ধি প্রদান করেন। সুতরাং আসক্তি পূর্ব্বক সাধনই ফলপ্রদ।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া যাঁহারা প্রীতির সহিত আমার ভজন করেন, তাঁহাদিগকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যে উপায় দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।

ইহা দ্বারা ষোলপ্রকার অর্থ হইল। আত্মার আর একটী অর্থ ধৃতি।

'আত্মা'শব্দে ধৃতি কহে ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত এবে হঞা করয়ে ভজনে॥

আত্মারাম শব্দের অর্থ এস্থলে ধৈর্য্যশীল। ইহার সহিত শ্লোকের অন্যান্য পদ মিলাইয়া সতের প্রকার ব্যাখ্যা করা হইল।

'মুনি' শব্দে পক্ষী, ভৃঙ্গ, "নিগ্র্ন্থাঃ" মূর্খজন।
কৃষ্ণ কৃপা, সাধুসঙ্গে দুঁহার ভজন॥

মুনি শব্দের বহু অর্থ আছে যথা,—মুনিঃপুংসি বশিষ্টাদৌ ইতি কোষঃ। মুনি শব্দ পুংলিঙ্গ, বশিষ্টাদিকে মুনি বলা হয়। "তপস্বী, তাপসঃ, পারিকাঙ্ক্ষী বাচংযমো মুনি" ইত্যমরঃ। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা এই :—ত্রয়ং তপস্বিনী উপবাসাদি তপ-স্তদ্‌যোগাৎ বিণ্, তপশ্চরতি অণ্, পারমস্যাস্তি পারি ব্রহ্মজ্ঞানম্ তৎকাঙ্ক্ষতীতি আবশ্যকে-ণিনিঃ। বেত্তিদ্বয়ং মৌনব্রতিনি। বাচং যচ্ছতি পুরন্দরে ইত্যাদিনা নিপাতঃ ধর্ম্মাদিমননাৎ মুনিরিতি হলায়ুধঃ।

অন্য অনেক টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—ত্রীণি তপস্বিনি। তপো

বিষ্ণুর্ভক্তিতি শ্রধে ধাতুয়াৎ বিণ্। বেতি বিকার সম্মেত্যাদি না কেচ রূপত্রয়ম্। পরং ব্রহ্ম জ্ঞানম্ কাঙ্ক্ষতীতি গ্রহাদিত্বাৎ ণিনি :—পারিকাঙ্ক্ষী মনীষাদিঃ। দ্বে মুনৌ মৌনব্রতিনীত্যতে। অথ মৌনমভাষণমিতি চামরঃ। ভগবদ্গীতার মুনি শব্দের একটী সংজ্ঞা আছে, তাহা এই :—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

যাহারা ব্রতবশতঃ বাক্য বন্ধ করেন তাহাদিগকে "বাচংযমা" বলে। তৃ ভূ বৃ দৃ জুত্যাবস্তু বাচা শব্দাৎ যমঃ খঃ খিত্যোর্বাঞীতি মনঃস্বো হুসন্ত বাক্ শব্দাৎ যমঃ খেঃ নিপতনাৎ অমন্তত্বমিতি কেচিৎ।

অহিংসাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহাঃ যমাঃ শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানাঃ নিয়মাঃ। আধ্যাত্মিকং আত্মানাত্মবিবেক শাস্ত্রং নিরহং ক্রিয়য়া গর্ব্বরাহিত্যেন মদ্ধর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ পুরুষস্যাশয়ঃ। মনুতে জানাতি মুনিঃ। নাম্নীতি ইঃ নিপাতনাৎ উড়ম্ উক্রম্। এইরূপে কোষ ব্যাকরণে মুন্যাদি শব্দের ব্যুৎপাদন ও অর্থ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য আছে :—

তপঃক্লেশ সহোদান্তো বর্ণিনো ব্রহ্মচারিণঃ।
ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ স্নাতকশ্চাপ্লুতঃ ব্রতী॥
যে নির্জ্জীতেন্দ্রিয়গ্রামাঃ যতিনো যতয়শ্চ তে॥

দ্বে ঋষৌ। ঋষন্তি জ্ঞানসংসারয়োঃ পারং গচ্ছন্তি ঋষয়ঃ। ঋষীশ গতৌ নাম্নীতি কিঃ রিষিহিংসাদিশ্চ।

মুনির্ঋষৌ জে বৃক্ষেচ পিয়ালে কিংশুকেঽপিচ।
অগস্ত্যো মুনিঃ খর্জ্জূরী খর্জ্জুরভীদি বোধিতি॥
মুনিচ্ছদঃ পুমান্ সপ্তচ্ছেদে মুনিদ্রুমঃপুমান্।
বকপুষ্পে শোণকেচ মুনি-নির্ম্মিত ঈরিতঃ॥

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য ! মুদা হরিণ্যঃ
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণাগৃহমাগতায়।
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ॥

হে স্তবার্হ, পরমানন্দে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, গোপী-দিগের ন্যায় হরিণীগণ বীক্ষণ দ্বারা এবং কোকিল সকল কর্ণসুখপ্রদ শব্দ দ্বারা নিজ গৃহাগত তোমার প্রীতি সম্পাদন করিতেছে; যেহেতু সাধুগণের স্বভাবই এইরূপ। অতএব এই বৃন্দাবনবাসীরা ধন্য।

সরসি সারস-হংস-বিহঙ্গা-
শ্চারু গীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতাদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥

হে সখি, যে কালে শ্রীকৃষ্ণ অধরে বেণু সন্ধান করেন, তৎকালে সরোবরস্থ সারস, হংস এবং অন্য পক্ষিগণ মনোহর বেণুগীত দ্বারা আকৃষ্ট-চেতা হইয়া চিত্তসংযম, নয়নমুদ্রণ এবং মৌনধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন।

মুনিশব্দের পক্ষী অর্থ করিয়া আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করা হইল। এক্ষণে মুনি শব্দের অজ্ঞ মূর্খ ইত্যাদি অর্থ করিয়া অন্য এক প্রকার অর্থ করা যাইতেছে, তজ্জন্য প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা :—

কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দপুক্কশা
আভীর শুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন এবং খস

প্রভৃতি পাপজাতি ও যাহারা কর্ম্ম-দোষবশতঃ পাপাত্মা,—তাহারাও যে ভাগবতগণের আশ্রয় করিয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করে, সেই প্রভাবশালী ভগবান্‌কে প্রণাম।

ধৃতির উদাহরণ পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। ইত্যগ্রে ধৃতিমন্ত পক্ষীদের উদাহরণে এক প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তৎ পরে কি "ক্রূর হুনান্ধ," ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা ধৃতিমন্ত মূর্খের আত্মারামত্ব প্রদর্শন করাইয়া অষ্টাদশ প্রকারের ব্যাখ্যা করা হইল।

ধৃতি শব্দের অপর অর্থ পূর্ণজ্ঞান এবং দুঃখাভাব।

কিম্বা 'ধৃতি' শব্দে নিজ পূর্ণতাদি জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তম প্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয়॥
ধৃতিঃ স্যাৎপূর্ণতাজ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীত নষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ॥

জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং উত্তমপ্রাপ্তিনিবন্ধন যে পূর্ণতা তাহাই পূর্ণতা। অর্থাৎ উক্ত হেতু সকল হইতে উদ্ভূত মনের অচাঞ্চল্যকে ধৃতি বলে। অপ্রাপ্ত, অতীত এবং নষ্ট বিষয়ের শোচনাভাব প্রভৃতি উহা হইতে জন্মে। এই শ্লোকের ফলিতার্থ এই যে ভগবদনুভব, ভগবৎসম্বন্ধ হইতে যে দুঃখাভাব হয় এবং ভগবৎসম্বন্ধ হইতে যে প্রেম উদিত হয়—তাহাতে যে চিত্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তাহাই ধৃতি।

কৃষ্ণপ্রেম দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবাপূর্ণানন্দ প্রবীণ॥

কৃষ্ণপ্রেম দুঃখের অনাধিগম্য, অন্যবাঞ্ছার অনধিগম্য এবং প্রবীণ সেবানন্দই পূর্ণতাস্বরূপ। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই যে :—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

শ্রীভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ দুর্ব্বাসাকে কহিলেন, যখন আমার সেবাদ্বারা

পূর্ণ ভক্তগণ আমার সেবা দ্বারা প্রাপ্ত সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় গ্রহণ করেন না, তখন তাঁহারা কালে ধ্বংস হয় যে স্বর্গাদি, তাহা কি নিমিত্ত গ্রহণ করিবেন ?

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ ভগবানে গাঢ়াসক্ত, সেই ব্যক্তিই এইক্ষণ ভঙ্গুর চঞ্চল সংসারে ধৈর্য্য লাভ করেন।

'চ' অবধারণে ইহা, অপি সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষীমূর্খ চয়ে॥

এই স্থলে "চ" অবধারণে এবং 'অপি' সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; পরিপূর্ণ জ্ঞানশীল আত্মারামগণও হরি ভজন করেন :—এতদ্দ্বারা উনবিংশ প্রকার অর্থ পাওয়া গেল।

আত্মা শব্দের অন্য অর্থ বুদ্ধি :—

আত্মা শব্দে 'বুদ্ধি' কহে, বুদ্ধি বিশেষ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ।
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুইত প্রকার।
পণ্ডিত মুনিগণ, নির্গ্রন্থ মূর্খ আর॥
কৃষ্ণ কৃপায় সাধুসঙ্গে রতিবুদ্ধি-পায়॥
সব ছাড়ি শুদ্ধ ভক্তি করে কৃষ্ণ-পায়॥

দুই প্রকার জীব দৃষ্ট হয়—বিশেষবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং সামান্যবুদ্ধিবিশিষ্ট। আত্মা শব্দের বুদ্ধি অর্থ ধরিয়া এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এই যে, পণ্ডিত মুনিগণ এবং নির্গ্রন্থ মূর্খ এই উভয় শ্রেণীর জীবই কৃষ্ণ-কৃপায় সাধুসঙ্গলাভে শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে :—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

আমিই ব্রহ্মরুদ্রাদি প্রমুখ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তুসমূহের উৎপত্তি-স্থান এবং আমি সকলের নিয়ন্তা ; ইহা সদ্গুরু মুখে অবগত হইয়া বুধগণ প্রেমযোগে আমার ভজনা করেন।

এই শ্লোকটী বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে প্রমাণ। নিম্নলিখিত শ্লোকটী অজ্ঞদের পক্ষে প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে :—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম পরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমুশ্রুতধারণা যে॥

স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর ও তির্য্যগ্‌জাতি পাপজীবী অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী হইলেও অদ্ভুত পাদবিন্যাসশীল ভগবানের ভক্তের পবিত্র চরিতে যদি শিক্ষিত হয়, তবে তাহারাও ভগবত্তত্ত্ব অনুভব এবং তাঁহার মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। অতএব যাঁহারা বেদার্থ আলোচনা করিয়া ভগবদ্রূপে চিত্ত সমাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবত্তত্ত্ব জানিয়া মায়া উত্তীর্ণ হইবেন তাহা আর কি বলিব ?

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ-পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়॥

ভগবদ্গীতার "তেষাং সতত যুক্তানাং" এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক ইহার প্রমাণস্বরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥

ইহার প্রমাণের জন্য নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে :—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধাদূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥

শ্রীভগবানের প্রভাব অতি অদ্ভুত এবং আমাদের বুদ্ধির অগোচর। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি-সেবাদি-পঞ্চকে শ্রদ্ধা তো দূরের কথা, তাঁহাতে সদ্‌বুদ্ধি-জনগণের অল্পমাত্র সম্বন্ধই তাঁহাদের নিরাপরাধ চিত্তে ভাব-সংঘটনে সমর্থ।

সাধনভক্তি সম্বন্ধে চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সৎসঙ্গে বাস, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত পাঠ ও শ্রবণাদি, শ্রীনাম জপ ও ব্রজে বাস ইহার অল্পেও যথেষ্ট ফললাভ হয়। মূল শ্লোকে লিখিত আছে, "সদ্ধিয়াং" উহারই পয়ারে বঙ্গানুবাদে লিখিত হইয়াছে "সদ্‌বুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।" সুতরাং আত্মারামাঃ পদের অর্থ 'বুদ্ধৌ রমন্তো জনাঃ'। বুদ্ধির সম্বন্ধে প্রমাণ আরও আছে যথা—"অকামঃ সর্ব্বকামো বা" ইত্যাদি। উহাতে যে 'উদারধীঃ' পদটা আছে তাহাই 'বুদ্ধ্যা মাম্‌' পদের সার্থকতা-সূচক। উক্ত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ পয়ার এই যে,—

উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি॥
ভক্তির প্রভাবে সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণ পদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া॥

ইহার আরও দুইটা প্রমাণ শ্লোক আছে, একটা "আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ"—অপরটী "সত্যং দিশত্যর্থিত" ইত্যাদি। এই দুইটী শ্লোক ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। বুদ্ধি সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা এই পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে।

অতঃপরে "আত্মা" শব্দের 'স্বভাব' অর্থ ধরিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

'আত্মা' শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর জঙ্গমে॥

আত্মা শব্দের এক অর্থ স্বভাব, স্বভাব শব্দের অন্য অর্থ প্রকৃতি। ইহার অপর পর্য্যায় প্রধান। এই প্রধান সত্ত্ব রজ তমঃ ত্রিগুণাত্মক। এই ত্রিগুণাত্মক বস্তু সাধারণতঃ জড়বস্তু। দেহাদি নিখিল বস্তুই এই পদের

বাচ্য। এই স্বাভাবিক বস্তুতে যিনি রমণ করেন তাঁহাকেও আত্মারাম বলা যাইতে পারে।

জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান।
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান॥

জীবের প্রকৃত স্বভাব কৃষ্ণদাসত্ব, কিন্তু মায়া স্বীয় বিক্ষেপিকা শক্তি বলে দেহাত্মকজ্ঞান দ্বারা জীবের প্রকৃত স্বভাবকে আচ্ছাদিত করে। তখন দেহাদিতেই আত্মজ্ঞান হয়। দেহ গেহ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়াই তখন জীবের আনন্দ হয়।

'চ' শব্দে এব অর্থ 'অপি' সমুচ্চয়ে।
আত্মারাম এব হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে॥
সেই জীব সনকাদি সব মুনিগণ।
নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ॥
ব্যাস শুক সনকাদ্যের প্রসিদ্ধভজন।
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণকৃপা হৈতে হয় স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয়॥

জীব শব্দের অর্থ অতি বিস্তৃত ও ব্যাপক। যাহা আমরা অজীব বলি, সূক্ষ্ম জ্ঞানীর নিকট তাহাও জীব বলিয়া প্রতিভাত হয়। স্থাবর জঙ্গম নামে যে ভেদ কল্পনা করা হইয়াছে, উহা আপাতপ্রতীয়মান স্থূলদৃষ্টিনিবন্ধন প্রতীতিমাত্র মূলক। অতিক্ষুদ্র স্থাবরাণুতেও জীবাণু পরিলক্ষিত হয়। বৃক্ষাদিরও জীবন আছে, মহাভারতেও তাহার প্রমাণ আছে। মুনির শাপে অহল্যা পাষাণে পরিণত হইয়াছিলেন। মায়ার প্রবলতর প্রভাবে, তমোগুণের নিদারুণ বৃদ্ধিতে জ্ঞান বিঘোররূপে সমাবৃত হইয়া অজ্ঞানে পরিণত হয়। গীতায় কথিত হইয়াছে, "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন জঙ্গমও স্থাবরে পরিণত হয়।

ইহা স্বীকার না করিলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি নিরর্থিকা হয়। ফলতঃ আধুনিক বিজ্ঞানও সর্ব্বত্রই জীব-চৈতন্যের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

এ সম্বন্ধে ইত:পূর্ব্বে জীবতত্ত্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র নগণ্য উদ্ভিদাণু হইতে জীবের ক্রমবিকাশপ্রাপ্তিতে সনকাদি জ্ঞানী ও নারদ শুকাদি ভক্তের ক্রমবিকাশ,—জীবজগতের এক অদ্ভুত ব্যাপার ও ইতিহাস। তাই নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ হইতে ব্যাস-শুক-নারদাদির প্রসিদ্ধ ভজনের আনুপূর্ব্বিক ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক ইতিহাস প্রদর্শন করা প্রকৃত পক্ষেই বৃহত্তম ব্যাপার।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মারাম শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহার যে সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভুত। পূর্ব্বোদ্ধৃত ছত্রগুলি পাঠের সময়ে চিন্তাশীল মনুষ্যের চিত্তে স্বভাবতঃই এই সম্বন্ধে এক বিশাল চিন্তার উদয় হয়। প্রথমতঃ তিনি নির্গ্রন্থ স্থাবরাদির কৃষ্ণভজনের ও কৃষ্ণকৃপালব্ধ স্বভাবোদয়ের প্রমাণ শ্রীভাগবত হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্ যথা :—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্তৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহাশ্রীঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবকে কহিলেন, হে অগ্রজ, অদ্য (তোমার অবতার সময়ে) তোমার পাদস্পৃষ্ট এই পৃথিবীও বৃন্দাবনস্থ তৃণগুল্ম,—নখস্পৃষ্ট দ্রুম ও লতা, তোমার কৃপাবলোকনে নদী, পর্ব্বত, পক্ষী ও মৃগ এবং লক্ষ্মীও যাঁহাকে বাঞ্ছা করেন, সেই বক্ষঃস্থলে অবস্থিত গোপীগণ,—ইঁহারা সকলেই ধন্য হইয়াছেন।

ইহা আপাততঃ কবির কাব্যকথা মাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু যাহারা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য

অবধারণ করিতে সমর্থ এবং শ্রীভগবানের স্বেচ্ছাময়ী শক্তির সর্ব্বত্রই প্রাভব-বৈভব অনুভব করিতে সমর্থ, তাহারা জানেন যে এই কবিত্বেও শাশ্বত সনাতন সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত কবির ভাষা,—দর্শন-বিজ্ঞানের ভাষা হইতেও শাশ্বতী সত্যময়ী। আমাদের দেবভাষায় কবির আসন অতি উচ্চতম। কেবল ছন্দোবন্ধে লিখিত গ্রন্থই কবিত্ব নহে এবং তাদৃশ লেখকগণকেও কবি বলা যায় না। যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় অভিজ্ঞ, তাঁহারাই প্রকৃত কবি। তাই শ্রীভাগবতের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে :—

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।

ইহারও উপরে যাঁহারা নিকুঞ্জ-বিদ্যায় অধিকার লাভ করিয়াছেন, রসব্রহ্মের সরস ভাবে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা বাস্তবিকই মহাকবি। তাঁহাদের নিকট ভগবৎরস,—"বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য-ব্রহ্মস্বাদসহোদরম্। ভূধরে ভূস্তরে, আকাশে পাতালে সর্ব্বত্রই ভগবানের সত্তা ও তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দেখিয়া তাঁহারা বিমুগ্ধ হন। শ্রীভাগবতে এতাদৃশ পদ্যগুলি ঐ শ্রেণীর কবিরই কাব্যোচ্ছ্বাসময়ী বর্ণনা। আর একটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে :—

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়ো বিচিত্রম্॥

ব্রজদেবীগণ কহিলেন, হে সখীগণ, আশ্চর্য কথা শ্রবণ কর, গোপগণের পাদবন্ধন রজ্জু দ্বারা যাঁহাদের পরমসৌন্দর্য্য,—সেই রাম ও কৃষ্ণ যেকালে গোপগণের সহিত বনে বনে গোচরণ করিতে করিতে মধুর এবং অস্ফুট উদার বেণুধ্বনি করেন, তৎকালে জীবের অস্পন্দন অর্থাৎ স্থাবর ধর্ম্ম এবং স্থাবরের পুলক অর্থাৎ জীব-ধর্ম্ম সৃষ্ট জীব।

অতঃপরে আর একটী উপাদেয় শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

বনলতা স্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভার বিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥

শ্রীব্রজদেবীগণ কহিলেন, হে সখি, শ্রীকৃষ্ণ বেণু দ্বারা যখন গোগণকে আহ্বান করেন, তখন বনলতা ও বনতরুগণ আপনাতে স্ফূর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণের অভিব্যক্তি করিতে করিতে ফল পুষ্পাদির ভরে নম্রশাখা হইয়া এবং অঙ্কুরোদ্গম ছলে প্রেমে হৃষ্টতনু হইয়া মধুধারারূপ অশ্রুবর্ষণ করিয়া থাকে।

এই জগৎ অনন্ত শক্তিশালী ভগবানের সৃষ্ট। সৃষ্ট জগতে তাঁহার ইচ্ছা প্রতি পরমাণুতেই প্রতিফলিত হয়। সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। অতঃপরে অজ্ঞান মূর্খ প্রভৃতির উদাহরণ স্বরূপ "কিরাত হূণান্ধ্র" ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত উনবিংশ প্রকার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। প্রথম উদ্যমে ছয় প্রকার, দ্বিতীয় বারে এক প্রকার, চতুর্থবারে চারি প্রকার, পঞ্চম বারে দুই প্রকার ব্যাখ্যা শ্রীচরিতামৃতে প্রদর্শিত হইয়াছে যথাঃ—

আগে তের অর্থ কৈল আর ছয় এই।
উনবিংশ অর্থ হৈল মিলি এই দুই॥

অতঃপর আরও অগ্রসর হওয়া যাইতেছে :—

এই উনিশ অর্থ করিল আগে শুন আর।
'আত্মা' শব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার॥

আত্মা শব্দের একটী অর্থ 'দেহ' স্বীকার করিলে ইহা হইতেও চারিটী অর্থলাভ করা যায়।

দেহারামী দেহভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম।
সৎসঙ্গে সেহ করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥

ইহার প্রমাণ স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত "উদরমুপাসতে" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকগণও সৎসঙ্গ প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনায় প্রবৃত্ত হন।

কর্ম্মণ্যস্মিন্নানাশ্বাসে ধূম ধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত, এই অবিশ্বসনীয় সত্রযাগের ধূম সেবনে যাহাদিগের শরীর বিবর্ণ হইতেছিল, সেই আমাদিগকে আপনি সুমধুর শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম-মকরন্দ পান করাইয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন।

তপস্বী প্রভৃতি দেহারামিগণও সৎসঙ্গে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, প্রমাণ যথা:—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা—
মশেষ-জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ॥
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥

শ্রীপৃথুমহারাজ কহিলেন, হে সভ্যগণ, যাঁহার চরণ সেবাভিলাষ প্রতিদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তপস্বীদিগের অনাদিকাল হইতে উপচিত বুদ্ধি মল অর্থাৎ বাসনাকে পদাঙ্গুষ্ঠ বিনিঃসৃত গঙ্গার ন্যায় নিঃশেষে ক্ষয় করেন, সেই হরিকেই ভজন করিবে।

দেহারামী, সর্ব্বকাম, সব আত্মারাম।
কৃষ্ণ কৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম॥

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্-দেব-মুনীন্দ্র-গুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্য রত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে॥

হে প্রভো, লোকে কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে যেমন দিব্য রত্ন লাভ করে, আমিও সেইরূপ উৎকৃষ্ট স্থান পাইবার জন্য তপস্যায় দেবেন্দ্র মুনীন্দ্রগণের দুর্লভ তোমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম, আর কোনও বর যাচ্ঞা করি না।

আত্মা শব্দের দেহ অর্থ ধরিয়া চারি প্রকারের ব্যাখ্যান করা হইয়াছে। সুতরাং সমষ্টিতে তেইশ প্রকারের ব্যাখ্যান নির্দ্ধারিত করা হইল। তৎ-পরে এখন আরও তিন প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ॥

এখন আত্মারামাশ্চ পদে চে 'চ' আছে, এই চ এর সমুচ্চয় অর্থ করিয়া আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ পদ সাধিত হয়। অর্থাৎ আত্মারামগণ ও মুনিগণ কৃষ্ণকে ভজনা করেন। "নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে" এই বাক্যাংশের মধ্যে যে 'অপি' শব্দ আছে, আহার অর্থ অবধারণ; 'চ' শব্দের আর একটী অর্থ আছে যথা—অন্বাচয়। অন্বাচয় অর্থের সম্বন্ধে পূর্ব্বে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। যেমন বটো, ভিক্ষায় যাও; সুবিধা হইলে গাভীটাকেও নিয়া আসিও (বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়)।

এই অন্বাচয় অর্থে দুইটা বাক্য থাকে। প্রধান বা মুখ্য—আর একটী গৌণ। গাঞ্চানয় এই 'চ' কারটী অন্বাচয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুনি ব্যক্তি কৃষ্ণকে মনন করেন; মুখ্য অর্থে মনন। আত্মারাম হইয়া যে ভজন করেন, সেটী গৌণ অর্থ। সুতরাং আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ এখানে 'চ' শব্দের অন্বাচয় অর্থে প্রয়োগ করায় সমুচ্চয় অর্থ অপেক্ষা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইল। চ কারের আর একটী অর্থ আছে,—এব। তাহার অর্থ এই যে, আত্মারামগণ কৃষ্ণ ভজন করেন এবং মুনিগণও তাঁহার ভজনা করেন। অপির একটা নিন্দা অর্থ আছে। আত্মারামগণও কৃষ্ণকে ভজন করেন। এখানে নিন্দা অর্থে 'অপি' শব্দের প্রয়োগ স্বতন্ত্র একপ্রকার অর্থ হইতেছে।

নিগ্রন্থ শব্দ দ্বারাও এখানে আর একটা অর্থ করা যাইতেছে। নিগ্রন্থ শব্দের অর্থ এখানে ব্যাধ। এই কয়েক প্রকার অর্থের দ্বারা ছাব্বিশ প্রকার অর্থ লাভ হইল। এস্থলে সাধুসঙ্গে কি প্রকারে ব্যাধ কৃষ্ণ ভজনে প্রবেশ পথ পাইল, সেই আখ্যানটীর বর্ণনা করা যাইতেছে; ইহাতে সৎসঙ্গের মহিমা প্রকাশ পাইবে।

একদিবস নারদঋষি বদরিকাশ্রমে শ্রীনারায়ণ দর্শন করিয়া ত্রিবেণীতে স্নানের জন্ম প্রয়াগে আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সুবিস্তৃত বনভূমি, বনপথ নির্জ্জন; কিন্তু হঠাৎ পথিমধ্যে একটী মৃগ দেখিতে পাইলেন। মৃগটী বাণবিদ্ধ, পা ভগ্ন, দাঁড়াইবার শক্তি নাই; পথে পড়িয়া মৃগটী ছট্‌ফট্‌ করিতেছে,—দেখিয়া ঋষির মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিতে ভাবিতে নীরবে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একটা শূকরও তদবস্থাপন্ন। দুঃখের উপরে আবার দুঃখ; আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ব্যাধের বাণে একটা শশক মৃত্যু-যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে:—শশক স্বভাবতঃই নিরীহ, ক্ষুদ্র কোমল জীব। হিংসাহীন কোমলপ্রাণ আহত মৃতপ্রায় শশকটীকে দেখিয়া নারদ ঋষির হৃদয় দুঃখে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি হৃদয়ে দুঃখের ভার লইয়া আরও কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, একটী ব্যাধ বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া মৃগবধ করিবার জন্ম বাণ উদ্যত করিয়া রহিয়াছে। তাহার আকার অতি ভয়ঙ্কর, দেহ মসীবর্ণ, চক্ষু দুইটী রক্তিম, তাহার হাতে ধনুর্ব্বাণ;—যেন সাক্ষাৎ দণ্ডধর যম। মৃগগণ নারদকে দেখিয়া ভয়ে পালাইয়া গেল। উহারা নির্ভীক চিত্তে বনের পথে বিচরণ করিতেছিল। ব্যাধ মনে করিয়াছিল, বিধাতা বুঝি তাঁহার জন্ম মৃগয়ায় মূল্যবান্ লভ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মৃগগণের পলায়নে তাহার সেই আশা বিফল হইয়া গেল; নারদকে দেখিয়া তাহার ক্রোধের সীমা রহিলনা, সে নারদকে গালি দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু মহর্ষির প্রভাবে তাহার মুখ হইতে কোন কটূক্তি নির্গত হইল না

সে আধ-আধ ক্রোধের ভাষায় বলিল, গোঁসাই তুমি প্রমাণ পথ ছাড়িয়া এখানে আসিলে কেন ? তোমাকে দেখিয়াই-তো মৃগগুলি পালাইয়া গেল।

নারদ অতি কোমল করুণ স্বরে বলিলেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্ম তোমার নিকটে আসিলাম। পথে আধমরা বাণবিদ্ধ শশক শূকর ও মৃগ দেখিতে পাইলাম। উহারা ছট্‌ফট্ করিতেছে। ঐগুলি কি তোমার ?

ব্যাধ বলিল, আমার বই আর কাহার ? তখন নারদ আরও কোমল করুণস্বরে বলিলেন, তুমি জন্তুগুলিকে আধমরা করিয়া রাখ কেন? একবারেই উহাদিগকে বধ করিলে ভাল হয় না কি ? ব্যাধ বলিল, গোঁসাই সেকথা বলিতেছি, শুন। আমার নাম মৃগারি, জাতিতে,— ব্যাধ—মৃগমারাই ব্যবসা। পিতার নিকটে এই ব্যবসাই শিক্ষা করিয়াছি। আধমরা জীব যখন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, তাহা দেখিলে আমাদের বড় আনন্দ হয়। নারদ একথা শুনিয়া আরও দুঃখিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা একি বুদ্ধি ! বিধাতার সৃষ্টিতে মনুষ্য অতি উচ্চ জীব, আর সেই মনুষ্যের হৃদয় এমন নিষ্ঠুর ? তিনি ব্যাধকে কোনও কটূক্তি না করিয়া বলিলেন, ভাই তোমার নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে। ব্যাধ হাসিয়া বলিল, সেজন্য আর ভাবনা কি। শূকর, মৃগ, শশক, যাহা ইচ্ছা, তুমি লইতে পার। তুমি যদি মৃগের ছাল চাও, তাহাও দিতে পারি ; এমন কি বাঘের ছালও দিতে পারি ; আমার ঘরে চল। নারদ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, ইহার কিছুই আমি চাহিনা। তোমার কাছে আমার যাহা প্রার্থনা তাহা এই,—

কালিহৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে।
প্রথমেই মারিবে, অর্দ্ধমরা না করিবে॥

ব্যাধ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, ওঃ, এই কথা। এ আবার একটা কি দান ? আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি বুঝি একটা মরা শূকর চাহিবে।

কিম্বা একটী হরিণ বা বাঘের ছাল চাহিবে। কিন্তু তা কিছু নয়। ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে? আমি যদি আধমরা না করিয়া একবারে মারিয়া ফেলি, তাহাতে তোমার কি লাভ? নারদ বলিলেন, তুমি যে আধমরা করিয়া জীবগুলিকে ফেলিয়া রাখ, ইহাতে জীবের বড় ক্লেশ হয়। কোন জীবকেই ব্যথা দেওয়া ভাল নয়। ইহাতে তোমার অত্যন্ত কুফল ভোগ করিতে হইবে। তুমি,—ব্যাধ, জীব মারাই তোমার ব্যবসায়। তোমার পক্ষে ইহা বড় বেশী পাপের কথা নহে কিন্তু তুমি যে জীবদিগকে এইরূপে যাতনা দেও এবং সেই যাতনা দেখিয়া আনন্দ পাও, ইহাতে তোমার দুঃখের সীমা থাকিবেনা। তুমি ইহাদিগকে যেরূপ দুঃখ দিলে, জন্ম জন্মান্তরে তাহারাও তোমায় সেইরূপ যাতনা দিবে।

কদর্থে তুমি যত মারিলে জীবেরে।
তারা তোমা তেহে মারিবে জন্ম জন্মান্তরে॥

ব্যাধ নীরবে নারদের কথা শুনিতেছিল; এ কথা শুনিয়া সে অপরাধীর মত মাথা অবনত করিল। তাহার সরল মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে ভক্তি-ভীত ভাবে বলিল, গোঁসাই তবে আমার উপায় কি? আমি তো বাল্য হইতেই এই কুকর্ম করিয়া আসিতেছি।”

এই ব্যাপারটা সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য। প্রথমতঃ নারদের দর্শনে তাহার জিহ্বা সুসংযত হইয়াছিল। সে কটূক্তি উচ্চারণ করিতে যাইয়াও তাহা করিতে পারে নাই। ইহা সাধু-দর্শনের ফল। নারদকে দেখিয়া মৃগগুলি পালাইয়া গেল, এই স্বার্থের ক্ষতিতে ভীষণ ক্রোধ হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; অপর কেহ হইলে ব্যাধের সেই উদ্যত বাণ তাহার ক্ষতি-কারকের বক্ষে পড়িয়া প্রতিশোধ লইত কিন্তু সাধুদর্শনে তাহার মনের ক্রোধ কার্য্যে পরিণত হইল না। ক্রোধের বেগ সহসা থামিয়া গেল। ইহা সাধু-দর্শনেরই অমৃতময় প্রভাব। ইহার পরে নারদের প্রিয় সম্ভাষণে তাহার হৃদয়ে পরোপকারের ইচ্ছা সমুদিত হইল। সে নারদকে স্বোপার্জ্জিত

মৃগয়ালব্ধ মৃতপশু বা মৃগ চর্ম্মাদি দিতে চাহিল। "এই পরোপকারেচ্ছা-জাগরণ সৎসঙ্গে সদুপদেশ লাভেরই ফল। তাহার পরে নারদ যখন জীবের ক্লেশ বুঝাইয়া দিলেন, তখন তাহার মনে বাস্তবিকই অনুতাপের সূচনা হইয়াছিল, এবং তাহার মন সাধুসঙ্গে নিষ্পাপ ও প্রসন্ন হইয়াছিল। নারদ যেইমাত্র পাপের দণ্ডের কথা বলিলেন, তখন তাহার সরল নির্ম্মল হৃদয়ে ভয়ের উদয় হইল।

ব্যাধ বলিল, ঠাকুর, আমি পামর, অধম, আমার কি গতি হইবে?

এই পাপ যায় মোর কেমন উপায়।
নিস্তার করহ মোড়ে পড়োঁ তুয়া পায়॥

নারদ আবার সেই করুণ কোমল কণ্ঠে দয়ার্দ্র চিত্তে আশ্বাসের ভাষায় তাহার হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাইয়া বলিলেন, তুমি যদি আমার কথা রাখ তাহা হইলে তোমার উপায় হইবে। ব্যাধের হৃদয়ে তখন শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইয়াছে কিন্তু সে শ্রদ্ধা দৃঢ়া নহে, কোমলা। ব্যাধ কোমল কণ্ঠে বলিল, ঠাকুর, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে। নারদ তখন একটুকু প্রভুত্বের সহিত বলিলেন, হাতের ধনুক খানি আগে ভাঙ্গিয়া ফেল, পরে আমি উপায় করিব। "ব্যাধের কোমল শ্রদ্ধায় তখন সংশয় আসিল। সে কাতর-কণ্ঠে বলিল, ঠাকুর, ধনুক ভাঙ্গিলে বাঁচিবার উপায় কি? নারদ হাসিয়া বলিলেন, সেইজন্য আবার চিন্তা? আমি অন্ন দিব; প্রতিদিন যত অন্নের প্রয়োজন হয়, আমি দিব।" তখন সৎসঙ্গের প্রভাবে ব্যাধের হৃদয়ে পূর্ণ শ্রদ্ধার উদয় হইল। তাহার মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় রহিল না। ক্ষণার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সে ধনুক ভাঙ্গিয়া নারদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া পড়িল।

ইহাকেই বলে গুরুপদাশ্রয় এবং গুরুবাক্যে সুদৃঢ় প্রত্যয়। নারদ তখন তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, আমি যাহা বলিতেছি তাহা শুন। ঘরে যাও, ঘরে যাহা কিছু আছে সকলই সৎপাত্রে দান কর, কিছুমাত্র সঞ্চয় রাখিওনা, একখানি বস্ত্র মাত্র পরিয়া স্ত্রী পুরুষ

দুইজন ঘর হইতে বাহির হইবে, নদীর তটে একখানি কুটীর করিয়া তাহার সম্মুখে একটী তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিবে; উভয়ে তুলসী পরিক্রমা করিবে, নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবে। আহার্য্যের জন্য ভাবিবে না, আমি প্রতিদিন যথেষ্ট অন্নের যোগাড় করিয়া দিব। তোমরা দুইজনে যত খাইতে পার তাহাই লইবে অন্নের চিন্তা করিওনা।

ব্যাধকে এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান নারদ ঋষি ব্যাধের সমক্ষেই মৃতপ্রায় জীবদিগের দেহে কোমল হস্ত চালনা করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। তাহারা সুস্থ হইয়া দৌড়িয়া চলিয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যাধ চমৎকৃত হইল। ব্যাধকে উপদেশ দিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। ব্যাধ ঘরে ফিরিল, নারদের উপদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য করিল। গ্রামে ধ্বনি পড়িল, ব্যাধ সস্ত্রীক বৈষ্ণব হইয়াছে। লোকেরা দেখিতে পাইল, নিষ্কিঞ্চন ব্যাধ নদীতটে তুলসী সেবন করিতেছে, তুলসী পরিক্রমা করিতেছে, ভক্তিপূরিত কাতরকণ্ঠে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়াছে। গ্রামবাসিগণ এবং ভিন্ন গ্রামের জনগণ সাদরে নানাপ্রকার ভোজনসামগ্রী লইয়া ব্যাধের কুটীরে উপস্থিত হইল। ব্যাধ আপনাদের প্রয়োজন মত যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া অবশিষ্ট উপস্থিত লোকের মধ্যে বিলি করিয়া দিল।

এইরূপে পরমদয়াল শ্রীমন্নারদের কৃপায় সস্ত্রীক ব্যাধ হরিভক্ত হইয়া নাম সংকীর্ত্তনানন্দে নিশ্চিন্তভাবে দিন যাপন করিতে লাগিল। নারদ কিছুদিন পরে তাঁহার অনুচর পর্ব্বতঋষিকে বলিলেন, তোমাকে আমার এক শিষ্য দেখাইব। চল, আমার সঙ্গে এস। এই বলিয়া দুই ঋষি নদী-তটে ব্যাধের কুটীর সমক্ষে আগমন করিলেন। দূর হইতে গুরুদর্শন করিয়া ব্যাধ আস্তেব্যাস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু পথে পদচালনা করিতে বিশেষ সতর্ক হইল, পাছে বা কোন কীটের উপরে পদ পতিত হয়। প্রণত হইবার পূর্ব্বে সেই স্থানটী বস্ত্র দ্বারা কোমলভাবে ঝাড়িয়া গুরুদেবকে এবং পর্ব্বত ঋষিকে সে প্রণাম করিল।

নারদ ব্যাধের এই ভাব দেখিয়া বলিলেন, তোমার এই কার্য্যে কোন আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। হরিভক্তি দ্বারা লোকের চিত্ত হিংসাশূন্য হয়। তাহাদের অহিংসাদি গুণ সমুদিত হয়; তাহারা পরকে পীড়া দেয় না

এতে নহ্যদ্ভুতা ব্যাধ! তবহিংসাদয়োগুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥

ব্যাধ ভক্তিপূর্ব্বক ঋষিদ্বয়কে আঙ্গিনায় আনিয়া কুশাসনে বসাইল এবং উভয়ের পাদপ্রক্ষালন করাইয়া সেই জল স্ত্রী পুরুষ উভয়ে ভক্তিপূর্ব্বক পান করিল ও শিরে ধারণ করিল। উভয়ের দেহে কম্প পুলক অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারের চিহ্ন উদিত হইল। উভয়ে আনন্দভরে কৃষ্ণ নাম করিতে করিতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বস্ত্র উড়াইয়া প্রেম-বিবশভাবে উধাও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিল।

প্রিয় পাঠক, ব্যাধ তখন কোন্ লোকে ছিল আপনি বলিতে পারেন কি? আমার মনে হয় ব্যাধ তখন এই দৈন্যদারিদ্র্যময়, এই শোকদুঃখময়, এই আভিজাত্যঅভিমানজনিত অত্যাচার উৎপীড়নময় দেশে ছিলেন না, ব্যাধ তখন প্রকৃতই গোলোকের প্রিয়ধন হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দময়ের আনন্দধামে পূর্ণানন্দ সম্ভোগ করিতেছিলেন।

দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি।
নারদেরে কহে, তুমি হও স্পর্শমুনি॥

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে! কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকোরতিমচ্যুতে॥

হে দেবর্ষে, আপনিই ধন্য, যেহেতু আপনার কৃপায় নীচ প্রকৃতির ব্যাধও পুলকিত দেহে শ্রীকৃষ্ণের রতি লাভ করিয়াছে।

নারদ বলিলেন, ব্যাধ, তুমি অন্ন পাইতেছ তো? ব্যাধ ভক্তিভরে বলিলেন, যাহাকেই আপনি অন্নসহ পাঠাইতেছেন, তিনিই আসিয়া দয়া করিয়া অন্ন দিয়া যাইতেছেন। এত অন্ন পাঠাইবার কোন প্রয়োজন

নাই। এই দুইজনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রয়োজন তাহাই যথেষ্ট। নারদ বলিলেন, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা উভয়ে চিরদিন এই আনন্দে কাল যাপন কর।

এই ব্যাধের প্রসঙ্গে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইল। সাধুসঙ্গের প্রভাবে এইরূপেই কৃষ্ণ ভক্তির উদয় হয়।

এই পর্য্যন্ত ছাব্বিশ প্রকার ব্যাখ্যা করা হইল। এখন যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইবে, তাহা বহুরূপ ব্যাখ্যানের ভাণ্ডার স্বরূপ। উহা স্থূলরূপে দুই অর্থে এবং সূক্ষ্মরূপে বত্রিশ অর্থে ব্যাখ্যাত হইবে।

আত্মা শব্দ দ্বারা ভগবান্ শব্দের প্রতিপাদ্য নিখিল অর্থ বুঝা যায়। ইহার যেমন "স্বয়ং ভগবান্" অর্থ হয় তেমনি যৎকিঞ্চিৎ ভগবত্তা যে যে স্থলে দৃষ্ট হয় তৎসকলও বুঝায়। নারদ, ব্যাস, বশিষ্ট প্রভৃতি ঋষিগণকেও শাস্ত্রে স্থানে স্থানে ভগবান্ বলা হইয়াছে, মহাত্মা বলা হইয়াছে। এরূপ বিচারে আত্মা শব্দের ভগবত্তা অর্থে ব্যবহৃত স্থলমাত্রেই আত্মারাম শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। স্বয়ং ভগবানের বিবিধ অবতারে যাঁহারা রমণ করেন, তাঁহারাও আত্মারাম।

আত্মাশব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্।
এক স্বয়ং ভগবান্, আর ভগবান্ আখ্যান॥
তাঁতে রমে যেই সেই সব আত্মারাম।

ভক্তের সাধারণতঃ দ্বিবিধ বিভাগ আছে—বিধিভক্ত ও রাগভক্ত। এই দ্বিবিধ ভক্ত আবার প্রত্যেক চারি চারি প্রকার। যথা—সাধক, সাধনসিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ ও পারিষদ। ইহাদের মধ্যে সাধক আবার দুই প্রকার—জাতরতি সাধক ও অজাতরতি সাধক। ইহাদেরও আবার পূর্ব্ববৎ বিধি ও রাগমার্গে উভয়ের সাকল্যে উহা প্রকার। বিধি ভক্তিতে দাস, সখ্য, গুরু ও কান্তাগণ উদাহরণ-স্থল। এসম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতামৃতে লিখিত হইয়াছে :—

বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ দাস।
সখা গুরু কান্তাগণ চারিবিধ প্রকাশ॥
সাধক সিদ্ধ দাস, সখা, গুরু কান্তাগণ।
উৎপন্ন ভক্তি সাধক ভক্ত চারিজন॥
অজাতরতি সাধকভক্ত ষোড়শ প্রকার।
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ ভেদ প্রচার॥
রাগমার্গে ঐছে আর ভক্ত ষোল ভেদ।
দুই মার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ॥

এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, বিধিমার্গে পূর্ব্ব লিখিত রূপে ভক্ত ষোল প্রকার, রাগমার্গেও ভক্ত ঐ প্রকারের ষোল প্রকার, একুনে এই উভয় প্রকারের ভক্ত আত্মারামের সংখ্যা বত্রিশ প্রকার। ইহাদের সঙ্গে 'মুনি' 'নিগ্রন্থ,' 'চ' এবং 'অপি' এই চারি শব্দ যেখানে যে প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই প্রকারে পদ সমন্বয় করিয়া ব্যাখ্যা করিলে আরও বত্রিশ প্রকারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে ছাব্বিশ প্রকারের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, উহার সহিত এই বত্রিশ প্রকার যোগ করিয়া একুনে ৫৮ প্রকারের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

অতঃপরে এই ৫৮ বার আত্মারামের সহিত ইতরেতর অর্থে 'চ' প্রযুক্ত করিয়া ৫৮ বার আত্মারাম অর্থাৎ আত্মারামাশ্চ, আত্মারামশ্চ আত্মারামশ্চ এই প্রকারের ৫৮ বার আত্মারামাশ্চ পদ রচিত করিয়া পরিশেষে এই সব লোপ করিয়া যদি একটী মাত্র পদে চ রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ এক আত্মারাম পদে ৫৮ আত্মারামের অর্থ প্রকাশ পায়।

এক বিভক্তিতে সমান রূপ শব্দ দৃষ্ট হইলে, তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে, অপর শব্দের প্রয়োগ হয় না; যেমন রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা শব্দ মাত্র থাকে, অপরাপর রামশব্দ দ্বয়ের প্রয়োগ হয় না। ব্যাকরণের নিয়ম এই যে—স্বরূপাণামেক শেষ এক বিভক্তৌ.

উক্তানামপ্রয়োগঃ। যেমন অশ্বত্থ বৃক্ষাশ্চ, বট বৃক্ষাশ্চ, কপিত্থ বৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ;—সকল চকার লোপ করায় ভিন্নভিন্ন অর্থের লোপ হইল কেবল এক মাত্র বৃক্ষ পদ রহিল। পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষ বলিলে প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষের স্বতন্ত্র অর্থ বোধ হইত। কিন্তু এস্থলে তাহা না হইয়া কেবল এক মাত্র পদার্থেরই অর্থ বোধ হইল, যেমন "অস্মিন্ বনে ফলন্তি বৃক্ষাঃ"। আটান্ন বার আত্মারামাশ্চ শব্দের পৃথক্ উচ্চারণ না করিয়া যদি একবার মাত্র আত্মারাম পদটি বলা হয়, তাহা হইলে এই অর্থ প্রতিপত্তি হইবে যে যত প্রকার আত্মারাম আছেন সকলেই শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করেন। এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া উনষাট্ প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

এতদর্থে শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে:—

আত্মারামাশ্চ সমুচ্চয় কহি যে চকার।
মুনয়শ্চ ভক্তিকরে এই অর্থ তার॥
নিগ্রন্থা এব হঞা অপি নির্দ্ধারণে।
এই উনষষ্ট অর্থ করিল ব্যাখ্যানে॥

ইহার অন্বয়ে নিম্নলিখিত রূপ হইবে:—পূর্ব্বোক্তাষ্টাবিকপঞ্চাশৎসংখ্যকাঃ আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাএব উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি।

সর্ব্ব সর্ব্বসমুচ্চয়ে আর এক প্রকার অর্থ হয়। উহার এই প্রণালী এইরূপঃ—

সর্ব্বসমুচ্চয় আর এক অর্থ হয়।
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রন্থাশ্চ কৃষ্ণেরে ভজয়।
অপি শব্দ অবধারণে সেই চারিবার।
চারি শব্দ সঙ্গে এব করিবে উচ্চার॥

ইহার প্রয়োগরূপ প্রদর্শন করা যাইতেছে:—আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ উরুক্রমে এব ভক্তিমেব অহৈতুকীমেব কুর্ব্বন্ত্যেব হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ

ইতি। এই প্রকারে ষাট্ প্রকার ব্যাখ্যা করা হইল। অপর এক প্রকার অর্থ এই যে আত্মা পদে ক্ষেত্রজ্ঞ জীব বুঝায়। ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত জীব মাত্রেই পরমাত্মার শক্তি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বিষ্ণুশক্তি পরা-প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা" ইত্যাদি শ্লোক এবং "ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষ" অমরকোষের এই পর্য্যায়-বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়া আত্ম পদের ক্ষেত্রজ্ঞ জীব অর্থ স্বীকার করা যায়। জীবমাত্রেই ভ্রমিতে ভ্রমিতে সুকৃতি ফলে সাধু সঙ্গ লাভ করিলেতৎপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন করে। এই ব্যাখ্যা-নের পূর্ব্বে যে ষাট প্রকার অর্থ করা হইয়াছে তৎসকলই ইহার উদাহরণ। এস্থলে সর্ব্ব সাকল্যে ৬১ প্রকার ব্যাখ্যান প্রণালী অতি সংক্ষেপে প্রদ-র্শিত হইল।

প্রভু বলিলেন সনাতন প্রকৃত কথা এই যে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই জীবের একমাত্র প্রধানতম বা মুখ্যতম অভিধেয়; সর্ব্ববিধ ব্যাখ্যানই শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-মূলক। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে এই শ্লোকের আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম কিন্তু তোমার সমক্ষে ষষ্ঠি প্রকার অর্থ স্ফুরিত হইল। ইহাতে আমার কোনও গৌরব নাই। তোমার ন্যায় ভক্তের সঙ্গলাভে স্বতঃই শব্দ-ব্রহ্মের অনন্ত তরঙ্গ হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হয়। ইহা কেবল তোমার ন্যায় ভক্তজনের সঙ্গেরই অমৃতময় ফল। ফলতঃ "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা নচ টীকয়া" এই প্রাচীন উক্তিই অতি যথার্থ। ভক্তি দ্বারাই ভাগবতের অর্থস্ফূরণ হয়। উহা বুদ্ধি দ্বারা হয় না, টীকা দ্বারাও হয় না।" ইহাই বলিয়া প্রভু নীরব হইলেন।

শ্রীপাদ সনাতন এই সময়ে ব্যাপিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতনয়নে মহাপ্রভুর শ্রীমুখ পঙ্কজ-বিনিঃসৃত বচনামৃত বিভোর ভাবে পান করিতেছিলেন। প্রভুর ব্যাখ্যান পরিসমাপ্ত হইলে সনাতন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন। সনাতন সজল নয়নে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সব বেদ-প্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নহেকসমর্থ॥

সনাতন এইরূপে মহাপ্রভুর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু তখন তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, আমাকে অত করিয়া একি বলিতেছ? ভাগবতের স্বরূপ বিচার কর; ভাগবত সাক্ষাৎ কৃষ্ণতুল্য।

কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাঁহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥

এইরূপ বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীভাগবতের দুইটী শ্লোক বলিলেন, যথা:—

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণংগতঃ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত, যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর, ব্রহ্মণ্য এবং ধর্ম্ম রক্ষক শ্রী কৃষ্ণ নিজ নিত্যধামে গমন করিলে, ধর্ম্ম কাহার শরণাগত হইলেন, তাহা বল?

কৃষ্ণে স্বধামপোগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবৎজ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ, নিত্য লীলা স্থানে উপগত হইলে, কলিযুগে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিবেকরহিত জীবের নিমিত্ত এই পুরাণ সূর্য্য উদিত হইয়াছেন।

সনাতন, আমি এই তো তোমার নিকট শ্রীভাগবতের একটী শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলাম, কিন্তু ইহা বাতুলের প্রলাপ ভিন্ন লোকে আর কি মনে করিবে? যাঁহার আমার মত বাতুল, তাঁহারা ভিন্ন আর কে এইরূপ

ব্যাখ্যা প্রমাণ বলিয়া মনে করিবে? আমি তো পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, যে ভাগবতের প্রতি শ্লোকে, এমন কি প্রতি অক্ষরে নানা প্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত হইতে পারে। এই আত্মারাম শ্লোকটীর কথাই ধরিয়া লওনা কেন? ইহার প্রত্যেক পদে এমন কি, 'চ' কার অক্ষরটাতেই কত অর্থ তোমার সঙ্গলাভে আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইল! এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানিবে।

এইরূপে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীপাদ সনাতনকে 'আত্মারাম' শ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যান শুনাইয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে ৬১ সহস্র বা ৬১ লক্ষ ব্যাখ্যানও করিতে পারিতেন। শব্দ শাস্ত্রের তো পার নাই? পাণিনীয় সূত্রের মহাভাষ্যকার শ্রীমৎ পতঞ্জলি মুনি বলিয়াছেন শব্দ-শাস্ত্র অপার। সুতরাং সর্ব্ববিদ্যার আদিগুরু, সর্ব্ববেদের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যাখ্যান-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোন বিস্ময়ের কারণ নাই। শ্রীপাদ সনাতন, প্রভুর ব্যাখ্যায় এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করাই সর্ব্ববিধ শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য। জগতে সহস্র প্রকার উপাসক আছেন বা থাকিতে পারেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানে ভক্তি করাই সর্ব্বপ্রকার উপাসকের প্রধানতম কর্ত্তব্য এবং ভক্তি ভিন্ন কোন উপাসনাই সুসিদ্ধ হয় না, ইহাই "আত্মারাম" শ্লোকের সর্ব্বপ্রকার ব্যাখ্যার মূল তাৎপর্য্য।

উপসংহার

গীতাবলী

শ্রীপাদ সনাতনের রচিত গ্রন্থ সমূহ সম্বন্ধে তদীয় জীবন বৃত্তান্তে প্রথম খণ্ডে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বৃহত্তোষণী টীকা, সটীক বৃহদ্ভাগবতামৃত ও তাহার টীকা, শ্রীহরিভক্তি বিলাসের দিগ্‌দর্শনী টীকা, সংক্ষিপ্ত দশম চরিত ও সংস্কৃত গীতমালা শ্রীপাদ সনাতনের রচিত। এই সকল গ্রন্থের পরিচয় তদীয় জীবনবৃত্তে লিখিত হইয়াছে। হরিভক্তি বিলাস বৈষ্ণবগণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। শ্রীচরিতামৃতের মধ্য লীলান্তর্গত চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে 'আত্মারাম শ্লোক ব্যাখ্যার পরে হরিভক্তি-বিলাসের যে সকল সূত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও জীবনবৃত্তে এবং শ্রীরূপ-শিক্ষামৃতে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতামৃত ভক্তিরই উদাহরণ সহ ক্রমবিকাশ প্রাপ্তির আদর্শ গ্রন্থ। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় গুলি গ্রন্থ-তালিকায় বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল বিষয়ে এখানে আবার সবিস্তার আলোচনা করিতে হইলে গ্রন্থের আকার অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই আশঙ্কায় সে ব্যাখ্যার হইতে নিরস্ত হইলাম। বিশেষতঃ এই অশীতিবর্ষ বয়সে এইরূপ গুরুতর ব্যাপার হস্তক্ষেপ করা অতি দুঃসাহসের কার্য্য, কেবল দৈহিক অপটুতা নহে, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সকলই নিরতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় কেবল ভগবচ্চিন্তা ও শ্রীনাম গ্রহণাদি কার্য্য কোনরূপে চলিতে পারে। বহুল শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক শ্রীভক্তিগ্রন্থ বিরচন ও গ্রন্থ-মুদ্রণ-প্রমাদ-সংশোধন পূর্ব্বক গ্রন্থ-প্রকাশ করা এই বয়সে আমার মত ভজনসাধনাদি-সম্পত্তি-বিহীন লোকের পক্ষে একবারেই অসম্ভব।

সমগ্র গ্রন্থে কঠোর গুরুতর কর্ত্তব্যতার জন্য 'কেবল শাস্ত্র সিদ্ধান্ত-চর্চ্চারূপ কঠিন কঙ্করময় শুষ্ক প্রান্তরের উপর দিয়া আমাকে বিচরণ করিতে হইয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে মাধুর্য্যময় বন-উপবন-শোভা-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য আস্বাদনের কিছু কিছু অবসর ঘটিলেও সেই সমস্ত স্থানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতবেগে বিষয়ান্তরে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিতে পারিব কিনা, সিদ্ধভক্ত শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামি মহোদয়ের ন্যায় এই আকর্ম্মণ্য অজ্ঞ অভক্ত জরাতুরের মনে সর্ব্বদাই সেই আশঙ্কা হইতেছিল। কবিরাজ গোস্বামী ভগবৎপার্ষদ এবং ভগবানের প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থকার। তাঁহার কার্য্যে বাধা বিপত্তির কোন আশঙ্কা ছিলনা, তথাপি তিনি আশঙ্কা করিতেন এবং ভক্তজন স্বভাবসুলভ বিনয় নম্রতা ও দীনতার পরিচয় দিতেন। বৈষ্ণবোচিত সে নম্রতা দীনতা প্রকাশ করারও আমার শক্তি নাই কিন্তু সময়ে সময়ে হৃদয়ে এক একটা প্রলোভনের উদয় হয়, তাহাতেই এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই।

এস্থলে আর একটা লোভ-সম্বরণ করা কঠিন বোধ হইতেছে তাহা এই যে,—শ্রীপাদ সনাতন-রচিত গীতাবলীর রসাস্বাদনের প্রয়াস। এই গীতাবলী স্বভাবতঃই সুমধুর, ইহার উপরে শ্রীভগবৎপার্ষদ শ্রীপাদ সনাতনের প্রগাঢ় রসময় ভাবের মধুময় উচ্ছ্বাস এই গীতাবলীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। লোকে কথায় বলে "মধুরেণ সমাপয়েৎ"। এই গ্রন্থের উপসংহারে সেই মধুময়ী গীতিকা-সমূহের কিঞ্চিৎআলোচনা করিতে পারিলে সংস্কৃত ভাষা-অনভিজ্ঞ পাঠকগণের পক্ষে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি হইতে পারে। ইহা মনে করিয়া এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

শ্রীপাদ সনাতনের গীতাবলী অনন্ত মাধুর্য্যের ভাণ্ডার। ইহাতে ৪২টা গীত আছে। এস্থলে কয়েকটা প্রসিদ্ধ গীতি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

বসন্ত পঞ্চমী

অভিনব কুড্মল- গুচ্ছ সমুজ্জ্বল-
কুঞ্চিত কুন্তল ভার।
প্রণয়িজনেরিত বন্দন সহকৃত-
চূর্ণিতবরঘনসার ॥
জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার।
সৌরভ সঙ্কট বৃন্দাবনতট
বিহিত বসন্তবিহার ॥ ধ্রু ॥
অধরবিরাজিত মন্দতরস্মিত
লোভিত-নিজ-পরিবার।
চটুল দৃগঞ্চল রচিতরসোচ্ছ্বল
রাধা মদন-বিকার ॥
ভুবন বিমোহন মঞ্জুল নর্ত্তন
গতিবল্গিত মণিহার।
নিজ বল্লভজন সুহৃৎসনাতন-
চিত্তবিহরদবতার ॥

দোলোৎসব।

কেলি-রস মাধুরী- ততিভিরতিমেদুরী
কৃতনিখিলবন্ধুপশুপালং।
হৃদি বিধৃতচন্দনং স্ফুরদরুণ বন্দনং
দেহরুচি নির্জিত তমালম্ ॥
সুন্দরি মাধবমবকলয়ালং।
মিত্রকর দোলয়া রত্নময় দোলয়া
চলিতবপুরাত্তচপলমালম্ ॥ ধ্রু ॥

চারু সনাতন তনু রণু রঞ্জন-
কারিসুহৃদগণ সঙ্গী ॥

গ্রন্থকার ধানাশ্রীরাগান্বিত নিম্নলিখিত গানে শ্রীগোবিন্দচরণে প্রেম-মাধুর্য্য-প্রাপ্তির প্রার্থনা করিতেছেন :—

যদপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি
ন তব নখাগ্রমরীচিং !
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত
তদপি কৃপাদ্ভুত বীচিম্ ॥
দেব ভবন্তং বন্দে !
মন্মানস মধুকরমর্পয়
নিজপদপঙ্কজ মকরন্দে ॥ ধ্রু ॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব
ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী !
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক
দুর্ঘট ঘটন-বিধাত্রী ॥
অয়মবিলোল তয়াদ্য সনাতন
কলিতাদ্ভুত রস ভারং।
নিবসতু নিত্য মিহামৃত নন্দিনি
বিন্দুমধুরিম সারম্ ॥

এই গীতাবলীতে শ্রীপাদ সনাতন অষ্ট প্রকার নায়িকার লক্ষণ এবং তাহার প্রমাণ বিবৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কলহান্তরিতার একটী গান এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে। এই গানটী অতি প্রসিদ্ধ। পদগায়কগণ রসকীর্ত্তনে কলহান্তরিতার পালায় এই গানটী এবং ইহার পরবর্ত্তী প্রোষিত ভর্তৃকার প্রমাণ স্বরূপ গানটি গাহিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করেন,

এই গান দুইটীও এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। প্রথমটী ললিত রাগে, পরেরটী গৌরী রাগে গাহিতে হয়।

১। নাকর্ণয়সি সুহৃদুপদেশং।
মাধব চাটু পটলমপি লেশম্ ॥
সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্।
যদভজমিহ নহি গোকুলবীরম্ ॥
নালোকয়মর্পিত মুরুহারং।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্ ॥
হন্ত সনাতন গুণমভিযান্তং।
কিমধারয়মহমুরসি ন কান্তম্ ॥

২। কুর্ব্বতি কিল	কোকিলকুল	উজ্জ্বল কলনাদং।
জৈমিনিরিতি	জৈমিনিরিতি	জল্পতি সবিষাদম্ ॥
মাধব ঘোরে	বিযোগতমসি	নিপপাত রাধা।
বিধুর মলিন	মূর্ত্তিরধিক	মধিরূঢ়বাধা ॥ ধ্রু ॥
নীল নলিন	মাল্যমহহ	বীক্ষ্য পুলকবীতা।
গরুড় গরুড়	গরুড়েত্যভি রৌতি	পরম ভীতা ॥
লম্বিত মৃগনাভি	মগুরুকর্দ্দম-	মনুদীনা।
ধ্যায়তি শিতিকণ্ঠ	মপি সনাতন-	মনুলীনা ॥

গীতাবলীর সকলগুলি গানই অতি সুমধুর এবং প্রেমিক ভক্তগণের কণ্ঠহারস্বরূপ। এস্থলে সর্ব্বশেষের গানটী উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে:—

রাধে নিজকুঞ্জপরসি তুলীকুলরঙ্গং।
কিঞ্চ সিঞ্চ পিঞ্ছমুকুটমঙ্গীকৃত ভঙ্গম্ ॥ ধ্রু ॥
অন্য পঞ্চ যুগ্ম কুসুম রচিতোজ্জ্বল চূড়া।
ভীতিভিরতি নীলমিলিত কুন্তলমনুগূঢ়া ॥

ধাতু-রচিত চিত্রবীথিরম্ভসি পরিলীনাং।
মালাপ্যান্তি শিথিল বৃত্তি রজনি ভৃঙ্গহীনা ॥
শ্রীসনাতন সুমণিরত্নমংশুভিরপি চণ্ডং।
ভেজে প্রতিবিম্বভাব-সম্ভাবতব গণ্ডম্ ॥

শ্রীদশমচরিত

শ্রীচরিতামৃত-পাঠে জানা যায় শ্রীদশম চরিত নামেও শ্রীপাদ সনাতন-রচিত একখানি গ্রন্থ আছে। এই ভ্রাতৃ যুগলের জীবনবৃত্তে এই গ্রন্থের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিও গীতাবলীর ন্যায় স্তবমালা গ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে নন্দোৎসব হইতে কংস বধ লীলা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রত্যেক লীলা, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে কাব্যালঙ্কার-নৈপুণ্যে ও অর্থালঙ্কার-নৈপুণ্যে রচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ গীতাবলী ও দশম চরিতকে শ্রীপাদ রূপ-বিরচিত বলিয়াই তদীয় টীকা-প্রারম্ভে বিঘোষিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা চিরদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে এই কাব্যও শ্রীপাদ সনাতনের রচিত। শ্রীপাদ কবিরাজ যে শ্রীপাদ সনাতন লিখিত দশমচরিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন উহা এই স্তবমালাভুক্ত দশমচরিত ভিন্ন অন্য কোন কাব্য নহে বলিয়াই আমার ধারণা। শ্রীদশম চরিতের মঙ্গলাচরণের চতুর্থ পদ্যটি এই :—

মূলোৎখাতবিধায়িনী ভবতরোঃ কৃষ্ণান্যতৃষ্ণাক্ষয়াৎ।
খেলন্তির্মুনি চক্রবাকনিচয়ৈ রাচম্যমানা মুহুঃ ॥
কর্ণানন্দি কলস্বনা বহতু মে জিহ্বাতটী-প্রাঙ্গণে।
ঘূর্ণত্তুঙ্গ রসাবলি স্তব কথা পীযুষ কল্লোলিনী ॥

হে কৃষ্ণ, তোমার চরিত-কথা-রূপ তটিনী সংসার-তরুর মূলোৎখাদিকা

কৃষ্ণ তৃষ্ণা ভিন্ন অপর তৃষ্ণা মাত্রই সংসার-তরুর প্ররোহ-সাধিকা। কিন্তু তোমার কথা-রূপ তটিনী কৃষ্ণ তৃষ্ণা ভিন্ন অপর তৃষ্ণার ক্ষয় করেন। তোমার কথারূপ-তটিনীতে নারদাদি মুনিরূপ চক্রবাকগণ আনন্দ-রস-পানে আনন্দিত হইয়া বিচরণ করেন। উহার কলধ্বনি কর্ণানন্দ-বিধায়িনী। উহাতে উৎকৃষ্ট রস-প্রবাহ ঘূর্ণিত হইতেছে। তোমার এই চরিত-কথা-রূপিণী পীযুষ-কল্লোলিনী তটিনী আমার রসনা-প্রাঙ্গণে প্রবাহিত হউন।

শ্রীপাদ কবিরাজ এই পদ্যেরই ছন্দ, ভাব ও ভাষাবলম্বনে শ্রীচরিতামৃতে আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিয়াছেন :—

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন- গাননর্ত্তন-কলাপাথোজনি ভ্রাজিতা,
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্র-মধুপশ্রেণী-বিলাসাস্পদম্॥
কর্ণানন্দি কলধ্বনি র্বহতু মে জিহ্বা মরু-প্রাঙ্গণে।
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তবলসল্লীলা-সুধা স্বধূর্ণী॥

এস্থলে দশমচরিতের অন্তর্গত সর্ব্বলীলা মুকুটমণি কেবল শ্রীরাসলীলার পদগুলি উদ্ধৃত করা হইতেছে :—

১

পরিস্ফুরতু সুন্দরং চরিতমত্র লক্ষ্মীপতে
স্তথাভুবননন্দিন স্তদবতারবৃন্দস্য চ।
হরেরপি চমৎকৃতিপ্রকরবর্দ্ধন কিন্তু মে
বিভর্ত্তি হৃদি বিস্ময়ং কমপি রাসলীলারসঃ

২

শারদবিধু- বীক্ষণমধু- বর্দ্ধিতমদপূরঃ
ইষ্টভজন- বল্লভজন- চিত্তকমলপূর
গোপযুবতি- মণ্ডলমতি- মোহনকলগীত
মুক্তসকল- কৃত্যাবিকল- যৌবতপরিবীত

৩

যোষিদমল- নেত্রকমল- লোভিদশনমাল
কৌতুকভর- নির্ম্মিতখর- নর্ম্মবচনজাল
তন্নিশমন- সাশ্রুনয়ন- ভীরুভিরনুনীত
বল্লভজন- খেদশমন- বিভ্রমভরবীত।

৪

শ্যামবিমল- কান্তিপটল- ধূতমদনলক্ষ
রক্তিমধর- যোষিদধর- চুম্ব-রচনদক্ষ
বিগ্রহপদ- যৌবতমদ- বীক্ষণপরিলীন
চণ্ডিমধর- ভক্তনিকর- মানভুজগবীন।

৫

লোলগতিভি- রার্ত্তমতিভি- রাভীরনভিদৃষ্ট
পুষ্পগুরুষু- বল্লীতরু- ভূযুরিষু পরিপৃষ্ট
লব্ধনলিন- গন্ধপুলিন- গোপ্যানুকৃতলীল
শশ্বদমিত- রঙ্গরমিত- রাধিকবরশীল।

৬

ফুল্লসুষম- বন্যকুসুম- মণ্ডিতদয়িতাঙ্গ
কেলিতলিন- বক্ত্রনলিন- ভূষিততদপাঙ্গ
নিভররতি- বর্দ্ধনমতি- নিহ্নুতনিজদেহ
প্রেমশরণ- বল্লভগণ- মানসকুশলেহ।

৭

দৃষ্টবিকল- রাধনিখিল- যৌবতপরিহূত
ভূরিরুদিত- হৃৎতর্দ্দিত- বীথিভিরভিভূত
বিক্লবতনু- গোপসুতনু- লোচনপদবীত
চারুহসন- পীতবসন- কুঙ্কুমভরপীত।

৮

নন্দিতমতি- ঘোষযুবতি- বাসসি বিনিবিষ্ট
তুষ্টি-রচন চারু-বচন ধৃতহৃদয়রিষ্ট
সস্পন্দচয়- ফুল্লহৃদয়- যৌবততত্তরাস
কুন্দরদন- চারুবদন- শোভিতমৃদুহাস।

৯

স্থিরযুবতি- মধ্যবসতি- বর্দ্ধিতরুচিকাম্য
লক্ষলসিত- ভৃঙ্গবলিত- চম্পকতিতসাম্য
স্বস্বসবিধ- বোধিবিবিধ- বেষযুবতিবৃন্দ
শঙ্করমুখ- দৈবতসুখ- বর্দ্ধিনটনবিন্দ।

১০

মোহিতশশি- মণ্ডলবশি- খেচরমুনিঘোষ
কিঙ্কিণিযুত- নূপুরকৃত- লম্ভিতপরিতোষ
সৌরভপুর- মিষ্টখপুর- রঞ্জিতমধুরাস্য
সুষ্টুমহিত- গীতসহিত- যৌবত তত্তলাস্য।

১১

বিশ্বকরণ- বৈধ্যহরণ- কারণকলগান
রক্তিভিরূপ- রুদ্ধপণ্ডপ- তীরুকলিতমান
কুঞ্জিবলয়- তাণ্ডবলয়- ঘূর্ণিতসুররাজি
কোমলরণ- ষট্পদগণ- গুঞ্জিতভরভাজি।

১২

তত্ররহসি- রাসমহিসি- সংভূতবরশোভ
মৌক্তিকশুচি- সুস্মিতরুচি- সৃষ্টযুবতিলোভ
মার্জিতরতি- খিন্নযুবতি- মণ্ডলমৃদুগণ্ড
প্রেমকলহ- কামকলহ- খণ্ডিতভুজদণ্ড।

১৩

বিভ্রমভর- বন্ধনধর- চিহ্নিতনববাম
সৌষ্ঠবযুত- কান্তিভিরুত- কামমনসিকাম
শীতসলিল- কেলিকলিল- চিত্তযুবতিসিক্ত
দীব্যদচির- জাতরুচির- দীপ্তিভিরতিরিক্ত ॥

১৪

দেববিচিত- পুষ্পরচিত- বৃষ্টিভিরভিবৃষ্ট
প্রেমসরল- কেলিতরল- গোপসুতসুদৃষ্ট
বিস্ফুরদিভ- নায়কনিভ- মঞ্জুলজলখেল
চঞ্চলকর- পুষ্করবর- কৃষ্টযুবতিচেল।

১৫

রত্নভবন- সংনিভবন- কুঞ্জবিহিতরঙ্গ
রাগবিরত- যৌবতরত- চিত্রবিলসদঙ্গ
সন্ধ্যতনয়- নন্দতনয়- সুন্দরজয়বীর
যামুনাতট- মণ্ডলনট- রাসরচনধীর
পাপিনির্ময়ি- দুর্গতিজয়ি- পাদভজনলেশ
ধেহি করুণ- দৃষ্টিমরুণ- লোচননিখিলেশ

১৬

রম্ভোরুনিকুরুম্ব নির্ভর পরীরম্ভেণ লব্ধশ্রুতে
র্বিভ্রাণস্য তড়িৎকদম্ববিলসৎ কাদম্বিনী-বিভ্রমম্
ক্রীড়াড়ম্বরধৃতজম্ভমথন স্তম্বেরমোরু শ্রিয়ো
রাসারম্ভরসার্থিন স্তব বিভো বন্দে পাদাম্ভোরুহম্।

ইহাই শ্রীপাদ সনাতন কৃত দশমচরিতের রাসবর্ণনা। এতদ্ব্যতীত স্তবমালা গ্রন্থে শ্রীরূপ বিরচিত রাসক্রীড়ার অপর বর্ণনও আছে

এস্থলে কেবল মধুর ভাবে গ্রন্থোপসংহারের জন্যই কয়েকটী সুমধুর পদ উদ্ধৃত করা হইল। শ্রীপাদ সনাতন ও শ্রীপাদরূপের অনন্ত প্রেম ভক্তিময় রচনাবলী ভক্ত-সমাজের অশেষ কল্যাণপ্রদায়িনী। এই ভ্রাতৃযুগল শ্রীভগবৎপার্ষদ। শ্রীগৌর গোবিন্দের শক্তি-সঞ্চারে ইঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে তাঁহার উপদেশ-বীজাবলী অঙ্কুরিত হইয়া যেরূপ অশেষ শাখাসমন্বিত পুষ্পফলশোভিত মহামহীরূহে পরিণত হইয়াছিল, তাহা জীবমাত্রেরই নিত্য প্রেমানন্দপ্রদায়ক। সেই মহাতরুর আশ্রয় যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা অতি সহজেই ত্রিতাপ জ্বালা হইতে বিমুক্ত থাকেন; অতি সহজে তাঁহাদের অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি হয়; কেবল দুঃখ-নিবৃত্তি নয়, কেননা সাংখ্যযোগ-সাধনাতেও তাহা লভ্য হইতে পারে। কেবল আনন্দ সাক্ষাৎকার ইহার ফল নহে, বেদান্তের সাধক মাত্রেই সে আনন্দ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। কেবল ভজন-নিষ্ঠাও এই মহামহীরূহের ফল নহে, চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণব ভক্তই তাহার অধিকারী। শ্রীরামানুজ, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীমন্নিম্বার্ক ও শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাদৃশ ভক্তি-ফল-লাভের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু এই মহামহীরূহের মূলাশ্রিত সাধকগণ যে ভক্তি ফল প্রাপ্ত হন, তাহা অনর্পিতচরী উন্নত-উজ্জ্বল-রসশ্রী ভক্তিরই অমৃতময় ফল। শ্রীপাদরূপ সনাতন যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কোন আচার্য্য প্রদত্ত নহে,—তাহা কোনও আচার্য্যের জ্ঞাত ছিলনা, কিন্তু সর্ব্বাচার্য্যের শিক্ষাগুরু, সর্ব্ববেদ-প্রবর্ত্তক, সর্ব্বাবতারের অবতারী, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি পূর্ণতম প্রেমানন্দ রসবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ এই ভ্রাতৃযুগলকে ব্রজরসনিস্যন্দিনী সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময়ী প্রেম-ভক্তির যে উপদেশ দিয়ছিলেন, আচার্য্য সম্প্রদায়ের তাহা ইতঃপূর্ব্বে অবিদিত ছিল। এই দুই পার্ষদের হৃদয়ে মহাশক্তি সঞ্চার করিয়া স্বয়ং শ্রীভগবান্ যে শিক্ষাবীজ বপন করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষামৃতের মহামহীরুহ, অনন্ত শাখা বিস্তার করিয়া সংসার-

তপ্ত জীব-দিগকে শান্তিসুধা ও সমুন্নত সমুজ্জল প্রেমভক্তির রসমাধুর্য্য বিতরণ করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেই শিক্ষামৃতরূপ ফলপ্রদ মহাতরুর বিন্দুমাত্রেরও পরিচয় দিতে অসমর্থ হইয়া কেবল মূক-আস্বাদনবৎ অথবা মূকের স্বপ্ন প্রকাশের ন্যায় অস্ফুট ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া কেবল নিজের অযোগ্যতা ও অসমর্থতাই বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিলাম। শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের কৃপায় ইহাতে যদি এই অনভিজ্ঞের ও অভক্তের বিন্দুমাত্রও আত্মশোধনের সম্ভাবনা হয় তবে তাহাই আমার প্রতি শ্রীভগবান্ ও তদ্ভক্তের মহাকৃপা বলিয়া মনে করিব।

সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ চরণে লিখনমিদং সমর্পিতমস্তু।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

দীনার প্রার্থনা

শচীসুত জয় জয় গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
প্রেমময় রসময় স্বর্ণ কলেবর॥
স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণতম অবতারী।
সর্ব্বশুভ সুখদাতা সর্ব্বহিতকারী॥
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত দেব গদাধর।
শ্রীবাসাদি হন যাঁর নিত্য সহচর॥
শ্রীস্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ।
ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম নিত্য সঙ্গিবৃন্দ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোস্বামী ভক্তিরসের ভাণ্ডার।
যাহা হতে হয় ব্রজ রসের প্রচার॥
শ্রীগৌরের যত সহচর অনুচর।
ত্রিভুবন উদ্ধারিতে সবে শক্তিধর॥
সবার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ভকতের পদরেণু ভরসা আমার॥
সকল জনম-সার মনুষ্য জনম।
হেন জনমের সার-গোবিন্দভজন॥
কর্ম্মযোগ জ্ঞানধ্যান বিবিধ প্রকার।
বিহিত হয়েছে শাস্ত্রে বিধি-সাধনার॥
অন্য সব সাধনায় কৃষ্ণ নাহি মিলে।
কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি হয় শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে॥

গোপী অনুগত হৈয়া ভজে যেই জন।
সেই পায় ব্রজরসে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
বৈধী রাগানুগা ভক্তি ভাব ভক্তি আর।
রাগাত্মিকা কামাত্মিকা বিবিধ প্রকার॥
ভক্ত প্রেম, গোপী প্রেম, রাধাপ্রেমতত্ত্ব।
জানিলে সে জানা যায় প্রেমের মাহাত্ম্য॥
দয়াময় প্রেমময় যশোদা নন্দন।
রসময় লীলাময় রাধিকা-জীবন॥
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করি।
গৌর গোবিন্দরূপে এলেন শ্রীহরি॥
নিজে অস্বাদিয়া প্রভু গোপী-প্রেমানন্দ।
ভক্তগণে বুঝাইলা রসের সম্বন্ধ॥
উন্নতউজ্জ্বলরসময়ী ভক্তি দিতে।
আসিলেন শ্রীগোবিন্দ এই অবনীতে॥
ভাব মহাভাব আদি প্রেমের সন্ধান।
যারে-তারে মহাপ্রভু করিলেন দান॥
শ্রীরূপ সনাতনে শক্তি সঞ্চারিয়া।
ভক্তির অনন্ত তত্ত্ব দিলা বুঝাইয়া॥
মহাধন্য দুই ভাই রসের ভাণ্ডারী।
ব্রজরস আস্বাদনে মহা অধিকারী॥
লিখিলেন বহু গ্রন্থ প্রভুর কৃপায়।
ভক্তিরস মহাসিন্ধু উথলিল তায়॥
ছোট বড় ভাগবতামৃত দুইখানি।
অদ্ভুত অপূর্ব্ব গ্রন্থ ভক্তি-রস-খনি॥
ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, শ্রীভক্তি-বিলাস।

যাঁহাতে অনন্তভক্তি রসের উল্লাস ॥
ভক্তি বিলাসের টীকা দিক্ প্রদর্শনা।
যার মধ্যে প্রবাহিত ভক্তি-তরঙ্গিণী ॥
এই দুই গ্রন্থ ভক্ত-সাধকের ধন।
দুরাচারো শুচি হয় করিলে পঠন ॥
এই দুই গ্রন্থ পাঠে জীবন গঠন।
করে যারা নিয়মিত শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
করে যারা স্মরণাদি বৈধী উপাসনা।
শ্রীহরি করেন পূর্ণ তাদের বাসনা ॥
তাহাদের রাগানুগা ভক্তি লভ্য হয়।
অচিরেই ভাবভক্তি হৃদে উপজয় ॥
প্রেমভক্তি লাভ করে সেই ভক্তগণ।
আনন্দে ভজেন গৌর গোবিন্দ চরণ ॥
গোপী প্রেম সমুজ্জ্বল রসের নিদান।
উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে তাহার ব্যাখ্যান ॥
সে যে কি আনন্দলীলা সিন্ধুর উচ্ছ্বাস।
গোপী প্রেমামৃতময় রসের বিলাস ॥
নায়িকারগণ, আর ভাবের বিচার।
সঞ্চারি সাত্ত্বিক আর ভাব-অলঙ্কার ॥
জানিত কি কেহ এই প্রেমের সন্ধান।
যদি না দিতেন প্রভু এই কৃপাদান ॥
বিদগ্ধ মাধবে আর ললিত মাধবে।
প্রেমতত্ত্ব রসতত্ত্ব ভাবের বৈভবে ॥
দিয়াছেন শ্রীলরূপ সব বুঝাইয়া।
প্রতিপদে মধু ঝরে ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া ॥

বহুদিন এই আশা ছিল মম মনে।
শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিতাম যখনে॥
তখনই ভাবিতাম চৈতন্য চরিতে।
রূপ-সনাতন শিক্ষা বুঝিব কি মতে॥
আমার মতন আছে শত শত জন।
যাহাদের মনে আছে এই আকিঞ্চন॥
কৃপা করি যদি প্রভু কোন ভক্ত দিয়া।
বাঙ্গালা ভাষায় তত্ত্ব দেন বুঝাইয়া॥
তবে যদি কথঞ্চিৎ ভক্তিতত্ত্ব সার।
অজ্ঞদের বুঝিবার হয় অধিকার॥
এই মত ভাবিতাম বহুদিন ধরি।
এবে প্রভু দয়াময় বহু কৃপা করি॥
করিলেন পূর্ণ মম মনের বাসনা।
সফলা হইল মম মনের কামনা॥
ধন জন দেহ গেহ অনিত্য সকল।
এই আছে এই নাই এতে কিবা ফল॥
তথাপি এধন ধন্য ;—সৎকার্য্যে লাগিলে।
বিলাসে বিফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥
সর্ব্বকার্য্য শ্রেষ্ঠ কার্য্য সদ্‌গ্রন্থ প্রচার।
ভক্তিগ্রন্থ পাঠে হয় ভক্তির বিস্তার॥
একখানি গ্রন্থ শত শত জন পড়ে।
দেশে দেশে প্রচারিত হয় ঘরে ঘরে॥
আর আর কীর্ত্তি যত একস্থানে রয়।
কালের গর্ভেতে কালে হয়ে যায় লয়॥
সদ্‌গ্রন্থ সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে রহে।

আদরে মানবগণ রাখে নিজ গৃহে ॥
এক জনে পাঠ করে শুনে শত জন।
হৃদয়ে হৃদয়ে তত্ত্ব করয়ে ধারণ ॥
ভীষণ ভারত যুদ্ধ কবে হয়ে গেছে।
কিন্তু শ্রীভারতগ্রন্থ সর্ব্বত্রই আছে ॥
অনিত্য ধনেতে যদি মিলে নিত্যধন।
কে না করে তার জন্য দৃঢ় আকিঞ্চন ?
এই সব মনে ভেবে এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।
পুরালেন মহাপ্রভু মোর অভিলাষ ॥
দীনার প্রার্থনা এবে ভক্ত শ্রীচরণে।
আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা যাচি সবাকার স্থানে ॥
শ্রীরাধা-গোবিন্দ পদে যেন ভক্তি রয়।
ভক্তিভাবে রহে যেন পূর্ণ এ হৃদয় ॥
ভজন সাধন হয় জীবনের সার।
ইন্দ্রজাল সম এই মায়ার সংসার ॥
জীবের জীবন ভবে জলের মতন।
কাল-সাগরেতে সদা করিছে গমন ॥
দেহগৃহ পড়ে থাকে, গৃহী যায় চলি।
প্রাণহীন দেহ হয় ছাই ভস্ম ধূলি ॥
কার বাড়ী কার ঘর বস্ত্র অলঙ্কার।
নশ্বর জীবের দেহ সকলি অসার ॥
অসারকে সার ভাবি বৃথা কাল যায়।
না চিনিনু সার বস্তু বিষ্ণুর মায়ায় ॥
ভক্তি বিনা মায়া হতে নাহিক নিস্তার।
ভক্তি বিনা যোগ জ্ঞান সব অন্ধকার ॥
কৃষ্ণ ভুলি পড়ে জীব মায়ার গহনে।
খোজে সুখ, পায় দুখ মায়ার ছলনে ॥
সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকথা, সৎশাস্ত্র-শ্রবণ।
নাম জপ, ধ্যান পূজা স্মরণ কীর্ত্তন ॥
শ্রদ্ধাসহ ভক্ত সঙ্গে ভক্তি শাস্ত্র পাঠ।

খুলে দেয় হৃদয়ের অজ্ঞান কপাট ॥
দয়াময় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম অবতার।
প্রেম ভক্তি দিয়া জীবে করিলা নিস্তার ॥
শ্রীরূপসনাতন মহাশক্তিধারী।
প্রেমভক্তি-রস-তত্ত্ব ভজন-মাধুরী ॥
শিখাইল সব তত্ত্ব শক্তি সঞ্চারিয়া ;
তাঁহারা, করিল গ্রন্থ জীবের লাগিয়া ॥
অতি বৃদ্ধ জরাতুর সিদ্ধ কৃষ্ণদাস।
শ্রীচরিতামৃতে কিছু করিল প্রকাশ ॥
তাহা দেখি মম মন লোভাকৃষ্ট হৈল।
শ্রীগৌরের কৃপাপাত্রে বাঞ্ছা জানাইল ॥
তিঁহোও তাদৃশ বৃদ্ধ, যথা কবিরাজ।
তাঁহায় জানেন সব বৈষ্ণব সমাজ ॥
তিঁহো সদা আপনাকে মানে দীনহীন।
প্রেমেতে তরুণ অতি, বয়সে প্রবীণ ॥
তাঁহার কৃপায় আর শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায়।
ফলিল কিঞ্চিৎফল বাসনা-লতায় ॥
অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম—জীব-প্রয়োজন।
প্রেম তত্ত্ব অতি গূঢ়,—বৃন্দাবন-ধন ॥
এ নহে ভোগের বস্তু—প্রকৃতির খেলা।
এ নহে—কেবল মিলনের মহা মেলা ॥
যে জন জালিয়ে হৃদে বিরহ-শ্মশান।
মরণে মরিয়া থাকে জপি শ্যাম-নাম ॥
কোথা শ্যাম প্রেমময়—দেখা নাহি মিলে।
বিরহে বিরহে যুগ—যুগ যায় চলে ॥
হয় কি না হয় দেখা দৈবের ঘটন।
তথাপি সকলত্যজি তাহারি চিন্তন ॥
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে পিপাসিত প্রাণ।
পল মাত্রে দেখিবারে করে আনচান ॥
তথাপি তাহার হায় না মিলে দর্শন।

কি কঠোর সাধকের চাতক-জীবন ॥
খালে বিলে নদীনদে সাগরে সাগরে।
অনন্ত জলের রাশি রয়েছে সংসারে ॥
জলদের জলবিন্দু—চাতক সম্বল।
তৃষায় মরিবে, তবু নাহি পিয়ে অন্যজল ॥
একমাত্র কৃষ্ণ রত, অন্য সর্ব্বত্যাগ।
ইহাকেই বলে কৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগ ॥
এই ব্রজরস শিক্ষা দিলা তুই তাঁই।
ব্রজ বিনা এরস না মিলে অন্যঠাঁই ॥
'হা কৃষ্ণ গোবিন্দ' বলি সতত রোদন ;
শ্রীরাধা-গোবিন্দ-লীলা সতত স্মরণ ;
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সতত জপন।
নিগূঢ় শ্রীলীলারস সতত মনন ॥
ভাগবত ভক্তিশাস্ত্র সতত শ্রবণ।
নামগুণ লীলা আদি সতত কীর্ত্তন ॥
গোপী অনুগত হৈয়া সতত সেবন ;
বাহ্য অন্তরে সদা যুগল অর্চ্চন ॥
মানসে শ্রীযুগলের শ্রীপাদ সেবন।
ব্যাকুল হৃদয়ে সদা যুগল বন্দন ॥
সখার মতন সদা সমীপে বর্ত্তন।
তাঁর পদে আত্মপ্রিয় দেহ সমর্পণ ॥
বৈষ্ণবের সদাচার নিয়ম-পালন।
কামক্রোধ লোভ মোহ দ্বেষাদি বর্জ্জন ॥
সর্ব্বজীবে প্রীতিভাব সবার সেবন।
শ্রীগুরুচরণ সেবা ইত্যাদি নিয়ম ॥

সতত পালন করি বৈধীভক্তিচয়।
ইথে রাগানুগাভক্তি ক্রমে লভ্য হয়॥
ভাবভক্তি প্রেমভক্তি-ভক্তের সাধনা।
হৃদয়ে উপজে গোপীপ্রেম-উপাসনা॥
এইসব ভক্তিক্রম,—রূপ সনাতন।
দেখাইলা জীবগণে ভক্তির সাধন॥
বৈষ্ণব-আচার্য্যবর করি বহুশ্রম।
শ্রীগৌর-পার্ষদ-পদ করিয়া স্মরণ॥
ভক্তিশাস্ত্র মহার্ণব মথিয়া মথিয়া।
শিক্ষামৃত গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করিয়া॥
পুরালেন মন বাঞ্ছা চির আকাঙ্ক্ষিত।
আশা করি ইথে হবে জগতের হিত॥
বহুভাবে হয় ভক্ত বৈষ্ণব সেবন।
ভক্তিগ্রন্থ দিয়া সেবা—আমার মনন॥
বড় ভাগ্যে প্রকাশিত হলো গ্রন্থদ্বয়।
ভক্তগণের আশীর্ব্বাদে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
স্মরিয়া শ্রীগুরুপদ বৈষ্ণব চরণ।
শ্রীগৌরগোবিন্দ পদ করিয়া স্মরণ॥
শ্রদ্ধার চন্দনে মাখা ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি।
সমর্পিয়া যাচি আমি ভক্তপদধূলি॥
কৃপা করি কর সবে এই আশীর্ব্বাদ।
সখীগণ যেন মোরে করেন আত্মসাৎ॥

শ্রীমতী রাধারাণী দাসী

প্রিণ্টার—শ্রীঅমৃতলাল দত্ত
"অমৃত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" ৯নং বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।